আমেরিকা'জ # ১ থ্রিলার রাইটার

জেমস প্যাটারসন

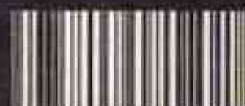
কিস দ্য গার্লস

অনুবাদ:

অনীশ দাস অপু

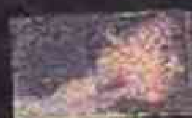
ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলার এ বইতে হোমিসাইড ডিটেকটিভ অ্যালেক্স ক্রস যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তার কথা জীবনেও ভুলবে না সে।

এবারে খুনী একজন নয়, দু'জন। একজন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে কলেজ ক্যাম্পাস থেকে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী মেয়েদেরকে অপহরণ করছে। অপরজন লস এঞ্জেলসে বর্ণনাতীত নৃশংস খুন করে সৃষ্টি করেছে আতংক। তবে গা হিম করা খবর হলো দুই প্রতিভাবান এবং কৌশলী খুনী পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করছে, একে অন্যকে সহায়তা করছে এবং মেতে উঠেছে ভয়ংকর প্রতিযোগিতায়।

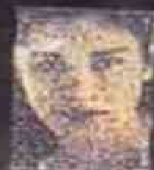


ISBN 984 32 2523 6
BDT : 220.00 Taka Only









প্রস্তাবনা

পারফেক্ট ক্রাইম

বোকা র‍্যাটন, ফ্লোরিডা, জুন ১৯৭৫

পনেরটি কক্ষ বিশিষ্ট সাগর সৈকতের চমৎকার এ বাড়িতে গত তিন হপ্তা ধরে লুকিয়ে রয়েছে খুনী। বাইরে থেকে ভেসে আসা আটলান্টিকের ঢেউয়ের গর্জন সে শুনতে পায়। তবে সাগর কিংবা তিনশ ফুট বিস্তৃত সাদা বালুর ব্যক্তিগত এ সৈকতে উঁকি দেয়ার ইচ্ছে কিংবা আগ্রহ কোনটাই সে অনুভব করে না। বোকার ভূমধ্যসাগরীয় স্টাইলের এ বাড়িতে, তার লুকিয়ে থাকা জায়গা থেকে দেখার এবং আবিষ্কার করার অনেক কিছুই রয়েছে।

প্রকান্ড এ বাড়িতে থাকে ওরা চারজন। মাইকেল, হান্না পিয়ার্স এবং তাদের দুই মেয়ে। খুনী তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করছে ওদেরকে, ওদের একান্ত অন্ত রঙ্গ মুহূর্তগুলোও তার চোখ এড়িয়ে যাওয়ার জো নেই। পিয়ার্সদের ছোটখাট কান্ডকারখানাগুলো দেখতে তার ভালই লাগে। উপভোগ করে হান্নার সীশেল সংগ্রহের অভ্যাস, দেখে গেস্টরুমের ছাদে ঝোলানো সেইলবোট।

সে সারাদিন দেখে পিয়ার্সদের বড় মেয়ে কোটিকে। মেয়েটি তার সঙ্গে সেন্ট অ্যান্ড্রুজ হাইস্কুলে পড়ত। দারুণ সুন্দরী কোটি। স্কুলে কোটির মত রূপসী এবং স্মার্ট মেয়ে আর কেউ ছিল না। সে কেরী পিয়ার্সের দিকেও সারাক্ষণ নজর রেখে চলেছে। কেরী মাত্র তেরতে পা দিয়েছে। কিন্তু এখনই একখানা ডাসা 'মাল' হয়ে উঠতে শুরু করেছে। সুন্দরীদের খুনী 'মাল' বলে সম্বোধন করে।

ছয় ফিটের উপর উচ্চতা হলেও সে সহজেই বাড়ির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের এক কোণায় নিজের জায়গা করে নিতে পেরেছে। গোপন এ আস্তানায় সে কয়েকটি নোংরা উপন্যাস খুঁজে পেয়েছে। মিয়ামির দোকানে এরকম ইরোটিক কাহিনী থরে থরে সাজানো থাকে। সে দ্য স্টোরী অভ ও, স্কুল গার্লস ইন প্যারিস এবং ভলাপচুয়াস ইনিটিয়েশনস গোগ্রাসে গিলেছে। সে যেখানে লুকিয়েছে তার দেয়ালে বইগুলোর সঙ্গে একটি স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন রিভলবারও রেখে দিয়েছে।

সেলারের একটি ভাঙা জানালা গলে সে বাড়িতে ঢোকে এবং বেরোয়। মাঝে মাঝে পুরানো ওয়েস্টিং হাউজ ফ্রিজের পেছনে ঘুমায়। এখানে পিয়ার্সরা পার্টির

জন্য বিয়ার এবং সোডা রাখে। মাঝে মাঝে তারা সৈকতে আগুন জ্বেলে পার্টি দেয়।

আজ সন্ধ্যার আগে আগে সে লাল, কমলা এবং হলুদ রঙে রাঙিয়েছে নিজের শরীর। নিজেকে তার যোদ্ধা এবং শিকারী মনে হচ্ছে।

সে তার ক্রোম প্লেটের ২২ ক্যালিবারের রিভলবার, ফ্লাশ লাইট এবং পর্ণো বইগুলো কোটির বেডরুমের ছাদের উপর লুকিয়ে রেখেছে। কোটির ঠিক মাথার উপরেই রয়েছে ওগুলো।

আজ রাতটা সকল রাতের সেরা রাত। আজ সে এমন একটা কাজ করবে যার জন্য অপেক্ষা করে ছিল দীর্ঘদিন।

সে 'স্কুল গার্লস ইন প্যারিস' থেকে পছন্দের একটা অংশ পড়তে লাগল ফ্ল্যাশলাইটের ম্লান আলোয়। এক বিখ্যাত ফরাসী আইনজীবীর কাহিনী যে সুন্দরী এক হেডমিস্ট্রেসকে ঘুষ দিয়ে হাইস্কুলের বোর্ডিংয়ে মেয়েদের সঙ্গে রাত কাটানোর ব্যবস্থা করেছে। রগরগে বর্ণনা। পড়তে পড়তে গরম হয়ে ওঠে গা। কিছুক্ষণ পড়ার পরে ক্লান্তি বোধ করল সে। তাকাল হাতঘড়ির দিকে। সময় হয়েছে। রাত প্রায় তিনটা বাজে। বইটা একপাশে সরিয়ে রাখল। লক্ষ করল হাত কাঁপছে। উঁকি দিল সে ঝাঁঝরি দিয়ে।

কোটি বিছানায় শুয়ে আছে। ওকে দেখে নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল তার। এখন অভিযানে বেরিয়ে পড়ার সময়। ঠিক যেমনটি কল্পনা করেছিল সে।

এক মুহূর্ত ভাবল সে: *আমার সত্যিকারের জীবন শুরু হতে চলেছে। আমি কী সত্যি কাজটা করতে পারব? হ্যাঁ, পারব!....*

পিয়ার্সদের বীচ হাউজের দেয়ালে গত কয়েকদিন ধরে লুকিয়ে রয়েছে সে। কল্পনায় দেখতে পেল আমেরিকার প্রতিটি খবরের কাগজের প্রথম পাতায় তার খবর ছাপা হয়েছে। বোকা র‍্যাটন নিউজ পড়ার জন্য তার তর সইছে না।

দেয়ালের ভেতরে আগন্তুক!

খুনী এক পরিবারের বাড়ির দেয়ালে আত্মগোপন করে ছিল।

এক প্রতিহিংসাপরায়ণ খুনী ম্যানিয়াক আপনার বাড়িতেও লুকিয়ে থাকতে পারে।

কোটি প্রাইস ঘুমিয়ে আছে। কী যে সুন্দর লাগছে ওকে! পরনে ঢোলা টি-শার্ট শরীরের উপরে উঠে গেছে। গোলাপি সিল্কের বিকিনি প্যান্টি দেখা যাচ্ছে।

চিৎ হয়ে ঘুমাচ্ছে মেয়েটা। একটা পা তুলে রেখেছে আরেকটা পায়ের উপর। লোভনীয় মুখখানা সামান্য খোলা, 'O'র মত একটা ফাঁক তৈরী হয়েছে টসটসে দুই অধরের মাঝখানে। কী যে নিষ্পাপ দেখাচ্ছে!

কোটি এখন প্রায় পূর্ণ যুবতী। ঘন্টা কয়েক আগে কোটিকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সে। গোলাপি লেসের পুশআপ ব্রা খুলছিল কোটি। গর্বোদ্ধত দুই বুক পরখ করছিল আয়নায়।

কোটির বক্ষ অসহ্য রকম সুন্দর। খাড়া খাড়া। দেখলেই বোঝা যায় কোনও পুরুষের হাতের স্পর্শ পরেনি ওই মধুর চাকে। আজ রাতে হাত পড়বে। সে সবকিছু বদলে দেবে। সে আজ কোটিকে নেবে।

সাবধানে এবং নি:শব্দে সিলিংয়ের ধাতব ঝাঁঝরি সরাল সে। তারপর দেয়াল বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে এল কোটির আকাশ নীল-গোলাপি বেডরুমে। তার নি:শ্বাস হয়ে উঠল ঘন। শরীরে গরম রক্তের স্রোত বইছে। এক মিনিট পর শীত লাগল তার। কেশে উঠল।

সে পায়ে এবং গোড়ালিতে দুটো ছোট প্ল্যাস্টিকের ট্র্যাশ ব্যাগ বেঁধে নিয়েছে। হাতে হালকা নীল রঙের রাবারের গ্লাভ। এগুলো পিয়ার্সদের চাকরানী ঘর ঝাট দেয়ার সময় ব্যবহার করে।

নিজেকে তার মনে হলো নিনজা যোদ্ধা। নগ্ন, রঙ শোভিত শরীরে তাকে তেমনই ভয়ংকর লাগছে। পারফেক্ট ক্রাইম। নিখুঁত অপরাধ। অনুভূতিটা উপভোগ করছে সে।

এটা কী স্বপ্ন? না, সে জানে এটা স্বপ্ন নয়। এটা সত্যিকারের ঘটনা। সে সত্যি সত্যি ঘটনাটা ঘটাতে চলেছে। গভীর একটা দম নিল সে। ফুসফুসের ভেতরটা জ্বালা করে উঠল।

অল্পক্ষণ সে বিছানায় শোয়া সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে থাকল। সেন্ট অ্যান্ড্রুজে পড়ার সময় ওর রূপের পাগল ছিল সে। এখনও আছে। সে নি:শব্দে উঠে পড়ল বিছানায়, শুয়ে পড়ল কোটির পাশে।

এক হাতের রাবার গ্লাভ খুলে ফেলল সে। কোটির মসৃণ, নরম চামড়ায় হাত বোলাতে লাগল আদর করে। কল্পনা করল কোটির গায়ে নারকেল সুবাসিত সানট্যান অয়েল মাখিয়ে দিচ্ছে। তার পুরুষাঙ্গ ইতিমধ্যে লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে।

কোটির লম্বা সোনালি ঝলমলে চুল খরগোশের লোমের মত নরম। ঘন, সুন্দর, দোপাটীর গন্ধ আসছে যেন। হ্যাঁ, স্বপ্ন সত্যি হয়।

হঠাৎ চোখ মেলে চাইল কোটি। সবুজ পান্নার মত ঝকঝকে চোখ। মেয়েটি রুদ্ধশ্বাসে খুনীর নাম ধরে ডাকল- যে নামে তাকে স্কুল জীবনে চিনত। তবে সে নিজের নতুন একটা নাম দিয়েছে। 'তুমি এখানে কী করছ?' আঁতকে উঠল কোটি। 'আমার ঘরে ঢুকলে কী করে?'

'খুব অবাক হয়েছ, না! আমি যে ক্যাসানোভা,' তরুণীর কানে ফিসফিস করল সে। হৃৎপিন্ডের গতি দ্বিগুণ হয়ে গেছে! 'বোকা র‍্যাটন শুধু নয় গোটা ফ্লোরিডার সমস্ত সুন্দরী মেয়েদের মধ্যে থেকে তোমাকেই আমি বেছে নিয়েছি। শুনে খুশি হওনি?'

কোটি মুখ হাঁ করল। চিৎকার দেবে। সে হিসিয়ে উঠল 'চুপ!' তারপর নিজের মুখ দিয়ে চেপে ধরল কোটির সুন্দর মুখ। চুমু খেল।

সে ওই রাতে হান্না পিয়ার্সকেও চুমু খেল। এবং খুন করল।

তারপর সে চুম্বন করল তের বছরের কেরীকে।

সে রাতে নিজেকে সে নতুন এক ক্যাসানোভা রূপে আবিষ্কার করল- বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক।

চ্যাপেল হিল, উত্তর ক্যারোলিনা, মে ১৯৮১

সে একজন পারফেক্ট জেন্টলম্যান। যথার্থ ভদ্রলোক। সবসময়ই একজন জেন্টলম্যান। বিচক্ষণ এবং বিনয়ী।

ওরা প্রেমিক যুগল হালকা পায়ে হেঁটে যাচ্ছে ইউনিভার্সিটি লেকের দিকে। লক্ষ করছে সে ওদেরকে। পরিবেশটা স্বপ্নিল এবং রোমান্টিক মনে হচ্ছে।

ওরা দু'জন- টম হাচিনসন এবং রো টিয়েরনি। নীল হাঁসের মত রো বোটের দিকে এগোচ্ছে। লেকের লম্বা ডেকের ধারে ঢেউয়ের আঘাতে মৃদু দোল খাচ্ছে বোট। বোটটা চুরি করে লেকে ভেসে পড়ার মতলব ওদের। সে কারণে উত্তেজিত দু'জনেই।

রো বোটে উঠে পড়ল ওরা। বোট জেটির বন্ধন মুক্ত হতেই জেন্টলম্যান আলগোছে নেমে পড়ল পানিতে। নি:শব্দে। সে প্রেমিক যুগলের প্রতিটি কথা শুনছে, লক্ষ করছে প্রতিটি নড়াচড়া।

পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে। অপার্থিব এবং অদ্ভুত সুন্দর। চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করছে লেকের পানি। টম এবং রো ধীর গতিতে বাইছে বৈঠা। সন্ধ্যায় ওরা চ্যাপেল হিলে রোমান্টিক ডিনার সেরেছে, দু'জনেই বেশ সেজেছে। রো'র পরনে কালো শার্ট, ক্রীম রঙের সিল্কের ব্লাউজ, রূপোর ইয়ার রিং কানে, আর টম হাচিনসন পরেছে গ্রে সুট। টমের বাড়ি পেনসিলভানিয়ায়। তার বাবা অটো মেকানিক। টম ডিউক ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন। সে পড়াশোনায়ও মন্দ নয়।

ইউনিভার্সিটির বন্ধুরা রো এবং টমকে 'গোল্ডেন কাপল্' বলে। ডিউকের ফুটবল ক্যাপ্টেন ক্যারোলিনার আতালিয়া কুইনের সঙ্গে ডেটিংয়ের ঘটনা তাদের রোমান্সকে আরও সুস্বাদু ও মসলাদার করে তুলেছে।

লেকে বোট ভেসে চলেছে, ওরা পরস্পরের বস্ত্র হরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রো নগ্ন হয়ে গেল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। কানে মুক্তো বসানো ইয়ার রিং ছাড়া শরীরে সুতোগাছটিও নেই। চাঁদের আলোয় ভিজে ভিজে প্রেম করতে লাগল দু'জনে।

ওদের জড়াজড়ি এবং শরীরের ধাক্কায় মৃদু ক্যাচকোচ শব্দ তুলে আপত্তি জানাল রো বোট। কামার্ত গোঙানি বেরিয়ে আসছে রো'র গলা দিয়ে, মিশে যাচ্ছে দূরের ঘুর্ঘুরে পোকার ঐকতানের সঙ্গে।

ওদের মন্থন লীলার দৃশ্য তীব্র ক্রোধের সৃষ্টি করল জেন্টলম্যানের শরীরে। তার ভেতরের অন্ধকার দিকটির বিস্ফোরণ ঘটতে শুরু করল: পাশবিক, ভয়ংকর. যেন আধুনিক যুগের মায়া নেকড়ে।

হঠাৎ টম হাচিনসন পিছলে পড়ে গেল পানিতে রো'র পাশ থেকে। মৃদু ঝপাস শব্দ হলো। শক্তিশালি কী একটা হ্যাঁচকা টানে বোট থেকে টেনে নামিয়েছে ওকে। পানিতে পড়ার সময় চিৎকার করে উঠেছিল সে। রো শুনতে পেল তার চিৎকার।

গলায় লেকের পানি ঢুকে গেছে টমের। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। প্রচন্ড যন্ত্রণা হচ্ছে গলায়, যেন বিষাক্ত কিছুর ছোবল লেগেছে।

তারপর, প্রচন্ড শক্তিটা, যেটা ওকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল পানির তলায়, ছেড়ে দিল টমকে। পানির উপর ভুস করে ভেসে উঠল সে। হাত চলে গেল গলায়। উষ্ণ পরশ পেল সে ওখানে। গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে কাটা গলা থেকে, ছড়িয়ে পড়ছে লেকের পানিতে। প্রচন্ড ভয় এবং আতঙ্ক গ্রাস করল ওকে।

আতঙ্কিত টম আবারও স্পর্শ করল গলা। *একটা ছুরি বিঁধে আছে। ওহ্, জেসাস গড*, ভাবল সে. *আমি ছুরি খেয়েছি। আমি পানিতে ডুবে মরব। কে মারল আমাকে। কী দোষ আমার!*

এদিকে দোল খাওয়া রো বোটে উদ্‌ভ্রান্ত রো টিয়েরনি এমন শক্ পেয়েছে চিৎকার করতেও ভুলে গেছে।

পাঁজরের গায়ে দড়াম দড়াম বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিন্ড, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। বোটে খাড়া হলো সে। টমকে খুঁজছে।

টম নিশ্চয় বিশ্রী ঠাট্টা করছে আমার সঙ্গে, ভাবল রো। আমি আর জীবনেও টমের সঙ্গে কোথাও যাব না। ওকে জিন্দেগিতে বিয়ে করবো না। ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে রো, বোটের তলায় রাখা পোশাকের দিকে হাত বাড়াল।

ঠিক তখন বোটের কিনারে, কালো পানি থেকে ভুস করে কী একটা ভেসে উঠল। যেন বিস্ফোরণ ঘটল পানিতে।

রো একটা মাথা ভেসে উঠতে দেখল সারফেসে। পুরুষের মাথা..... তবে ওটা টম হাচিনসন নয়।

'আমি তোমাকে ভয় দেখাতে চাইনি,' নরম গলায়, প্রায় আলাপচারিতার ঢঙে বলল জেন্টলম্যান। 'ভয় পেয়ো না।' দোদুল্যমান বোটের গানওয়েলের দিকে হাত বাড়াল সে। ফিসফিস করল, 'আমরা পুরানো বন্ধু। সত্যি বলছি গত দু'বছর ধরে তোমার ওপর নজর রেখে আসছি আমি।'

রো হঠাৎ চিৎকার শুরু করল। যেন ওর জীবনের আজকেই শেষ দিন।

এবং রো টিয়েরনির জীবনের শেষ দিনই ছিল ওটা।

প্রথম খন্ড

স্কুচি ক্রস

অধ্যায় : ১

ওয়াশিংটন ডিসি. এপ্রিল ১৯৯৪

ফিফথ স্ট্রীটে আমাদের বাড়ির বারান্দায় বসে আছি। ঝুম বৃষ্টি নেমেছে। আমার মেয়ে জ্যানেলের ভাষায়, 'আকাশ ফুটো করা বৃষ্টি।' বারান্দার দেয়ালে গ্যারি লারসনের ফারসাইডের কার্টুন। কার্টুনের শিরোনাম 'বাটলারস অভ দা ওয়ার্ল্ড।' ছবিতে দেখানো হয়েছে একজন বাটলার খুন হয়েছে। ছুরির হাতল পর্যন্ত ঢুকে গেছে ডান বুকে। এক গোয়েন্দা বলছে, 'ঈশ্বর, সোমবারের শুরুতেই এরকম কেস নিয়ে দিন শুরু করতে চাই না।' কার্টুনটা আমাকে মনে করিয়ে দেয় ওয়াশিংটন ডিসির হোমিসাইড বিভাগে গোয়েন্দার চাকরি করি।

আমার দুই বাচ্চা ডেমন এবং জ্যানেল আমার পাশে সামান্য নড়বড়ে, জীর্ণ পিয়ানো বেঞ্চের উপর বসে আছে। জ্যানেল ছোট্ট এক হাতে জড়িয়ে রেখেছে আমার পিঠ, মুক্ত হাতটাতে এক ব্যাগ গুম্মি রিয়ারস। আমি একটা লাল গুম্মি চিবুচ্ছি ধীরে ধীরে।

জেনি এবং ডেমন আমার পিয়ানো নিয়ে এতক্ষণ খেলা করছিল। পিয়ানোর উপর গ্রীন এগস অ্যান্ড হ্যাম- এর দলা মোচড়া একটা কপি। পিয়ানোর তালে ওটা কাঁপছিল।

জেনি এবং ডেমন দু'জনেই জানে গত কয়েক মাস ধরে একটা ঝামেলার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি আমি। ওরা আমাকে খুশি রাখার নানা চেষ্টা করে। আমি ওদের সঙ্গ উপভোগ করি। আগের চেয়ে অনেক বেশী সময় কাটাচ্ছি ওদের সঙ্গে। ওদের বাঁধানো কোডাক ছবির দিকে মাঝে মাঝে তাকাই। শীঘ্রি একজন সাতে পড়বে, আরেকজন পাঁচে।

পেছনের বারান্দার সিঁড়ি ভেঙে কেউ আসছে। ডোর বেল বেজে উঠল। এক, দুই, তিনবার। যে-ই হোক, বেল বাজানোর ভঙ্গিতে বোঝা যায় খুব তাড়া আছে তার। আমার নাম ধরে ডাকল মহিলা বেশ উঁচু গলায়। 'ডঃ ক্রস, প্লীজ আসুন! প্লীজ! ডঃ ক্রস!' চেঁচাতেই লাগল সে। মহিলার কণ্ঠ শুনেও চিনতে পারলাম না।

বাচ্চাদেরকে বেঞ্চি থেকে নামিয়ে দিলাম। 'তোমরা চুপচাপ বসে থাকো এখানে। আমি আসছি।'

'আই'ল বী ব্যাক!' টারমিনেটর ছবির অভিনেতার গলা নকল করল ডেমন। ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম আমি। ক্লাস টুতে উঠেছে ডেমন।

খিড়কির দরজায় পা বাড়ালাম দ্রুত, হাতে রিভলবার। আগন্তুক কী মতলবে এসেছে কে জানে। তাছাড়া সাবধানের মার নেই। জানালার ঝাপসা কাঁচ দিয়ে উঁকি দিলাম কে এসেছে দেখার জন্য।

মহিলা নয়, মেয়ে। চিনি তরুণীকে। ল্যাংলিতে কাজ করে। ওর নাম রিটা ওয়াশিংটন। বয়স তেইশ। রাস্তায় ভূতের মত একা একা ঘুরে বেড়ায়। রিটা বেশ স্মার্ট, ভালো মেয়ে। তবে একটা ঘটনা ওকে মানসিকভাবে অনেকখানি ভেঙে ফেলেছে, চেহারাও গেছে নষ্ট হয়ে।

দরজা খুললাম। ঠান্ডা, ভেজা হাওয়া ঝাপটা মারল মুখে। রিটার হাত রক্তে মাখামাখি। পরনের সবুজ কোটের সামনের অংশেও লেগে আছে রক্ত।

'রিটা, কী হয়েছে তোমার?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। হয়তো গুলি খেয়েছে কিংবা ছুরি। 'প্লীজ, প্লীজ, আমার সঙ্গে চলুন,' কেশে উঠল রিটা, একই সঙ্গে ফোঁপাতে লাগল।'মার্কাস ডেনিয়েলস,' জোরে কেঁদে ফেলল ও। 'ছুরি মেরেছে কেউ ওকে। খুব খারাপ অবস্থা ওর। আপনার নাম ধরে ডাকছিল।'

'বাচ্চারা তোমরা থাকো। আমি আসছি এখুনি।'

রিটার মৃগীরোগীর কান্না ছাপিয়ে চেঁচালাম আমি। 'নানা, বাচ্চাদের দিকে খেয়াল রেখো।' আরও গলা চড়ল আমার। 'নানা, বাইরে যাচ্ছি আমি।' কোটটা নিয়ে রিটার পেছন পেছন বেরিয়ে পড়লাম ঠান্ডা বৃষ্টির মধ্যে। বারান্দার সিঁড়িতে রক্ত। বৃষ্টিতে ধুয়ে যাচ্ছে। আমি সাবধানে পা ফেললাম যাতে রক্ত না লেগে যায়।

অধ্যায় : ২

ফিফথ স্ট্রীট ধরে যত দ্রুত সম্ভব ছুটে চলছি আমি। ধক ধক করছে বুকের ভেতরটা। বসন্তের ঠান্ডা, বিশ্রী, একঘেয়ে বৃষ্টির মধ্যেও গলগল করে ঘামছি। মাথার ভেতরটা দপদপ করছে। রক্তের তীব্র স্রোত বইছে মস্তিষ্কে। শরীরের প্রতিটি পেশী টনটন করছে ব্যথায়। পেটটা যেন কেউ শক্ত হাতে খামচে ধরে রেখেছে।

এগার বছরের মার্কাস ডেনিয়েলসকে দু'হাতে শক্ত করে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছি আমি। ছোট্ট ছেলেটার গা বেয়ে দরদর ধারায় রক্ত পড়ছে। রিটা ওয়াশিংটন মার্কাসকে ওদের বাড়ির বেযমেন্টের তেলতেলে, অন্ধকার সিঁড়ির কোণে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। তারপর খবর দেয় আমাকে।

আমি ঝড়ের বেগে দৌড়াচ্ছি। অন্তরটা হুহু করে কাঁদছে। লোকজন বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। আমি চিৎকার করে তাদেরকে সরে যেতে বললাম সামনে থেকে। পথ করে দিতে বলছি। বেচারা মার্কাসের গা থেকে রক্ত ঝরছে তো ঝরছেই। 'আরেকটু, বাবা,' বললাম ছেলেটাকে। 'আরেকটু।' কাতরে উঠল মার্কাস 'ড. অ্যালেক্স।'

সেন্ট অ্যান্থনির হাসপাতালের ঢালু, অ্যাসফল্টের ফুটপাত দিয়ে ছুটছি আমি। একটা ইএমএস অ্যাম্বুলেন্স পাশ কাটাল আমাকে, যাচ্ছে এন স্ট্রীট অভিমুখে। ড্রাইভারের মাথায় শিকাগো বুলস ক্যাপ, উঁচু কিনারা। পুরো ভল্যুমে গাড়িতে র‍্যাপ মিউজিক বাজছে। ড্রাইভার কিংবা ডাক্তার কেউই ফিরে চাইল না। গাড়ি থামানোর প্রয়োজনও বোধ করল না। ওয়াশিংটনের দক্ষিণ পূর্ব এলাকার জীবনযাত্রার এ এক স্বাভাবিক দৃশ্য। রাস্তায় আহত মানুষকে ছুটোছুটি করতে দেখে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে শহরের মানুষ।

সেন্ট অ্যান্থনির ইমার্জেন্সি রুমটা চিনি আমি। বহুবার ওখানে যেতে হয়েছে আমাকে। কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মেরে কাঁচের দরজা খুলে ফেললাম। গায়ে লেখা ইমার্জেন্সি। অক্ষরগুলো ঝাপসা, কাঁচের গায়ে নখের আচড়।

'আমরা এসে পড়েছি, মার্কাস। আমরা হাসপাতালে চলে এসেছি।' ছেলেটার কানে ফিসফিস করলাম। কিন্তু শুনতে পেল না ও। অজ্ঞান হয়ে গেছে।

'আমাকে সাহায্য করুন। আমার বাচ্চাটাকে বাঁচান।' চিৎকার করে উঠলাম।

পরিচিত দু'জন নার্সকে দেখতে পেলাম। অ্যানি বেল ওয়াটারস এবং তানিয়া হেউড।

'ওকে এদিকে নিয়ে আসুন,' ডাক দিল অ্যানি ওয়াটারস। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। হাসপাতালের কর্মচারী আর রোগীদের মাঝখান থেকে পথ করে চলতে লাগল।

রিসেপশন ডেস্ক পাশ কাটিয়ে এলাম। ওখানে ইংরেজী, স্প্যানিশ এবং কোরিয়ান ভাষায় লেখা এখানে নাম ঠিকানা লিখুন। সবকিছু থেকে হাসপাতালের অ্যান্টিসেপটিকের গন্ধ আসছে। 'মার্কাসকে কেউ ছুরি মারেনি। ও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। ওর ক্যারটিড আর্টারি সম্ভবত কেটে গেছে,' বলতে বলতে করিডর ধরে ভিড় ঠেলে এগোলাম। করিডরের দু'পাশে নানা সাইনবোর্ড: এক্স-রে, ট্রমা, ক্যাশিয়ার।

অবশেষে একটা ঘরে ঢুকলাম। কাপড় চোপড় রাখার ক্লজিট আকারের ঘর। তরুণ এক ডাক্তার ঘরে ঢুকল। আমাকে বলল বেরিয়ে যেতে।

'ছেলেটার বয়স মাত্র এগার,' বললাম আমি। 'তাই আমি এখানেই থাকছি। ওর দু'হাতের কব্জিই কাটা। আরেকটু খোকা,' ফিসফিস করে বললাম মার্কাসকে।' আরেকটু।

অধ্যায় : ৩

ক্লিক। ক্যাসানোভা তার গাড়ির ট্রাঙ্কের ল্যাচ খুলল। তাকাল ভেজা, বিস্ফারিত চোখ জোড়ার দিকে। কী সুন্দর! মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ভাবল সে। একুশ বছরের তন্বী তরুণী হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে গাড়ির ট্রাঙ্কে।

'তোমাকে খুবই বিধ্বস্ত লাগছে,' বলল সে!

মুখে ভেজা কাপড় গুঁজে রাখা, কিছু বলতে পারল না মেয়েটি। দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করে দিতে চাইল ক্যাসানোভাকে। তার গাঢ় বাদামী চোখে ভয় এবং যন্ত্রণা, একই সঙ্গে জেদ এবং ঘৃণাও ফুটে আছে।

ক্যাসানোভা তার কালো ব্যাগটি আগে নামাল গাড়ি থেকে তারপর নিতান্ত নির্দয়ের মত হ্যাঁচকা টানে একশ কুড়ি পাউন্ড ওজনের শরীরটাকে তুলে নিল কাঁধে। ধপাশ করে ফেলে দিল মাটিতে। পা কাঁপছে তরুণীর, টলে পড়ে যাচ্ছিল। চট করে তাকে এক হাত দিয়ে ধরে ফেলল ক্যাসানোভা।

তরুণীর পরনে গাঢ় সবুজ রঙের ওয়েক ফরেস্ট ইউনির্ভাসিটির ছাপ মারা শর্টস, সাদা ট্যাঙ্ক টপ, পায়ে ঝকঝকে একজোড়া নাইকি জুতা। কলেজের বখে যাওয়া মেয়ে এ, দম বন্ধ করা সুন্দরী। নমনীয় গোড়ালি চামড়ার ফিতে দিয়ে শক্ত করা বাঁধা। হাতজোড়াও চামড়ার ফালি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে রেখেছে ক্যাসানোভা।

'তুমি আমার সামনে সামনে হাঁটবে। আমি অর্ডার না দেয়া পর্যন্ত থামবে না। এখন হাঁটো।' হুকুম করল সে।

ঘন জঙ্গলের মাঝ দিয়ে হাঁটা শুরু করল ওরা। ধীর গতি। যতই এগোচ্ছি, নিবিড় হয়ে উঠছে অরণ্য। ঘন এবং ছায়াময়। গা ছমছমে। পিঠে কালো ব্যাগটা ঝুলিয়ে নিয়েছে ক্যাসানোভা। গভীর জঙ্গল ভালোবাসে সে। সবসময় ভালোবাসত।

ক্যাসানোভা লম্বা। অ্যাথলেটদের মত সুগঠিত শরীর। সুদর্শন। সে জানে ইচ্ছে করলেই বহু মেয়েকে পেতে পারে। তবে সে যেভাবে চায় সেভাবে নয়।

'আমি তোমাকে আমার কথা শুনতে বলেছিলাম, বলিনি? বলেছিলাম ঘরোয়া আইনগুলো মেনে চলতে। তুমি আমার কথা কানে তোলোনি।' নরম গলায় বলল সে। 'তার ফল এবার ভোগ করো।'

তরুণী টলতে টলতে এগোচ্ছে। ভয়ে ধড়ফড় করছে বুক, বেড়ে চলেছে আতঙ্ক। জঙ্গল আগের চেয়েও ঘন এদিকটাতে, নিচু ডালপালার খোঁচা লাগছে নগ্ন বাহুতে। লম্বা আঁচড়ের দাগ পড়ে যাচ্ছে। তার আটককারীর নাম জানে সে: ক্যাসানোভা। নিজেকে বিশ্ব প্রেমিক বলে দাবি করে সে। দীর্ঘক্ষণ মন্থন চালিয়ে যেতে পারে এ লোক।

ক্যাসানোভা তাকে সাবধান করে দিয়েছিল। বলেছিল কিছু নিয়মনীতি মেনে চলতে। পাত্তা দেয়নি তরুণী। বিরাট ভুল হয়ে গেছে।

টোয়াইলাইট জোন ধরনের ভুতুড়ে এ জঙ্গলে তাকে নিয়ে ক্যাসানোভা কী করবে জানে না তরুণী। সে ব্যাপারটা নিয়ে না ভাবার চেষ্টা করল। চিন্তা করতে গেলে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। তাকে ভেঙ্গে পড়তে দেখলে, কাঁদতে দেখলে তৃপ্তি পাবে লোকটা। তা হতে দিতে চায় না তরুণী।

ক্যাসানোভা তার মুখের বাঁধনটা যদি একটু খুলে দিত! মুখের ভেতর গোঁজা কাপড়ের কারণে নি:শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে তার। মুখের ভেতরটা শুকনো, খরখরে। তেষ্টায় বুক শুকিয়ে মরুভূমি।

থেমে গেল তরুণী। ঘুরল ক্যাসানোভার দিকে।

'এখানে থামতে চাইছ? বেশ। তবে তোমার মুখের বাঁধন খুলছি না আমি। আমার সঙ্গে কথা বলার কোনও সুযোগ পাবে না তুমি।।'

ক্যাসানোভার মুখে একটা অদ্ভুত মুখোশ। এটার নাম নাকি মৃত্যু মুখোশ, সে বলেছে তরুণীকে। হাসপাতাল আর মর্গে এরকম মুখোশ পরে লোকে। ভয়ংকর লাগছে দেখতে। ক্যাসানোভার আসল চেহারা চেনা যাচ্ছে না। এ আসলে দেখতে কেমন, ভাবল তরুণী। কে এ? মুখোশ পরে আছে কেন?

যেভাবে হোক পালাতে হবে, মনে মনে বলল তরুণী। তারপর একে পুলিশের হাতে তুলে দেবে সে।

'এখানে যদি দাঁড়িয়ে থাকতে চাও, থাকো,' বলল ক্যাসানোভা। হঠাৎ লাথি কষাল তরুণীর পায়ে। মাটিতে পিঠ দিয়ে দড়াম করে পড়ে গেল তরুণী। 'মরো এখানেই।'

সঙ্গে নিয়ে আসা দোমড়ানো মোচড়ানো কালো মেডিকেল ব্যাগ খুলে একটা সূচ বের করল সে। খুদে তলোয়ারের মত বাগিয়ে ধরল। তরুণীকে ভালোভাবে লক্ষ করার সুযোগ দিল।

'এই সূচটাকে বলে টিউবেক্স,' বলল সে। 'এর মধ্যে থাইওপেন্টাল সোডিয়াম আছে। ঘুমের ওষুধ।' সিরিঞ্জে চাপ দিয়ে সূচের মুখ থেকে সরু ঝর্ণাধারার মত বাদামী রঙের খানিকটা তরল ফেলল। বরফ চা'র মত দেখতে জিনিসটা।

'এ দিয়ে কী করবে? আমাকে নিয়ে কী করতে চাও তুমি?' চিৎকার করে বলতে চাইল তরুণী। তবে শুধু গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরুল মুখ থেকে। 'মুখ থেকে দয়া করে কাপড়টা বের করো।'

ঘামে ভিজে গেছে তরুণী, সমস্ত শরীর আড়ষ্ট। লোকটা তাকে ঘুমের ইনজেকশন কেন দিচ্ছে?

'অতিরিক্ত ডোজ শরীরে গেলে তুমি মারা পড়বে,' বলল সে ওকে। 'কাজেই নড়াচড়া কোরো না।'

মাথা ঝাঁকাল তরুণী। বোঝাতে চাইল নড়াচড়া করবে না।

দয়া করে আমাকে মেরো না, নীরব আর্তি জানাল সে। আমাকে ইনজেকশন দিয়ো না।

হাতের একটা শিরা খুঁজে নিল ক্যাসানোভা, পিপড়ের কামড় খেল তরুণী ওখানটাতে।

'আমি কোনও ক্ষতের চিহ্ন রেখে যেতে চাই না,' ফিসফিস করল সে। 'বেশিক্ষণ লাগবে না। দশ, নয়, আট, সাত, ছয়, পাঁচ, তুমি খুব সুন্দরী, জিরো। ব্যাস, শেষ।'

মেয়েটি কাঁদছে। থামাতে পারছে না কান্না। গাল বেয়ে ঝরছে অশ্রু। এ উন্মাদ। চোখ বুজে আছে তরুণী। লোকটার দিকে তাকাতে পারছে না। প্লীজ, গড, আমাকে এখানে মেরে ফেলো না, প্রার্থনা করল সে। এ জায়গায় এভাবে মরতে চাই না আমি।

দ্রুত, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে দিল ওষুধ। উষ্ণ একটা পরশ অনুভব করল তরুণী শরীর জুড়ে, উষ্ণ এবং ঘুম জড়ানো একটা আবেশ। অসাড় হয়ে এল শরীর।

ক্যাসানোভা তরুণীর ট্যাঙ্ক টপ খুলে নিল। আদর করতে শুরু করল বুকে। যেন জাগলার অনেকগুলো বল হাতে খেলা করছে। ওকে থামানোর ক্ষমতা বা শক্তি কোনোটাই নেই তরুণীর।

তরুণীর পা জোড়া যতটুকু সম্ভব ফাঁক করে ধরল সে। টের পেল দুই পায়ের ফাঁকে বসেছে লোকটা। তারপর দুই উরুর মাঝখানে প্রবল ধাক্কা। ব্যথায় ককিয়ে উঠে চোখ মেলল তরুণী। তার মুখের সামনে ভয়ংকর একটা মুখোশ। মুখোশের আড়ালে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এক জোড়া চোখ। ফাঁকা, আবেগশূন্য চাউনি।

তরুণীর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করেছে ক্যাসানোভা। তরুণীর শরীরে যেন অত্যন্ত শক্তিশালী বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে চলেছে। ভীষণ শক্ত আর মোটা ক্যাসানোভার পুরুষাঙ্গ। প্রচন্ড শক্তিতে কোমর নাড়ছে সে। দেখছে অচেতন হয়ে পড়ছে তরুণী। ঘুমের ওষুধের প্রভাবে সমস্ত অনুভূতি আচ্ছন্ন হয়ে আসছে তার। তরুণী চিৎকার করে বলতে চাইল না, প্লীজ, প্লীজ, প্লীজ। আমার সঙ্গে এরকম কোরো না। আর তখন আঁধার গ্রাস করল তাকে।

তরুণী জানে না কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিল। জেগে গেল সে। এখনও বেঁচে আছে বুঝতে পেরে খুশিতে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল তার। আহ্, বেঁচে থাকা কী আনন্দের!

তরুণী লক্ষ করল তাকে আগের জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। একটা গাছের সঙ্গে পিছমোড়া করে বাঁধা সে। পা-ও বাঁধা। মুখে এখনও কাপড় গোঁজা। লোকটা তার পরনের কাপড় চোপড় সব খুলে নিয়েছে। সম্পূর্ণ নগ্ন সে। এদিক-ওদিক তাকাল তরুণী। কোথাও নিজের জামা কাপড় দেখতে পেল না।

লোকটা আছে এখনও!

'তুমি চিৎকার করলেও আমার কিছু আসে যায় না,' বলল সে। 'কেউ তোমার চিৎকার শুনবে না।' মুখোশের আড়ালে চোখ জ্বলে উঠল তার। 'তোমার চিৎকার শুনে বনের পশুপাখি যাতে ভয় পেয়ে না যায় সেজন্য মুখের বাঁধন খুলিনি।' তরুণীর চমৎকার দেহসৌ'বে চোখ বুলাল সে। 'আমার কথা না শুনে, আইন ভেঙে বড্ড অন্যায় করেছ তুমি।'

মুখোশ খুলে ফেলল সে। প্রথমবারের মত নিজের চেহারা দেখতে দিল তরুণীকে। তারপর ঝুঁকল তরুণীর দিকে। চুমু খেল ঠোঁটে।

কিস দ্য গার্লস! মেয়েদেরকে চুমু খাও!

তারপর চলে গেল ওখান থেকে।

অধ্যায় : ৪

রাগের মাত্রা কমেছে আমার। তবে দুশ্চিন্তা হচ্ছে খুব। ইমার্জেন্সি রুমের বসার জায়গাটা যেন নরক গুলজার হয়ে আছে। বাচ্চাদের ট্যাঁ ফোঁ, সন্তানের শোকে বাবা-মাদের হাউমাউ কান্না, এক লোকের গা বেয়ে রক্ত পড়ছে। সে শুধু 'হো শিট! হো শিট!' বলে ব্যথায় কাতরাচ্ছে।

আমি এখনও মার্কাস ডেনিয়েলসের সুন্দর, বিষন্ন চোখ দুটি দেখতে পাচ্ছি। কানে ভাসছে তার নরম কণ্ঠ।

সাড়ে ছ'টার দিকে অপ্রত্যাশিতভাবে হাসপাতালে এল আমার সহকর্মী ও বন্ধু জন স্যাম্পসন। দশ বছর বয়স থেকে ও আমার বন্ধু। একই এলাকায় বাড়ি আমাদের। আমি অ্যাবনরমাল সাইকোলজি নিয়ে পড়াশোনা করেছি। জনস পেকিন্স থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে পাশ করার পর স্যাম্পসন ঢুকল আর্মিতে। তারপর দু'জনেই একসঙ্গে ওয়াশিংটনের পুলিশ বাহিনীতে কাজ করেছি।

আমি ট্রমা রুমের বাইরে একটা টুলে বসে আছি। আমার পাশে একটা 'ক্রাশ কার্ট'। এটাতে করে ওরা মার্কাসকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেছে।

'বাচ্চাটা কেমন আছে?' জিজ্ঞেস করল স্যাম্পসন। মার্কাসের খবর ইতিমধ্যে শুনেছে ও। সবকিছুই ও কীভাবে যেন জেনে যায়। ওর কালো রেইনকোট বেয়ে বৃষ্টির জল গড়াচ্ছে। তবে ওদিকে নজর নেই স্যাম্পসনের।

করুণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম আমি। 'জানি না। ওরা আমাকে কিছুই বলছে না। ডাক্তার জানতে চাইল আমি বাচ্চাটার কিছু হই কিনা। ওকে ট্রমা রুমে নিয়ে গেছে। অনেক রক্ত পড়েছে। তুমি অসময়ে এখানে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল স্যাম্পসন, জবাব না দিয়ে বসে পড়ল আমার পাশে। রেইনকোটের নিচে ডিটেকটিভের ইউনিফর্ম পরা; সিলভার-লাল রঙের নাইকি, সুইটসুট, ম্যাচ করা উঁচু হিলের স্নিকার, সোনার চেইন ব্রেসলেট, সিগনেট রিং।

'তোমার সোনার দাঁত কই?' হাসি ফোটালাম মুখে।

'সোনার দাঁত থাকলে আরও ভালো লাগত দেখতে।'

স্যাম্পসন নাক সিটকানোর ভঙ্গিতে হাসল। 'তোমার কথা শুনে চলে এলাম। তুমি ঠিক আছ তো? দেখে মনে হচ্ছে হাতির সঙ্গে টক্কর লেগেছে।

'বাচ্চাটা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। এত সুন্দর একটা বাচ্চা। এগার বছর মাত্র বয়স।'
'ওদের ভাঙা বাড়িতে যেতে বলছ আমাকে? ওর বাবা মাকে গুলি করে আসব?' জিজ্ঞেস করল স্যাম্পসন।
'ওটা পরে করা যাবে' বললাম আমি।
মার্কাস ডেনিয়েলসের বাবা মা একসঙ্গে থাকে। তবে বাচ্চাটা আর তার ছোট চারটে বোনকে রেখেছে ল্যাংলি টেরেস প্রজেক্টের কাছের একটা ভাঙা বাড়িতে। বাচ্চাগুলোর বয়স পাঁচ থেকে বারো। সবগুলো বাচ্চাকে এ বয়সেই কাজে লাগিয়ে দিয়েছে।
'তুমি এখানে কী করছ?' দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলাম স্যাম্পসনকে। 'এ সময়ে তো তোমার এদিকে আসার কথা নয়। ব্যাপার কী?'
স্যাম্পসন ক্যামেলের প্যাকেট ঠুকে এক শলা সিগারেট বের করল। এক হাতেই কাজটা করল। নিরুদ্বেগে। সিগারেট ধরাল। অথচ চারপাশে গিজগিজ করছে ডাক্তার আর নার্স।
আমি ওর ঠোঁট থেকে কেড়ে নিলাম সিগারেট, আমার কালো কনভার্স স্নিকারের নিচে পিষে ফেললাম।
'এখন একটু ভাল্লাগছে?' আমার চোখে চোখ রাখল স্যাম্পসন। তারপর চওড়া হাসি ফুটল মুখে। স্যাম্পসনের উপস্থিতি আমার ভেতরে জাদুর মত কাজ করে। আমার সত্যি আগের চেয়ে ভালো লাগছে। সিগারেটটা পিষে ফেলে যেন রাগটাকে অবদমিত করতে পারলাম।
'ওই যে একজন দয়াবতী আসছে,' লম্বা করিডরের দিকে ইঙ্গিত করল স্যাম্পসন।
হাসপাতালের কোট গায়ে আমাদের দিকে হেঁটে আসছে অ্যানি ওয়াটারস। কোটের পকেটে হাত। চেহারা কঠিন। অবশ্য চেহারা সবসময় এরকম করে রাখে সে।
'আমি দু:খিত, অ্যালেক্স।' বলল ও। 'ছেলেটাকে বাঁচাতে পারলাম না। তুমি যখন ওকে নিয়ে এলে তখনই ওর অন্তিম দশা।'
ফিফথ স্ট্রীট দিয়ে মার্কাসকে কোলে নিয়ে ছোটার দৃশ্য ভেসে উঠল চোখে। কল্পনায় দেখতে পেলাম মার্কাসকে হাসপাতালের সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হচ্ছে। আমার চোখ ভরে উঠল জলে। ছয়ফুট নয় ইঞ্চি লম্বা দীর্ঘ শরীর নিয়ে সিধে হলো স্যাম্পসন। আমার কাঁধে হাত রেখে মৃদু গলায় বলল, 'চলো, অ্যালেক্স। বাড়ি যাবে।'
আমি শেষবারের মত ট্রমা রুমে ঢুকলাম অ্যালেক্সকে দেখতে।

ওর ছোট্ট নিস্প্রাণ হাতখানা নিজের মুঠোয় চেপে দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ। একটা আফ্রিকান প্রবাদ মনে পড়ছে: *একটি সুসন্তান গড়ে তুলতে গোটা একটা গাঁয়ের দরকার হয়।*

অবশেষে স্যাম্পসন এল। ছেলেটার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল আমার হাত। বাড়ির পথ ধরলাম আমরা।

বাড়িতে পৌঁছে আমার মাথায় ভেঙে পড়ল নরক।

অধ্যায় : ৫

আমার বাড়ির সামনে অসংখ্য গাড়ি। বেশীর ভাগ গাড়ি পরিচিত জনের। বন্ধুবান্ধব আর পারিবারিক সদস্যদের।

স্যাম্পসন একটা তোবড়ানো, বছর দশেকের পুরানো টয়োটার পেছনে গাড়ি থামাল। টয়োটা আমার মৃত ভাই অ্যারনের স্ত্রী সিলা ক্রসের। সিলা ক্রস আমার ভালো বন্ধু। স্মার্ট এক মহিলা। আমার ভাইয়ের চেয়েও ওকে বেশী পছন্দ করি আমি। সিলা এখানে কী করছে?

'আমার বাড়িতে কী হচ্ছে?' স্যাম্পসনকে জিজ্ঞেস করলাম আবার। উদ্বেগ বোধ করছি।

'চলো তো দেখি,' ইগনিশন থেকে চাবি ছুটিয়ে নিল স্যাম্পসন। দরজা খুলে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। আমিও দরজা খুললাম। তবে বসে রইলাম ভেতরে। আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা বরফ জল নামছে। অশুভ আশঙ্কায় ধুকপুক করছে বুক। আমার বাড়ির ভেতরে কী ঘটছে?

স্যাম্পসন সদর দরজায় কড়া নাড়ল না কিংবা বেলও বাজাল না। স্রেফ ঢুকে পড়ল ভেতরে। যেন ওর নিজের বাড়ি। আমি ওর পেছন পেছন এগোলাম।

আমার ছেলে ডেমন স্যাম্পসনের বাড়িয়ে ধরা হাতের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। জন এমনভাবে ওকে জড়িয়ে ধরল যেন ও বাতাসে তৈরি। আমার মেয়ে জেনি 'বাবা! বাবা!' বলে দৌড়ে এল। ওর পরনে পাজামা, গা থেকে ভুরভুর করে পাউডারের গন্ধ আসছে।

তবে ওর বড় বড় বাদামী রঙের চোখে ভীতির ছায়া দেখে জমে গেলাম আমি। 'কী হয়েছে, সোনা!' জেনির নরম, উষ্ণ গালে নাক চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলাম আমি। আমরা গালে নাক ঘষাঘষির খেলাটা প্রায়ই খেলি। 'কী হয়েছে বাবাকে বলো!'

লিভিংরুমে আমার তিন খালা, দুই ভ্রাতৃবধু আর ভাই চার্লসকে দেখতে পেলাম। খালারা কাঁদছেন। মুখ লাল এবং ফোলা। ভ্রাতৃবধু সিলাও কাঁদছে। ওকে অকারণে কোনদিন কাঁদতে দেখিনি।

ঘরে অস্বাভাবিক দম বন্ধ করা একটা পরিবেশ। কেউ হয়তো মারা গেছে, ভাবলাম আমি। এমন কেউ যাকে আমরা সবাই খুব ভালোবাসি। কিন্তু আমি যাদেরকে ভালোবাসি, পছন্দ করি, তাদের সকলেই এখানে উপস্থিত।

আমার দাদী নানা মামা সবাইকে চা এবং কফি পরিবেশন করছেন। সেই সঙ্গে ঠান্ডা চিকেন প্যাটিস। কিন্তু কেউ মুখে তুলছে না খাবার। দাদী আমাদের সঙ্গে থাকেন। আমাদের তিনজনের বাবা-মা তিনি।

দাদীর বয়স আশি। বয়সের ভারে খানিকটা কুঁজো হয়ে গেছেন। তাঁর চোখ শুকনো। দাদীকে আমি খুব কমই কাঁদতে দেখেছি। তিনি বলেন তাঁর দিন ফুরিয়ে আসছে। কাজেই কান্নাকাটি করে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না।

লিভিংরুমে ঢুকলাম আমি। মস্তিষ্কে যে প্রশ্নটা ক্রমাগত বাড়ি মারছিল, অস্থির করে তুলেছে আমাকে, অবশেষে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, 'চার্লস, সিলা, টিয়া খালা- তোমাদের সবাইকে একসঙ্গে দেখতে পেয়ে খুব ভালো লাগছে আমার- তবে দয়া করে বলবে- কী ঘটেছে এখানে?'

সবাই স্থির দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

জেনি এখনও আমার হাত ধরে ঝুলে আছে। স্যাম্পসনের কোলে ডেমন।

দাদী কথা বললেন। আমার বুকে ছুরির খোঁচা লাগল।

'নাওমি,' শান্ত গলা তাঁর। 'স্কুচিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, অ্যালেক্স।' তারপর, বহু বছর বাদে দাদীর চোখে জল দেখলাম আমি। ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন তিনি।

অধ্যায় : ৬

চেঁচিয়ে উঠল ক্যাসানোভা। গলার গভীর থেকে বেরিয়ে আসা চিৎকার যেন নেকড়ের ডাক।

গভীর জঙ্গল দিয়ে ছুটে চলেছে সে। পেছনে ফেলে আসা মেয়েটার কথা ভাবছে।

তার মনের একটা অংশ ফিরে যেতে চাইছে মেয়েটার কাছে, ওকে রক্ষা করতে চাইছে-

অপরাধবোধে ভুগছে সে এখন। দ্রুত ছুটছে। তার মোটা ঘাড় এবং বুকে ঘাম গড়াচ্ছে। দুর্বল লাগছে শরীর। পা জোড়া যেন রাবারের, চলতে চাইছে না। পিছলে যেতে চাইছে।

সে যে কান্ড করে এসেছে তার মর্ম এখন বুঝতে পারছে। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি।

তবে মেয়েটার সঙ্গে যখন সে কথা বলতে চেয়েছিল তখন যদি মেয়েটা তার কথা শুনত! তাহলে এসব ঘটত না। সে অন্য খুনীদের মত নয়। তাদের থেকে আলাদা।

রাগ হচ্ছে তার নিজের ওপর। মুখোশটা টেনে খুলে ফেলল। সমস্ত দোষ মেয়েটার। সে বদলে যেত। সে ক্যাসানোভা হতে চায় না।

সে আবার আগের মত হতে চায়। আগের মত দয়ালু একজন মানুষ।

অধ্যায় : ৭

নাওমি। স্কুচিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, অ্যালেক্স।

কোনও জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে আমাদের রান্নাঘরে মীটিং ডাকা হয়। ওখানেই বসলাম সকলে। নানা, মানে আমার দাদী আরও কফি বানালেন, নিজের জন্য তৈরি করলেন ভেষজ চা। আমি বাচ্চাদেরকে শুইয়ে দিলাম বিছানায়। তারপর ব্ল্যাক জ্যাকের একটা বোতল খুললাম। পান করতে লাগলাম হুইস্কি।

গত চারদিন ধরে আমার বাইশ বছরের ভাইঝি নাওমি নিখোঁজ। ও থাকে উত্তর ক্যারোলিনায়। পুলিশ এতদিন পরে ওয়াশিংটনে আমাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। একজন পুলিশম্যান হিসেবে ব্যাপারটা হজম করতে কষ্ট হচ্ছে আমার। নিখোঁজ ব্যক্তির জন্য দু'দিনের মধ্যেই পাত্তা লাগানো যায়। সেখানে চারদিন কালক্ষেপণের কোনও মানে হয় না।

নাওমি ক্রস ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্রী। খুব ভালো ছাত্রী। আমাদের পরিবারের সবাই ওকে নিয়ে গর্ব করি। ওর একটা ডাকনাম আছে- স্কুচি। খুব আদর পেতে ভালবাসত মেয়েটা। আমার ভাই অ্যারনের মৃত্যুর পরে আমি আর সিলা মিলে ওকে বড় করেছি। তবে ও কখনোই আমাদের যন্ত্রণা দেয়নি- ভারী লক্ষ্মী আর মিষ্টি মেয়ে। আর খুব স্মার্ট।

স্কুচি নিখোঁজ। উত্তর ক্যারোলিনায়। চারদিন ধরে ওর কোনও খোঁজ নেই।

'রাসকিন নামে এক গোয়েন্দার সঙ্গে কথা বলেছি আমি' স্যাম্পসন বলল। 'ডিটেকটিভ রাসকিন নাওমির অন্তর্ধানের ব্যাপারটা জানে। বলল নাওমির ক্লাসের এক বন্ধু তাকে খবরটা জানিয়েছে। মেয়েটার নাম মেরী ইলেন ক্লুক।'

নাওমির এই বান্ধবীকে আমি চিনি। লং আইল্যান্ডের গার্ডেন সিটির মেয়ে। ভবিষ্যতে পেশা হিসেবে ওকালতি বেছে নেয়ার ইচ্ছে তার। নাওমি মেরী ইলেনকে নিয়ে বেশ কয়েকবার ওয়াশিংটনের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। মেরী আর নাওমিকে নিয়ে কেনেডি সেন্টারে একবার ক্রিসমাসে হ্যান্ডেলের 'মেসা' শুনতে গিয়েছিলাম।

গাঢ় রঙের চশমা জোড়া চোখ থেকে খুলে ফেলল স্যাম্পসন। সরিয়ে রাখল একপাশে। এ কাজটা সে করেই না বলতে গেলে। নাওমিকে সে খুব পছন্দ

করে। নাওমির নিখোঁজ হওয়ার সংবাদে অন্যদের মতই শক্‌ড্‌ হয়েছে। সবসময় কালো চশমা পরে বলে স্যাম্পসনকে নাওমি ঠাট্টা করে 'হিজ গ্রিমনেস' এবং 'ডার্থ ওয়ান' ডাকে। স্যাম্পসন উপভোগ করে ওর মশকরা।

'ডিটেকটিভ রাসকিন কেন আরও আগে আমাদেরকে খবর দিল না? ওই মেয়েটাই বা এ ব্যাপারে কিছু বলল না কেন?' জিজ্ঞেস করল আমার ভ্রাতৃবধূ। সিলার বয়স একচল্লিশ। উচ্চতা পাঁচফুট চার ইঞ্চি, ওজন দুশো পাউন্ডের কাছাকাছি। ওজন কমানোর চেষ্টা নেই কারণ ও চায় না কোনও পুরুষ ওকে দেখে আকৃষ্ট হোক।

'জানি না কেন আগে খবর দেয়নি,' স্যাম্পসন বলল সিলাকে। 'ওরা মেরী ইলেন ক্লুককে বলেছে খবরটা যেন আমাদেরকে না জানায়।'

'ডিটেকটিভ রাসকিন দেরীতে কথাটা কেন বলল তার কোনও ব্যাখ্যা দেয় নি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ডিটেকটিভ বলল ওরা পরিস্থিতি যাচাই করছে। এর বেশী কিছু বলতে চায়নি।'

'এফ বি আই?' জানতে চাইলাম আমি। এফ বি আই'র মধ্যে ঢাকঢাক গুড়গুড় ব্যাপারটা বেশী।

'রাসকিন বলেনি কিছু।'

'ওর সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার।' বললাম আমি। 'সামনা-সামনি কথা বললে ভালো হবে, তাই না?'

'আমার তাই মনে হয়, অ্যালেক্স।' টেবিলের ওপাশ থেকে বলে উঠল সিলা।

'আমি ওর পেছনে লেগে থাকব,' হাসল স্যাম্পসন।

সিলা টেবিল ঘুরে চলে এল আমার সামনে। জড়িয়ে ধরল শক্ত বাঁধনে। বেতসলতার মত কাঁপছে।

স্যাম্পসন এবং আমি দক্ষিণে যাবো। ফিরিয়ে নিয়ে আসব স্কুচিকে।

অধ্যায় : ৮

ডেমন আর জেনিকে তাদের 'স্কুচি আন্টি'র কথা বলতে হলো। ওরা বুঝতে পারছে ওদের স্কুচি আন্টির কিছু একটা হয়েছে। বাচ্চারা সবকিছু টের পেয়ে যায়। ওরা স্কুচি আন্টির কী হয়েছে না জানা পর্যন্ত না ঘুমানোর পণ করেছে।

'স্কুচি আন্টি এখন কোথায়? তার কী হয়েছে?' বাচ্চাদের শোয়ার ঘরে ঢোকামাত্র প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল ডেমন। দু'জনের কেউই ঘুমায়নি এখনও। ডেমন যা শুনেছে বুঝতে পেরেছে নাওমির খারাপ কিছু একটা ঘটেছে।

প্রয়োজন না হলে আমি বাচ্চাদের কাছে কখনও সত্য গোপন করি না। বললাম, 'নাওমি আন্টির কোনও খবর পাচ্ছি না ক'দিন ধরে। তাই সবাই খুব দুশ্চিন্তায় আছে। এজন্যে সবাই আমাদের বাসায় এসেছে। তবে দুশ্চিন্তা কোরো না, আমি তোমাদের আন্টিকে খুঁজে নিয়ে আসব। তোমাদের বাবা সব সমস্যার সমাধান করতে পারে, জানোই তো। কি, পারে না?'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ডেমন। আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। জেনিও চুমু দিল। আমি দু'জনকে জড়িয়ে ধরে থাকলাম। আহ্, কী সুন্দর আমার বাচ্চারা!

জেনি ফিসফিস করে বলল, 'বাবা আন্টিকে ঠিক খুঁজে নিয়ে আসবে।' ওর কথায় যেন আমি উজ্জীবিত হলাম। ভেতরে টের পেলাম শক্তির স্ফুরণ।

রাত এগারটার মধ্যে ঘুমিয়ে গেল বাচ্চারা। বাসা খালি হতে লাগল। খালারা আগেই চলে গেছেন। স্যাম্পসনও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।

স্যাম্পসনকে এই প্রথম দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন আমার দাদী। বললেন, 'তুমি কাল অ্যালেক্সের সঙ্গে দক্ষিণে যাচ্ছ এজন্য ধন্যবাদ। আমি সবসময় বলি যখনই প্রয়োজন হয় জন স্যাম্পসন আমাদের দোড়গোড়ায় হাজির হয়ে যায়। বলি না?' তিনি মোটাসোটা আঙুল দিয়ে খোঁচা দিলেন স্যাম্পসনের প্রশস্ত বুকে।

স্যাম্পসন দাদীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। 'অ্যালেক্স আপাতত: একাই যাচ্ছে, নানা। আমি পরে আসব। ওকে আর নাওমিকে উদ্ধার করব।'

হেসে উঠলেন দাদী। স্যাম্পসনও তার সঙ্গে হাসিতে যোগ দিল। ওদের হাসি দেখতে ভালো লাগছে আমার। দাদী আমাকে আর স্যাম্পসনকে দু'হাতে

জড়িয়ে রেখেছেন। যেন এক ছোটখাটো বৃদ্ধা তার দুই প্রিয় রেডউড ট্রীকে ধরে আছেন। দুর্বল শরীরটা কাঁপছে, টের পেলাম আমি। নানা মামা গত কুড়ি বছরেও কখনও এভাবে আমাদেরকে জড়িয়ে ধরে থাকেননি। নাওমিকে তিনি নিজের সন্তানের মত আদর করেন। নাওমি দাদীকে খুব ভয় পায়।

নাওমি নয়। নাওমির কিছু হতে পারে না।

শব্দগুলো বারবার বাড়ি খাচ্ছে আমার মস্তিষ্কে। কিন্তু ওর কিছু একটা হয়েছে। আমাকে আবেগ ত্যাগ করে পুলিশম্যানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। কাজ করতে হবে হোমিসাইড ডিটেকটিভের মত। যেতে হবে দক্ষিণে।

'নিজের উপর আস্থা রাখো এবং অজানা গন্তব্যে বেরিয়ে পড়ো,' বলেছিলেন অলিভার ওয়েন্ডেল হোমস। আমার নিজের ওপর আস্থা এবং বিশ্বাস দুটোই আছে। আমি যেতে পারি অজানা গন্তব্যে। আমার কাজের ধরণই তো এরকম।

অধ্যায় : ৯

এপ্রিলের শেষ হপ্তায় ডিউক ইউনিভার্সিটির আশ্চর্য সুন্দর ক্যাম্পাস সন্ধ্যা সাতটার দিকে ছাত্র-ছাত্রীদের কল-কাকলিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। ম্যাগনোলিয়া গাছগুলো, বিশেষ করে চ্যাপেল ড্রাইভ ভরে ওঠে ফুলে। সার বেঁধে পরিকল্পিতভাবে লাগানো গাছগুলো এ ক্যাম্পাসকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সুন্দর ক্যাম্পাসে পরিণত করেছে।

লম্বা, ধূসর পাথরের গেট পার হয়ে ইউনিভার্সিটির পশ্চিম ক্যাম্পাসে ঢুকল ক্যাসানোভা। তাজা বাতাস টানল বুক ভরে। সাতটা বেজে কয়েক মিনিট। তার এখানে আসার উদ্দেশ্য একটাই- শিকার ধরা। গোটা প্রক্রিয়াই তার কাছে উত্তেজক এবং অদম্য লাগছে। একবার শুরু করার পর সে আর নিজেকে থামাতে পারছে না।

মানুষের মস্তিষ্ক আর কলজে নিয়ে আমি যেন এক খুনে হাঙর, ভাবছে ক্যাসানোভা। এক শিকারী।

সে বিশ্বাস করে পুরুষ ভালোবাসে শিকার করতে- এজন্যই তারা বেঁচে আছে। একজন পুরুষের চোখ সবসময়ই সুন্দরী, যৌবনবতী নারীকে খুঁজে ফেরে। আর এরকম মেয়ের খোঁজে সে চষে ফেলছে ডিউক ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলিনা, র‍্যালের নর্থ ক্যারোলিনা স্টেট ইউনিভার্সিটিসহ গোটা দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল।

স্রেফ ওদেরকে দ্যাখো! ডিউকের মেয়েগুলো একেকটা মাল। ওদেরকে স্রেফ চোখে দেখেও রতিসুখ পাওয়া যায়।

বরফ ঠান্ডা কোকাকোলার ক্যানে চুমুক দিতে দিতে ছাত্রদের খেলা দেখছে ক্যাসানোভা। সেও এক রকম খেলা খেলছে। এ খেলা তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

তার সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া প্রতিটি মেয়েকে খুঁটিয়ে দেখছে ক্যাসানোভা। শিকার করার মত জিনিস কিনা পরখ করছে। ধারালো ফিগারের তরুণী, একটু বয়সী মহিলা প্রফেসর এবং ডিউক ব্লু ডেভিলস টি শার্ট পরা বাইরে থেকে ঘুরতে আসা-নারীদেরকে দেখছে সে।

ঠোঁট চাটল ক্যাসানোভা। দারুণ একটা জিনিস সামনে....

লম্বা, ছিপছিপে গড়নের কৃষ্ণাঙ্গী এক তরুণী ইডেনস কোয়াডের বুড়ো একটা ওক গাছে হেলান দিয়ে ডিউক ক্রনিকল পড়ছে। তার বাদামী ত্বকের চকচকে ভাবটা পছন্দ হলো ক্যাসানোভার। চুলগুলো চমৎকার খোপা করা।

তবে কৃষ্ণাঙ্গী থেকে ক্যাসানোভার নজর কেড়ে নিল এক শ্বেতাঙ্গিনী। রাস্তার পাশে, ঘাসের ওপর বসা মধুরঙা সোনালি চুলের তরুণী একটা পেপার ব্যাকে মগ্ন। কার্ল জেসপারের ফিলসফি অব এক্সিসটেন্স।

তবে ক্যাসানোভা এরচেয়েও সুন্দর মেয়ে চায়। তার চোখ ঘুরে এল ক্যাম্পাসের অন্যান্য মেয়েদের ওপর থেকে। সে ওদের উল্কি করা পায়ের গোড়ালি দেখল, লালা পালুজা টি শার্ট ভেদ করে আসা উন্নত স্তনের আভাস লক্ষ করল, সুগঠিত পা দেখল, দেখল উরু।

ক্যাসানোভা হাঁটতে হাঁটতে চলে এল ডিউক ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের কাছে গথিক স্টাইলে তৈরি ছোট একটি ভবনের সামনে। এখানে দক্ষিণ থেকে আসা ক্যান্সারে আক্রান্ত শেষ সময়ের রোগীদের চিকিৎসা করা হয়। ক্যাসানোভার বুকে হঠাৎ উথাল পাথাল শুরু হয়ে গেল। একের পর এক ঢেউ উঠল শরীরে।

ওই যে সে!

অধ্যায় : ১০

নিঃসন্দেহে দক্ষিণের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটিকে দেখছে ক্যাসানোভা। মেয়েটি সবদিক থেকেই সুন্দর। শুধু শারীরিক দিক থেকেই নয়-দুর্দান্ত স্মার্টও সে। এ মেয়ে হয়তো তাকে বুঝতে পারবে। হয়তো তার মতই বিশেষ ধরনের একজন সে।

ক্যাসানোভার রক্তে বান ডাকল। গোটা শরীর কাঁপছে।

এ মেয়েকে চেনে সে। এর নাম কেট ম্যাকটিয়েরনান। পুরো নাম ক্যাটেলিয়া মার্গারেট ম্যাকটিয়ের। ক্যান্সার ভবন থেকে বেরিয়ে এল সে। মেডিকেলে পড়ার সময় নিজের খরচ চালাতে এখানে কাজ করত কেট। তাকে সবসময় একা থাকতে দেখেছে ক্যাসানোভা। কেটের সর্বশেষ বয়ফ্রেন্ডটি তাকে বলেছিল এভাবে একা থাকতে থাকতে একদিন বুড়িয়ে যাবে কেট।

কেট অপূর্ব রূপসী, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং আবেগী। সে মেডিকেলের পড়াশোনা এবং হাসপাতালের ডিউটি ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না।

কেটের লম্বা, কোঁকড়ানো চুল তার সরু মুখখানাকে চমৎকার ফ্রেমে বন্দি করে রেখেছে। তার চোখের রঙ গাঢ় নীল, হাসার সময় ঝিকমিক করে ওঠে। তার হাসি যে কোনও পুরুষের বুকে ঝড় তোলে। সে তার হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দেয় *আমার কাছে এসো না। আমাকে তুমি পাবে না। আমাকে পাবার কথা স্বপ্নেও ভেবো না। কারণ আমি..... একটু অন্যরকম। সবার থেকে আলাদা।*

কেট চ্যাপেল হিলের নর্থ ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের ফার্স্ট ইয়ারের ইন্টার্নি। গত জানুয়ারি থেকে ডিউকের একটি প্রোগ্রামে কাজ করছে। এক্সপেরিমেন্টাল ক্যান্সার ওয়ার্ড। তার ডিউটি সকাল পোনে আটটা থেকে রাত পোনে আটটা। ক্যাসানোভা তার সম্পর্কে সব খবর রাখে।

কয়েকদিনের মধ্যে একত্রিশে পা দেবে কেট। কলেজ আর মেডিকেলের পড়ার খরচ জোগাতে তিন বছর কাজ করতে হয়েছে তাকে। অসুস্থ মাকে সেবা করার জন্য পশ্চিম ভার্জিনিয়ার বাক-এ তাকে দুই বছর থাকতে হয়েছে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে ফ্লাওয়ার্স ড্রাইভ ধরে এগিয়ে চলল কেট। ওদিকে মাল্টি লেভেল মেডিকেল সেন্টার পার্কিং গ্যারেজ। ওর সঙ্গে তাল মেলাতে দ্রুত হাঁটতে হলো ক্যাসানোভাকে। চোখ কেটের সুগঠিত পায়ের দিকে।

কেটের হাতে মেডিকেলের মোটা একটা বই। নিতম্বের সঙ্গে ঠেসে রেখেছে। সে পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় ডাক্তারী প্রাকটিস করবে। ওখানেই তার জন্ম। টাকা-পয়সার প্রতি তেমন মোহ নেই মেয়েটার।

কেট ম্যাকটিয়েরনানের পরনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাজুয়াল ড্রেস: সাদা মেডিকেল জ্যাকেট, ভাঁজ পড়া ট্রাউজার্স, কালো জুতো। তবে এ পোশাকেও সুন্দর লাগছে ওকে। ক্যাসানোভা কেটের সাদামাটা জীবনযাপন পছন্দ করে। কেট খুব কমই মেকআপ নেয়। তাই ওকে খুব ন্যাচারাল মনে হয় ক্যাসানোভার।

এক পৌঢ় অধ্যাপকের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় তাকে কিছু বলল কেট। শুনতে পেল না ক্যাসানোভা। আবার হাঁটা শুরু করেছে কেট। ওর নিতম্বের দুলুনি উপভোগ করছে ক্যাসানোভা। কেটের বুক খুব বড় নয় আবার ছোটও নয়। মিডিয়াম। তার লম্বা বাদামী চুল ঘন এবং ঢেউ খেলে থাকে। বাতির আলোয় ঝলমল করছে, সামান্য লালচে লাগছে।

গত চার হপ্তারও বেশী সময় ধরে কেটের পিছু নিয়েছে সে। ওকে লক্ষ করছে। কেটকে তার সবার থেকে আলাদা মনে হয়েছে। সে ড: কেট ম্যাকটিয়েরনানকে অন্য যে কারও চেয়ে বেশী ভালোবাসতে পারবে। কথাটা এক মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করল সে। নরম গলায় নামটা উচ্চারণ করল সে-কেট....

ড: কেট।

অধ্যায় : ১১

ওয়াশিংটন থেকে উত্তর ক্যারোলিনা চলেছি আমি আর স্যাম্পসন। পালা করে চালাচ্ছি গাড়ি। আমি হুইলের সামনে থাকার সময় স্যাম্পসন ঘুমিয়ে নেয়। স্যাম্পসন আমার পুরানো পোর্শের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল। আমি কানে হেডফোন লাগিয়ে বিগ গো উইলিয়ামসের গান শুনতে লাগলাম। তবে মনটা সাংঘাতিক বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে স্কুচির চিন্তায়।

পরশু রাতে একঘন্টাও ঘুমাতে পারিনি আমি। হারিয়ে যাওয়া কন্যার শোকার্ত বাপের মত দশা হয়েছে আমার। স্কুচির নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছি না কিছুতেই।

দুপুর নাগাদ সাউথে প্রবেশ করলাম আমরা। আমার জন্ম এ এলাকা থেকে কয়েকশ' মাইল দূরে, উইনস্টন-সালেমে। দশ বছর বয়সে এলাকাটা ছেড়ে চলে যাই আমার মায়ের মৃত্যুর পরে। ভাইকে নিয়ে চলে আসি ওয়াশিংটনে।

ডারহামে এর আগেও একবার এসেছি আমি, নাওমির গ্রাজুয়েশনের সময়। ডিউকে আন্ডারগ্রাজুয়েট শেষ করেছে নাওমি। খুব ভালো রেজাল্ট করেছিল ও। বিরাট সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল ইউনিভার্সিটিতে। ক্রস পরিবারের সকলে হাজির হয়েছিলাম অনুষ্ঠানে। নাওমির জন্য গর্বে আর খুশিতে বুক টলমল করছিল আমাদের সবার।

আমার ভাই অ্যারনের একমাত্র সন্তান নাওমি। লিভার সিরোসিসে তেত্রিশ বছর বয়সে মারা যায় আমার ভাই। নাওমি ওর বাবার মৃত্যুর পরে খুব দ্রুত বেড়ে উঠেছিল। সংসার চালাতে ওর মাকে হপ্তায় ষাট ঘন্টা কাজ করতে হয়েছে। দশ বছর বয়স থেকে ঘর গেরস্থালির সমস্ত কাজ করতে হতো নাওমিকে।

নাওমি বই পড়তে খুব ভালোবাসে। চার বছর বয়সে এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড পড়ে ফেলেছিল ও। পারিবারিক এক বন্ধু ওকে বেহালা বাজাতে শিখিয়েছে। বেহালায় চমৎকার হাত নাওমির। সঙ্গীত ভালোবাসে ও, সুযোগ পেলেই বেহালায় সুর তোলে। জন ক্যারল হাইস্কুলে ফার্স্টগার্ল ছিল নাওমি। পড়াশোনার ফাঁকে চমৎকার গদ্য রচনা করত ও। আর এই মেয়েটা, আমাদের নয়নের মনি নাওমি আজ চারদিন ধরে নিখোঁজ!

ডারহামের ঝাঁ তকতকে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে নিজেদের ব্যাজ এবং আইডি দেখানো সত্ত্বেও তেমন উষ্ণ অভ্যর্থনা মিলল না। আমি আর স্যাম্পসন ডারহাম পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ডিউটি রুমে বসে রইলাম চুপচাপ। হেডকোয়ার্টার্স কাঁচ আর পালিশ করা কাঠে তৈরি। ডেস্কের সার্জেন্ট এমনভাবে আমাদেরকে দেখছে যেন আমরা ড্রাগ ব্যবসায়ী, চোরাচালানির অপরাধে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে।

'যেন মঙ্গলগ্রহে এসে পড়েছি,' বলল স্যাম্পসন। 'এরা তো আমাদেরকে পাত্তাই দিচ্ছে না। নিউ সাউথ আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।'

'যেখানে যাও এরকম রিসেপশনই পাবে,' বললাম আমি।

আমাদেরকে পাক্কা সোয়া ঘন্টা বসিয়ে রাখার পরে দোতলা থেকে নেমে এল ডারহামের দুই গোয়েন্দা নিক রাসকিন এবং ডেভি সাইকস।

রাসকিনের চেহারা অনেকটা অভিনেতা মাইকেল ডগলাসের মত। সবুজ টুইডের জ্যাকেট পরনে তার, জিনস, হলুদ পকেটঅলা টি-শার্ট। প্রায় আমার মত লম্বা সে, ছয় ফুট তিন। লম্বা, বাদামী চুল ব্যাক ব্রাশ করে আঁচড়ানো।

ডেভি সাইকস গাট্টাগোট্টা। মাথা নয় যেন হাতুড়ি। বাদামী, ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখ। নেতার সঙ্গী সে।

দুই গোয়েন্দা আমাদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। যেন আমরা এখানে অনুপ্রবেশ করেছি আর ওরা ব্যাপারটাকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখছে। আমি বুঝতে পারলাম রাসকিন পুলিশ ডিপার্টমেন্টে বেশ দাপট নিয়ে চলে। লোকাল হিরো।

'দেরী হওয়ার জন্য দু:খিত, ডিটেকটিভ ক্রস, স্যাম্পসন। এমন ব্যস্ত থাকতে হয় কাজে,' বলল নিক রাসকিন। উচ্চারণে সামান্য দক্ষিণী টান। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর।

ও নাওমির নাম এখনও উচ্চারণ করেনি। ডিটেকটিভ সাইকস নিশ্চুপ। একটা কথাও বলেনি সে।

'আমাদের সঙ্গে যাবেন আপনারা? যেতে যেতে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করব। একটা খুন হয়েছে। এ নিয়েই ব্যস্ততা। পুলিশ ইফল্যান্ডে এক মহিলার লাশ খুঁজে পেয়েছে।'

অধ্যায় : ১২

পুলিশ ইফল্যান্ডে এক মহিলার লাশ খুঁজে পেয়েছে

কোন্ মহিলা?

রাসকিন এবং সাইকসের পেছন পেছন ওদের গাড়ির দিকে এগোলাম আমরা। জংলা-সবুজ সাব টার্বো। ড্রাইভারের সীটে বসল রাসকিন।

'খুন হয়ে যাওয়া মহিলা সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?' নিক রাসকিনকে জিজ্ঞেস করলাম আমি। আমরা ওয়েস্ট চ্যাপেল হিল স্ট্রীট ধরে চলেছি। সাইরেন বাজছে। দ্রুতগতিতে চলছে গাড়ি।

'তেমন কিছু জানি না,' বলল রাসকিন। 'আমাদের সমস্যাটা তো ওটাই। আমি আর ডেভি এ তদন্ত নিয়ে এ জায়গাতেই ঝামেলায় পড়েছি। সরাসরি কোথাও এগোতে পারছি না। তাই মেজাজ মর্জি ভালো নেই। বুঝতে পারছ তো ব্যাপারটা?'

'হু, বুঝতে পারছি,' বলল স্যাম্পসন।

ডেভি সাইকস ভুরু কুঁচকে তাকাল স্যাম্পসনের দিকে। আমি বুঝতে পারছি এদের কাছ থেকে খুব বেশী সাহায্য পাবার আশা করা ভুল হবে।

রাসকিন ক্রমাগত কথা বলেই যেতে লাগল। সে সবসময় আসরের মধ্যমণি হয়ে থাকতে চায়। 'পুরো কেস এখন এফ বি আই দেখছে। ডিউএ'ও এর মধ্যে সেঁধিয়েছে। সি আইএ নাক গলালেও অবাক হবো না।'

'পুরো কেস কথাটার মানে কী?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

রাসকিন চট করে একবার তাকাল আমার দিকে। ওর নীল চোখের দৃষ্টি অর্ন্তভেদী, আমাকে যেন মেপে দেখছে: 'আমরা সব কথা আপনাদেরকে বলতে পারব না। আপনাদেরকে এখানে নিয়ে আসার অনুমতিও আমাদের নেই।'

'তবু সাহায্য করছেন বলে কৃতজ্ঞ বোধ করছি,' বললাম আমি।

'আমরা তিন নম্বর মার্ডার সাইটে যাচ্ছি,' বলে চলল রাসকিন।

'ভিক্টিম কে তা অবশ্য জানি না। তবে আশা করি ভিক্টিম আপনার ভাইঝি নয়।'

'এত রহস্য করছ কেন বলো তো?' জিজ্ঞেস করল স্যাম্পসন। শিরদাঁড়া টানটান করল। 'আমরা এখানে সবাই পুলিশ, যা বলার সরাসরি বলো।'
ডারহাম হোমিসাইড ডিটেকটিভ কথা বলার আগে এক মুহূর্ত ইতস্তত: করল। কয়েকজন মহিলা, বলা উচিত বেশ কয়েকটি তরুণী, তিনটি কাউন্টি এলাকা থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে- ডারহাম, চ্যাঠাম এবং অরেঞ্জ। তোমরা এখন অরেঞ্জ কাউন্টিতে আছ। খবরের কাগজে এ পর্যন্ত কয়েকটি নিখোঁজ সংবাদ এবং দুটি খুনের ঘটনা ছেপেছে।
'মিডিয়া নিশ্চয় তদন্তে সাহায্য করছে না?' বললাম আমি। হাসল রাসকিন। 'এফ বি আই খবরের কাগজঅলাদের যতটুকু খবর জানায় তার বেশী জানার সাধ্য ওদের নেই। তথ্য আসলে কারও কাছেই তেমন নেই।'
'আপনি বললেন বেশ কয়েকটি মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে,' বললাম আমি। 'সঠিক সংখ্যাটা কত?'
'আট থেকে দশটি মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে বলে আমরা জানি।' বলল রাসকিন। 'সবাই বয়সে তরুণী। আঠেরো থেকে বাইশের মধ্যে বয়স। প্রত্যেকেই কলেজ কিংবা হাইস্কুল ছাত্রী। যদিও মাত্র দু'টি মেয়ের লাশ পাওয়া গেছে। তিন নম্বর লাশটা দেখতে যাচ্ছি আমরা। সবগুলো লাশের সন্ধান মিলেছে গত পাঁচ হপ্তার মধ্যে। এফ বি আই'র ধারণা সাউথের সবচেয়ে রোমহর্ষক কিডন্যাপিং এবং খুনের ঘটনা হতে চলেছে এটা।
'শহরে কতজন এফ বি আই এসেছে?' জিজ্ঞেস করল স্যাম্পসন।
'স্কোয়াড? ব্যাটালিয়ন?'
'ফুল ফোর্স নিয়ে এসেছে ওরা। ওদের কাছে প্রমাণ আছে স্টেট লাইনের বাইরেও নিখোঁজের ঘটনা ঘটেছে- ভার্জিনিয়া, সাউথ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া এবং ফ্লোরিডায়। ওদের ধারণা অপহরণকারী এক ফ্লোরিডার চিয়ারলিডারকে অপহরণ করেছে। ওরা অপহরণকারীর নাম দিয়েছে 'দ্য বীস্ট অব দা সাউথইস্ট।' এ যেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে। গোটা পরিস্থিতি এখন তার দখলে। নিজেকে সে ক্যাসানোভা নামে পরিচয় দেয়.... নিজেকে বিশ্ব প্রেমিক ভাবে।
'খুন করার পর ক্যাসানোভা কোনও নোট রেখে যায়নি?' জানতে চাইলাম আমি।
'শেষেরবার শুধু। খোলস থেকে সম্ভবত: বেরিয়ে আসছে সে। এখন যোগাযোগ করতে চাইছে।'
'ভিক্টিমদের মধ্যে কোনও কৃষ্ণাঙ্গী আছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি রাসকিনকে। সিরিয়াল কিলারদের কারও কারও জাতিগত বিদ্বেষ থাকে। কেউ হত্যার জন্য বেছে নেয় শুধু শ্বেতাঙ্গদের, কেউ বা কৃষ্ণাঙ্গদের। আবার কেউ বেছে বেছে স্প্যানিশদেরকে হত্যা করে।

'নিখোঁজ মেয়েদের মধ্যে একজন আছে কৃষাঙ্গী। নর্থ ক্যারোলিনা সেন্টার ইউনিভার্সিটির ছাত্রীদের যে দুটি লাশ আমরা পেয়েছি তারা শ্বেতাঙ্গিনী। নিখোঁজ প্রতিটি তরুণীই অপূর্ব সুন্দরী। আমরা নিখোঁজ মেয়েদের ছবি টাঙিয়ে দিয়েছি বুলেটিন বোর্ডে। একজন এ কেসের নাম দিয়েছে 'বিউটিজ অ্যান্ড দ্য বীস্ট।'

'এফ বি আই'র বুলেটিন বোর্ডে নাওমির ছবি আছে কী?' জিজ্ঞেস করলাম রাসকিনকে।

জবাব দিল ডেভি সাইকস, 'আছে। বড় বোর্ডটিতে তার ছবি আছে।'

অধ্যায় : ১৩

ও যেন স্কুচি না হয়। ওর জীবন মাত্রে শুরু হয়েছে। মনে মনে প্রার্থনা করলাম আমি।

আজকাল নিরীহ, নিষ্পাপ মানুষের জীবনে অবিশ্বাস্য, ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটছে। বড়বড় শহরগুলোতে, এমনকি ছোট শহরেও এসব আকছার ঘটছে। আর আমেরিকা যেন এসব ভয়াবহ ঘটনা ঘটার জন্য স্বর্গরাজ্য।

একটা ঢালে মোড় নিল রাসকিন। দেখতে পেলাম সামনে, ঘন পাইনের জঙ্গলের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশের গাড়ি আর ইএমএস অ্যাম্বুলেন্স। ওগুলোর মাথায় নীল-লাল আলো জ্বলছে।

দুই লেনের রাস্তার পাশে যত্রতত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে ডজনখানেক গাড়ি। রাসকিন একটা গাড়ির পেছনে নিজের গাড়ি থামাল। গাঢ় নীল রঙের লিংকন টাউন কার। এফ বি আই'র গাড়ি।

খুনের জায়গায় যেমন হয়, হলুদ টেপ দিয়ে কর্ডন করে রাখা। দুটো ইএমএস অ্যাম্বুলেন্স ভোঁতা নাক নিয়ে পার্ক করেছে কতগুলো গাছের সামনে।'

আমি যেন বাতাসে ভেসে বেরিয়ে এলাম গাড়ি থেকে। বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে। ও যেন স্কুচি না হয়। আবার প্রার্থনা করলাম।

স্যাম্পসন আমার হাত ধরল হালকাভাবে। রাসকিন আর সাইকসের পেছন পেছন এগোলাম। ঘন অরণ্যের মধ্যে প্রায় মাইলখানেক রাস্তা হাঁটতে হলো। আকাশ ছোঁয়া পাইনের একটা ঝাড়ের কাছে অবশেষে ফুটে উঠল বেশ কয়েকজন পুরুষ আর ক'জন নারীর কাঠামো।

নারী-পুরুষদের অর্ধেকের পরনে কালো বিজনেস সুট। যেন কোন অ্যাকাউন্টিং ফার্মে এসেছি আমরা অথবা বড় শহরের আইনজীবীদের সম্মেলন হচ্ছে এখানে।

গোটা পরিবেশ কেমন ভৌতিক, গা ছমছমে লাগল। টেকনিশিয়ানদের ক্যামেরার ফ্ল্যাশ ঘনঘন জ্বলে উঠছে। গোটা এলাকার ক্লোজ-আপ ছবি তোলা হচ্ছে।

কয়েকজন ক্রাইম-সিন প্রফেশনাল হাতে স্বচ্ছ রাবারের গ্লাভ পরে নিয়েছে। তারা খুনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রমাণ খুঁজছে, নোট নিচ্ছে প্যাডে।

আমার কেন জানি মনে হলো এখন স্কুচিকে দেখতে পাব। ঝট করে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম - যেন এতে সামনে যা আসছে তা আর দেখতে হবে না।

পায়ের নিচে শুকনো পাতা আর ডাল মাড়িয়ে এগোলাম। অবশেষে দেখতে পেলাম নগ্ন শরীরটাকে। মেয়েটার গায়ে সুতোটিও নেই। একটা চারাগাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে চামড়ার বেল্ট দিয়ে। রক্তাক্ত শরীর। যদি খুবলানো লাশটাকে শরীর বলা যায়। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল স্যাম্পসন।

'ওহ্, জেসাস। অ্যালেক্স।'

অধ্যায় : ১৪

'মেয়েটা কে?' পুলিশের দলটার কাছে এসে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলাম আমি। মেয়েটা শ্বেতাঙ্গিনী। তার শরীরের বলতে গেলে কিছুই অবশিষ্ট নেই। বেশীরভাগ খেয়ে ফেলেছে পাখি আর পশু। ওকে দেখে মানুষ বলে চেনা যায় না। চোখের মণি নেই, বিরাট দুটো গহ্বর হাঁ হয়ে আছে। মুখমন্ডল অদৃশ্য। মুখের মাংস এবং চামড়া খুবলানো।

'এরা কারা?' ত্রিশ/বত্রিশের এক মোটাসোটা স্বর্ণকেশী এফ বি আই এজেন্ট জিজ্ঞেস করল রাসকিনকে। চেহারা মোটেই আকর্ষণীয় নয় মহিলার। ফোলা ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক, বাঁকানো নাক। বিশ্রী দেখতে।

'ইনি ডিটেকটিভ অ্যালেক্স ক্রস,' পরিচয় করিয়ে দিল রাসকিন। 'আর ইনি তার পার্টনার ডিটেকটিভ জন স্যাম্পসন, ওরা ওয়াশিংটন থেকে এসেছেন। ডিটেকটিভ ক্রসের ভাইঝি ডিউক থেকে হারিয়ে গেছে। নাম নাওমি ক্রস। আর ইনি স্পেশাল এজেন্ট ইন চার্জ জয়েস কিনি।'

ভুরু কোঁচকাল এজেন্ট কিনি। ঘোঁতঘোঁত করে উঠল। 'এ মেয়েটা নিশ্চয় আপনার ভাইঝি নয়। আপনারা নিজেদের গাড়িতে ফিরে গেলে খুশি হবো। এ কেসে আপনাদের হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। এখানে থাকার অধিকারও নেই।'

'শুনলেনই তো ডিটেকটিভ রাসকিন বললেন আমার ভাইঝি নিখোঁজ,' মৃদু তবে দৃঢ় গলায় বললাম স্পেশাল এজেন্ট জয়েস কিনিকে। আর সে অধিকারে আমি এখানে এসেছি। ডিটেকটিভ রাসকিনের স্পোর্টস কারের গাড়ির প্রশংসা করার জন্য এতদূর ঠেঙাতে নিশ্চয় আসিনি।

চিতানো বুকের বছর বাইশের এক সোনালিচুলো যুবক চট করে তার বসের পাশে এসে দাঁড়াল। 'স্পেশাল এজেন্ট কিনির কথা তো শুনেছেন। আপনারা এখন চলে গেলে খুশি হবো।' ঘোষণার সুরে বলল সে।

'আমরা কোথাও যাচ্ছি না,' যেন মেঘ ডাকল স্যাম্পসনের গলায়। 'আমাদেরকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না তোমরা। তুমি কিংবা তোমার বন্ধুরা।'

'ঠিক আছে, মার্ক,' এজেন্ট কিনি ঘুরল তরুণের দিকে। 'এ ব্যাপারটা নিয়ে পরে কথা বলব আমরা।' এজেন্ট মার্ক যেতে চাইছিল না। তবে বসের ধমকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো। রাসকিন এবং সাইকস দু'জনেই হেসে উঠল।

এফ বি আই এবং স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে থাকার অনুমতি মিলল। বিউটিজ অ্যান্ড দ্যা বীস্ট। গাড়িতে বসে রাসকিনের কথাটা মনে পড়ে গেল। নাওমির ছবি আছে বীস্ট বোর্ডে। মৃত মেয়েটির ছবিও কী বোর্ডে ছিল?

প্রচন্ড গরম পড়েছে। লাশটা দ্রুত পচছে। জঙ্গলের জানোয়ারদের হামলার শিকার হয়েছে তরুণী। হয়তো ওর মৃত্যুর পরে হামলা চালিয়েছে ওরা। হয়তো বা নয়।

মেয়েটি চিৎ হয়ে পড়ে আছে। দুটো হাতই শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন। গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল একে। নিজেকে মুক্ত করার জন্য নিশ্চয় অনেক ধস্তাধস্তি করেছে। এ নাওমি নয় বলে স্বস্তিবোধ করছি আমি। নাওমি এরকম পরিস্থিতিতে পড়লে যে কী হতো!

এফ বি আই'র ফরেনসিক বিভাগের এক লোকের সঙ্গে কথা বললাম। সে ব্যুরোতে আমার বন্ধু কাইলি ক্রেগকে চেনে। ভার্জিনিয়ার কোয়ানটিকোতে কাজ করে। বলল এ এলাকায় কাউলির একটি সামার হাউজ আছে।

'খুনে খুব চালাক,' এফ বি আই'র লোকটা কথা বলতে ভালোবাসে। 'কোনও চিহ্ন রেখে যায়নি সে। পিউবিক হেয়ার, সিমেন, এমনকী ঘামও নয়। ডি এন এ প্রোফাইলে তথ্য দেয়ার মত তেমন কিছু হাতে নেই আমাদের।'

'ভিক্টিমদের সঙ্গে সে যৌনমিলন করেছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হ্যাঁ। করেছে। একাধিকবার। ভিক্টিমদের যোনিতে ক্ষত চিহ্ন ছিল। তবে কনডম জাতীয় কিছু একটা পরে নিত খুনী। তাই সিমেন পাইনি কারও যৌনাঙ্গে। ফরেনসিক এনটোমোলজিস্ট কিছু স্যাম্পল জোগাড় করেছে। ভিক্টিম কখন খুন হয়েছে তার নির্দিষ্ট সময় জানাতে পারবে সে।'

'এ কেটি অ্যান রায়ারসন,' ধূসরচুলো এফ বি আই এজেন্ট চেঁচাল। 'নিখোঁজ হিসেবে রিপোর্ট করা হয়েছে: স্বর্ণ-কেশী তরুণী, লম্বা পাঁচফুট ছয়, ওজন একশ দশ পাউন্ড। নিখোঁজ হওয়ার সময় হাতে সোনার সিকো ঘড়ি ছিল।'

'দুই সন্তানের মা,' জানাল এক মহিলা এজেন্ট। 'নর্থক্যারোলিনা স্টেট থেকে ইংরেজীতে গ্রাজুয়েট করেছে। তার প্রফেসর স্বামীর সঙ্গে কথা বলেছি আমি। দুই বাচ্চার সঙ্গেও। অপূর্ব সুন্দর দুটি বাচ্চা। একটির বয়স এক, অপরটি তিন। শুয়োরের বাচ্চাটা এমন সুন্দর বাচ্চা দুটোর মাকে মেরে ফেলল।' বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল এজেন্টের কণ্ঠ।

সিকো ঘড়িটি মাটিতে পড়ে রয়েছে। দুই বাচ্চার মা এখন আর সুন্দরী নেই। আধ খাওয়া শরীরটা দেখতে ভয়ংকর লাগছে। লাশের পচা গন্ধে দূষিত বাতাস।

ফাঁকা কোটর জোড়া যেন পাইনের মাথার দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটার চোখ জোড়া কেমন ছিল দেখতে, ভাবলাম আমি।

কল্পনায় দেখার চেষ্টা করলাম আমরা এখানে পৌঁছার আগেই ঘনজঙ্গল পেছনে রেখে ছুটে পালিয়েছে ক্যাসানোভা। তার বয়স হয়তো কুড়ি থেকে ত্রিশের মধ্যে, সুগঠিত শরীর। স্কুচির কথা ভেবে ভয় লাগল আমার। আগের চেয়ে অনেক বেশি ভয় পেলাম।

ক্যাসানোভা। বিশ্ব প্রেমিক....... ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন।

অধ্যায় : ১৫

রাত দশটা বেজে গেছে। আমরা এখনও ভূতুড়ে খুনের জায়গাটিতে আছি। অফিশিয়াল কার আর ইমার্জেন্সি গাড়িগুলোর মাথায় চোখ ধাঁধানো আলো জ্বলছে। জঙ্গলে আলো পড়ছে। বাইরে কমে আসছে তাপমাত্রা ,বাড়ছে ঠান্ডা। মুখে ঝাপটা দিচ্ছে শীতল বাতাস।

লাশটা এখনও সরানো হয়নি।

এফ বি আই'র টেকনিশিয়ানরা জঙ্গলে সার্চ করে চলেছে, ফরেনসিক ক্লু সংগ্রহে ব্যস্ত। গোটা এলাকা বেস্টনী দিয়ে ঘেরা। তবে আবছা আলোয় জায়গাটার ছবি এঁকে নিয়েছি আমি, প্রাথমিক নোটও তুলেছি খাতায়। আসল ক্যাসানোভার কথা ভাবছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্যাসানোভা হিল অ্যাডভেনচারার, লেখক, লম্পট।

কিন্তু খুনী কেন এ নামটা বেছে নিল? সে কী মনে করে মেয়েদেরকে সে সত্যি ভালোবাসে? এভাবে ভালোবাসার বহি:প্রকাশ ঘটাচ্ছে?

পিলে চমকে দিয়ে একটা পাখি ডেকে উঠল কোথাও। ছোটখাট জীবজন্তুর হাঁক-চিৎকার ভেসে আসছে চারপাশ দিয়ে।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ভূতুড়ে জঙ্গল থেকে বজ্রপাতের মত একটা শব্দ ভেসে এল। সবাই উদ্বেগ নিয়ে তাকাল নীলচে-কালো আকাশের দিকে।

'পরিচিত কেউ মনে হচ্ছে,' উত্তরপুব থেকে একটা হেলিকপ্টার আসতে দেখে মন্তব্য করল স্যাম্পসন।

'লাশ নিতে আসছে বোধ হয়,' বললাম আমি। 'মেডিফ্লাইট।'

সোনালি স্ট্রাইপের গাঢ় নীল রঙের একটা হেলিকপ্টার উড়ে এল হাইওয়ের উপর।

'মেডিফ্লাইট নয়,' বলল স্যাম্পসন, 'মিক জ্যাগারের মত বড় তারকারা এভাবে হেলিকপ্টারে চড়ে।'

জয়েস কিনি এবং ব্যুরোর রিজিওনাল ডিরেক্টর ইতিমধ্যে ছুটে গেছে হাইওয়ের দিকে। আমি আর স্যাম্পসন অবাঞ্ছিতের মত ওদের পেছন পেছন এগোলাম।

হেলিকপ্টার থেকে লম্বা, টাক মাথা লোকটাকে নামতে দেখে দু'জনেই অবাক হলাম।

'এ লোক এখানে কী চায়?' জিজ্ঞেস করল স্যাম্পসন। একই প্রশ্ন আমারও। এ এফ বি আই'র ডেপুটি ডিরেক্টর, দুই নাম্বার লোক, রোনাল্ড বার্নস। ব্যুরোর অত্যন্ত ক্ষমতাধর ব্যক্তি, সাপের মত খল।

ল্যাশটা দেখল বার্নস। আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল যেন তার কথা কেউ শুনে ফেলুক চাইছে না।

'তোমার ভাইঝি কিডন্যাপ হয়েছে শুনে খুব মর্মাহত হয়েছি, অ্যালেক্স।' বলল সে 'তুমি যখন এখানে এসেই পড়েছ আশা করি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে?'

'তুমি এখানে কেন জানতে পারি?' জিজ্ঞেস করলাম বার্নসকে।

ক্যাপ পরা সাদা ধবধবে দাঁত বের করে হাসল বার্নস: 'একটা বিশেষ কারণে এসেছি, অ্যালেক্স। কারণটা এ মুহূর্তে ঠিক বলা যাবে না। তবে একটা কথা। আমাদের ধারণা এসব খুন ঘটাচ্ছে যে লোক সে আসলে সুন্দরী তরুণীদের নিয়ে একটা হারেম গড়ে তুলছে। ব্যক্তিগত হারেম। তার নিজের হারেম।'

বার্নসের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে নাওমির বেঁচে থাকার সুযোগ এখনও ফুরিয়ে যায়নি।

'তুমি যা জানো আমাকে বলো,' বললাম আমি।

'এ মুহূর্তে এর বেশি কিছু বলতে পারব না, অ্যালেক্স। দুঃখিত।' মাথা নাড়ল বার্নস। চোখ বুজল এক মুহূর্তের জন্য। ওকে বিধ্বস্ত লাগছে।

আমাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের লোকের কাছে ফিরে গেল বার্নস। আমার পাশে এসে দাঁড়াল স্যাম্পসন। 'ব্যাটা কী বলে গেল? কেন এসেছে সে এখানে?'

'তেমন কিছু বলেনি। শুধু বলল ক্যাসানোভা একজন কালেক্টর। নারী সংগ্রহ তার নেশা। এখানে কোথাও নিজের একটা হারেম গড়ে তুলতে চায়। বলল কেসটা বড়।'

'কেসটা বড়' মানে এতে উদ্বিগ্ন হওয়ার অনেক কিছু আছে। হয়তো খুবই খারাপ কিছু ঘটছে। কতটা খারাপ জানি না আমি। জানতেও চাই না।

অধ্যায় : ১৬

চ্যাপেল হিল শহরটাকে ভালোবাসে কেট ম্যাকটিয়েরনান। এখানকার জীবনযাত্রা তার খুব পছন্দ এখানে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিল সে। এখন ইন্টার্নি করছে : পাশাপাশি কারাতে শিখছে। চ্যাপেল হিল ছেড়ে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে নেই কেটের। পশ্চিম ভর্জিনিয়ায় গিয়ে ডাক্তার হওয়ার খায়েশ নেই তার।

তবু ওখানে যেতে হবে তাকে। কারণ মাকে কথা দিয়েছে কেট। বিডসি ম্যাকটিয়েরনান মারা যাওয়ার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কেট এখানে ফিরে আসবে সে। ডাক্তারী প্রাকটিস করবে।

হাসপাতালের মেডিকেল জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটছে কেট। জ্যাকেটের বাম পকেটের উপর তার নাম লেখা একটা পিন আটকানো। কে, ম্যাকটিয়েরনান, এম.ডি।

কেট ইন্টিমেট বুক শপ থেকে করম্যাক ম্যাকার্থির পেপারব্যাক অল দ্য প্রীটি হর্সেস কিনে এনেছে। প্রথম বর্ষের ইন্টার্নিরা বই পড়ার সময় পায় না। তবে কেট বই পড়ার জন্য সময় বের করে নিয়েছে। অন্তত: আজ রাতে তো সে পড়বেই।

এপ্রিলের শেষের দিকের রাতগুলো চমৎকার হয়। কেট ভাবল স্প্যাঙ্কি বারে ঢুকে বইটা পড়া ধরবে কিনা তার কোনও প্রেমিক নেই। ছিল একজন। পিটার ম্যাকগ্রাথ। আটত্রিশ বছর বয়স। ইতিহাসে ডক্টরেট। খুব মেধাবী। তার সঙ্গে সম্পর্কটা ভেঙে গেছে। কেটের সঙ্গে এখন তার এমনকি বন্ধুত্বও নেই। চার মাস হয়ে গেল দু'জনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ। কেট জানে দোষটা তারই। সম্পর্কটা তার জন্যই ভেঙেছে. এতে পিটারের কোনও হাত নেই।

কেট ম্যাকটিয়েরনান মুখের সামনে হাত তুলল ঘড়িতে সময় দেখার জন্য। বোন ক্যারল অ্যান মিকিমাউস মডেলের ঘড়িটা ওকে উপহার দিয়েছে।

কেট তিন রুমের একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। একটা ফ্রেম হাউজের টপ ফ্লোরে। বাড়িটার জীর্ণদশা। কেটের পকেট তেমন ভারী নয় বলে এ বাড়িতে থাকছে। বাড়িটি চ্যাপেল হিলের পিটসবোরো স্ট্রীটে। বাড়ির চারপাশে প্রচুর সবুজের সমারোহ দেখে এখানে এসেছে কেট। ওদের পাড়ায় বুড়ি মহিলাদের বাস বেশী। তাই কেট তাদের রাস্তার নাম রেখেছে বুড়িদের গলি।

স্প্যাঙ্কি বারে গেল না কেট। সোজা চলে এল বাসায়। রাত তখন পোনে দশটা। কিচেন রুমে ঢুকল ও। আলো জ্বালল। তারপর ঢুকল নিজের ছোট বেডরুমে। অসংখ্য ভাঁজ পড়া একটা কালো পোলো শার্ট টেনে নিল সে। এ জামাটি সে কখনোই ইস্ত্রি করে না। প্রেমিক নেই বলে সাজগোছের প্রতিও তার আগ্রহ নেই।

হাই তুলল কেট। কাল সকাল পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠতে হবে ওকে। আবার শুরু হবে ষোল ঘন্টার ডিউটি। সাদা চাদর বিছানো ডাবল বেডের বিছানায় ধপ্ করে শুয়ে পড়ল কেট। ক্যাচকোচ শব্দ তুলে আপত্তি জানাল বিছানা। পেপার ব্যাকটা হার্পারস আর দ্য নিউইয়র্কারের ওপরে রেখে দিল সে। ওই পত্রিকাগুলোও পড়া হয়নি। বাতি নেভাল কেট। ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়ল পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে।

কেট ম্যাকটিয়েরনানের কল্পনাতেও নেই মেডিকেল থেকে বাড়ি ফেরার সময় পুরো রাস্তাটা তাকে একজন অনুসরণ করে এসেছে।

তার পরবর্তী শিকার হবে ডঃ কেট।

অধ্যায় : ১৭

না! ভাবল কেট। এটা আমার বাড়ি। সে প্রায় চিৎকার করে কথাটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু শব্দ করল না।

কেউ তার বাড়িতে ঢুকেছে!

এখনও ঘুমের আবেশ পুরোপুরি কাটেনি, তবে কেট প্রায় নিশ্চিত কেউ তার বাড়িতে ঢুকেছে। আর সে শব্দে জেগে উঠেছে সে। ধড়াশ ধড়াশ লাফাচ্ছে হৃৎপিন্ড। গলার কাছে ঠেলে আসতে চাইছে। জেসাস গড, না!

বিছানায় স্থির হয়ে শুয়ে থাকল কেট। আরও কয়েকটি নার্ভাস সেকেন্ড কেটে গেল, যেন কয়েক শতাব্দী পার হলো। একটুও নড়ল না কেট। খুব আস্তে শ্বাস করছে। জানালার কাঁচে চাঁদের আলো ভৌতিক ছায়া ফেলেছে তার বেডরুমে। কান পাতল কেট। মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করল পুরানো ভবনের কোথায় কী শব্দ হচ্ছে।

অস্বাভাবিক কিছু শুনতে পাচ্ছে না কেট। তবে ও নিশ্চিত অস্বাভাবিক কোনও শব্দই ওর ঘুম ভাঙ্গিয়েছে। রিসার্চ ট্রায়াঙ্গল এলাকায় সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া খুন আর অপহরণের গল্প কাগজে পড়েছে কেট। সে সব এখন মনে পড়তে লাগল। কাঁটা দিল গায়ে।

ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে বসল কেট। হয়তো বাতাসের ধাক্কায় জানালা খুলে গেছে। ওর উচিত বিছানা থেকে নেমে দরজা-জানালাগুলো পরীক্ষা করে দেখা।

গত চারমাসে এই প্রথম পিটার ম্যাকগ্রাথের অভাব অনুভব করল কেট। পিটার হয়তো কোনও সাহায্য করতে পারত না। তবে নিজেকে নিরাপদ লাগত কেটের।

তবে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়ার মত মেয়ে নয় কেট। সে অনেক পুরুষের সঙ্গেই লড়াই করার সামর্থ্য রাখে। কেট খুব ভালো কারাতে জানে। পিটার প্রায়ই বলত কেটের সঙ্গে কেউ লাগতে এলে তার কপালে খারাবী আছে। কেটকে সে ভয় পেত ও কারাতে পারে বলে। তবে আয়োজন করে কারাতে ফাইট এক জিনিস। আর এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

কেট নিশব্দে, পিছলে নেমে পড়ল বিছানা থেকে। নগ্ন পায়ের নিচে ফ্লোরবোর্ড কর্কশ এবং ঠান্ডা। কারাতের একটা পোজ নিয়ে দাঁড়াল কেট।

ধুপ্।

গ্লাভ ভরা একটা হাতের প্রচন্ড ঘুসি খেল কেট নাক-মুখে। মট্ করে একটা শব্দ হলো। সম্ভবত ওর নাকের হাড় ভেঙে গেছে।

বিশালদেহী, অত্যন্ত শক্তিশালী একটা পুরুষ শরীর কেটকে চেপে ধরল মেঝের সঙ্গে। যেন গেঁথে ফেলল।

ওর মুখ চেপে ধরেছে লোকটা। তবে গ্লাভ নয়, ভেজা কাপড় দিয়ে। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

লোকটা কী ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করছে? কিন্তু কোনও গন্ধ নেই। ইথার? হ্যালোথেন? লোকটা অ্যানেসথেটিক পেল কোথায়?

কেটের ভাবনা চিন্তাগুলো গুলিয়ে যাচ্ছে। ভয় পেল অজ্ঞান হয়ে যাবে। ওকে এর কবল থেকে রক্ষা পেতে হবে।

'পা ভাঁজ করল কেট, শরীরে মোচড় দিয়ে বাম দিকে ঘুরল, প্রচন্ড ধাক্কা মারল হামলাকারীকে। পরক্ষণে টের পেল মুখের ওপর কাপড়টা নেই।

'খুব খারাপ, কেট,' অন্ধকারে বলল লোকটা।

লোকটা তার নাম জানে!

অধ্যায় : ১৮

বাজপাখির মত হামলা চালাও.... সময়টাই মুখ্য। কারাতে শেখার ক্লাসের কথাগুলো মনে পড়ে গেল কেটের।

অ্যালার্ট থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে ও, কিন্তু ভেজা কাপড়ের শক্তিশালী ড্রাগ ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে। কেট একটা সাইডকিক ছুঁড়ল হামলাকারীর কুঁচকি লক্ষ্য করে। শক্ত কিছুতে লাগল আঘাত। ওহ্, শিট!

শত্রু প্রস্তুত হয়েই এসেছে। জেনিটাল ঢেকে রেখেছে অ্যাথলেট ক্যাপে। লোকটা কেটের শারীরিক শক্তির কথা জানে। ওহ্, গড, না! সে এত কিছু জানল কী করে?

'ভালো হচ্ছে না কিন্তু, কেট,' ফিসফিস করল সে। 'তুমি মোটেই ভালো ব্যবহার করছ না। তোমার কারাতে শেখার কথা আমি জানি। আমি তোমার গুণমুগ্ধ ভক্ত।'

বিস্ফারিত হয়ে আছে কেটের চোখ। এমন জোরে লাফাচ্ছে হৃৎপিন্ড, কেটের মনে হলো লোকটা শব্দ শুনতে পাবে। ভয়ে তাকে জমিয়ে দিয়েছে লোকটা। লোকটার গায়ে অনেক শক্তি আর গতিও অত্যন্ত দ্রুত। কেটের কারাতে শেখার কথা সে জানে, জানে এরপর কোন্ দিক থেকে আঘাত আসতে পারে।

'বাঁচাও! আমাকে কেউ বাঁচাও!' গলা ফাটাল কেট। চিৎকার করে লোকটাকে ভয় পাইয়ে দেয়ার চেষ্টা। বুড়িদের গলির আধামাইলের মধ্যে কেউ থাকে না। কেউ ওর চিৎকার শুনবে না।

থাবার মত কঠিন একজোড়া হাত মুখ চেপে ধরল ওর। চ্যাপেল হিলের ব্ল্যাক বেল্ট ক্লাসের যে কারও চেয়ে গায়ে বেশী শক্তি ধরে এ লোক। প্রফেশনাল অ্যাথলেট? ভাবল কেট।

কেটের কারাতে দোজো ক্লাসের সবচেয়ে জরুরী যে বিষয়টি শেখানো হয়েছে তা হলো সম্ভব হলে লড়াই এড়িয়ে যাও, পালাও। মার্শাল আর্টের শত বর্ষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এটাই। যারা কখনও লড়াই করে না, তারা আগামী দিনে লড়াই করার জন্য বেঁচে থাকে।

বেডরুম থেকে দৌড়ে বেরুল কেট, সরু পরিচিত হলওয়ে দিয়ে ছুটল। লড়াই এড়িয়ে যাও, নিজেকে বলল কেট। পালাও. পালাও, পালাও।

আজ রাতে অ্যাপার্টমেন্ট আগের দিনের চেয়ে অন্ধকার লাগছে। কেট বুঝতে পারল লোকটা প্রতিটি পর্দা টেনে দিয়েছে, বন্ধ করেছে জানালা। পরিকল্পনা মাফিক এগোচ্ছে অনুপ্রবেশকারী।

তবে কেটকে এর পরিকল্পনার চেয়ে এগিয়ে থাকতে হবে। সুন জু'র একটা প্রবাদ মনে পড়ে গেল: 'বিজয়ী সেনাবাহিনী যুদ্ধে যাওয়ার আগেই বিজয় লাভ করে।' হামলাকারীর চিন্তাভাবনা সুন জু এবং কেটের সেনসেই মাস্টারের মত। এ কারাতে দোজোর কেউ নয়তো?

কেট লিভিংরুমে চলে এল। কিচ্ছু ঠাহর হচ্ছে না চোখে। এ ঘরের পর্দাও টেনে রাখা হয়েছে। মাথাটা ঘুরছে কেটের। ঘরের ছায়াগুলো দুটো হয়ে যাচ্ছে।

ড্রাগ ভালোভাবেই ধরেছে কেটকে। অরেঞ্জ আর ডারহাম কাউন্টির নিখোঁজ মেয়েদের কথা মনে পড়ছে ওর। শুনেছে এক মহিলার লাশ নাকি খুঁজে পেয়েছে পুলিশ। দুই বাচ্চার মা।

এ বাড়ি থেকে বেরুতে হবে ওকে। তাজা বাতাস ওর মস্তিষ্কের জড়তা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। সদর দরজার দিকে টলতে টলতে এগোল কেট।

ওর রাস্তা আটকে আছে কী যেন। লোকটা সোফা এনে রেখেছে দরজার সামনে! এ সোফা টেনে সরানোর শক্তি নেই কেটের।

হতাশায় আবার চেঁচিয়ে উঠল কেট। 'পিটার! আমাকে সাহায্য করো! আমাকে বাঁচাও, পিটার!'

'আহ্, শাটআপ, কেট। পিটার ম্যাকগ্রাথকে আর কোনদিনই দেখতে পাবে না তুমি। ওর বাড়ি এখান থেকে সাত মাইল দূরে। সাত দশমিক তিন মাইল। আমি চেক করেছি।' লোকটার কণ্ঠ শান্ত। এ কেট সম্পর্কে সব জানে, জানে পিটার ম্যাকগ্রাথের কথা, এর অজানা কিছুই নেই।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে, তার পেছনে কোথাও লুকিয়ে আছে লোকটা। তার কণ্ঠে জরুরী কোনও আভাস বা আতঙ্ক নেই।

কেট চট করে সরে এল বাম দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি খেল পায়ে। ব্যথায় চাপা আর্ত চিৎকার দিল। গ্লাস টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে কেট। এটা ওর বোন ক্যারল অ্যান উপহার দিয়েছে। ব্যথায় বাম পায়ে যেন আগুন ধরে গেল।

'পায়ে লাগল বুঝি, কেট? অন্ধকারে খামোকা ছোটাছুটি করছ কেন?' হেসে উঠল লোকটা-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাসি-প্রায় বন্ধুসুলভ। ব্যাপারটা উপভোগ করছে সে। যেন একটা খেলা খেলছে। ছেলে আর মেয়ে মিলে অন্ধকারে কানামাছি খেলা।

'কে তুমি?' চেঁচিয়ে উঠল কেট। ভাবল এ পিটার নয়তো? পিটার কী উন্মাদ হয়ে গেল?

জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে কেট। ড্রাগের কারণে ওর শরীর থেকে দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে শক্তি।

ঘুরল কেট-উজ্জ্বল একটা আলোর ঝলকানি অন্ধ করে দিল ওকে। ওর মুখে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলছে লোকটা।

ফ্ল্যাশলাইট সরিয়ে নিল লোকটা। তবে কেট চোখে এখনও আঁধার দেখছে। চোখ পিটপিট করল ও। ঝাপসা একটা কাঠামো দেখতে পেল সামনে। লম্বা এক লোক। ছয় ফিটের ওপর হবে উচ্চতা, লম্বা চুল।

লোকটার চেহারা দেখতে পাচ্ছে না কেট, শুধু এক ঝলক মুখটা দেখল।-

তারপর বন্দুকটা দেখতে পেল কেট। স্টানগান।

'না,' বলল কেট। 'প্লীজ-- মেরো না।'

'হ্যাঁ, মারব,' ফিসফিস করল সে প্রেম করার ভঙ্গিতে।

তারপর শান্ত ভঙ্গিতে গুলি করল সে কেট ম্যাকটিয়েরনানের বুকে।

অধ্যায় : ১৯

রোববার সকাল। আমি র‍্যালি-ডারহাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসেছি স্যাম্পসনকে নিয়ে। আজ বিকেলেই ওয়াশিংটনে ফিরে যেতে হবে ওকে কাজে যোগদানের জন্য।

তিন নম্বর লাশটা পাবার পর তদন্ত আরও জোরদার হয়ে উঠেছে। শুধু স্থানীয় পুলিশ কিংবা এফ বি আই নয়, ফিল্ড অ্যান্ড গেম অফিশিয়ালরাও খুনের জায়গায় নেমে পড়েছে তদন্ত করতে।

আমেরিকান এয়ারলাইন্স সিকিউরিটি গেটে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কোলাকুলি করল স্যাম্পসন।

'আমি জানি নাওমি তোমার কাছে কী,' আমার কানের কাছে ফিসফিস করল স্যাম্পসন। 'তোমার বেদনা আমি বুঝতে পারি। আমাকে আবার তোমার দরকার পড়বে। ডাক দিয়ো।'

দ্রুত পরস্পরের গালে চুমু খেলাম। পরস্পরকে ভালোবাসি আমরা। আর এ ভালোবাসার বহি:প্রকাশে আমাদের কোনও সঙ্কোচ নেই।

'ফেডারেল ব্যুরোর ওপর নজর রেখো। স্থানীয় পুলিশ থেকেও পিঠ বাঁচিয়ে থেকো। সামনের দিকেও লক্ষ রেখো। রাসকিনকে আমি পছন্দ করি না। সাইকসকে তো নয়ই।' স্যাম্পসন আমাকে উপদেশ দিয়ে চলল

'তুমি নাওমির খোঁজ পেয়ে যাবে। তোমার ওপর আমার আস্থা আছে। সবসময় থাকবে।'

বিশালদেহী মানুষটা পা বাড়াল সামনে। একবারের জন্যও তাকাল না পেছন ফিরে।

একা হয়ে গেলাম আমি সাউথে।

আবার ধাওয়া শুরু করব দানবদের পেছনে।

অধ্যায় : ২০

রোববার দুপুরে, একটার দিকে ওয়াশিংটন ডিউক ইন থেকে ডিউক ক্যাম্পাসে ঢুকলাম। নাওমির কথা খুব মনে পড়ছে। নাওমি তখন খুব ছোট। আমিই ছিলাম ওর বেস্ট ফ্রেন্ড। আমরা একসঙ্গে 'ইনসি উইলসি স্পাইডার' এবং 'সিল্কওয়ার্ম, সিল্কওয়ার্ম' গাইতাম। এক অর্থে ও-ই আমাকে জেনি আর ডেমনের বন্ধু হতে শিখিয়েছে। আমাকে ভালো বাবা হতে সাহায্য করেছে নাওমি।

একটা সময় আমার ভাই অ্যারন স্কুচিকে নিয়ে থার্ড স্ট্রীটের ক্যাপ্রি বার-এ যেত। মদ খেয়ে খেয়ে নিজের মরণ ডেকে এনেছিল আমার ভাই। ক্যাপ্রি বার নাওমির মত ছোট মেয়ের জন্য নয়। কিন্তু ওই বয়সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে শিখে যায় সে। তার বাবা কী এবং কে বুঝে গিয়েছিল ছোট্ট নাওমি। বাবার সবদিকে নজর ছিল তার। অ্যারন নাওমিকে নিয়ে আমাদের বাসায় আসার সময় মাতাল থাকত না। নাওমি যতক্ষণ থাকত তার কাছে, মাতলামি করত না আমার ভাই। তবে বাস্তবতা হলো বাপের সঙ্গে সবসময় থাকার সুযোগ হতো না মেয়ের।

বেলা একটার সময় ডিউকের ছাত্রীদের ডিনের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। আমি অ্যালেন বিল্ডিং-এ গেলাম। দুই এবং তিনতলায় অসংখ্য প্রশাসনিক অফিস।

ছাত্রীদের ডিন ব্রাউনিং লয়েল লম্বা, সুদেহী এক ভদ্রলোক। নাওমি ওর অনেক গল্প করেছে আমাকে। ব্রাউনিংকে সে তার ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতা এবং বন্ধু বলে অভিহিত করত। ডিন লয়েল আমাকে দেখে বললেন, 'নাওমির কাছে আপনার গল্প শুনে শুনে আপনার ভক্ত হয়ে গেছি।' শক্ত মুঠিতে আমার হাত চেপে ধরলেন তিনি। পঁয়ত্রিশের কোঠায় বয়স ভদ্রলোকের, সুদর্শন। নীল চোখ জোড়া ঝিকমিক করছে। এক সময় তিনি বিশ্বমানের জিমন্যাস্ট ছিলেন, মনে পড়ে গেল আমার। ডিউকে আন্ডারগ্রাজুয়েট ছিলেন, মস্কোয় ১৯৮০ সালের অলিম্পিকে আমেরিকান দলের হয়ে অংশগ্রহনের কথা ছিল। এমন সময় শোনা যায় ব্রাউনিং লয়েল সমকামী, এক বাস্কেটবল খেলোয়াড়ের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে তার। অলিম্পিক তাঁকে বয়কট করার আগেই আমেরিকান দল ছেড়ে

চলে আসেন লয়েল। তবে তার সমকামিতার গল্প সত্য কিনা আমি জানি না। লয়েল বিয়ে করেছেন, স্ত্রীকে নিয়ে ডারহামে থাকেন।

লয়েলকে আমার উষ্ণ এবং সহানুভূতিশীল মনে হলো। তিনি নাওমিকে নিয়ে অনেক দু:খ করলেন। জানালেন ক্যাম্পাসের সমস্ত মেয়েকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। তারা বাইরে গেলে বা বাইরে থেকে আসার সময় ডর্মে নাম লিখে রাখতে হচ্ছে।

আমি তার অফিস থেকে চলে আসার সময় নাওমি'র ডর্ম হাউসে ফোন করলেন লয়েল। বললেন এখন আর ডর্মে ঢুকতে সমস্যা হবে না। জানালেন তার পক্ষে যেটুকু সম্ভব সাহায্য করবেন।

'নাওমিকে আমি গত পাঁচ বছর ধরে চিনি,' বললেন তিনি। লম্বা, বাদামী চুলে হাত চালিয়ে দিলেন। 'আপনার যন্ত্রণা আমি উপলব্ধি করতে পারছি। আমার খুব খারাপ লাগছে, অ্যালেক্স। আমরা এ ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত।'

ডিন লয়েলকে ধন্যবাদ দিয়ে তার অফিস ত্যাগ করলাম। লোকটির আচরণ আমাকে ছুঁয়ে গেছে। মন খারাপ খানিকটা কমেছে। ছাত্রদের ডর্মের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম। জানিনা ওখানে আমার জন্য কী অপেক্ষা করছে।

অধ্যায় : ২১

ডিউকের মূল ডরমিটরি এলাকা দেখার মত জায়গা। ছোট ছোট বাড়ি, অল্প কয়েকটি কটেজ। মায়ার্স কোয়াডে ছায়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে প্রাচীন ওক আর ম্যাগনোলিয়ার ঝাড়। সেই সঙ্গে চমৎকার সাজানো ফুলের বাগান।

বাড়ির সামনে সিলভার কালারের একটি বিএমডব্লু কনভার্টিব্ল্ পার্ক করা। বাম্পারে একটি স্টিকার সাঁটানো: MY DAUGHTER AND MY MONEY GO TO DURF

ভিতরে, ডর্মের লিভিংরুমের মেঝে চকচকে কাঠের পালিশ করা। তাতে প্রাচ্যের কার্পেট পাতা। আমি চারপাশে নজর বোলাচ্ছি। অপেক্ষা করছি মেরী ইলেন ক্লুকের জন্য। ঘরে প্রচুর চেয়ার আর কাউচ ছড়ানো ছিটানো।

আমি আসার কয়েক মিনিট বাদে নিচে নেমে এল মেরী ইলেন ক্লুক। ওর সঙ্গে আগেও বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছে আমার। ও প্রায় ছয় ফিট লম্বা, ছাই রঙা স্বর্ণকেশী আকর্ষণীয়া- তবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মেয়েদের মত সুন্দরী নয়। ইফল্যান্ডের পশু আর পাখিতে খুবলে খাওয়া লাশটিও একসময় সুন্দরী, স্বর্ণকেশী ছিল।

মেরী ইলেন ক্লুকের ওপর খুনীর নজর পড়েছে কিনা কে জানে। কিন্তু সে কেন নাওমিকে ধরে নিয়ে গেল? তার পছন্দের ধরণটা কী রকম? এপর্যন্ত কতগুলো মেয়েকে সে পছন্দ করেছে?

'হ্যালো, অ্যালেক্স, গড, আপনি এসেছেন খুব খুশি হয়েছি,' আমার হাত নিজের মুঠোতে তুলে নিল মেরী ইলেন, ধরে থাকল শক্ত করে। ওর স্পর্শ উষ্ণ তবে চেহারায় ফুটে আছে বিষন্ন ভাব।

ডর্ম ছেড়ে পশ্চিম ক্যাম্পাসের দিকে এগোলাম আমরা কথা বলার জন্য। মেরী ইলেনকে খুব পছন্দ করি আমি। সে ইতিহাস এবং মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়ছে। একবার ওয়াশিংটনে মন:সমীক্ষণ নিয়ে দীর্ঘ আলাপ করেছিলাম দু'জনে। তখন বুঝতে পেরেছি এ বিষয়ে আমার চেয়ে কম জানে না মেরী ইলেন।

'দু:খিত, আপনি ডারহাম আসার সময় আমি এখানে ছিলাম না,' ১৯২০ সালে তৈরি গথিক স্টাইলের অভিজাত ভবনগুলোর মাঝ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল মেরী। 'আমার ছোট ভাই রয়ান ক্লুক হাইস্কুলের পাট চুকিয়েছে গত শুক্রবার। ওর ওখানে গিয়েছিলাম। আজ সকালে ফিরেছি।'

'নাওমিকে শেষ কবে দেখেছ তুমি?' ছিমছাম ওয়ান মেকার স্ট্রীট পার হওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলাম মেরী ইলেনকে। নাওমির বান্ধবীর সঙ্গে হোমিসাইড ডিটেকটিভের ঢঙে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না বুঝতে পারছি। কিন্তু উপায় নেই।
প্রশ্নটা যেন বাড়ি মারল মেরী ইলেনকে। জবাব দেয়ার আগে গভীর দম নিল সে। 'ছয়দিন আগে, অ্যালেক্স। একসঙ্গে চ্যাপেল হিলে গিয়েছিলাম। হ্যাবিটাট ফর হিউম্যানিটির হয়ে কাজ করছিলাম।'
হ্যাবিটাট ফর হিউম্যানিটি একটি কম্যুনিটি সার্ভিস গ্রুপ, গরীবদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়। নাওমি বলেনি সে এদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবীর কাজ করছে।
'তারপর আর নাওমির সঙ্গে দেখা হয়নি?'
মাথা নাড়ল মেরী ইলেন। ওর গলায় ঝোলানো সোনার বলগুলো মিষ্টি টুংটাং শব্দে বেজে উঠল।
'ও-ইই শেষবার। আমি পুলিশের কাছে গিয়েছিলাম। দেখলাম কেউ নিখোঁজ হলে ওরা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তার জন্য পাত্তা লাগিয়ে দেয়। কিন্তু নাওমি নিখোঁজ হওয়ার আড়াই দিন পরে তারা এ খবর প্রকাশ করেছে। আপনি কারণটা জানেন?' জিজ্ঞেস করল ও।
ডানে-বামে মাথা নাড়লাম। এর জবাব আমি জানি না। বুঝতে পারছি না এ কেসটা নিয়ে এরকম ঢাকঢাক গুড়গুড় চলছে কেন। আমি আজ সকালে ডিটেকটিভ নিক রাসকিনকে মেসেজ পাঠিয়েছি। সে এখনও একটা মেসেজেরও জবাব দেয়নি।
আপনার কী মনে হয় নাওমির অন্তর্ধানের সঙ্গে অন্য নিখোঁজ মেয়েদের কোন সম্পর্ক আছে?' প্রশ্ন করল মেরী ইলেন। ওর নীল চোখে বেদনার ছায়া।
'থাকতে পারে। তবে কোনও প্রমাণ নেই। ' নাওমিকে সারাহ্ ডিউক গার্ডেন থেকে অপহরণ করা হলেও কেউ তা দেখেনি। কোনও স্বাক্ষী নেই। তাকে ওই বাগানে দেখা গেছে। কন্ট্রাক্টের একটা ক্লাস মিস করেছিল নাওমি। ক্যাসানোভা সব খবর রাখে। তার চলাফেরা ভূতের মত।
যেখান থেকে হাঁটা শুরু করেছিলাম, ফিরে এলাম আবার সেখানে। এখান থেকে নুড়ি বেছানো রাস্তা ধরে এগোলে ত্রিশ গজ দূরে ডরমিটরি হাউস। বড় বড় সাদা খিলান, প্রকান্ড বারান্দায় সাদা চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে রাখা।
'অ্যালেক্স, নাওমির সঙ্গে আমার ক'দিন ধরে সম্পর্ক খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না।' আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে হঠাৎ বলল মেরী ইলেন। 'আমি দু:খিত। ভেবেছি ব্যাপারটা আপনি জানেন।'
ঝুঁকে আমার গালে চুমু খেল মেরী ইলেন। জল গড়াচ্ছে চোখ বেয়ে। তারপর এক ছুটে উঠে গেল হোয়াইট-ওয়াশ করা চকচকে সিঁড়ি বেয়ে। অদৃশ্য হয়ে গেল ভেতরে।
আরেকটা রহস্যের সমাধান করতে হবে।

অধ্যায় : ২২

ক্যাসানোভা লক্ষ করছে ড: অ্যালেক্স ক্রসকে। তার মস্তিষ্ক কম্পিউটারের গতিতে চলছে- সম্ভবত: গোটা রিসার্চ ট্রায়াঙ্গলের সবচেয়ে দ্রুতগতির কমপিউটার।

ক্রসকে দ্যাখো, বিড়বিড় করল সে। নাওমির বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে! কিন্তু এখানে কিছুই পাবেনা, ডক্টর।

নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ডিউক ক্যাম্পাসে সে অনুসরণ করে চলেছে অ্যালেক্স ক্রসকে। ক্রস সম্পর্কে সমস্ত খবরাখবর তার নখদর্পণে। ইচ্ছে করল চেঁচিয়ে বলে আমি জানি তুমি কে ড: অ্যালেক্স। কিন্তু তুমি আমার সম্পর্কে কিছুই জান না। কোনওদিন জানতে পারবে না।

থেমে দাঁড়াল ক্রস। ট্রাউজার্সের ব্যাক পকেট থেকে একটা প্যাড বের করে নোট লিখল।

কী ওটা, ডক্টর? গুরুত্বপূর্ণ কিছু চোখে পড়েছে? কিন্তু আমার তা মনে হয় না। সত্যি বলছি।

এফ বি আই, স্থানীয় পুলিশ আমাকে কয়েক মাস ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওরাও কত নোট নেয়। কিন্তু কেউ কোনও ক্লু পায় না....

ক্যাসানোভা দেখল অ্যালেক্স ক্রস ক্যাম্পাসে হেঁটে যাচ্ছে। চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত একঠায় তার দিকে তাকিয়ে থাকল ক্যাসানোভা। ক্রস কখনোই তার নাগাল পাবে না। কোনদিনই সে ধরা পড়বে না।

হাসতে শুরু করল ক্যাসানোভা। তারপর ডিউক ক্যাম্পাসের শত ছাত্র-ছাত্রীর ভিড়ে মিশে গেল।

কারও কাছে কোনও ক্লু নেই। ড: ক্রস। তুমি কী তা বুঝতে পারছ না?.... ওটাই তো একটা ক্লু।

অধ্যায় : ২৩

আবার গোয়েন্দার ভূমিকায় নেমে পড়লাম আমি।

সোমবার সকালটা কেটে গেল কেট ম্যাকটেয়েরনানকে চেনে এমন লোকজনের সঙ্গে কথা বলে। ক্যাসানোভার সর্বশেষ শিকার এই মহিলা। প্রথম বর্ষের একজন ইন্টার্নি। তাকে চ্যাপেল হিলের উপান্ত থেকে অপহরণ করা হয়েছে।

ক্যাসানোভার মনোবিশ্লেষণের একটা প্রোফাইল তৈরির চেষ্টা করছি। কিন্তু তেমন তথ্য পাচ্ছি না। এফ বি আই সাহায্য করছে না। নিক রাসকিন এখনও আমার ফোনের জবাব দেয় নি।

উত্তর ক্যারোলিনার এক মেডিকেল স্কুলের জনৈক অধ্যাপক জানালেন তার কুড়ি বছরের শিক্ষকতার জীবনে কেট ম্যাকটিয়েরনানের মত মেধাবী ও বুদ্ধিমতী ছাত্রী খুব কমই দেখেছেন। আরেক প্রফেসরও কেটের খুব প্রশংসা করলেন। তবে যোগ করলেন কেট খুব মেজাজী।

পিটার ম্যাকগ্রাথ নামে ইতিহাসের এক অধ্যাপকের সঙ্গেও কথা বললাম। সে প্রথমে আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছিল। আমি শুনেছি কেটের সঙ্গে তার মাস চারেক রোমান্স চলেছে। পরে হঠাৎ করেই ভেঙে যায় সম্পর্কটা। দীর্ঘদেহী, অ্যাথলেটিকদের মত চেহারার ম্যাকগ্রাথ কেটের সঙ্গে তার প্রেমের কথা স্বীকার করে বলল, 'আমি কল্পনাও করিনি কেটের জীবনে এরকম কিছু ঘটতে পারে।' তার চেহারা ম্লান দেখাল। কথা বলার সময় কাঁপল। অন্তত: দেখে তাই মনে হলো আমার।

চ্যাপেল হিল-এর জনারণ্য এক বার-এ খেয়ে নিলাম। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপস্থিতিই বেশি। আমি বিয়ার আর রাবারের মত চিজবার্গার খেতে খেতে ক্যাসানোভার চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকলাম।

লম্বা দিনটা আমাকে একেবারে বিধ্বস্ত করে ফেলেছে। খুব মিস করছি স্যাম্পসন, আমার বাচ্চা আর আমার বাড়িটিকে।

কেট ম্যাকটিয়েরনানের কথা ভাবছি। ওর সম্পর্কে মোটামুটি তথ্য সংগ্রহ করা গেছে। কেস সমাধানের জন্য তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হঠাৎ একটা কথা মনে হলো আমার। ক্যাসানোভা শুধু দেখতে ভালো এরকম মেয়েদের অপহরণ করে না, সে অসাধারণ নারীদের খুঁজে বেড়ায়। সে সেরকম নারীকে খোঁজে যাকে সবাই কামনা করে কিন্তু কেউ পায় না।

আর এরকম মেয়েদের সে খুঁজে বের করে।

কিন্তু অসাধারণ মেয়েদের কেন সে খোঁজে? ভাবলাম আমি।

এর জবাব সম্ভবত একটাই। কারণ নিজেকে সে অসাধারণ মনে করে।

অধ্যায় : ২৪

মেরী ইলেন ক্লুকের সঙ্গে আবার দেখা করতে যাচ্ছিলাম। শেষে মত বদলে ওয়াশিংটন ডিউক ইন-এ ফিরলাম। আমার জন্য কয়েকটা মেসেজ এসেছে।
প্রথম মেসেজটি পাঠিয়েছে ওয়াশিংটন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে আমার এক বন্ধু। ক্যাসানোভার ব্যাপারে কিছু তথ্য জানতে চেয়েছিলাম ওর কাছে। ল্যাপটপ সঙ্গে নিয়ে এসেছি। শীঘ্রি কাজে নামতে পারব।
মাইক হার্ট নামে এক সাংবাদিক চারবার ফোন করেছে আমাকে। ওকে চিনতে পারলাম। ফ্লোরিডা থেকে প্রকাশিত ন্যাশনাল স্টার-এ কাজ করে। এর ছদ্মনাম নো-হার্ট-হার্ট। আমি নো হার্টের ফোন কলব্যাক করলাম না। স্টার-এ একবার প্রথম পৃষ্ঠায় আমাকে নিয়ে ফিচার ছাপা হয়েছিল। ওই পত্রিকার পাতায় আবার শিরোনাম হতে চাই না।
ডিটেকটিভ নিক রাসকিন অবশেষে আমার ফোনের জবাব দিয়েছে। সংক্ষিপ্ত একটা মেসেজ পাঠিয়েছে। নতুন কোনও খবর নেই। খবর পেলে জানাব। কথাটা বিশ্বাস হলো না। রাসকিন কিংবা তার চামচা ডেভি সাইকসের কাউকেই বিশ্বাস হয় না আমার।
আমি ঘরের আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিলাম। দু:স্বপ্ন হানা দিল ঘুমের মধ্যে। দেখলাম এডভার্ড মুনচের ছবি থেকে একটা দানব বেরিয়ে এসে ধাওয়া করেছে নাওমিকে। আমি অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে দেখছি। সাহায্য করতে পারছি না ওকে।
একটা শব্দ শুনে ভেঙে গেল ঘুম। আমার হোটেল রুমে ঢুকেছে কেউ। নি:শব্দে হাত চলে গেল রিভলভারের হাতলে। স্থির হয়ে বসে রইলাম। পাঁজরের গায়ে বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিন্ড। আমার ঘরে কী কেউ ঢুকেছে? ঢুকলই বা কীভাবে?
ধীর গতিতে উঠে দাঁড়ালাম চেয়ার ছেড়ে। প্রায় অন্ধকার ঘরে উঁকি দিলাম। জানালার ছিটকাপড়ের পর্দা খানিকটা গোটানো। ফলে বাইরে থেকে আলো এসে ঢুকছে ঘরে। হোটেল রুমের দেয়ালে নাচানাচি করছে গাছের ডালের ছায়া। কোনও কিছুর সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না। কোনও কিছু নড়াচড়াও করছে না। বাথরুম চেক করে দেখলাম। তারপর উঁকি দিলাম ক্লজিটে। অবশেষে দরজার নিচে পেয়ে গেলাম কাগজের একটা টুকরো। সাদা-কালো একটা ছবি।

উপনিবেশিক ব্রিটিশ পোস্টকার্ড, বিংশ শতকের প্রথমভাগের। ওই সময় পশ্চিমারা এগুলো সংগ্রহ করত। পোস্টকার্ডগুলো আসলে এক ধরনের সফট পর্ণোগ্রাফি।

কার্ডটা টার্কিশ সিগারেটের বিজ্ঞাপনের। কৃষ্ণাঙ্গী এক বাঁদী। সুন্দরী তরুণী, বিশ/বাইশ বছর বয়স, সিগারেট ফুঁকছে। অর্ধনগ্ন। বুক জোড়া খাড়া খাড়া।

কার্ডের নিচে ছাপানো অক্ষরে লেখা: সুন্দরী, বুদ্ধিমতী দাসী-বাঁদীদেরকে রক্ষিতা করার জন্য সতর্কতার সঙ্গে ট্রেনিং দেয়া হতো। তাদেরকে চমৎকার নাচ শেখানো হতো, নানা বাদ্য বাজানোর ট্রেনিং পেত তারা এবং কবিতা লেখা শেখানো হতো। তারা ছিল হারেমের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ, সম্ভবত: সম্রাটের সবচেয়ে মূলবান সম্পদ।

ক্যাপশনের নিচে কালিতে ছাপানো একটি নাম: *গিয়োভান্নি গিয়াকোমো ক্যাসানোভা ডি সেইনগাল্ট।*

ও জানে আমি ডারহামে এসেছি। জানে আমার পরিচয়।

ক্যাসানোভা ইচ্ছে করে এ কার্ড রেখে গেছে।

অধ্যায় : ২৫

আমি বেঁচে আছি।

আধো আলোময় ঘরে ধীরে ধীরে চোখ খুলল কেট ম্যাকটিয়েরনান।

বার কয়েক চোখ পিটপিট করল ও। মনে হলো একটা হোটেলে আছে ও। মনে পড়ল ওকে গুলি করা হয়েছিল। হামলাকারীর চেহারা ভেসে উঠল চোখে। লম্বা.... লম্বা চুল.... নমনীয় কণ্ঠস্বর।

'কেউ আছেন,' হাঁক ছাড়ল কেট। কর্কশ সুর বেরুল শুকনো গলা থেকে। ওর শরীরের গিঁটে গিঁটে ব্যথা। মাথাটা সাংঘাতিক ভারী। হামলাকারীর চেহারা পরিষ্কার মনে পড়ছে ওর। লোকটা চেতনা-নাশক স্টানগান দিয়ে ওকে অজ্ঞান করে দেয়। ক্লোরোফর্ম, হ্যালোথেনও হতে পারে। এ কারণেই মাথাটা ছিঁড়ে পড়তে চাইছে।

ঘরের ছাদে ডিম লাইট জ্বলছে। ছাদটা ঢালু। মেঝে থেকে বড় জোর ফুট সাতেক হবে উচ্চতা।

ঘরটা দেখে মনে হলো বেশিদিন হয়নি এটা তৈরি করা হয়েছে। বেশ সুন্দর সাজানো। টাকা থাকলে এভাবে ঘর সাজাত কেট। ....পেতলের খাট। পেতলের হাতলঅলা অ্যান্টিক হোয়াইট ড্রেসার। ড্রেসিং টেবিলে পেতলের ব্রাশ, চিরুনি, আয়না। খাটের ছতরি বা বেডপোস্টে রঙিন স্কার্ফ বাঁধা, ওর বাড়িতে যেমনটা আছে। এটা দেখে মনের মধ্যে কেমন খটকা লাগল কেটের।

ঘরটি জানালা শূন্য। বেরুবার রাস্তা বলতে শুধু ভারী কাঠের দরজাটা।

দরজার পাশে ছোট একটি ক্লজিট। আধখোলা। ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে কেট। দৃশ্যটা দেখে অসুস্থ বোধ করল।

লোকটা ওর সমস্ত জামাকাপড় নিয়ে এসেছে এ ভয়ংকর জায়গায়, এই অদ্ভুত কারাগারে।

গায়ের অবশিষ্ট শক্তিটুকু একত্রিত করল কেট, বিছানায় সিধে হয়ে বসল। হাত-পা ভীষণ ভারী লাগছে। যেন দুমণ ওজনের পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে ওগুলো ওপর।

ক্লজিটের দিকে সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করল কেট। স্থির দৃষ্টিতে তাকাল ওদিকে।

ওগুলো ওর নিজের জামাকাপড় নয়। বুঝতে পারল সে। লোকটা বাইরের দোকান থেকে কিনে এনেছে। অবিকল তার রুচি এবং স্টাইল অনুযায়ী। ক্লজিটে ঝোলানো কাপড়গুলো একদম নতুন। কয়েকটা স্কার্ট এবং ব্লাউজের গায়ে দাম লেখা ট্যাগ ঝুলছে। দ্য লিমিটেড। দ্য গ্যাপ। চ্যাপেল হিলের এ দোকান দুটো থেকে ড্রেস কেনে কেট।

ওর চোখ চলে গেল সাদা অ্যান্টিক ড্রেসারের দিকে। ওখানে তার পছন্দের পারফিউমও আছে। অবশেসন। সাফারি। ওপিয়াম।

লোকটা ওর জন্যই এসব কিনে এনেছে।

বিছানার কোণে পড়ে রয়েছে অল দ্য প্রিটি হর্সেস-এর একটা কপি। এ বই কেট চ্যাপেল হিলের ফ্রাংকলিন স্ট্রীট থেকে কিনেছে।

ও আমার সম্পর্কে সবকিছু জানে!

অধ্যায় : ২৬

ড. কেট ম্যাকটিয়েরনান ঘুমাচ্ছে। বারবার ভেঙে যাচ্ছে ঘুম। ওর মাথাটা পরিষ্কার হয়ে আসছে, সতর্ক হয়ে উঠছে দেহ-মন। ফিরে পাচ্ছে আত্মবিশ্বাস। তবে সময়ের হিসেব গুলিয়ে ফেলেছে কেট। জানে না এখন সকাল, দুপুর নাকি রাত। আজ কী বার তাও জানে না।

লোকটা, হারামজাদাটা যে-ই হোক ও ঘুমানোর সময় এ ঘরে ঢুকেছিল। ভাবনাটা শারীরিকভাবে অসুস্থ করে তুলল ওকে। বেড সাইড টেবিলে একটা নোট রেখে গেছে লোকটা। যেন তাকালেই চোখে পড়ে কেটের।

একটা চিঠি। হাতে লেখা। সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয় ড: কেট বলে। নিজের নামটা পড়ার সময় হাত কাঁপতে লাগল কেটের।

আমি চাই তুমি চিঠিটা পড়বে। তাহলে আমাকে বুঝতে সুবিধে হবে তোমার। সেই সঙ্গে বাড়ির আইন-কানুনও বুঝতে পারবে। এর চেয়ে জরুরী চিঠি জীবনে পাওনি তুমি। কাজেই মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নাও।

না, আমি উন্মাদ নই কিংবা আমার মাথা খারাপ হয়ে যায় নি। বরং এর ঠিক বিপরীত আমি। তুমি তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো যে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কের একজন মানুষ। তাই আমি জানি আমি কী চাই। বেশীরভাগ মানুষ জানে না তারা কী চায়।

তুমি কী জানো, কেট? যাক, এ নিয়ে আমরা পরে কথা বলব। তুমি কী জানো তুমি কী চাও? তুমি কী তা পাচ্ছ? কেন পাচ্ছ না? সমাজের মঙ্গলের জন্য? কীসের সমাজ? আমরা আসলে কী ধরনের জীবনযাপন করছি?

আমি বলব না যে এখানে তুমি খুব একটা ভালো আছ। কাজেই তোমাকে বেহুদা অভ্যর্থনাও জানাচ্ছি না আমি। তোমার জন্য সেলোফেনে মোড়া ঝুড়ি বোঝাই ফল কিংবা শ্যাম্পেনের আয়োজন নেই। তবে এগুলো শীঘ্রি পাবে। তোমাকে যতটা আরামে রাখা যায় সে চেষ্টা করছি আমি।

তোমাকে এখানে কয়েকটা দিন থাকতে হবে। আমি যা বলি তা শুনলে তোমাকে ছেড়ে দেব.... কাজেই মনোযোগ দিয়ে শোনো, কেট।

তুমি আমার কথা শুনছ? প্লীজ শোনো, কেট। মাথা থেকে সমস্ত রাগ আর ক্রোধ দূর করে দাও। আমি উন্মাদ নই কিংবা নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণও হারাইনি।

ওটাই আসল কথা: নিজের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে আমার। পার্থক্যটা বুঝতে পারছ তো? অবশ্যই পারবে। কারণ আমি জানি তুমি কতটা বুদ্ধিমতী। তুমি ন্যাশনাল মেরিট পাওয়া মেয়ে।

তোমাকে এ কথা জানানো বিশেষ দরকার যে তুমি আমার কাছে কত আলাদা, বিশেষ একজন মানুষ। এজন্য এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ তুমি। এ কারণেই তোমাকে অবশেষে মুক্তি দেব আমি।

তোমাকে আমি হাজার হাজার মেয়ের মধ্যে থেকে বাছাই করেছি। তোমাকে আমি অন্য যে কারও চেয়ে ভালো চিনি এবং বুঝতে পারি। যতটা তুমি নিজেকে চেনো, কেট, প্রায় ততটা।

এবার কিছু নীতিমালা থাকছে তোমার জন্য, কেট। এগুলো ঘরোয়া নির্দেশ বা আইন-কানুন। এগুলো তোমাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে

১. *সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ: কখনোই পালাবার চেষ্টা কোরো না- সে চেষ্টা করা মাত্র তোমাকে হত্যা করা হবে। অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হবে ব্যাপারটা, আমাদের দু'জনের জন্যই। পালাবার চেষ্টা করলে তোমাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করব না।*

২. *শুধু তোমার জন্য, কেট, বিশেষ নির্দেশ: আমার ওপর কারাতে বিদ্যা প্রয়োগ করতে যেয়ো না।*

৩. *সাহায্যের জন্য কখনোই চিৎকার-করা যাবে না- করলে আমি তা জানতে পারব- সেক্ষেত্রে তোমাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। তোমার সুন্দর মুখ এবং যৌনাঙ্গে ভয়ংকর অত্যাচার করা হবে।*

তুমি সবকিছু একবারে জানতে চাও। তবে এতে কোনও লাভ হবে না। কোথায় বন্দি হয়ে আছ তা বের করার চেষ্টা করে লাভ নেই। অনুমান করতে পারবে না। বেহুদা ব্যথা করবে মাথা।

আপাতত: এটুকুই। তোমাকে ভাবনা-চিন্তা করার সময় দিলাম। এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ তুমি। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না তোমাকে আমি কতটা ভালোবাসি। তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য আর তর সইছে না আমার।

ক্যাসানোভা

কেট ম্যাকটিয়েরনান এগার বাই পনের ফুট লম্বা ঘরে পায়চারি করতে লাগল। ওর মাথায় একটাই চিন্তা: পালাতে হবে। কিন্তু কীভাবে? ভারী কাঠের দরজায় ডাবল তালা।

এ দরজা দিয়ে বেরুনোর উপায় নেই।

অন্য কোনও উপায় বের করতে হবে।

কিন্তু কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছে না কেট।

লোকটাকে প্রলোভিত করা যেতে পারে। কিন্তু লোকটা ভয়ানক চালাক। কেটের মতলব ঠিকই টের পেয়ে যাবে।

কোনও না কোনও উপায় পেতেই হবে।

কেট বেডসাইড টেবিলে রাখা চিঠির দিকে তাকিয়ে থাকল স্থির দৃষ্টিতে।

কখনোই পালাবার চেষ্টা কোরো না- সে চেষ্টা করা মাত্র তোমাকে হত্যা করা হবে।

অধ্যায় : ২৭

ওই দিন বিকেলে আমি সারাহ্ ডিউক গার্ডেনসে এলাম। এখান থেকে ছয়দিন আগে অপহৃত হয়েছে নাওমি।

পঞ্চাশ একর জুড়ে ছবির মত সাজানো বাগান। ডিউক ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারের কোল ঘেঁষা। কাউকে অপহরণ করার জন্য চমৎকার জায়গা।

নাওমির নিখোঁজ হওয়ার দিন ওকে যারা দেখেছিল এরকম কয়েকজন কর্মচারী এবং ছাত্রের সঙ্গে কথা বললাম আমি। বাগান জনসাধারণের জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খোলা থাকে। নাওমিকে এখানে শেষ দেখা গেছে বিকেল চারটার দিকে। ক্যাসানোভা ওকে প্রকাশ্য দিবালোকে ধরে নিয়ে গেছে। কীভাবে কাজটা করল সে বুঝতে পারলাম না। ডারহাম পুলিশ কিংবা এফ বি আইও জানে না।

ঘন্টা দুই হেঁটে বেড়ালাম জঙ্গল আর বাগানের মাঝ দিয়ে। এখান থেকে আমার স্কুচিকে ধরে নিয়ে গেছে, বারবার মস্তিষ্কে বাড়ি খাচ্ছে চিন্তাটা।

টেরেস নামে একটা জায়গা আছে এখানে। শ্বাসরুদ্ধকর সুন্দর। অজস্র ফুলের গাছ। লাল-নীল সবুজ রঙের নানা পাথর। কাঠের একটা সিঁড়ি চলে গেছে ছোট্ট, সুন্দর একটা পুকুরের দিকে।

এখানে এলে স্কুচির খুব ভালো লাগত। ভালোবেসে ফেলত ও জায়াগাটা।

আমি টকটকে লাল এবং হলুদ টিউলিপের একটা ঝোপের ধারে হাঁটু মুড়ে বসলাম। কাদা লেগে গেল সাদা প্যান্টে। গ্রাহ্য করলাম না। মাথা নিচু হয়ে এল আমার। হু হু করে কেঁদে ফেললাম স্কুচির জন্য।

অধ্যায় : ২৮

টিক-টক, টিক টক।

কেট ম্যাকটিয়েরনানের মনে হলো একটা শব্দ শুনেছে সে। তবে ব্যাপারটা স্রেফ কল্পনাও হতে পারে। এখানে, বন্দিদশায় তো অনেক কিছুই মনে হয়।

আবার হলো শব্দটা। মেঝেতে মৃদু ক্যাঁচকোচ খুলে গেল দরজা। একটিও কথা না বলে ভেতরে ঢুকল সে।

ওই যে সে! ক্যাসানোভা। আরেকটা মুখোশ পরে এসেছে। অন্ধকারের দেবতার মত লাগছে- ক্ষিপ্র সুগঠিত। নিজেকে কী সে এই ফ্যান্টাসি ইমেজে দেখে?

তার শারীরিক গঠন ইউনিভার্সিটির যে কোনও ছাত্রের চেয়ে সুগঠিত, শক্তিশালী। তার পরনে ম্লান রঙের নীল জিনস, কাদামাখা কালো কাউবয় বুট, উর্ধাংঙ্গ নগ্ন। সারা শরীরে উল্কি আঁকা। লোকটার সমস্ত কিছু মস্তিষ্কে গেঁথে রাখল কেট। পালাতে পারলে কাজে লাগবে।

'আমি তোমার সমস্ত নির্দেশ পড়েছি,' গলা যদ্দুর সম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করল কেট। যদিও কাঁপছে গা। 'খুব পরিষ্কার নির্দেশ।'

'ধন্যবাদ, কেউ নির্দেশ মানতে চায় না। কিন্তু নির্দেশ মেনে চলা কখনও কখনও জরুরী হয়ে পড়ে।'

মুখোশটা আড়াল করে রেখেছে তার চেহারা। কেট লোকটার দিক থেকে চোখ সরাতে পারছে না। ভেনিসের বর্ণিল মুখোশের কথা মনে পড়ে গেল তার। হাতে আঁকা মুখোশ। অদ্ভুত সুন্দর।

'তুমি মুখোশ পরে রয়েছ কেন?' জিজ্ঞেস করল কেট।

'তোমাকে চিঠিতে বলেছি একদিন তোমাকে মুক্তি দেব। আমি চাইনা তুমি আঘাত পাও।'

'যদি আমি ভালো হয়ে চলি। যদি তোমার কথা শুনি।'

'হ্যাঁ। তুমি ভালো মেয়ে। আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি, কেট।'

ওকে আঘাত করতে ইচ্ছে করছে কেটের, ওর পিছু লাগতে মন চাইছে। তবে এখন নয়, নিজেকে সতর্ক করে দিল ও। ওকে আঘাত করার মাত্র একবার সুযোগ পাবে তুমি।

ওর মনের কথা যেন পড়তে পারল লোকটা। খুবই চতুর এবং বুদ্ধিমান সে।
'কোনও কারাতে নয়,' বলল সে, মনে হলো মুখোশের আড়ালে হাসছে।
'তোমাকে দোজো ক্লাসে কারাতে করতে দেখেছি আমি, কেট। তোমার গতি বেশ দ্রুত আর গায়ে জোরও আছে বেশ। আমিও তাই। আমিও মার্শাল আর্ট জানি।'
'তুমি যা ভাবছ আমি তা ভাবছি না,' ভুরু কুঁচকে ছাদের দিকে তাকাল কেট।
'তাহলে আমি দু:খিত। মাফ চাইছি,' বলল সে। 'আগ বেড়ে আর কখনও এরকম কিছু বলব না। কসম।'
লোকটাকে সুস্থ মস্তিষ্কের মনে হচ্ছে। আর সেটাই কেটকে আতংকিত করে তুলছে বেশি। যেন চমৎকার একটা বাড়িতে স্বাভাবিক গল্পগুজব করছে ওরা। লোকটার হাতের দিকে তাকাল কেট। লম্বা, সরু আঙুল। আর্কিটেক্ট? ডাক্তার? নাকি শিল্পী। শ্রমিকের হাত অবশ্যই নয়।
'আমাকে নিয়ে কী করতে চাইছ তুমি?' সরাসরি কথা বলার সিদ্ধান্ত নিল কেট। 'আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ কেন? এ ঘর কেন? আমার সমস্ত জামাকাপড় কেন?'
নরম, ভদ্র গলায় কথা বলল লোকটা। কেটকে সিডিউস করার চেষ্টা করছে। 'আমার ধারণা আমি তোমার প্রেমে পড়ে যাব। প্রতিদিন খাঁটি রোমাঞ্চের স্বাদ পেতে চাই আমি। আমার জীবনের বিশেষ কিছুর অনুভূতি পেতে চাই। অন্তরঙ্গ হতে চাই আরেকজনের সঙ্গে। আমি অন্যদের চেয়ে আলাদা নই। তবে আমি দিবা স্বপ্ন দেখিনা।'
'তুমি কিছুই অনুভব করতে পার না?' জিজ্ঞেস করল কেট। সে জানে সোসিওপ্যাথরা কোনও আবেগ অনুভব করতে পারে না।
কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। হাসছে আবার। 'মাঝে মাঝে অনেক কিছু অনুভব করতে পারি। নিজেকে আমি সংবেদনশীল মনে করি। আমি কী বলতে পারি তুমি খুব সুন্দর?'
'বর্তমান পরিস্থিতিতে পারো না।'
উঁচু গলায় হেসে উঠল সে। কাঁধ ঝাঁকাল আবার। 'ঠিক আছে। তাহলে এই কথাই রইল? আমরা কোনও মিষ্টিমিষ্টি কথা বলব না। অন্তত: এখন নয়। মনে রেখো আমি রোমান্টিক হতে পারি। আর হতেও চাই।'
কেট লোকটার আকস্মিক দ্রুত মুভমেন্টের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তার হাতে ভোজবাজির মত উদয় হলো চেতনানাশক বন্দুক স্টানগান। প্রচন্ড বাড়ি মারল কেটকে। বেডরুমের দেয়ালে ছিটকে পড়ল কেট, মাথাটা ঠুকে গেল ভয়ানক। গোটা বাড়ি যেন কেঁপে উঠল থরথর করে।
'ওহ্- জি-সাস- না,' গুঙিয়ে উঠল ও।

লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর গায়ে। শরীরের সমস্ত ওজন চাপাল। যেন গেঁথে ফেলতে চাইছে মেঝেতে। ওকে এবার নির্ঘাত খুন করবে লোকটা। হা ঈশ্বর, এভাবে মরতে চায় না কেট।

ক্রোধের প্রচন্ড একটা হল্কা ছড়িয়ে পড়ল কেটের শরীরে। মরিয়া হয়ে লাথি মারার জন্য পা তুলল, তবে হাত নাড়াতে পারল না। বুকে যেন আগুন ধরে গেছে। টের পেল ফরফর করে ওর ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলা হলো। তার সারা গায়ে হাত বোলাচ্ছে লোকটা। লোকটার পুরুষাঙ্গ দাঁড়িয়ে পড়েছে। ওর গায়ে শরীর ঘষছে সে।

'না, প্লীজ, না,' কাতরে উঠল কেট। নিজের কণ্ঠই চিনতে পারল না। যেন ভেসে এল দূর থেকে।

লোকটা দু'হাতে ময়দার তাল ঠাসার মত টিপছে কেটের বুক। মুখে রক্তের উষ্ণ স্বাদ পেল ও। কাঁদতে লাগল কেট। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

'আমি তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম,' দাঁতে দাঁত ঘষল লোকটা।

হঠাৎ শারীরিক নির্যাতন বন্ধ হয়ে গেল। কেটকে ছেড়ে সিধে হলো হামলাকারী। নীল জিন্সের চেইন খুলে প্যান্ট গুটিয়ে আনল গোড়ালি পর্যন্ত।

কেট বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। লোকটার পুরুষাঙ্গের আকার বিশাল। পুরোপুরি দাঁড়িয়ে গেছে, শিরাগুলো ফুলে আছে। কেটের ওপর আবার চড়াও হলো সে। শরীরে যেখানে সেখানে ঘষতে লাগল লিঙ্গ, দুই বুকের খাঁজ, গলা, তারপর মুখ এবং চোখে ধাক্কা মারল।

কেট চেতনা এবং অবচেতনের মাঝামাঝিতে যেন ভেসে চলেছে। কখনও মনে হচ্ছে এসব কিছু ঘটছে না, কখনও মনে হচ্ছে এর চেয়ে রূঢ় বাস্তব আর হতে পারে না।

'চোখ খুলে রাখো,' হিসিয়ে উঠল সে। 'আমার দিকে তাকাও, কেট। তোমার চোখ খুব সুন্দর। তোমার মত সুন্দরী মেয়ে দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি। তুমি কী তা জানো? তুমি জানো তুমি আমার বুকে কতটা কামনার আগুন জ্বালিয়ে রেখেছ?'

কেটের মনে হলো লোকটা যেন ঘোরের মধ্যে আছে। লোকটার শক্তিশালী শরীর নাচছে, মোচড় খাচ্ছে, কেটের শরীরের মধ্যে বারবার প্রবেশ করছে সে। উঠে বসল সে। আবার খেলতে লাগল কেটের সুডোল বক্ষ নিয়ে। তার চুলে হাত বুলিয়ে দিল, মুখে আঙুল ছোঁয়াল। একটু পর তার আচরণ ভদ্রোচিত হয়ে উঠল। লোকটার প্রতি তীব্র ঘৃণা হচ্ছে কেটের।

'তোমাকে আমি কী যে ভালোবাসি, কেট। বলে বোঝাতে পারব না তোমাকে কতটা ভালোবাসি আমি। এরকম তৃপ্তি জীবনে পাইনি। কসম খেয়ে বলছি সত্যি পাইনি।'

কেট বুঝতে পারল লোকটা তাকে খুন করবে না। ওকে বাঁচিয়ে রাখবে। যখনই শরীরের খিদে চাগিয়ে উঠবে তার কাছে আসবে সে। চিন্তাটা এমন আতংকিত করে তুলল কেটকে, জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

কেট টের পেল না লোকটা তাকে বিদায় চুম্বন দিল। ফিসফিস করে বলল, 'তোমাকে আমি ভালোবাসি, সুইট কেট। আজকের ঘটনার জন্য আমি সত্যি দু:খিত। তবে আমি খুব তৃপ্ত.... আমি সব কিছু অনুভব করতে পারছি।'

অধ্যায় : ২৯

নাওমির ক্লাসমেট এক আইনের ছাত্রীর কাছ থেকে জরুরী একটা ফোন পেলাম। নাম বলল ফ্লোরেন্স ক্যাম্পবেল। যত জলদি সম্ভব কথা বলতে চায় আমার সঙ্গে। 'আপনার সঙ্গে আমার কথা বলতেই হবে, ড: ক্রস,' বলল সে। 'খুব জরুরী।'

ব্রয়ান ইউনিভার্সিটি সেন্টারের কাছে ডিউক ক্যাম্পাসে দেখা হলো মেয়েটির সঙ্গে। ফ্লোরেন্স কৃষাঙ্গী। বয়স বাইশ তেইশ। আমরা গথিক স্টাইলের ভবন আর ম্যাগনোলিয়ার ঝাড়ের মাঝখানের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে কথা বললাম।

ফ্লোরেন্স বেশ লম্বা, লাজুক ধরনের। চুড়ো করে বাধা চুল। মিশরীয় দেবী নেফারতিতির মত। ফ্লোরেন্স মিসিসিপি স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে আন্ডারগ্রাজুয়েট করেছে।

'আমি খুব, খুবই দু:খিত, ড: ক্রস,' কাঠ আর পাথরের তৈরি একটা বেঞ্চিতে বসার পরে বলল ফ্লোরেন্স। 'আমি আপনার এবং আপনার পরিবারের কাছে ক্ষমা চাইছি।'

'ক্ষমা প্রার্থনার প্রশ্ন কেন আসছে, ফ্লোরেন্স?' জিজ্ঞেস করলাম ওকে। ওর কথার অর্থ বুঝতে পারিনি।

'গতকাল আপনি ক্যাম্পাসে আসার পর আপনার সঙ্গে কথা বলার সাহস করে উঠতে পারিনি। কেউ পরিষ্কার করে বলেনি যে নাওমি কিডন্যাপড হয়েছে। ডারহাম পুলিশ তো নয়ই। ওদের আচরণে মনে হয় না নাওমির ব্যাপারে তারা সিরিয়াস কিংবা সে বিপদে পড়েছে বলে ভাবছে।'

'তোমার এরকম মনে হওয়ার কারণ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম ফ্লোরেন্সকে।

আমার চোখে চোখ রাখল ফ্লোরেন্স। 'কারণ নাওমি আফ্রো-আমেরিকান নারী। ডারহাম পুলিশ কিংবা এফ বি আই সাদা মেয়েদের ব্যাপারে যতটা সচেতন আমাদের জন্য তার সিকিভাগও সচেতন নয়।'

'পুলিশ সম্পর্কে তোমার এই-ই ধারণা?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

চোখ নাচাল ফ্লোরেন্স ক্যাম্পবেল,' এটাই সত্যি। কাজেই বিশ্বাস করব না কেন? ফ্রাঞ্জ ক্যানন বলেছেন রেসিস্ট সুপার স্ট্রাকচার আমাদের সমাজের

মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতিতে স্থায়ীভাবে ঢুকে গেছে। আমি তার ধারনার সঙ্গে একমত।'

ফ্লোরেন্স খুব সিরিয়াস ধরনের মেয়ে। তার বগলে আলবার্ট মুরের 'দ্য ওমনি-আমেরিকানস'-এর একটা কপি। মেয়েটার কথাবার্তার ঢঙ ভালোই লাগছে আমার। সে নাওমি সম্পর্কে কতটুকু খবর রাখে জানার এটাই মোক্ষম সময়।

'এখানে কী ঘটছে আমাকে বলো, ফ্লোরেন্স। আমি নাওমির চাচা কিংবা পুলিশের গোয়েন্দা বলে কিছু চেপে যেয়ো না। আমার সাহায্য দরকার। ডারহামে একটা সুপারস্ট্রাকচারের বিরুদ্ধে লড়াই করছি আমি।'

হাসল ফ্লোরেন্স। মুখের ওপর ঝুলে থাকা একগোছা চুল সরিয়ে দিল। ওকে আমার কিছুটা ইমানুয়েল কেন্ট আর খানিকটা গন উইথ দ্য উইন্ড-এর প্রিসির মত লাগল। 'আমি যা জানি আপনাকে বলব, ডঃ ক্রস। বলব কী কারণে ডর্মের কিছু মেয়ে নাওমির ব্যাপারে আপসেট।'

ম্যাগনোলিয়ার গন্ধ ভরা বাতাস টেনে নিল ফ্লোরেন্স বুক ভরে। 'ঘটনার শুরু সেথ স্যামুয়েল টেলর নামে এক লোককে নিয়ে। সে ডারহাম প্রজেক্টের একজন সোশাল ওয়ার্কার। আমি সেথের সঙ্গে নাওমির পরিচয় করিয়ে দিই। সেথ আমার কাজিন।' ফ্লোরেন্সের চেহারায় হঠাৎ উদ্বেগ ফুটল।

'তো এতে সমস্যা কী?' জানতে চাইলাম আমি।

'সেথ স্যামুয়েল আর নাওমি গত বছরের ডিসেম্বরে একে অন্যের প্রেমে পড়ে যায়।' বলে চলল ফ্লোরেন্স। 'সেথ আগে ডর্মে আসত। পরে নাওমি সেথের সঙ্গে ডারহামের বাড়িতে থাকতে শুরু করে।'

নাওমি প্রেম করছে অথচ তার মাকে ঘটনাটা বলেনি জেনে আমি খানিকটা বিস্মিত। আমাদের কাউকে জানাল না কেন সে? কিন্তু নাওমি প্রেম করলে ডর্মের অন্য মেয়েদের সমস্যা কোথায় এখনও বুঝতে পারছি না।

'সমস্যাটা হলো নাওমি এক কৃষাঙ্গর সঙ্গে প্রেম করছিল। সেথ প্রায়ই তার কর্মস্থল থেকে নাওমির সঙ্গে দেখা করতে আসত ময়লা ওভারঅল, ধুলোমাখা ওয়ার্কবুট আর চামড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং জ্যাকেট পরে। নাওমিও একটা পুরানো খড়ের হ্যাট মাথায় দিয়ে ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়াত। এটা নাওমির চেনা-পরিচিতদের অনেকেই পছন্দ করত না। সেথ সিস্টারদের সামাজিক কাজকর্ম, তাদের সমাজ সচেতনতা নিয়ে ঠাট্টা করত। জাতিগত অন্যায়-অবিচারের প্রতি প্রবল ক্ষোভ ছিল তার। ও একটু রাগী। এছাড়া আর সব ঠিক আছে। ও যদি আমার দূর সম্পর্কের কাজিন না হতো....' চোখ টিপল ফ্লোরেন্স।

ওর রসিকতার ঢঙে হেসে ফেললাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কী শুরু থেকেই নাওমির বন্ধু?'

'না, শুরু থেকে নয়। ল রিভিউ ক্লাসে আমরা ছিলাম পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। তবে ফার্স্ট ইয়ারেই আমাদের মাঝে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আমি নাওমিকে ভালোবাসি। ও অসাধারণ।'

নাওমির নিখোঁজ হওয়ার পেছনে ওর বয়ফ্রেন্ডের কোনও হাত নেই তো? হঠাৎ কথাটা মনে হলো আমার। হয়তো এর সঙ্গে সাউথের খুনীর কোনও সম্পর্ক নেই।

'সেথ ভালো মানুষ। ওকে যেন মারবেন না।' বলল ফ্লোরেন্স। মাথা ঝাঁকালাম আমি। 'মারব না। শুধু ওর একটা ঠ্যাং ভেঙে দেব।'

'ওর গায়ে ষাঁড়ের মত শক্তি,' সাবধান করে দিল আমাকে ফ্লোরেন্স।

'আর আমি একটা ষাঁড়,' বললাম আমি, ফাঁস করে দিলাম নিজের গোপন একটা রহস্য।

অধ্যায় : ৩০

আমি সেথ স্যামুয়েল টেলরের গভীর কালো চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। ও-ও তাকিয়ে আছে সেভাবে।

নাওমির বয়ফ্রেন্ড, লম্বা, অত্যন্ত পেশীবহুল শরীর, কর্মক্ষম একজন মানুষ। ষাঁড় নয়, তরুণ সিংহ। প্রচন্ড শোকার্ত দেখাচ্ছে ওকে। তাই কোনও প্রশ্ন করতে পারিনি। ওর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে নাওমিকে বুঝি সত্যি চিরদিনের জন্য হারিয়েছি আমরা।

সেথ টেলর দাড়ি কামায়নি। চেহারা দেখে বোঝা যায় ক'দিন ধরে ঘুমাচ্ছে না। জামাকাপড়ও হয়তো পাল্টায় নি। পরনে কোঁচকানো নীল শার্ট। পায়ে এখনও ধুলোমাখা বুট। হয় প্রচন্ড আপসেট সেথ অথবা দারুণ পাকা একজন অভিনেতা।

আমি ওর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিলাম। হ্যান্ডশেক করল সে শক্ত ঝাঁকি মেরে।

'আপনাকে জঘন্য দেখাচ্ছে,' আমাকে বলা সেথ টেলরের প্রথম বাক্যটি হলো এটি।

'তোমাকেও,' বললাম আমি।

'জাহান্নামে যাক সব,' হাসল সেথ। উষ্ণ হাসি। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। ওর নাকটা ভাঙা। মারামারি করে ভেঙেছে নিশ্চয়। তারপরও যথেষ্ট সুদর্শন সেথ।

সেথ ডারহামের উত্তরে ডাইনটাউনের পুরানো শ্রমিক এলাকায় থাকে। ওর বাড়িটি একটি ডুপ্লেক্স। বাড়ির লিভিংরুমে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনে বোঝাই। স্মোকি রবিনসনের গান বাজছে রেকর্ডারে। বন্ধুরা এসেছে নাওমিকে খুঁজতে। যাক, অবশেষে সাউথে কিছু মিত্র পেলাম।

অ্যাপার্টমেন্টের সবাই নাওমির বিষয়ে কথা বলতে উদগ্রীব। সেথ স্যামুয়েলের ব্যাপারে কেউ কোনও সন্দেহ পোষণ করছে না।

কিশা বোয়ি নামে ত্রিশোর্দ্ধ এক মহিলা নাওমি সম্পর্কে অনেক কথা বলল। কিশা ডারহামের ডাকঘরে কাজ করে। বলল, 'নাওমি উচ্চ শিক্ষিতা তবে কাউকে কখনও ছোট করে দেখত না ও। ওর সঙ্গে আমাদের যার-ই পরিচয় হয়েছে, প্রত্যেকে নাওমির ব্যবহারে মুগ্ধ। এমন সহজ-সরল একটা মেয়ে।

অ্যালেক্স, ওর মধ্যে কোনও ভনিতা নেই। এরকম একটা মেয়ের জীবনে এধরনের ঘটনা ঘটার কথা কল্পনাই করা যায় না।

কিশার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বললাম। ভালো লাগল খুব। মহিলা সুন্দরী এবং স্মার্ট। সংবেদনশীল চোখ, ক্রিম মেশানো কফির মত গায়ের রঙ। তবে ওর রূপের প্রশংসা করার সময় এখন নয়। আমি সেথের খোঁজে দোতলায় চলে এলাম। শোবার ঘরের জানালা খোলা। ঢালু টালির ছাদে বসে আছে সেথ। একা। আমি ওর পাশে গিয়ে বসলাম।

'এখানে বসতাম আমরা,' নিচু গলায় বিড়বিড় করল সেথ।

'আমি আর নাওমি।'

'তুমি ঠিক আছো তো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'নাহ্। জীবনেও এত খারাপ থাকিনি। আপনি?'

'আমি কখনও খারাপ থাকি না।'

'আপনি ফোন করার পরে,' বলল সেথ, 'ভাবছিলাম কী বলব আপনাকে। তবে নাওমির নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আমি কোনও সাহায্য করতে পারব বলেও মনে হয় না।'

সেথ স্যামুয়েলের দিকে তাকালাম। কুঁজো হয়ে বসেছে, মাথাটা প্রায় ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর। অন্ধকারেও দেখতে পেলাম ছলছল করছে ওর চোখ। নাওমির শোক সহ্য করতে পারছে না। বলতে ইচ্ছে করল আমরা নাওমিকে খুঁজে পাব, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু বলতে পারলাম না। কারণ সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে কিনা জানিনা আমি।

আমরা পরস্পরের হাত ধরে থাকলাম। আমরা দু'জনেই শোকার্ত, অন্ধকার ছাদে বসে নাওমির জন্য চোখের জল ফেলতে লাগলাম।

অধ্যায় : ৩১

এফ বি আই-এ আমার এক বন্ধু রাতে আমার ফোনের জবাব দিল। আমি তখন দ্য ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্যাল ম্যানুয়াল অভ মেন্টাল ডিসঅর্ডারস পড়ছি। ক্যাসানোভার প্রোফাইল নিয়ে কাজ করছি। খুব একটা এগোতে পারিনি।

এফ বি আই'র স্পেশাল এজেন্ট কাইলি ক্রেগের সঙ্গে আমার পরিচয় সিরিয়াল কিডন্যাপার গ্যারি সোনেজিকে ধাওয়া করার সময়। কাইলির বন্দুকে হাত খুবই ভালো। এফ বি আই এজেন্টদের মত নীরস, কাঠখোট্টা নয়। মাঝে মাঝে ভাবি ওর আসলে এফ বি আইতে কাজ করা উচিত হয়নি। ও বড্ড মানবিক।

'অবশেষে আমার ফোনের জবাব দেয়ার জন্য ধন্যবাদ,' ওকে ফোনে বললাম আমি। 'আজকাল কোথায় কাজ করছ?'

কাইলির জবাব শুনে বিস্মিত হলাম। 'আমি ডারহামে আছি, অ্যালেক্স। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে তোমার হোটেল লবিতে দাঁড়িয়ে আছি। নিচে নেমে এসো। কুখ্যাত ব্লু ডারহাম রুমে দু'ঢোক মদ গিলে যাও। তোমার সঙ্গে দরকার আছে আমার। জে. এডগার নিজে তোমাকে মেসেজ পাঠিয়েছে।'

'আসছি এখুনি।'

জানালার ধারে দু'জনের বসার মত একটা টেবিল দখল করেছে কাইলি। জানালা দিয়ে ইউনিভার্সিটি গলফ কোর্সের সবুজ মাঠ দেখা যায়। হুব্রিদের মত দেখতে রোগা এক লোক সুন্দরী এক ছাত্রীকে শেখাচ্ছে কীভাবে গর্তে বল ফেলতে হয়। কাইলি ওদিকে তাকিয়ে আছে। আমার সাড়া পেয়ে ঘুরল।

'সবসময় বিপদে নাক গলানো তোমার অভ্যাস, হে,' দাঁত বের করে হাসল সে। 'তোমার ভাতিঝির নিখোঁজ সংবাদে মর্মাহত হয়েছি। এত ঝামেলার মধ্যেও তোমাকে দেখতে পেয়ে খুশি হলাম।'

আমি ওর মুখোমুখি বসলাম। 'প্রথমে মাননীয় রোনাল্ড বার্নসকে দেখলাম ডারহামে। তারপর তুমি। ঘটনা কী?'

'তুমি কদ্দুর এগিয়েছ বলো,' বলল কাইলি। 'তারপর আমার কথা বলছি।'

'খুন হয়ে যাওয়া মহিলাদের ওরপর সাইকি প্রোফাইল তৈরি করেছি,' বললাম আমি। 'দুই নারীরই ব্যক্তিত্ব ছিল প্রবল। এদের ব্যক্তিত্বের ঝলকানি বোধহয় সহ্য করতে পারেনি খুনী। সম্ভবত: এ কারণে ওদেরকে খুন করে সে। শুধু বেটি অ্যান রায়ারসন বাদে। সে নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হয়।'

একহাত দিয়ে তালু মাথার তালু ঘষল কাইলি। 'তোমাকে কোনও রকম তথ্য দেওয়া হয়নি। তবু তুমি আমাদের চেয়ে আধা কদম এগিয়ে আছ।'

'আমি যা জানিনা সে সম্পর্কে আমাকে বলো।' বললাম আমি।

'তুমি ক্যাসানোভার সাইকি প্রোফাইল করোনি?' জিজ্ঞেস করল কাইলি।

'কাজ শুরু করে দিয়েছি,' বললাম আমি। 'তথ্য ছাড়া যতটুকু এগোনো সম্ভব এগোবার চেষ্টা করছি। লোকটাকে কেউ দেখেনি। আমার ধারণা সে ছোটবেলা থেকে সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসিতে ভুগছে। সে ছেলেবেলায় যৌন নির্যাতনের শিকার হতে পারে। হয়তো সে একজন পিপিংটম, রেপিস্ট কিংবা ডেট রেডিস্ট। তবে এখন সে অত্যন্ত রূপসী মেয়েদেরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তার পছন্দ অসাধারণ নারী। এদেরকে নিয়ে সে গবেষণা করে, কাইলি। এতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। সে একা। নিজের জন্য যথার্থ একজন নারীর সন্ধান করছে।'

ডানে বামে মাথা নাড়ল কাইলি। 'ইউ আর সো গডড্যাম ক্রেজি, ম্যান। তুমি লোকটার মতই ভাবছ।'

'ঠাট্টা নয়।' আমি বুড়ো আঙুল আর তর্জনি দিয়ে খপ করে চেপে ধরলাম কাইলির গাল। 'এখন আমি জানিনা এমন কিছু আমাকে বলো।'

মুখ সরিয়ে নিল কাইলি। 'বিশ্বাস করো, এ মুহূর্তে সবকথা তোমাকে বলা সম্ভব নয়। স্বীকার করছি কেসটা দিনদিন জটিল আকার ধারণ করছে। তুমি ঠিকই অনুমান করেছ। এফ বি আই'র ডেপুটি ডিরেক্টর খামোকা আসেনি এখানে।'

'ড্যাম ইউ, কাইলি। তুমি আমাকে কিছুই বলতে চাইছ না,' গলা চড়ালাম আমি। 'তাহলে এখানে এলে কেন?'

একটা হাত তুলল কাইলি। আমাকে শান্ত করতে চাইছে। 'শোনো, এখন পর্যন্ত কেউই এ কেস নিয়ে এগুতে পারেনি। আমি এখানে এসেছি তোমাকে একটা প্রস্তাব দিতে। আমার সঙ্গে সরাসরি কাজ করবে?'

'ফেডারেল ব্যুরোর সঙ্গে কাজ করব?' বিষম খেলাম আমি।

'ফিবিদেরকে সাহায্য করব?'

'আমাদের হাতে কোনও তথ্য আসামাত্র তোমাকে জানিয়ে দেব। আমাদের সমস্ত সাম্প্রতিক তথ্য, রিসোর্স যা যা দরকার সব তুমি পাবে।'

'তুমি আমার সঙ্গে কিছু শেয়ার করতে চাইছ না? লোকাল কিংবা স্টেট পুলিশের সঙ্গেও না?' বললাম আমি।

কাইলি সিরিয়াস গলায় বলল, 'শোনো, অ্যালেক্স। এই ইনভেস্টিগেশনটা বিশাল এবং ব্যয়বহুল। যদিও কোথাও পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। গোটা সাউথ থেকে একের পর এক তরুণী অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে-আমাদের নাকের ডগা থেকে।'

'সমস্যাটা আমি বুঝতে পারছি, কাইলি। আমাকে একটু ভাবার সময় দাও।'

কাইলির প্রস্তাব নিয়ে আরও কিছুক্ষণ কথা বললাম। আমাকে আসলে একরকম কিনে নেয়া হচ্ছে। কাইলির সঙ্গে কাজ করলে ফার্স্টরেট সাপোর্ট-টীমের সাহায্য পাব আমি। যখন যা দরকার পেয়ে যাব। আর একা লাগবে না নিজেকে। আমরা আরও বার্গার এবং বিয়ারের অর্ডার দিলাম। কথা চলতে লাগল আমাদের। সাউথে আসার পরে এই প্রথম একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।

'একটা কথা বলা হয়নি তোমাকে,' অবশেষে বললাম কাইলিকে।

'লোকটা কাল রাতে একটা নোট রেখে গেছে আমার ঘরে। সুন্দর একটা চিঠি।'

'জানি সে কথা,' মুচকি হাসল কাইলি। 'একটা পোস্টকার্ড। হারেমের এক সুন্দরী বাঁদীর ছবি।'

অধ্যায় : ৩২

ঘরে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। তবু নানা আর বাচ্চাদেরকে ফোন করলাম। বাড়ির বাইরে থাকলে সবসময় ওদেরকে ফোন করি আমি। দিনে দুইবার। সকালে এবং রাতে।

'নানার কথা শুনছ তো?' ফোনে জিজ্ঞেস করলাম জেনিকে।

'ভালো মেয়ে হয়ে চলছ তো?'

'আমি সবসময়ই ভালো মেয়ে হয়ে চলি।' রিনরিনে গলায় চেঁচাল জেনি। ও আমার সঙ্গে কথা বলতে খুব পছন্দ করে। আমারও। ওকে ছাড়া কিছু চিনি না আমি।

চোখ বুজলাম আমি। আমার মেয়ের চেহারা ভেসে উঠল। নাওমিও একসময় এরকম ছোট্টটি ছিল। ওর শৈশবের সমস্ত কথা মনে আছে আমার।

'তোমার ভাইয়া কেমন আছে? ডেমন বলল ও-ও নাকি আজ সুবোধ ছেলে হয়ে থেকেছে। বলল নানা নাকি বলেছে তুমি একটা মূর্তিমান আতংক?'

'ইইই বাবা! নানাই বরং ওকে একথা বলেছে। আমাদের ঘরের মূর্তিমান আতংক হলো ডেমন। আমি নানা'র সবচেয়ে ভালো মেয়ে। সবসময়ের জন্য। বিশ্বাস না হলে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো।'

'হুম্‌ম্‌। শুনে খুশি হলাম।' বাচ্চাদের সঙ্গে কথা শেষ করে নানার সঙ্গে কথা বললাম।

'কেমন আছ, অ্যালেক্স?' নানা জিজ্ঞেস করলেন আমাকে।

'ভালোই। তুমি?'

'আমি ঠিকই আছি। কিন্তু তুমি বোধহয় ভালো নেই। নিশ্চয় রাতে ঘুম হয় না। কাজে কোনও অগ্রগতি হয়েছে?'

'হবে,' বললাম আমি। 'আশা করছি।'

নানার সঙ্গে কথা শেষ করে অন্ধকার হোটেল রুমের অগোছালো বিছানায় এলিয়ে দিলাম গা। হোটেল রুম কোনকালেই পছন্দ নয় আমার। এমনকি ছুটির সময়ও নয়।

নাওমির কথা ভাবতে লাগলাম আবার। জেনির বয়সে ও প্রায়ই আমার কাঁধে চড়তে চাইত। তাহলে নাকি 'বড় মানুষদের পৃথিবী' দেখতে পারবে। নাওমি

ক্রিসমাসকে বলত 'কিসমাস' বা 'চুমুর মাস'। তাই সে ক্রিসমাসে সবাইকে চুমু খেত।

আমি দানবটার কথা ভাবছি যে আমার স্কুচিকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। এখন পর্যন্ত দানবটাই জিতে চলেছে। সে যেন অপরাজিত এবং ধরা ছোঁয়ার অসাধ্য। সে কোনও ভুল পদক্ষেপ নিচ্ছে না, কোনও ক্লু রেখে যাচ্ছে না। নিজের প্রতি অগাধ বিশ্বাস তার.... আমাকে খেলানোর জন্য একটা পোস্টকার্ড পর্যন্ত রেখে গেছে। এ পোস্টকার্ডের মানে কী?

ও হয়তো গ্যারি সোনজিকে লেখা আমার বইটা পড়েছে, ভাবলাম আমি। নাওমিকে ধরে নিয়ে গেছে কী আমাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য? হয়তো প্রমাণ করতে চায় সে নিজের কাজে কতটা দক্ষ।

ভাবনাটা আমাকে অস্বস্তির মধ্যে ঠেলে দিল।

অধ্যায় : ৩৩

আমি বেঁচে আছি, তবে নরকের মধ্যে আছি।

কেট ম্যাকটিয়েরনান পা মুড়ে বুকের কাছে নিয়ে এল। কাঁপছে। ও নিশ্চিত ওকে ড্রাগ খাওয়ানো হয়েছে। খিঁচুনি আসছে শরীরে, বমি বমি লাগছে।

ঠাণ্ডা মেঝেতে কতক্ষণ অচেতন হয়েছিল জানে না কেট। ক'টা বাজে জানা নেই। লোকটা কী ওর ওপর লক্ষ রাখছে? দেয়ালে কোনও পিপহোল আছে? কেটের মনে হলো লোকটার চোখ ওর সারা শরীর চেটে বেড়াচ্ছে।

ধর্ষণের প্রতিটি দৃশ্য মনে পড়ছে ওর। ঘৃনায় আবার রিরি করে উঠল গা। মাথাটা ঘুরছে বনবন করে। লোকটা তার ইচ্ছা শক্তি, প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে।

কেটকে চিন্তা করতে হবে। ভাবতে হবে। ঘরের সবকিছু আবছা লাগছে। ড্রাগসের প্রভাব। কী ধরনের ড্রাগ?

হয়তো ফোরেন। শক্তিশালি মাস্‌ল্‌ রিল্যাগ্যান্ট, অ্যানেসথেসিয়ার আগে ব্যবহার করা হয়। একশ মিলিমিটারের বোতলে পাওয়া যায়। সরাসরি ভিক্টিমের মুখে ঢেলে দেয়া যায় কিংবা কাপড়ে ঢেলে তা দিয়ে মুখ চেপে ধরা যায়। ওষুধটার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কথা মনে করার চেষ্টা করল কেট।

শরীরে খিঁচুনি, বমি বমি ভাব। গলা শুকিয়ে আসা। এক/'দু'দিনের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মক্ষমতা হ্রাস। এ সমস্ত লক্ষণ রয়েছে কেটের! সবগুলো!

লোকটা ডাক্তার! মৃদু ঘুষির মত ভাবনাটা আঘাত করল কেটকে। ডাক্তার ছাড়া ফোরেনের মত ড্রাগ জোগাড় করা সম্ভব নয়।

চ্যাপেল হিলের দোজো ক্লাসে ছাত্রদের আবেগ নিয়ন্ত্রণের একটা শিক্ষা দেয়া হয়। কালো দোজো দেয়ালের সামনে বসতে হবে। ঠায় বসে থাকতে হবে। কোনওভাবেই ওঠা যাবেনা।

ঘামে ভিজে জবজবে কেটের গা। ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। লোকটাকে ওর ইচ্ছাশক্তি ভেঙে ফেলতে দেবে না। প্রয়োজনের সময় ও অবিশ্বাস্য শক্তিশালি হয়ে উঠবে। মেডিকেল স্কুলে পড়ার সময় টাকা ছিল না কেটের। কিন্তু শত প্রতিকূলতাকে ও জয় করেছে স্রেফ ইচ্ছাশক্তির জোরে।

পদ্মাসনে ঝাড়া একঘণ্টা বসে থাকল কেট। শান্তভঙ্গিতে শ্বাস নিল, শারীরিক ব্যথা, বমিভাব, ধর্ষণ সবকিছু ভুলে ধ্যান করল। মনোনিবেশ করল একটি মাত্র বিষয়ের ওপরে যা সে পরবর্তীতে করতে চলেছে।

সরল একটা জিনিস।

পলায়ন।

অধ্যায় : ৩৪

এক ঘণ্টা ধ্যান করার পর ধীরে ধীরে সিধে হলো কেট। এখনও ঘুরছে মাথা তবে আগের চেয়ে ভালো লাগছে। নিজের ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ চলে এসেছে ওর দেয়ালে পিপহোল আছে কিনা খুঁজে দেখবে সে। কাঠের দেয়ালের কোথাও আড়ালে আছে ওটা।

বেডরুমটার দৈর্ঘ্য বার বাই পনের ফুট। বেশ কয়েকবার মাপ নিয়েছে কেট। সে দেয়ালের প্রতিটি ইঞ্চি, সামান্যতম ফাটলও খুঁজে দেখল। কিছুই পেল না। চোর কুঠরির টয়লেটের নিচে জমিন ছাড়া কিছু নেই বলে ওর ধারণা। ভবনের এ অংশে পানি বা গ্যাসের কোনও লাইনও নেই।

আমাকে কোথায় এনে রাখা হয়েছে? আমি কোথায়?

টয়লেটের কালো কাঠের আসনের দিকে ঝুঁকল কেট। কটূ গন্ধে পানি এসে গেল চোখে। তবু কালো গর্তটার দিকে তাকিয়ে থাকল। গর্তটা দশ/বার ফুট হবে দৈর্ঘ্যে। ঝপ করে নেমে গেছে নিচে। কোথায় নেমে গেছে?

গর্তটা খুবই সরু। গর্তের মধ্যে শরীর গলাতে পারবে কিনা ভেবে সন্দেহ হলো কেটের। নগ্ন হয়ে চেষ্টা করলে হয়তো পারা যাবে।

লোকটার কণ্ঠ ভেসে এল কেটের ঠিক পেছন থেকে। ধক্ করে উঠল বুক। মনে হলো অজ্ঞান হয়ে যাবে।

এসে পড়েছে ও! যথারীতি শরীরের উর্ধ্বাংশে কিছু নেই। থোকা থোকা পেশী। বিশেষ করে পেট আর উরু যেন পাথর দিয়ে খোদাই করা। আরেকটা মুখোশ পরে এসেছে সে। রাগী রাগী মুখোশ। লোকটার কী আজ মেজাজ গরম? সে কী নিজের মূড অনুযায়ী মুখোশ পরে?

'চেষ্টা করে লাভ হবে না, কেট। তোমার চেয়ে হালকা পাতলা একজন চেষ্টা করেছিল,' সুর করে বলল সে। 'আমি তোমাকে ওখান থেকে তুলে আনতে যাব না। পায়খানার গর্তে ডুবে মরা খুব বিশ্রী ব্যাপার হবে।'

কেট টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। বিকৃত করল মুখ। 'আমার শরীর খুব খারাপ লাগছিল। বমি আসছিল।'

'বমি আসারই কথা,' বলল সে। 'তবে বমি ভাবটা কেটে যাবে। তবে বমি কবার জন্য তুমি টয়লেটে আসনি। সত্য কথা বলো।'

'তুমি আমার কাছে কী চাও?' জিজ্ঞেস করল কেট। আজ লোকটার কণ্ঠ এবং আচরণ অন্যরকম লাগছে। হয়তো ওষুধের প্রভাবে ওর এরকম মনে হচ্ছে। মুখোশটা দেখল কেট। ভূতুড়ে। অন্য কেউ একজন যেন দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে। লোকটার কী দ্বৈত ব্যক্তিত্ব?

'প্রেমে পড়তে চাই। তোমার সঙ্গে আবার প্রেম করতে চাই। আমি চাই তুমি সুবোধ বালিকার মত আচরণ করবে। সুন্দর করে সাজবে আমার জন্য। নেইমান মার্কাসের সুন্দর একটা ড্রেস পরবে। নাইলন এবং হাইহিল।'

আতংক বোধ করল কেট, সেই সঙ্গে ঘৃণায় কাঁটা দিল গায়ে। তবে চেহারায় অভিব্যক্তিটা ফুটে উঠতে দিল না। ওকে কিছু একটা করতে হবে, বলতে হবে কিছু একটা। যাতে লোকটা ওর কাছ থেকে দূরে থাকে।

'আমার মূড নেই, হানি,' বলল কেট। 'ড্রেস পরার আগ্রহ বোধ করছি না।' বিদ্রুপের সুরটা পুরোপুরি এড়াতে পারল না। 'আমার মাথা ধরেছে। আজকের দিনটা কীরকম? আমি বাইরের পৃথিবীটা দেখতে পাইনা আজ ক'দিন।'

হেসে উঠল সে। 'উজ্জ্বল সূর্যালোকিত ক্যারোলিনার দিন, কেট। তাপমাত্রা সত্তর ডিগ্রী। বছরের সেরা দশটি দিনের একটা দিন আজ।'

হঠাৎ কেটের হাত ধরে জোরে টান দিল লোকটা। এত জোরে যেন সকেট থেকে ছিড়ে আনবে হাত। প্রচন্ড ব্যথায় চিৎকার দিল কেট। ছোট্ট ঘরে বিস্ফোরণের মত শোনাল।

রাগে, ব্যথায়, আতঙ্কে কেট লোকটার মুখোশ খামচে ধরল এক হাতে।

সাথে সাথে লোকটার হাতে স্টানগানটা উদয় হলো। কেট বুঝতে পারল মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলেছে সে। লোকটা ওর বুক লক্ষ করে বন্দুক চালাল।

দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করল কেট। কিন্তু ওর শরীর আর কাজ করছে না। দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে।

উন্মাদ হয়ে গেল লোকটা। আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে কেট দেখল লোকটা তাকে লক্ষ্য করে বুট পরা পা তুলেছে। লাথি কষাল ওকে। একটা দাঁত স্লো মোশন ছবির মত ঘুরতে ঘুরতে কাঠের মেঝেতে পড়ল।

কেটের বুঝতে একমুহূর্ত সময় লাগল দাঁতটা ওর।

রক্তের স্বাদ পেল ও মুখে, ফুলে গেছে ঠোঁট।

কানে ঝিনঝিন শব্দ হচ্ছে, কেট বুঝতে পারল জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে ও। তবে মুখোশের আড়ালে লোকটার মুখ দেখে ফেলেছে ও।

ক্যাসানোভা জানে কেট তার মুখের একটা অংশ দেখেছে। মসৃণ গোলাপী গাল; দাড়ি বা গোঁফ নেই।

আর তার বাম চোখ- নীল।

অধ্যায় : ৩৫

নাওমি ক্রস ছিটকিনি লাগানো দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে ভয়ে। ভয়ংকর এ বাড়ির কোথাও এক মহিলা চিৎকার করছে।

দেয়ালে বাধা পাচ্ছে বলে চিৎকারটা পরিষ্কার নয়, ভোঁতা শোনাচ্ছে। এটা একটা সাউন্ডপ্রুফ বাড়ি। তবু ভোঁতা আর্ত-চিৎকারটা এমন ভীতিকর, গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায়। নাওমি হঠাৎ বুঝতে পারল সে নিজের হাত কামড়াচ্ছে। ও নিশ্চিত লোকটা কাউকে খুন করছে। তবে এটাই তার প্রথম খুন নয়।

চিৎকারটা থেমে গেল আকস্মিক।

দরজায় শরীর আরও চাপাল নাওমি, শব্দ শোনার চেষ্টা করল। 'ওহ্, না, প্লীজ,' ফিসফিস করল ও। 'ওকে মেরো না।'

দীর্ঘ সময় কান পেতে থাকল নাওমি। শোনা গেল না কিচ্ছু। অবশেষে সরে এল সে দরজা থেকে। বেচারীর জন্য ওর কিছু করার নেই। কেউ কিছু করতে পারবে না।

নাওমি জানে ওকে সুবোধ বালিকার মত চলতে হবে। লোকটার নির্দেশ অমান্য করলে, ঘরোয়া আইন মেনে না চললে সে ওকে মারবে। মার খেতে চায় না নাওমি।

লোকটা নাওমি সম্পর্কে সবকিছু জানে। নাওমি কী ধরনের পোশাক পরে, তার আন্ডারওয়্যারের সাইজ, প্রিয় রঙ, এমনকী কোন্ ধরনের শেড তার পছন্দ তাও অজানা নয় লোকটার। সে অ্যালেক্স, সেথ স্যামুয়েল এমন কী তার বান্ধবী মেরী ইলেন ক্লুক সম্পর্কেও জানে। মেরীকে সে সম্বোধন করে 'লম্বা, সুন্দরী, স্বর্ণ-কেশী মাল' বলে। মাল।

ক্যাসানোভা অত্যন্ত কামুক প্রকৃতির। সে নাওমির সঙ্গে পর্ণোগ্রাফি নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসে; সদ্য রজ:শলা কিশোরীদের সঙ্গে যৌন-মিলন, ধর্ষকাম, মর্ষকাম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গল্প করে। সবকিছু নিয়ে সাদামাটা ভঙ্গিতে কথা বলে সে। মাঝে মাঝে কবি হয়ে ওঠে সে। জাঁ গেনেট, জন রেচি, ডুরেল, ডি সাদে থেকে আবৃত্তি করে শোনায়।

'আমার কথা তুমি বুঝতে পারবে,' একবার নাওমিকে বলেছিল সে। 'এজন্যই আমি তোমাকে তুলে এনেছি, সুইট ডার্লিং।'

আবার চিৎকার শুরু হয়ে গেল। চমকে উঠল নাওমি। দৌড়ে গেল দরজার সামনে, গাল চেপে ধরল ঠান্ডা, মোটা কাঠের সঙ্গে। সেই মহিলাই নাকি লোকটা কাউকে হত্যা করছে? ভাবল নাওমি।

'আমাকে কেউ সাহায্য করো, প্লীজ!' শুনতে পেল ও। মহিলা গলার সমস্ত শক্তি দিয়ে চেঁচাচ্ছে। ঘরোয়া আইন ভাঙছে সে।

'আমাকে কেউ বাঁচাও! আমাকে এখানে আটকে রেখেছে। কেউ বাঁচাও.... আমার নাম কেট.... কেট ম্যাকটিয়েরনান। কেউ সাহায্য করো!'

চোখ বুজল নাওমি। খুব খারাপ। মহিলার চুপ হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু সাহায্যের জন্য সে চিৎকার করেই যেতে লাগল। তার মানে ক্যাসানোভা বাড়ি নেই। নিশ্চয় বাইরে গেছে।

'কেউ দয়া করো আমাকে। আমার নাম কেট ম্যাকটিয়েরনান। আমি নর্থ ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের একজন ডাক্তার।' চিৎকার চলতেই লাগল.... দশবার, বিশবার। আতংক নয়, নাওমি বুঝতে পারল রাগে চিৎকার করছে মহিলা।

লোকটা বাড়ি ফিরে এলে মহিলার মহাবিপদ হবে। চিৎকার করার জন্য ক্ষমা করবে না সে মহিলাকে। সাহস সঞ্চয় করল নাওমি তারপর যতটা জোরে সম্ভব গলা চড়াল, 'থামো! চিৎকার থামাও। তোমাকে ও খুন করবে! চুপ করো!'

নেমে এল নীরবতা। প্রচন্ড টেনশন হচ্ছে নাওমির। তবে ও পক্ষ বেশীক্ষণ নীরব থাকল না।

'তোমার নাম কী?' জিজ্ঞেস করল ম্যাটিয়েরনান। 'তুমি কদ্দিন ধরে আছ এখানে? প্লীজ, কথা বলো আমার সঙ্গে.... হেই, তোমাকে বলছি আমি!' চেঁচাল সে।

জবাব দিল না নাওমি। মহিলার কী হয়েছে? মার খেয়ে মাথাটাই গেছে?

আবার ডাকল কেট ম্যাকটিয়েরনান, 'শোনো, আমরা একে অন্যকে সাহায্য করতে পারব। অবশ্যই পারব। তুমি জানো তোমাকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে?'

মহিলার নি:সন্দেহে অনেক সাহস.... তবে বোকাও। গলার স্বর বেশ উঁচু এবং কর্কশ শোনাচ্ছে। চিৎকার করে ভেঙে গেছে গলা।

'প্লীজ, দয়া করে কথা বলো আমার সঙ্গে। ও এখন এখানে নেই। থাকলে স্টানগান নিয়ে চলে আসত। তুমি আমার সঙ্গে কথা বললেও ও জানতে পারবে না। প্লীজ.... আমি তোমার কন্ঠ আবার শুনতে চাই।'

'প্লীজ, দুই মিনিটের জন্য কথা বলো। তাহলেই হবে। কসম খাচ্ছি। শুধু দুই মিনিট। আচ্ছা, না হয় এক মিনিট কথা বলো, প্লীজ।'

নাওমি চুপ হয়েই থাকল। লোকটা যে কোনও সময়ে চলে আসতে পারে। হয়তো বাড়িতেই আছে। শুনছে ওদের কথা। হয়তো দেয়ালের ফুটো দিয়ে লক্ষ করছে ওদেরকে।

আবার বাতাসে ভেসে এল কেট ম্যাকটিয়ারনানের কণ্ঠ। 'ঠিক আছে। ত্রিশ সেকেন্ড। তারপর আর কথা বলতে হবে না, ঠিক আছে? কসম খাচ্ছি, তাপর আমি আর কথা বলব না.... নইলে ও ফিরে না আসা পর্যন্ত চিৎকার করেই যাব....।'

ওহ্ গড, কথা বন্ধ করো, নাওমির ভেতরে কেউ চিৎকার করছে। কথা থামাও, এক্ষুনি।

'ও আমাকে খুন করবে, জানি,' চেঁচাল কেট। 'ও এমনিতেও তা করবে। ওর চেহারা দেখে ফেলেছি আমি। তুমি কোত্থেকে এসেছ? কতদিন আছ এখানে?'

নাওমির মনে হলো ওর নি:শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, শ্বাস নিতে পারছে না। তবু দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল, মহিলার প্রতিটি কথা শুনছে। মহিলা ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।

'ও ফোরেন নামে একটা ড্রাগ ব্যবহার করে,' বলল কেট। 'হাসপাতালে এ ওষুধ ব্যবহার করা হয়। লোকটা বোধহয় ডাক্তার। আমাদের ভয় পাবার কী আছে-নির্যাতন আর মৃত্যু ছাড়া?'

হাসল নাওমি। কেট ম্যাকটিয়েরনানের সাহস আছে। রসিকতাও জানে। প্রায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল কথাগুলো। 'আমার নাম নাওমি ক্রস। এখানে আটদিন হলো আটকা পড়ে আছি। আমাকে ও লুকিয়ে রেখেছে। সারাক্ষণ নজর রাখছে। কখনও ঘুমায় বলে মনে হয় না। ও আমাকে ধর্ষণ করেছে,' পরিষ্কার গলায় কথাগুলো বলল নাওমি।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কেট, 'ও আমাকেও ধর্ষণ করেছে, নাওমি। আমি জানি তোমার কেমন লাগছে। ....ভয়ংকর ঘেন্না লাগছে। তোমার গলা শুনে খুব খুশি হলাম, নাওমি। নিজেকে আর একা মনে হবে না আমার।'

'আমারও, কেট। এখন দয়া করে চুপ করো।'

নিচতলার ঘরে ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে কেটের তবে আশার আলো দেখতে পাচ্ছে ও। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। এমন সময় চারদিক থেকে যেন ভেসে আসতে লাগল অনেকগুলো কণ্ঠ।

আমি মারিয়া জেন কাপালডি। আমি এক মাস ধরে এখানে বন্দি।

আমার নাম ক্রিস্টেন মাইলস। হ্যালো।

মেলিসা স্টানফিল্ড। আমি ছাত্রী নার্স। নয় হপ্তা ধরে আছি এখানে।

ক্রিস্টা একার্স। নর্থ ক্যারোলিনা রাজ্য। দু'মাস হলো এ নরকে আটকে রয়েছি।

ওরা মোট ছয়জন।

দ্বিতীয় খন্ড

হাইড এন্ড সিক

অধ্যায় : ৩৬

লস এঞ্জেলস টাইমস-এর উনত্রিশ বছরের সাংবাদিক বেথ লিবারম্যান বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কম্পিউটার টার্মিনালে ফুটে থাকা খুদে, আবছা সবুজ অক্ষরগুলোর দিকে। ক্লান্ত চোখে দেখছে টাইমস-এর ইতিহাসে অন্যতম একটি রচনার দিকে যা প্রকাশিত হতে চলেছে। এ গল্প নিঃসন্দেহে বেথের ক্যারিয়ারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে চলেছে। এতে গর্ববোধ করছে না সে। বরং অসুস্থ বোধ করছে।

জেন্টলম্যান কলারের পাঠানো 'ডাইরী'র ষষ্ঠ কিস্তি বেথের পশ্চিম লস এঞ্জেলস অ্যাপার্টমেন্টে আজ সকালে পৌছেছে। আগের ডাইরিগুলোর মত খুনী তার সাইকোপ্যাথিক ম্যাসেজ বেথকে পৌছে দেয়ার আগে খুন হয়ে যাওয়া মহিলার লাশ কোথায় আছে সে ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা নিয়েছে।

বেথ লিবারম্যান তার বাড়ি থেকে এফ বি আইকে তক্ষুনি ফোন করেছে। তারপর সাউথ স্প্রীং স্ট্রীটে টাইমস-এর অফিসে দ্রুত চলে এসেছে গাড়ি চালিয়ে। বেথ যখন অফিসে পৌছেছে ওই সময় ফেডারেল ব্যুরো সাম্প্রতিকতম খুনের তদন্ত করছে।

জেন্টলম্যান তার চিহ্ন রেখে গেছে: *তাজা ফুল*।

চৌদ্দ বছরের এক কিশোরীর লাশ পাওয়া গেছে পাসাডেনায়। অন্যান্য পাঁচ নারীর মত সানি ওজায়াও দুই দিন আগে কোনও চিহ্ন না রেখেই হুট করে অদৃশ্য হয়ে যায়। যেন ধোঁয়া আর কুয়াশা গ্রাস করেছে তাকে।

সানি ওজায়া এখন পর্যন্ত জেন্টলম্যানের সবচেয়ে কম বয়সী শিকার। সে সাদা এবং লাল ফুল সাজিয়ে রেখেছে মেয়েটির নিম্নাংগে। জেন্টলম্যান তার এক ডাইরিতে লিখেছে ফুল আমাকে মেয়েদের ওষ্ঠের কথা মনে করিয়ে দেয়।

সকাল, পোনে সাতটার সময় টাইমস অফিস জনশূন্য থাকে। আর কেমন গা ছমছমে। সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিংয়ের মৃদু গুঞ্জন মিশে যাচ্ছে বাইরের গাড়ির গর্জনের সঙ্গে। আওয়াজগুলো বিরক্ত করে তুলছে বেথকে।

'পা কেন?' বিড়বিড় করল সাংবাদিক।

কম্পিউটারে যে লেখাটা দেখছে বেথ, লস এঞ্জেলস টাইমস এর অসংখ্য প্রশাসনিক বৈঠকে বসে সর্বোচ্চ কর্মকর্তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন খুনীর ডাইরি

তারা প্রকাশ করবেন পত্রিকায়। কোনও সন্দেহ নেই লেখাগুলো জেন্টলম্যান কলার নিজেই লিখেছে।

খুনী হুমকি দিয়েছে তার ডাইরি প্রকাশ না করলে সে 'বিশেষ বোনাস হত্যাযজ্ঞ' চালাবে। এক ডাইরীতে সে দাবি করেছে। আমি সর্বশেষ এবং এখন পর্যন্ত সর্বোত্তম।

বেথ লেবারম্যানের এখনকার কাজগুলো হলো খুনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা। জেন্টলম্যানের ডাইরি'র শেখার প্রথম সম্পাদনার কাজটাও তাকেই করতে হয়। এ স্রেফ পর্ণোগ্রাফি। পাশবিক খুনের নারকীয় বর্ণনা দিয়েছে সে। লিবারম্যান তার কম্পিউটারের টাইপ করার সময় উন্মাদটার কণ্ঠ যেন শুনতে পেল। জেন্টলম্যান কলার যেন ওকে বলছে:

সানির কথা বলি শুনুন, আমি যতটুকু জানি সানি সম্পর্কে। আমার কথা শুনুন, প্রিয় পাঠক। আমার সঙ্গে থাকুন। ওর চমৎকার সুগঠিত একজোড়া পা আছে। আমি উজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত রাতে এ কথাই সবসময় মনে করব।

চোখ বুজতে বাধ্য হলো বেথ লিবারম্যান। এ জঘন্য জিনিসটা সে আর পড়তে চায় না। একটা কথা ঠিক: জেন্টলম্যান কলার বেথকে টাইমস-এ প্রথম ব্রেকটা দিয়েছে। তাকে তারকা করে তুলেছে।

চোখ খুলল বেথ। ইচ্ছের বিরুদ্ধে আবার শুরু করল টাইপ।

সানি ওজায়াকে আমি মাঙ্কিবার থেকে তুলে আনি। তারপর চলে যাই আমার আস্তানায়। ওখানে এক্সপেরিমেন্ট শুরু করি। খেলতে থাকি।

সানি জানতে চায় আমি আগে আর কোনও জাপানী মেয়ের সঙ্গে খেলেছি কিনা। আমি বলি খেলা করিনি। তবে সবসময় খেলতে চেয়েছি। সানি বলল, 'আমি যথার্থ একজন ভদ্রলোক,' আমি সম্মানিত বোধ করেছি।

সানির সঙ্গে প্রেম করার সময় দামী নাইলনে ঢাকা পা জোড়ায় আদর শুরু করি।

শুনুন। সুন্দরী নারীর পায়ের ইরোটিক মাইম শো'র প্রশংসা করার সময় নারীর উচিত পুরুষের দিকে পেছন ফিরে থাকা। পুরুষ তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকবে। সানি আর আমি তাই করেছি।

আমি ওর একটা পা হাতে তুলে নিয়ে খুব কাছে থেকে লক্ষ করেছি। ওর মোজা ঢাকা পায়ে চুমু খেয়েছি বারবার। ওর ছোট্ট পা জোড়া এখন কথা বলছে আমার সঙ্গে। বুকের ভেতর যেন ডানা ঝাপটাচ্ছে পাখি।

টাইপ বন্ধ করল বেথ লিবারম্যান। আবার বুজল চোখ। শক্ত করে। যে কিশোরী মেয়ের কথা লোকটা বলছে তাকে সে খুন করেছে।

এফ বি আই এবং লস এঞ্জেলস পুলিশ শীঘ্রি ঝড় তুলে চলে আসবে টাইমস অফিসে। তারা গতানুগতিক প্রশ্ন করবে। এসব প্রশ্নের জবাব জানা নেই

তাদের। গুরুত্বপূর্ণ কোনও ক্লুও পায়নি এখন পর্যন্ত। তারা বলেছে জেন্টলম্যান 'পারফেক্ট ক্রাইম' সংঘটিত করেছে।

এফ বি আই এজেন্টরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা খুনের ভয়ংকর ডিটেলস নিয়ে কথা বলতে চাইবে। পা! জেন্টলম্যান সানি ওজায়ার পা ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে ফেলেছে। পাসাডেনায় সানির লাশের কোমরের নিচ থেকে পা জোড়া অদৃশ্য। পাশবিকতা খুনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর আগে সে যৌনাঙ্গ কাটা ছেঁড়া করত। একবার সে তার এক শিকারের সঙ্গে বিকৃত যৌন মিলন করে। তারপর তার শরীর ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। সে এক ব্যাংকার মহিলার বুক কেটে কলিজা বের করে এনেছিল। সে কি গবেষণা করছে? শিকার নির্বাচন করার পর সে আর ভদ্রলোক থাকে না। সে নব্বই দশকের জেকিল অ্যান্ড হাইড!

অবশেষে চোখ খুলল বেথ লিবারম্যান। দেখল এক লম্বা, রোগা পাতলা লোক নিউজরুমে তার খুব কাছ ঘেষে দাঁড়িয়েছে। সশব্দে নিশ্বাস ফেলল বেথ। কুঁচকে উঠল ভুরু।

এ কাইলি ক্রেগ, এফ বি আই'র স্পেশাল ইনভেস্টিগেটর।

কাইলি ক্রেগ এমন কিছু জানে যা বেথের জানা খুব দরকার। তবে কাইলি মুখ খুলবে না। সে জানে গত হপ্তায় কেন এফ বি আই'র ডেপুটি ডিরেক্টর লস এঞ্জেলস উড়ে এসেছিল। কাইলির গোপন কথা বেথের জানা খুব দরকার।

'হ্যালো, মিস লিবারম্যান। আজ আমার জন্য কী আছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

অধ্যায় : ৩৭

টিক টক, ডিকোরি ডক।

এভাবে সে নারী শিকার খুঁজে বেড়ায়। এভাবেই একের পর এক ঘটে চলেছে ঘটনা। ব্যক্তিগত ভাবে সে কখনও বিপদের মুখোমুখি হয়নি। যেখানে সে শিকার করতে যায়, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেয় নিজেকে। সে কোনও জটিলতা কিংবা ভুল এড়িয়ে চলতে চেষ্টার ত্রুটি নেই তার। পারফেকশনের প্রতি রয়েছে তার বিশেষ প্যাশন। সবকিছু নিখুঁতভাবে হওয়া চাই।

আজ বিকেলে উত্তর ক্যারোলিনার র‍্যালেতে একটি অভিজাত শপিং মলের জনারণ্য আর্কেডে ধৈর্য্য নিয়ে অপেক্ষা করছে সে। সুন্দরী নারীদের আগমন-নির্গমন দেখছে। বেশির ভাগ মহিলা সুসজ্জিত। তারা আর্কেডে ঢুকে স্থানীয় ভিক্টোরিয়া'স সিক্রেটের পাশ ঘেষে চলে যাচ্ছে। ওখানে মার্বেল পাথরের একটি বেঞ্চিতে বসে আছে সে। তার পাশে টাইম ও ইউএসএ টুডে পত্রিকার দু'টি কপি। সংবাদপত্রের হেডলাইনে লেখা: *জেন্টলম্যান কলস ফর সিক্সথ টাইম ইন এল এ*। তার মানে জেন্টলম্যান বলে পরিচিত খুনী লস এঞ্জেলসে ছয় নম্বর খুনটা করেছে।

সে জেন্টলম্যানের কথা ভাবল। লোকটা যে সব কান্ড করে বেড়াচ্ছে, লস এঞ্জেলস টাইমস আবার তার ডাইরিও প্রকাশ হচ্ছে, এতে ধরা পড়তে বেশিদিন লাগবে না তার।

ক্যাসানোভার নীল চোখ শপিং মলের ভিড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে খুব সুদর্শন, আসল ক্যাসানোভা যেমন ছিল। অষ্টাদশ শতকের ক্যাসানোভার মধ্যে প্রকৃতি অকৃপণ হাতে দুঃসাহসিকতা, যৌনাবেরগ এবং নারীর জন্য প্রচন্ড তৃষ্ণা দিয়েছে- তার মধ্যেও এসমস্ব গুণ রয়েছে।

সুন্দরী অ্যানা এখন কোথায়? ভিক্টোরিয়া'স সিক্রেটে ঢুকেছে তার বয়ফ্রেন্ডের জন্য কেনাকাটা করতে. সন্দেহ নেই। অ্যানা মিলার এবং ক্রিস চ্যাপিন উত্তর ক্যারোলিনা রাজ্যের ল স্কুলে এক সঙ্গে পড়াশোনা করেছে। ক্রিস এখন এক ল ফার্মের অ্যাসোসিয়েট। ওরা কী খায়, কী পরে সব জানে ক্যাসানোভা।

গত দুই হপ্তা ধরে অ্যানাকে চোখে চোখে রেখে চলেছে ক্যাসানোভা। কালো চুলের তেইশ বসন্তের সুন্দরী অ্যানা। তবে ড. কেট ম্যাকটিয়েরনানের মত নয়। যদিও কেটের সঙ্গে চেহারায় অনেক মিল আছে।

সে দেখল অ্যানা বেরিয়ে এল ভিক্টোরিয়াস সিক্রেট থেকে, সোজা হেঁটে আসছে তার দিকে। হাইহিলের খটখট আওয়াজ তার কানে মধুর সঙ্গীতের মত শোনাল। অ্যানা জানে সে রূপবতী। আর আত্মবিশ্বাস তার ব্যক্তিত্ব আরও ফুটিয়ে তুলেছে।

লম্বা, অভিজাত ভঙ্গিতে পা ফেলে হাঁটছে অ্যানা। চমৎকার সুগঠিত পা জোড়া কালো নাইলনের মোজায় ঢাকা। বুক যেন ভাস্কর্যের তৈরি। ওই বুকে হাত বুলিয়ে আদর করতে চায় ক্যাসানোভা। সে সংক্ষিপ্ত স্কার্টের উপরে অ্যানার আন্ডারওয়ারের সূক্ষ্ম লাইন দেখতে পাচ্ছে। মেয়েটা এত লাস্যময়ী কেন?

অ্যানাকে তার বুদ্ধিমতী বলেও মনে হয়। প্রমিজিং। অ্যানা উষ্ণ, মিষ্টি। সে অ্যানার একটা নাম দিয়েছে 'অ্যানা ব্যানানা।' নামটা তার খুব পছন্দ হয়েছে। এখন তার শুধু করতে হবে ওকে তুলে নেয়া। কাজটা সহজ।

তার দৃষ্টি সীমায় হঠাৎ চলে এল আরেক অপূর্ব সুন্দরী নারী। মেয়েটি হাসল তার দিকে তাকিয়ে। জবাবে সেও ফিরিয়ে দিল হাসি। সিধে হলো, আড়মোড়া ভেঙে পা বাড়াল মহিলার দিকে। মহিলার দু'হাতে প্রচুর বাজারের ব্যাগ।

'হাই ডিয়ার, বিউটিফুল,' কাছে এসে বলল সে। 'আমাকে কয়েকটা দাও। তোমার ভার কিছুটা লাঘব করি, সুইট ডার্লিং।'

'তুমি খুব সুইট এবং হ্যান্ডসাম,' বলল মহিলা। 'অবশ্য সবসময়ই এমনটি আছ। সবসময় রোমান্টিকও।'

ক্যাসানোভা চুমু খেল তার স্ত্রীর গালে, কয়েকটা ব্যাগ নিল হাতে। তার স্ত্রীর চেহারায় আভিজাত্য রয়েছে, ধৈর্য্যশীল। পরনে জিনস, লুজ ফিটিং ওয়ার্কশার্ট, ব্রাউন টুইড জ্যাকেট। সেও খুব সুন্দরভাবে পোশাক পরে। সে তার স্ত্রীর অনেক যত্ন নেয়।

ব্যাগগুলো হাতে নেয়ার সময় সে ভাবল: ওরা হাজার বছরেও আমাকে ধরতে পারবে না। ওরা জানেই না শুরু করতে হবে কোত্থেকে। আমি সকল সন্দেহের উর্ধ্বে থাকব।

'দেখলাম সুন্দরী ওই ছুকরিটার দিকে তাকিয়ে আছ। সুন্দর পাজোড়া দেখছ।' সবজান্তার হাসি ফুটল স্ত্রীর ঠোঁটে, চোখ ঘোরাল সে। 'ওই দেখ সারাক্ষণ, না?'

'একেবারে হাতে নাতে ধরে ফেললে।' বলল ক্যাসানোভা তার স্ত্রীকে। 'তবে ওর পা তোমার পায়ের মত সুন্দর না।'

সে মিষ্টি হাসি ফোটাল ঠোঁটে। মুখ হাসছে তবে মস্তিষ্কে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে একটা নাম। অ্যানা মিলার। ওকে তার পেতেই হবে।

অধ্যায় : ৩৮

ওয়াশিংটনের বাড়িতে ফিরে এসেছি আমি। নাওমির পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্য পারিবারিক বৈঠক করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। বাচ্চা দুটো এবং নানাকেও খুব মিস করছিলাম। বাড়ি এসে মনে হলো যেন যুদ্ধ শেষে এক বছর পরে ফিরেছি।

'এখনও তেমন কোনও খবর জোগাড় করতে পারিনি,' নানার গালে চুমু খেয়ে বললাম আমি। 'তবে খানিকটা অগ্রগতি যে হয়নি তা নয়।' নানাকে জেরা করার সুযোগ না দিয়ে ঢুকে পড়লাম ঘরে।

লিভিংরুমে ঢুকে গেয়ে উঠলাম, 'বাবা বাড়ি এসেছে। বাবা বাড়ি এসেছে।' ছুটে এল জেনি আর ডেমন। ওদেরকে জড়িয়ে ধরলাম।

'ডেমন, তুমি দিন দিন মরক্কোর রাজকুমারের মত সুদর্শন হয়ে উঠছ।' বললাম আমি ছেলেকে। 'আর জেনি, তুমি হয়ে উঠছ রাজকুমারীর মত সুন্দরী।' বললাম মেয়েকে।

'তুমিও, বাবা।' একসঙ্গে কিচকিচ করে উঠল ছেলেমেয়েরা।

'তোমরা সুবোধ হয়ে ছিলে তো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'ঘরদোর পরিষ্কার করা, ঠিকমত নাস্তা খাওয়া। সব ঠিকঠাক করেছ তো?'

'হ্যাঁ, বাবা,' আবার একযোগে চেঁচাল ওরা। 'আমরা খুব সুবোধ হয়ে ছিলাম।'

ব্যাগের দিকে হাত বাড়ালাম। 'বেশ। তোমাদের জন্য কিছু জিনিস নিয়ে এসেছি।'

শুনে খুশিতে লাফিয়ে উঠল ওরা। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত জেনি নেচে নিল একপাক। ওকে একদম পুতুলের মত লাগে। আমি বাড়ি ফিরলেই সারাক্ষণ আমার সঙ্গে ঝুলে থাকে। ছোটবেলায় নাওমিও করত।

আমি ডাফেল ব্যাগ খুলে ডিউক ইউনিভার্সিটি এনসিএএ চ্যাম্পিয়ন বাস্কেটবল টি-শার্ট দিলাম জেনি ও ডেমনকে। একই ডিজাইনের। রঙও একই রকম।

'ধন্যবাদ, বাবা,' ওরা বলল আমাকে।

আমি নানার দিকে ঘুরলাম। 'ভেবোনা যে তোমার কথা ভুলে গেছি আমি।'

'আমি জানি তুমি কখনও ভোলো না, অ্যালেক্স,' বললেন নানা।

ব্যাগ খুলে সুন্দর কাগজে মোড়ানো একটা প্যাকেট দিলাম নানাকে। নানা প্যাকেট খুললেন। হাতে বোনা অসম্ভব সুন্দর একটি সুয়েটার। উত্তর ক্যারোলিনার হিলসবার্গের বৃদ্ধারা এরকম সোয়েটার বুনে পেট চালায়।

নানা কিছু বললেন না। তবে সারাদিন সোয়েটারটি পরে থাকলেন। তাকে খুব খুশি লাগল। আমার ভালো লাগল দেখে।

'খুব সুন্দর হয়েছে উপহারটা,' অবশেষে বললেন তিনি। 'তোমার জন্য আমি খুব দুশ্চিন্তা করছিলাম, অ্যালেক্স।'

নানা মামা স্কুচি সম্পর্কে একটা প্রশ্নও করলেন না। আমার নীরবতা লক্ষ করেই বুঝতে পেরেছেন নাওমি সম্পর্কে এ মুহূর্তে কিছু বলতে চাইছি না আমি।

অধ্যায় : ৩৯

ওইদিন বিকেলে আমার ঘনিষ্ঠ ক'জন বন্ধু এবং আত্মীয়-স্বজন এল বাড়িতে। তাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রইল উত্তর ক্যারোলিনার তদন্ত। ওরা বুঝতে পারছিল ভালো কোনও খবর থাকলে বলতাম ওদেরকে।

স্যাম্পসন আর আমি পেছনের বারান্দায় চলে এলাম। ওর কিছু কথা শোনা দরকার, আর ওর সঙ্গে কিছু কথা বলা দরকার আমার।

উত্তর ক্যারোলিনায় এ পর্যন্ত যা ঘটেছে কোনও কিছুই গোপন করলাম না স্যাম্পসনের কাছে। ও তদন্তের কঠিন দিকগুলো উপলব্ধি করতে পারল। ও ওখানে আগে আমার সঙ্গে ছিল। জানে কোনও ক্লু পাইনি।

'শুরুতে ওরা আমাকে কথাই বলতে দিতে চায় নি। আমার কোনও কথাও কানে তোলে নি। পরে পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হয়েছে।' বললাম ওকে। 'ডিটেকটিভ রাসকিন এবং সাইকসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি আমি। রাসকিন মাঝে মাঝে সাহায্য করেছে। কাইলি ক্রেগও এ কেসে আছে। এফ বি আই এ কেস সম্পর্কে যা জানে সে সম্পর্কে এখন পর্যন্ত বলেনি কিছুই।'

'কোনও অনুমান, অ্যালেক্স?' জানতে চাইল স্যাম্পসন। মনোযোগ দিয়ে শুনছে আমার কথা।

'অপহৃত কোনও মহিলার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কারও হয়তো যোগাযোগ আছে। ভিক্টিমের সংখ্যা হয়তো অনেক বেশি। হয়তো খুনির সঙ্গে প্রভাবশালী কারও যোগাযোগ রয়েছে। আমার ধারণা ক্যাসানোভা ব্যাপারটা উপভোগ করছে। আমার হতাশা এবং লেজেগোবরে অবস্থা লক্ষ করে সে মজা পাচ্ছে। এর মধ্যে কিছু একটা আছে। কিন্তু আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। ক্যাসানোভা এখন উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে।'

'হুম্‌ম। তুমিও উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে। ওর কাছ থেকে সরে এসো, অ্যালেক্স। এই উন্মাদের সঙ্গে শার্লক হোমসগিরি ফলাতে যেয়োনা।'

আমি কিছু বললাম না। শুধু মাথা নাড়লাম ডানে বামে।

'তুমি হয়তো ওকে ধরতে পারবে না,' অবশেষে বলল স্যাম্পসন।

'তুমি যদি কেসটার সমাধান করতে না পার? ব্যাপারটা নিয়ে ভাবো একবার।'

কিন্তু আমি ভাবতে চাইলাম না।

অধ্যায় : ৪০

কেট ম্যাকটিয়েরনান জেগে উঠেই মনে হলো কোথাও মস্ত একটা ভজকট হয়ে গেছে, তার অবস্থা আরও খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে।

ক'টা বাজে জানে না কেট, জানা নেই আজ কী বার, কোথায় ওকে আটকে রাখা হয়েছে। চোখে ঝাপসা দেখছে সে। পাগলা ঘোড়ার মত লাফাচ্ছে পালস।

হতাশা থেকে আতঙ্ক জন্ম নিয়েছে ওর মধ্যে। লোকটা ওকে কী দিয়েছে? কোন্ ড্রাগের কারণে এসব লক্ষণের শিকার হচ্ছে ও? হয়তো ক্লোনোপিন, ভাবল কেট। অথচ ক্লোনোপিন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর করার ওষুধ হিসেবে প্রেসক্রাইব করেন ডাক্তাররা। তবে উচ্চমাত্রার ডোজ যদি দেয়া হয়, ধরা যাক দশ মিলিগ্রাম, তাহলে এসব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা।

নাকি ম্যারিনল ক্যাপসুল ব্যবহার করেছে লোকটা? কেমোথেরাপির সময় বমি বমি ভাব বন্ধে এ ওষুধ দেয়া হয়। একদিনে দুশো মিলিগ্রাম দেয়া হলে দেয়ালে ঠোক্কর খেতে খেতে জান কয়লা হয়ে যাবে কেটের। ওকে গ্রাস করবে ভয়ানক হতাশা। পনেরশ থেকে দু'হাজার মিলিগ্রাম ওষুধের প্রভাব হবে মারাত্মক।

শক্তিশালি ড্রাগ ব্যবহার করে কেটের শক্তি নিঃশেষ করে দেয়া হয়েছে। যাতে পালাতে না পারে কেট। যাতে আর মারামারি করতে না পারে। ওর কারাতে ট্রেনিং আর কাজে আসবে না।

'ইউ ফাকার,' চেঁচিয়ে উঠল কেট। 'ইউ মাদার ফাকার।' দাঁতে দাঁত চেপে ফিসফিস করল ও।

মরতে চায়না কেট। ওর বয়স মাত্র একত্রিশ। ও ডাক্তার হবে, এটাই ওর একমাত্র স্বপ্ন। আমি কেন? এ যেন না ঘটে। এই লোকটা, এই বিশ্রী দানবটা আমাকে কোনও কারণ ছাড়াই খুন করতে চলেছে।

শিরদাঁড়া বেয়ে বরফঠান্ডা জল নামল কেটের। মনে হলো আবার হারিয়ে ফেলবে জ্ঞান। অর্থোসট্যাটিক হাইপোটেনশন। অজ্ঞান হওয়ার ডাক্তারী নাম।

ও লোকটার বিরুদ্ধে আর লড়াই করতে পারবে না। লোকটা ওকে দুর্বল করে তুলতে চেয়েছে, সফল হয়েছে। কাঁদতে লাগল কেট। কান্না ওর মধ্যে আরও বেশি ক্রোধের সঞ্চার করল।

আমি মরতে চাই না
আমি মরতে চাই না
আমি এটা ঠেকাব কী করে?
কীভাবে থামাব ক্যাসানোভাকে?

বাড়িটি আবার সাড়া শব্দহীন হয়ে পড়েছে। লোকটা বাড়ি আছে বলে মনে হচ্ছে না। ওর কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে খুব। কোনও বন্দি নারীর সঙ্গে।

লোকটা বাড়ির কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারে। অপেক্ষা করছে। এ মুহূর্তে লক্ষ করছে ওকে।

'হ্যালো, কে আছ,' ডাক দিল ও অবশেষে, নিজের কণ্ঠের জোরালো আওয়াজে অবাক হয়ে গেল।

'আমি কেট ম্যাকটিয়েরনান। দয়া করে আমার কথা শোনো। ও আমাকে প্রচুর ড্রাগ দিয়েছে। ও আমাকে মেরে ফেলবে। আমি খুব ভয় পাচ্ছি.... আমি মরতে চাই না।'

কেট কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করল। প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণে। আবার বলল।

নীরবতা। কেউ কিছু বলছে না। অন্য মেয়েগুলোও ভয়ে আছে। ভয় পাবার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। তারপর ওর মাথার ওপর থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ। দেবদূতের কণ্ঠ।

লাফিয়ে উঠল কেটের হৃৎপিন্ড। গলাটা চিনতে পেরেছে। মেয়েটির প্রতিটি কথা সে শুনল কান পেতে।

'আমি নাওমি। আমরা হয়তো পরস্পরকে সাহায্য করতে পারব। কেট, তুমি এখনও প্রবেশন পিরিয়ডে আছ। ও আমাদের সবাইকে প্রথমে নিচতলার ঘরে আটকে রাখে। ওর সঙ্গে মারামারি করতে যেয়ো না, প্লীজ! আমরা আর কথা বলতে পারব না। কাজটা খুব বিপজ্জনক। তুমি মরবে না, কেট।'

আরেকটি নারী কণ্ঠ বলল, 'সাহস রাখো কেট। গায়ে শক্তি রাখো। তবে খুব বেশি শক্তিশালি হতে যেয়ো না।'

তারপর থেমে গেল নারী কণ্ঠগুলো। আবার নেমে এল সুনসান নীরবতা।

ওষুধটা, যা-ই হোক না কেন ওটা, খুব দ্রুত কাজ শুরু করে দিয়েছে। কেট ম্যাকটিয়েরনানের মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাবে সে।

অধ্যায় : ৪১

ক্যাসানোভা ওকে খুন করবে, নয় কি? আর ঘটনাটা ঘটবে শীঘ্রি।

ভয়ংকর নীরবতা আর একাকীত্বের মধ্যে প্রার্থনা করার তীব্র তাগিদ বোধ করল কেট। ঈশ্বর নিশ্চয়ই ওর প্রার্থনা শুনবেন।

আমি দু:খিত গত কয়েক বছরে তোমাকে সেভাবে স্মরণ করিনি বলে। আমি জানি না আমি অ্যাগনস্টিক কিনা। তবে অন্তত: সৎ ছিলাম আমি। তুমি যদি আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করো, সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকব।

আমি বারবার বলছি এটা আমার জীবনে ঘটতে পারে না। কিন্তু ঘটছে। প্লীজ হেল্প মী....

জোরে জোরে মনোযোগ সহকারে প্রার্থনা করছিল কেট তাই দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল না। সে সবসময় ভূতের মত নি:শব্দে চলাফেরা করে।

'তুমি একটুও কথা শোনো না, তাই না! কিছু শিখতেও চাওনা!' ক্যাসানোভা বলল তাকে।

তার হাতে হাসপাতালের সিরিঞ্জ। মুখে নীল আর সাদা রঙের মুখোশ। এরকম ভয়ংকর মুখোশ এর আগে সে আর পরে নি। তার মূডের সঙ্গে মিলে যায় মুখোশ।

কেট বলতে চাইল আমাকে মেরো না। কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না। শুধু দু'ঠোঁটের ফাঁকে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল।

লোকটা ওকে খুন করতে যাচ্ছে।

দাঁড়াতেও পারছে না কেট, বসতেও পারছে না। তবু আবছা হাসি ফোটাল মুখে।

'হাই.... গুড টু সী ইউ,' মুখ থেকে এটুকুই শুধু বেরুল কেটের। লোকটা কি যেন বলল ওকে। বুঝতে পারল না কেট। রহস্যময় শব্দগুলো ওর মস্তিষ্কের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ও শোনার চেষ্টা করল কী বলছে লোকটা।

'ড: কেট.... অন্যদের সঙ্গে কথা বলেছ তুমি.... বাড়ির আইন ভেঙেছ।'

'আ-আমি কথা বলতে.... চেয়েছিলাম।' কোনওমতে বলল কেট। ওর জিভ যেন উলেন দস্তানায় আটকে গেছে। ও আসলে বলতে চেয়েছে আমরা কথা বলতে চাই।

লোকটা কেটের কাছ থেকে হাত পাঁচেক দূরে। হাতে স্টানগান এবং সিরিঞ্জ। ডাক্তার, কেটের মস্তিষ্ক চিৎকার করে উঠল। লোকটা একজন ডাক্তার।

'আমার ঘরোয়া আইন ভাঙা তোমার উচিত হয়নি, ডঃ কেট। তোমাকে নিয়ে ভুল ভেবেছি আমি। আমি সাধারণতঃ ভুল করি না।

কেট জানে বন্দুকের ইলেকট্রিক শক্ ওকে অসাড় করে দেবে। কীভাবে রক্ষা পাবে চিন্তা করতে লাগল।

একটা সরাসরি লাথি, ভাবল কেট। তবে এ মুহূর্তে লাথি কষানো অসম্ভব। গভীর মনোযোগের মধ্যে ডুবে গেল কেট। কারাতে প্রাকটিসের একটা সুযোগ ওর জীবন বাঁচিয়ে দিতে পারে।

শেষ একটা সুযোগ।

দোজো ক্লাসে ওকে সিঙ্গল টার্গেটের উপর লক্ষ্য স্থির করার জন্য হাজারবার বলা হয়েছে। *তারপর শত্রুর ফোর্স এবং এনার্জি তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করো।* এ মুহূর্তে তা-ই করতে হবে তোমাকে।

লোকটা এগিয়ে এল ওর দিকে। বুক বরাবর তুলল স্টানগান।

কেটের মুখ দিয়ে 'কী-আই!' বা এ ধরনের বিকট চিৎকার বেরিয়ে এল। গায়ের অবশিষ্ট শক্তিটুকু জড়ো করে লাথি মারল ও। লোকটার কিডনি ওর টার্গেট। ওকে চিরতরে অক্ষম করে দেবে। ওকে খুন করতে চায় কেট।

মিস হলো লাথিটা। তবে মাংস এবং হাড়ের কোথাও লাগল লাথি। নিতম্ব অথবা উরুতে।

যন্ত্রণায় আর্তনাদ ছাড়ল ক্যাসানোভা। যেন চলন্ত গাড়ির নিচে পড়ে গেছে কুকুর। ওকে বিস্মিতও দেখাল। টলে গেল পেছন দিকে। তারপর দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে। আনন্দে চিৎকার করতে ইচ্ছে করল কেটের।

ওকে আঘাত করতে পেরেছে সে।

ব্যথা পেয়েছে ক্যাসানোভা।

অধ্যায় : ৪২

দক্ষিণে আবার ফিরে এসেছি আমি। ফিরে এসেছি নোংরা খুন ও অপহরণের তদন্তের কাছে। এবার যা করার নিজে নিজে করব।

ডারহাম, চ্যাপেল হিল এবং র‍্যালে মিলে এগারজন সন্দেহভাজনের একটা তালিকা করা হয়েছে। এদের মধ্যে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ডাক্তার এমনকি র‍্যালের এক অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাও।

আমি এসব সন্দেহভাজনের দিকে মনোযোগ দিলাম না। এমন কোথাও তাকাতে চাই যেদিকে কেউ নজর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করবে না। কাইলি ক্রেগ আর এফ বি আই'র সঙ্গে সেরকম কথাই হয়েছে আমার।

ওই সময় সারা দেশে আরও অনেক কেস নিয়ে কাজ করছিল এফ বি আই। আমি এফ বি আই'র রিপোর্টগুলো পড়ে ফেললাম। টেক্সাসের অস্টিনে সমকামীদের খুন করে চলেছে একজন। মিশিগানের অ্যান আর্বর এবং কালামাজুতে এক খুনী হত্যা করছে বৃদ্ধাদের। শিকাগো, নর্থ পাম বীচ, লং আইল্যান্ড, ওকল্যান্ড এবং বার্বলিতে প্যাটার্ন কিলাররা চালাচ্ছে হত্যাযজ্ঞ।

পড়তে পড়তে চোখ ব্যথা হয়ে গেল আমার। একটা খুনের ঘটনা জাতীয় দৈনিকগুলোর হেডলাইন হয়েছে- লস এঞ্জেলসের জেন্টলম্যান কলার। লস এঞ্জেলস টাইমস এ খুনীর ডাইরি প্রকাশ করছে ধারাবাহিকভাবে।

আমি লস এঞ্জেলসের খুনীর ডাইরি পড়তে লাগলাম। পড়তে পড়তে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। যা পড়েছি, নিজের চোখকেই বিশ্বাস হলো না।

কমপিউটারে ঘটনাটা আবার পড়লাম। এক এক করে। ধীরে ধীরে। প্রতিটি শব্দ।

এক তরুণীর গল্প। তাকে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ধরে নিয়ে গেছে জেন্টলম্যান কলার।

তরুণীর নাম: নাওমি সি। পেশা: আইনের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। বর্ণনা: কৃষ্ণাঙ্গিনী। অপূর্ব সুন্দরী। বয়স বাইশ।

আমাদের নাওমির বয়সও বাইশ.... আইনে বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী....।

কিন্তু লস এঞ্জেলসের এক উন্মাদ খুনী নাওমি ক্রস সম্পর্কে কী করে জানতে পারল?

অধ্যায় : ৪৩

যে সাংবাদিক ডাইরির এ গল্প লিখেছে তাকে ফোন করলাম। তার নাম বেথ লিবারম্যান। লস এঞ্জেলস টাইমস- এর নিজের ফোনে জবাব দিল সে।
'আমার নাম অ্যালেক্স ক্রস। আমি একজন হোমিসাইড ডিটেকটিভ। আমি নর্থ ক্যারোলিনায় ক্যাসানোভা মার্ডারের তদন্তের সঙ্গে জড়িত।' বললাম ওকে। আমার অবস্থা ব্যাখ্যা করার সময় ধড়াশ ধড়াশ লাফাতে শুরু করল হৃৎপিন্ড।
'আমি আপনাকে চিনি, ড. ক্রস,' বাধা দিল বেথ লিবারম্যান। 'জানি এসব খুনোখুনি নিয়ে বই লিখেছেন। আমিও। তবে সঙ্গত কিছু কারণে আমি মনে করিনা আপনাকে কিছু বলার আছে আমার।'
'বই লিখছি? কে বলল আপনাকে? আমি কোনও বই লিখছি না।' চেষ্টা করেও গলার স্বর নামাতে পারলাম না। 'আমি নর্থ ক্যারোলিনায় ধারাবাহিক অপহরণ ও খুন নিয়ে তদন্ত করছি।'
'ওয়াশিংটনের চিফ অব ডিটেকটিভ অবশ্য ভিন্ন কথা বলেছেন, ডঃ ক্রস। আপনি ক্যাসানোভা কেসের সঙ্গে জড়িত আছেন শুনে তাকে ফোন করেছিলাম।'
ওয়াশিংটনে আমার পুরানো বস জর্জ পিটম্যান দেখছি ডোবাবে আমাকে। 'আমি গ্যারি সোনেজিকে নিয়ে একটা বই লিখেছিলাম,' বললাম আমি। 'কিন্তু সে তো পাস্ট টেন্স। বিশ্বাস করুন। আমি....'
খটাশ করে রিসিভার রেখে দিল বেথ লিবারম্যান।
'হারামজাদী!' মৃত রিসিভারের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করলাম আমি। আবার ফোন করলাম। এবার একজন সেক্রেটারি ধরল ফোন। 'দুঃখিত। মিস লিবারম্যান চলে গেছেন।'
মেজাজ গরম হয়ে গেল আমার। 'দশ সেকেন্ড আগেও উনি আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। প্লীজ, মিস লিবারম্যানকে ফোনটা দিন। আমি জানি উনি অফিসেই আছেন।'
সেক্রেটারিও কেটে দিল লাইন।
'তুইও একটা হারামজাদী।' মরা ফোনের দিকে তাকিয়ে বললাম আমি। 'সব শালা জাহান্নামে যাক।'
দুই শহরের কারও কাছ থেকেই আমি কোনওরকম সহযোগিতা পাচ্ছি না। তবে মন বলছে আমি কোথাও পৌছুতে পারব। ক্যাসানোভা এবং পশ্চিম

উপকূলের খুনীর মধ্যে কী কোনওরকম সম্পর্ক আছে? জেন্টলম্যান কলার নাওমির কথা জানবে কীভাবে? সে কি আমার কথাও জানে?
আমি লস এঞ্জেলস টাইমসের সম্পাদককে ফোন করলাম। সাংবাদিকের চেয়ে তার সম্পাদকের কাছে পৌঁছা সহজ। সম্পাদকের সহকারী পুরুষ। ফোনে তার কণ্ঠ ঝরঝরে শোনাল।
বললাম আমি ড. অ্যালেক্স ক্রস, গ্যারি সোনেজি তদন্তের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। জেন্টলম্যান কলার কেসের ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে আমার কাছে। আমার কথার দুই-তৃতীয়াংশ সত্যি।
'আমি মি. হিলসকে বলব,' জানাল সহকারী।
অল্পক্ষণ পরে ফোনে ভেসে এডিটর ইন চিফের কণ্ঠ। 'অ্যালেক্স ক্রস, ড্যান হিলস বলছি। আমি আপনার সোনেজি কেসের গল্প পড়েছি। এই জগাখিচুরী ব্যাপারটা সম্পর্কে কোন তথ্য জানতে পারলে আমরা খুশি হবো।' উনি আমাকে তাঁর নাম ধরে ডাকতে বললেন। শুনে মনে হলো লোক ভালোই।
আমি ড্যান হিলসকে নাওমির কথা বললাম। জানালাম উত্তর ক্যারোলিনায় ক্যাসানোভা কেসের সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততার কথা। এল. এ ডাইরিতে নাওমির নাম রয়েছে তাও বললাম সম্পাদককে।
'আপনার ভাতিঝির নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ শুনে দু:খ পেলাম,' বললেন ড্যান হিলস। 'কল্পনা করতে পারছি কীসের মাঝ দিয়ে যেতে হচ্ছে আপনাকে।' চুপ হয়ে গেলেন তিনি। একটু পর বললেন, 'বেথ লিবারম্যানের বয়স কম। তবে সাংবাদিক হিসেবে ভালো। একটু কঠিন প্রকৃতির এবং পেশাদার। এটা ওর জন্য একটা বিরাট গল্প। আমাদের জন্যও।'
'শুনুন,' বাধা দিলাম হিলসকে। 'নাওমি স্কুলে পড়ার সময় প্রায় প্রতি হপ্তায় একটা করে চিঠি লিখত আমাকে। সেসব চিঠির প্রতিটি রেখে দিয়েছি আমি। ওকে বড় করে তুলেছি আমি। ও আমার কাছে অনেক কিছু।'
'শুনলাম আপনার কথা। দেখি কী করতে পারি। তবে কোনও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না।'
এক ঘন্টা পর আমাকে ফোন করলেন ড্যান হিলস। জানালেন বেথকে যেসব লেখা পাঠিয়েছে জেন্টলম্যান কলার, তাতে মনে হচ্ছে ক্যাসানোভার সঙ্গে তার একটা যোগাযোগ আছে। যেন দুই বন্ধু। যে কোনও কারণেই হোক ওরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষ্যা করে চলেছে।
বাহ্!
দুই দানবের মধ্যে যোগাযোগ হচ্ছে!
এফ বি আই কী বিষয় গোপন করছে তা এখন অনুমান করতে পারছি। বুঝতে পারছি কী ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয় পাচ্ছে ওরা।
ওরা দু'জন সিরিয়াল কিলার।

অধ্যায় : ৪৪

পালাও! ভাগো! জলদি কেটে পড়ো এখান থেকে!

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল কেট ম্যাকটিয়েরনান। ভারী কাঠের দরজাটা খোলাই ছিল বেরিয়ে পড়ল সে।

ও জানে না ক্যাসানোভার আঘাতটা মারাত্মক কিনা। এ মুহূর্তে শুধু পালাবার কথা ভাবছে *পালাও!*

মন যেন খেলা করছে ওকে নিয়ে। নানা বিভ্রান্তিকর চিন্তা মনে আসছে, যাচ্ছে। কোনোটার সঙ্গে কোনোটার সংযোগ ঘটছে না। ওষুধটা ভালোই বারোটা বাজিয়েছে ওর। ওকে বিভ্রান্তির চরমে পৌঁছে দিয়েছে।

নিজের মুখটা স্পর্শ করল কেট। গাল ভেজা। কাঁদছে নাকি ও?

দরজার বাইরে কাঠের সিঁড়ি। এটা কি অন্য কোন ফ্লোরের দিকে চলে গেছে? ও কি এই সিঁড়ি থেকে মাত্র উঠে এল? মনে করতে পারছে না কেট। কিছুই মনে পড়ছে না।

হতবুদ্ধি হয়ে আছে কেট। ক্যাসানোভাকে কি সত্যি ও মারতে পেরেছে নাকি ওটা স্রেফ হ্যালুসিনেশন ছিল!

ক্যাসানোভা কি ওর পেছন পেছন আসছে? ওর পেছনে সিঁড়ি বেয়ে ছুটে আসছে? কানের ভেতরে রক্ত যেন গর্জাচ্ছে। প্রচন্ড ঘুরছে মাথা।

নাওমি, মেলিসা স্ট্যানফিল্ড, ক্রিস্টা একার্স।

কোথায় আটকে রাখা হয়েছে ওদেরকে?

লম্বা হলওয়ে ধরে মাতালের মত টলতে টলতে এগোল কেট। কীসের মধ্যে দিয়ে হাঁটছে ও? দেখে মনে হচ্ছে বাড়ি। দেয়ালগুলো নতুন, ঝকঝক করছে। কিন্তু কী ধরনের বাড়ি এটা।

'নাওমি!' ডাকল কেট। কিন্তু গলা ফুটে স্বর প্রায় বেরুলই না। কোনও কিছুর প্রতি এক সেকেন্ডের বেশি মনোযোগ দিতে পারছে না ও। নাওমি কে? ঠিক মনে করতে পারল না।

থেমে দাঁড়াল কেট। একটা দরজার হাতল ধরে টান দিল জোরে। খুলল না দরজা। দরজা বন্ধ কেন? ও আসলে কী খুঁজছে? এখানে করছে কী? ওষুধটা স্বাভাবিকভাবে চিন্তা ভাবনা করার শক্তিও কেড়ে নিয়েছে।

আমি ট্রমার মধ্যে চলে যাচ্ছি, ভাবল ও। প্রচন্ড শীত করছে ওর, অসাড় লাগছে শরীর। মাথার ভেতরে যেন ঘোড়া লাফাচ্ছে।

ও আমাকে খুন করতে আসছে! পেছন থেকে খুন করতে আসছে!

পালাও! নিজেকে হুকুম করল কেট। রাস্তা খুঁজে বের করো। সাহায্য নিয়ে এসো।

আরেক সার সিঁড়ির সামনে চলে এল কেট। প্রাচীন কতগুলো ধাপ। সিঁড়ির উপরে ময়লা। মাটি, নুড়ি পাথর আর কাঁচের টুকরো ছড়ানো ছিটানো। বেশ পুরানো সিঁড়ি। ভেতরের নতুন কাঠের সিঁড়ির মত নয়।

ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল কেট। দ্বিতীয় সিঁড়ির ধাপে বাড়ি খেল চিবুক। হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। হাঁটু গেড়ে বসল। সিঁড়ি বেয়ে কোথায় যাচ্ছে ও? চিলেকোঠায়? ওখানে কী ক্যাসানোভা হাতে স্টান গান আর সিরিঞ্জ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে?

হঠাৎ বাইরে নিজেকে আবিষ্কার করল কেট! বাড়ির বাইরে চলে এসেছে ও। যেভাবেই হোক পেরেছে।

সূর্যের প্রখর আলো ঝলসে দিল কেটের চোখ। তবে পৃথিবী এত সুন্দর কখনও মনে হয়নি ওর। তাজা বাতাসে শ্বাস টানল বুক ভরে। চারদিকে ওক, সিকামোর আর ক্যারোলিনা পাইনের সারি। প্রায় ন্যাড়া। শুধু মাথায় ডাল আছে। অনেক অনেক উঁচুতে আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল কেট। কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে। গাল বেয়ে পড়তে লাগল জল।

লম্বা, লম্বা পাইনগুলোর দিকে তাকাল কেট। সে এরকম জঙ্গলের মধ্যে বড় হয়েছে।

পালাও: ক্যাসানোভার চিন্তাটা আবার ফিরে এল মাথায়। দৌড়াবার চেষ্টা করল কেট। পড়ে গেল। হাচড়ে পাচড়ে উঠে দাঁড়াল। *পালাও! ভাগো এখান থেকে!*

আবার ছুটতে গেল কেট। পড়ে গেল আবার। না! না। না ওর ভেতরে চিৎকার করে বলছে কে যেন। নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না।

এরকম অদ্ভুত ঘটনা জীবনে দেখেনি ও। এ যেন ভয়ংকর এক দিবাস্বপ্ন। পেছন ফিরে তাকিয়ে কেট দেখেছে ওখানে কোনও বাড়ি নেই।

বাড়ি বা যা-ই হোক না কেন ওটা, যার মধ্যে আটকে রাখা হয়েছিল কেটকে, সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

অধ্যায় : ৪৫

পালাও! পা চালাও, একটা আগে, একটা পরে। জলদি! ওর কাছ থেকে ছুটে পালাও, মেয়ে।

অন্ধকার, ঘন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজছে কেট। লম্বা ক্যারোলিনা পাইনের সারিগুলো মাথার উপর ছাতার মত দাঁড়ানো। জঙ্গলে সূর্যের আলো প্রবেশে বাধা দিচ্ছে।

ও এতক্ষণে নিশ্চয় পিছু নিয়েছে কেটের। ওকে ধরতে আসছে। ধরতে পারলে মেরে ফেলবে। কেটের এখন মনে হচ্ছে আঘাতটা তেমন জুতসই ছিল না।

ছুটতে গিয়ে বারবার হোঁচট খাচ্ছে কেট। জমিন নরম, স্পঞ্জের মত। পাইনের পাতা বিছানো। মাটি থেকে মাথা তুলেছে বৈঁচির ঝোপ সূর্যের আলোর আশায়। নিজেকে ঝোপের মত মনে হলো কেটের।

ওর একটু বিশ্রাম দরকার.... ড্রাগের নেশাটা কেটে যাক, বিড়বিড় করছে কেট। তারপর সাহায্য চাইতে হবে.... যেতে হবে পুলিশের কাছে।

এমন সময় লোকটার সাড়া পেল কেট। ওর পেছনে। ওর নাম ধরে চেঁচাল কেট! কেট! থামো!,' জঙ্গলে উচ্চকিত প্রতিধ্বনি তুলল ক্যাসানোভার কণ্ঠ।

উঁচু স্বরে ডাকছে যখন বোঝা যায় আশপাশে কেউ নেই। কেউ গহীন এ অরণ্যে সাহায্য করতে আসবে না কেটকে। পালাবার রাস্তা নিজের খুঁজে বের করতে হবে।

'কেট! আমি তোমাকে ধরতে আসছি! তুমি পালাতে পারবে না। কাজেই সে চেষ্টা কোরো না।

লতায় পা বেঁধে আছাড় খেল কেট। পায়ে বিঁধল ধারাল পাথর। অসহ্য ব্যথার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। তবু উঠে দাঁড়াল ও। *রক্তের দিকে তাকিয়ো না। ব্যথা ভুলে থাকো। চলতে থাকো।*

তোমাকে পালাতে হবে। সাহায্য নিয়ে আসতে হবে। ছুটতে থাকো। তুমি যতটা ভাবছ তার চেয়ে অনেক বেশি স্মার্ট এবং দ্রুতগতি তুমি। তুমি পারবে।

খাড়া ঢাল বেয়ে ক্যাসানোভা উঠে আসছে। শব্দ শুনতে পেল কেট। কেটও উঠে পড়ল। তবে ক্যাসানোভা অনেক কাছে এসে পড়েছে।

'আমি চলে এসেছি, কেট! হেই, কেটি, আমি ঠিক তোমার পেছনে! এই যে আমি!'

কেট ঘুরল অবশেষে। কৌতূহল এবং আতঙ্ক ওকে বাধ্য করল ঘুরতে।

সহজেই পাহাড় বেয়ে উঠে আসছে ও। সাদা ফ্ল্যানেল শার্ট আর সোনালি লম্বা চুল। নিচের কালো কালো গাছগুলোর আড়ালে ঝলসে উঠছে। ক্যাসানোভা! মুখে এখনও মুখোশ! হাতে স্টান গান।

জোরে জোরে হাসছে সে। হাসছে কেন?

ছোটা বন্ধ হয়ে গেল কেটের। পালাবার সমস্ত আশায় হঠাৎ জল পড়ল। অবিশ্বাস আর বেদনায় চিৎকার করে উঠল। এখানেই ওর মরণ, বুঝতে পারছে ও।

ফিসফিস করল কেট, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

পাহাড়ের চুড়ো থেকে খাড়া ঢাল ঝপ করে নেমে গেছে নিচে। মিশেছে অতল খাদে। কমপক্ষে একশ ফুট নিচে দাঁত বের করে আছে ধারাল পাথর। মাত্র অল্প কয়েকটা পাইনের ঝোপ দেখা যাচ্ছে পাথরের আড়াল ফুঁড়ে বেরিয়েছে। লুকোবার উপায় নেই, পালাবারও রাস্তা নেই।

'বেচারী কেটি!' চেঁচাল ক্যাসানোভা। 'পুওর বেবী!'

ওকে দেখার জন্য আবার ঘুরল কেট। ওই তো সে! চল্লিশ গজ, ত্রিশ গজ তারপর কুড়ি গজ সামনে চলে এল। খাড়া ঢাল বেয়ে ওঠার সময় কেটের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ক্যাসানোভা। একবারের জন্যও সরাল না চোখ। চিত্রিত কালো মুখোশটা যেন কেটের মুখের ওপর সেঁটে থাকল।

ঘুরল কেট, মৃত্যু মুখোশের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল। খাড়া ঢালের পাথর আর গাছের দিকে উঁকি দিল। খাদটা একশ ফুট বা তার চেয়েও বেশি হতে পারে, অনুমান করল ও। মাথা বনবন করে ঘুরছে। পেছনে ছুটে আসছে ভয়ংকর দানব।

নাম ধরে ডাকল সে, 'কেট, না!'

ও আর পেছন ফিরে তাকাল না।

লাফ দিল কেট ম্যাকটিয়েরনান।

হাঁটু জোড়া মুড়ে বুকের কাছে নিয়ে এল কেট। সাঁ সাঁ করে পড়ে যাচ্ছে ও। বাতাস বয়ে যাচ্ছে কানের পাশ দিয়ে। নিচে একটা নদীর রেখা দেখতে পেল কেট। রূপালি নীলচে ফিতের জলরেখা অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটে আসছে ওর দিকে। কানের কাছে তীব্রতর হয়ে উঠছে গর্জন।

নদীটি কত গভীর জানে না কেট। ছোট নদী। ঝর্ণার জলের সৃষ্টি। কতটুকুই বা গভীর হবে? দুই ফুট? নাকি চার ফুট? দশ ফুট গভীর হলে ওর বেঁচে যাওয়ার

একটা সম্ভাবনা থাকবে। তবে সন্দেহ আছে আদৌ অতটা গভীর হবে কিনা নদী।

'কেট!' মাথার উপরে ক্যাসানোভার চিৎকার শুনতে পেল ও। 'তুমি শেষ!'

ছোট সাদা মুকুট দেখতে পেল কেট- তার মানে জলের নিচ দিয়ে মাথা উচিয়ে আছে পাথর।

ওহ্, গড। আমি মরতে চাই না।

কেট হিমশীতল জলে আছড়ে পড়ল- সজোরে।

এত দ্রুত তলায় চলে এল কেট যেন খরস্রোতা এ নদীতে জলই নেই। শরীরের সব জায়গায় অসহনীয় ব্যথা। শরীরের সমস্ত হাড়গোড় যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। খাবি খেল কেট। গলায় ঢুকে পড়ল জল। বুঝতে পারল ডুবে যাচ্ছে ও। মারা যাচ্ছে। শরীরে এক ফোঁটা বল নেই কেটের- ঈশ্বরের ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হলো।'

অধ্যায় : ৪৬

ডারহ্যাম হোমিসাইড ডিটেকটিভ নিক রাসকিন আমাকে ফোন করে বলল ওরা আরেকটা মেয়ের খোঁজ পেয়েছে। তবে এ নাওমি নয়। এ মেয়েটির বয়স একত্রিশ, চ্যাপেল হিলের ইন্টার্নি। দুটো ছেলে উইকাগিল নদীর তীরে খেলতে গিয়ে মেয়েটিকে পানিতে ভেসে থাকতে দেখে। তখন ওরা তাকে উদ্ধার করে। রাসকিনের ঝকঝকে সবুজ টার্বো আমাকে ওয়াশিংটন ডিউক ইন-এর সামনে থেকে তুলে নিল। সে এবং ডেভি সাইকস দেরীতে হলেও আমাকে একটু আধটু সাহায্য করছে। তবে আজ সাইকেসকে দেখতে পেলাম না। সে ছুটি নিয়েছে, জানাল তার সঙ্গী।

আমাকে দেখে খুশি হলো রাসকিন। হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে লাফ দিয়ে নামল। এমনভাবে হ্যান্ডশেক করল যেন আমরা বহুকালের দোস্ত। বরাবরের মত আজও ফিটফাট বাবু সেজে এসেছে রাসকিন। কালো আর্মানি স্পোর্ট কোট। কালো পকেটের টি-শার্ট।

আমার মনে হলো রাসকিন জানে এফ বি আই'র সঙ্গে আমার একটা যোগাযোগ আছে। ও-ও এফ বি আইকে ব্যবহার করতে চায়।

'ইন্টার্নি সম্পর্কে কতটুকু জানতে পেরেছেন?' ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলিনা হাসপাতালের দিকে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'মেয়েটা পানিতে ভাসছিল। উইকাগিল নদীতে মরা মাছের মত ভেসে এসেছিল মেয়েটা। ডাক্তাররা বলছে এটা একটা মিরাক্‌ল্। হাড়গোড় ভাঙেনি। তবে মস্ত শক্ পেয়েছে। কথা বলতে পারছে না অথবা কথা বলবে না।' বিরতি দিল রাসকিন। তারপর শুরু করল আবার। 'নদীতে কীভাবে ভেসে এল মেয়েটা জানে না কেউ।' চ্যাপেল হিলের কলেজ টাউনে ঢুকলাম আমরা। ক্যাসানোভা এখানকার ছাত্রীদের পিছু নিয়েছে ভাবতে শিরশির করে উঠল গা। শহরটা খুব সুন্দর আবার একই সঙ্গে যেন ভঙ্গুরও।

'মেয়েটাকে সত্যি ক্যাসানোভা আটকে রেখেছিল কিনা কে জানে,' বললাম আমি।

'আমরা ওর ব্যাপারে কিছুই জানি না,' হাসপাতাল লেখা একটা সাইড স্ট্রীটে গাড়ি ঘোরাল রাসকিন। 'তবে একটা কথা বলে রাখি এ ঘটনা নিয়ে লোকে খুব

মাতামাতি করবে দেখবেন। সার্কাস পার্টি শহরে এসেছে। এরপর কী হয় দেখেন।'

ঠিকই বলেছে রাসকিন। নর্থ ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের বাইরে গিজগিজ করছে মিডিয়ার লোক। টেলিভিশন ও প্রেস রিপোর্টাররা পার্কিং লটের সামনে, ফ্রন্ট লবি সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ লনের সবখানে ভিড় জমিয়েছে। ফটোগ্রাফাররা আমার এবং রাসকিনের ছবি তুলল। রাসকিন এখনও লোকাল স্টার ডিটেকটিভ। লোকের হাবভাব দেখে মনে হলো তারা ওকে পছন্দই করে।

'কী ঘটছে আমাদেরকে বলুন,' এক মহিলা সাংবাদিক চেঁচাল।

'আমাদেরকে একটা কিছু আভাস দাও, নিক। কেট ম্যাকটিয়েরনানের আসল গল্পটা কী?'

'ভাগ্য আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন থাকলে গল্পটা সে আমাদেরকে বলতে পারবে,' সাংবাদিকের দিকে তাকিয়ে হাসল নিক। হাঁটা দিয়েছে হাসপাতাল অভিমুখে।

কেটকে দেখার অনুমতি মিলল আমাদের। কাইলি ক্রেগই ব্যবস্থা করে দিল। ক্যাটেলিয়া ম্যাকেটিয়েরনান পোস্টট্রম্যাটিক স্ট্রেস সিনড্রোম-এ ভুগছে।

আজ রাতে আমার কিছুই করার নেই। নিক রাসকিন চলে গেলেও হাসপাতালেই থাকলাম আমি। বসে বসে মেডিকেল চার্ট, নার্সিং নোট আর রাইট-আপগুলো পড়লাম। স্থানীয় পুলিশ রিপোর্টে লেখা হয়েছে বারো বছরের দুটো ছেলে নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে কীভাবে কেট ম্যাকটিয়েরনানকে দেখতে পায়।

নিক রাসকিন কেন আমাকে ফোন করে কেটের খবরটা দিয়েছে বুঝতে পারছি। ও জানে আমি একজন মনোবিজ্ঞানী এবং এ ধরনের ট্রমা কেস আগেও নাড়াচাড়া করেছি। কেটের কেসটাও আমি বুঝতে পারব।

কেট ম্যাকটিয়েরনানের বিছানার পাশে প্রথম রাতে ঝাড়া আধঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি। ওর মুখখানা একেবারে থেতলে গেছে। এমনভাবে ফুলে আছে যেন গ্যাসমাস্ক পরেছে মুখে। চোয়ালের চারপাশটা বেঢপভাবে ফোলা। হাসপাতাল রাইট-আপ অনুযায়ী সে একটা দাঁতও হারিয়েছে। ক্যাসানোভা ওকে প্রচন্ড নির্যাতন করেছে।

তরুণী ইন্টার্নির জন্য আমার মন খারাপ হলো। ওকে বলতে ইচ্ছে করল সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

আমি আমার হাত হালকাভাবে রাখলাম ওর শরীরে, একই কথা উচ্চারণ করলাম বারবার, 'তুমি এখন বন্ধুদের মধ্যে রয়েছ, কেট। তুমি চ্যাপেল হিলের হাসপাতালে আছ। তুমি এখন নিরাপদ, কেট।'

প্রচন্ড নির্যাতিত মেয়েটি আমার কথা শুনতে পেয়েছে কিনা জানি না। কিংবা বুঝতে পেরেছে কিনা তাও জানি না। চলে যাওয়ার আগে ওকে একটু সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছে করছে আমার। তাই কথাগুলো বললাম।

তরুণীর দিকে তাকিয়ে আছি, নাওমির মুখখানা ভেসে উঠল মনের পর্দায়। ও মরে গেছে ভাবতেই পারি না আমি। *নাওমি কি ঠিক আছে, কেট ম্যাকটিয়েরনান? নাওমি ক্রসের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?* জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু ওতো জবাব দিতে পারবে না।

'তুমি এখন নিরাপদ, কেট। নিশ্চিন্তে ঘুমাও।'

কী ঘটেছে সে সম্পর্কে একটা কথাও বলতে পারল না কেট ম্যাকটিয়েরনান। ও এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মাঝ দিয়ে গেছে বুঝতে পারলাম আমি।

ক্যাসানোভাকে ও দেখেছে। আর সে ওর কণ্ঠ থেকে কেড়ে নিয়েছে ভাষা।

অধ্যায় : ৪৭

তরুণ আইনজীবী ক্রিস চ্যাপিন এক বোতল চার্ডোন্যানি ডি বিউলি নিয়ে এসেছিল বাড়িতে। সে এবং তার ফিয়াসেঁ অ্যানা মিলার ক্যালোফোর্নিয়ার বাড়ির বিছানায় শুয়ে মদ পান করছে। অবশেষে শুরু হয়েছে সাপ্তাহিক ছুটির দিন। ক্রিস ও অ্যানার জন্য আবার সুন্দর হয়ে উঠেছে জীবন।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ বিশ্রী হপ্তাটা শেষ হয়েছে,' চিৎকার করে বলল ক্রিস। তার বয়স চব্বিশ, চুলের রঙ বালুর মত। সে র‍্যালির একটি নামকরা ল অফিসের একজন সহযোগী। আইনজীবী হিসেবে তার ক্যারিয়ার ভালোই এগোচ্ছে।

'সোমবার আমাকে একটা পেপার সাবমিট করতে হবে,' মুখ বিকৃত করল অ্যানা। সে ল স্কুলে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। 'তাও হারামজাদা স্টাকলামের পেপার।'

'আজ রাতে ক্লাসের কথা থাক, অ্যানা ব্রানানা। গুল্লি মারো স্টাকলামের।'

'এত চমৎকার মদ আনার জন্য ধন্যবাদ,' অবশেষে হাসি ফুটল অ্যানার মুখে। ওর দাঁতগুলো আশ্চর্য সাদা।

ক্রিস আর অ্যানা যেন মেড ফর ইচ আদার। সবাই বলে এ কথা। ক্রিস নিজের চাকরিটাকে খুব ভালবাসে। অ্যানা মাসে অন্তত: দু'বার শপিং-এ যায়। টাকা খরচ করে পাগলের মত। যেন আগামীকাল বলে কিছু নেই।

কিছুক্ষণ মদ পান করার পর বিরতি দিল ওরা। মেতে উঠল পরস্পরের শরীর নিয়ে। আদর করছে, চুমু খাচ্ছে, একে অপরকে আবিষ্কার করছে প্রবল উন্মাদনায়।

শারীরিক মিলনের মাঝামাঝি সময় অ্যানার অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো। ওর মনে হলো ঘরে ঢুকেছে কেউ। ক্রিসের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলো ও।

কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে বিছানার সামনে!

লোকটার মুখে ভয়ংকর দর্শন মুখোশ। লাল আর হলদে রঙের ড্রাগন আঁকা। ড্রাগন দুটো থাবা বাড়ানো যেন খুবলে খাবে পরস্পরকে।

'তুমি কে?' ভীত গলায় বলল ক্রিস। বিছানার নিচে হাত বাড়াল। ওখানে বল ব্যাট রাখে সে। ব্যাটের হাতল নাগালে পেয়ে গেল। 'হেই, তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি আমি।'

জানোয়ারের মত ঘোঁতঘোঁত করে উঠল অনুপ্রবেশকারী। 'এই তার জবাব,' ক্যাসানোভার ডান হাতে চলে একটা ল্যুগার। একবার গুলি করল, ক্রিস চ্যাপিনের কপালের মাঝখানে বড় লাল একটা গর্ত তৈরি হলো। খাটের কিনারে বাড়ি খেল তরুণ আইনজীবীর নগ্ন দেহ। হাত থেকে খসে পড়ল ব্যাট বল।
দ্রুত নড়ে উঠল ক্যাসানোভা। তার হাতে আরেকটা বন্দুক চলে এসেছে। স্টান গান দিয়ে অ্যানার বুকে গুলি চালাল।
'কাজটা করার জন্য দুঃখিত,' অ্যানার অচেতন শরীর বিছানা থেকে তুলে নেয়ার সময় ফিসফিস করল সে। 'আমি খুবই দুঃখিত। তবে কথা দিচ্ছি আমি এর প্রতিদান দেব।'
অ্যানা মিলার ক্যাসানোভার পরবর্তী প্রেম।

অধ্যায় : ৪৮

পরদিন সকালে এক হতবুদ্ধিকর মেডিকেল রহস্য শুরু হলো। নর্থ ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের প্রত্যেকে, বিশেষ করে আমি রীতিমত হতভম্ব হয়ে পড়লাম।

খুব সকালে কথা বলতে শুরু করল কেট ম্যাকটিয়েরনান। ওই সময় আমি ছিলাম না ওখানে। ছিল কাইলি ক্রেগ। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মূল্যবান স্বাক্ষীর কথার মানে উদ্ধার করতে পারল না কেউ।

সকালের প্রায় পুরোটা সময় অসংলগ্ন কথা বলে গেল কেট। মাঝে মাঝে ওকে মনে হলো সাইকোটিক। ও খিঁচুনির শিকার হলো, পেট এবং পেশীতে খিঁচ ধরল।

সেদিন শেষ বিকেলে কেটকে দেখতে গেলাম আমি। তবে বেশিরভাগ সময় নিশ্চুপ রইল সে। একবার কথা বলতে গেল, গলা দিয়ে বেরিয়ে এল চিৎকার। আমি রুমে থাকাকালীন কেটের ডাক্তার এলেন। বেশ কয়েকবার তার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। ড. মারিয়া রুয়োক্কো তার রোগীর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করার পক্ষপাতি নন। তিনি খুবই সহযোগী মনোভাবের। বললেন তরুণীর এমন দশা যে করেছে তাকে ধরার জন্য যে কোনও রকম সাহায্য করতে তিনি রাজি।

আমার ধারণা কেট ভাবছে এখনও সে বন্দিনী। মাঝে মাঝেই ছটফট করছে সে। অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে হাত-পা ছুঁড়ছে। কেট কিছু বলবে সে আশায় ঘন্টার পর ঘন্টা বসে রইলাম ওর বিছানার পাশে। ছোট্ট একটা বাক্য কিংবা শব্দ যা ক্যাসানোভাকে খুঁজে বের করতে মূল্যবান ক্লু হিসেবে কাজ করবে। সবকিছু সচল করে তুলতে আমাদের একটা ক্লু দরকার।

'তুমি এখন নিরাপদ, কেট,' প্রায়ই ফিসফিস করে কথাটা বলি আমি ওকে। ও আমার কথা শুনতে পায় বলে মনে হয় না। তবু আমি বলি।

সেদিন রাত সাড়ে ন'টার দিকে হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। কেট ম্যাকটিয়েরনানের মেডিকেল বোর্ডের ডাক্তাররা সবাই চলে গেছেন। আমি এক

আইকে বললাম ড. মারিয়া রুয়োক্কোকে যেন বলে আমাকে ফোন করার জন্য। ড. মারিয়া ব্যানের কাছে থাকে।

'অ্যালেক্স, আপনি এখনও হাসপাতালে?' ফোনে জিজ্ঞেস করল ড. মারিয়া। এত রাতে ফোন পেয়ে বিরক্তির চেয়ে অবাক হয়েছে সে বেশি। মারিয়ার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে আমার। দু'জনেই জন হপকিন্সে পড়াশোনা করেছি। সোনেজি কেসের ব্যাপারে তাকে খুব আগ্রহী মনে হয়েছে। আমার বইটা পড়েছে সে।

'বসে বসে ভাবছিলাম ক্যাসানোভা তার ভিক্টিমদের কীভাবে বশ করে রাখে.' আমরা তত্ত্ব সম্পর্কে বলতে লাগলাম ড. মারিয়াকে। 'আমার ধারণা সে ড্রাগ ব্যবহার করত। আমি কেটের টক্সিক স্ক্রীণ নিয়ে আপনাদের ল্যাবের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা ওর প্রশ্রাবে ম্যারিনোল পেয়েছে।'

'ম্যারিনোল?' বিস্মিত শোনাল ড. রুয়োক্কোর কণ্ঠ। আমিও শুরুতে এরকম অবাক হয়েছি। 'হুম্‌ম' লোকটা ম্যারিনোল পেল কোথায়? লোকটার সাংঘাতিক বুদ্ধি। কাউকে বশ করে রাখতে চাইলে এর চেয়ে ভালো ওষুধ হয় না।'

'ওর শারীরিক অবস্থা দেখে তাই মনে হয় না?' বললাম আমি।

'কাঁপুনি, খিঁচনি, হ্যালুসিনেশন।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, ডাক্তার। ম্যারিনোল! কিন্তু ম্যারিনোল সম্পর্কে সে জানল কী করে কিংবা কতটুকু ম্যারিনোল ব্যবহার করা উচিত তাই বা বুঝতে পারল কীভাবে? কোনও খুনী এ ওষুধের পুঙ্খানুপুঙ্খ জানে বিশ্বাস হয় না আমার।'

আমিও একই কথা ভাবছিলাম, 'হয়তো খুনী কেমোথেরাপি নিত? হয়তো সে ক্যান্সার রোগী। তাই হয়তো ম্যারিনোল নিতে হয়েছে তাকে।'

'হতে পারে সে একজন ডাক্তার? কিংবা ফার্মাসিস্ট?' বলল ড. রুয়োক্কো। আমিও এ সম্ভাবনার কথা ভেবেছি। লোকটা এ ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে কর্মরত কোনও ডাক্তারও হতে পারে।

'শুনুন, আমাদের ইন্টার্নি এমন কোনও তথ্য হয়তো আমাদেরকে দিতে পারবে যার সাহায্যে লোকটাকে থামানো যাবে। ওর দ্রুত জ্ঞান ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা যায় না?'

'আমি কুড়ি মিনিটের মধ্যে আসছি। তার কম সময়ও লাগতে পারে।' বলল মারিয়া রুয়োক্কো। 'বেচারীকে দুঃস্বপ্নের জগত থেকে কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায়, সে চেষ্টা করব। দু'জনেই কথা বলব কেটের সঙ্গে।'

অধ্যায় : ৪৯

আধঘন্টা পরে। ড. মারিয়া রুয়োক্কো কেটের রুমে। আমি কী জিনিস আবিষ্কার করেছি তা ডারহাম পুলিশ কিংবা এফ বি আইকে বলিনি। আমি আগে কেটের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

মারিয়া রুয়োক্কো তার গুরুত্বপূর্ণ রোগীকে প্রায় একঘন্টা পরীক্ষা করল। মারিয়া খুব সুন্দরী, চুলের রঙ ছাই-সোনালি, বয়স পয়ত্রিশের কোঠায়। এ মহিলারও পিছু লেগেছে কিনা ক্যাসানোভা, কে জানে।

'বেচারীকে প্রচুর ম্যারিনোল দেয়া হয়েছে,' ডাক্তার বলল আমাকে। 'ওকে মেরে ফেলার জন্য যথেষ্ট।'

কেট ম্যাকটিয়েরনান ঘুমাচ্ছে। ঘুমের মধ্যে ছটফট করছে। ড. রুয়োক্কো ওর শরীর স্পর্শ করা মাত্র গুঙিয়ে উঠল সে। ওর ক্ষত বিক্ষত মুখখানা ভয়ংকর মুখোশের মত লাগছে।

ড. মারিয়া খুব সাবধানে এবং আস্তে কেটকে ছুঁয়ে দেখছেন, কিন্তু তাতেই ব্যথায় কাতরে উঠছে ও। তারপর চোখ না মেলেই কথা বলে উঠল।

'আমাকে ছুঁয়ো না! না! আমাকে ছুঁবি না, শয়তানের বাচ্চা।' চিৎকার করে উঠল কেট। ওর চোখ বোজা। শক্ত করে বুজে আছে। 'আমাকে ছেড়ে দে, খানকির বাচ্চা।'

'এই তরুণ ডাক্তাররা,' ঠাট্টার সুরে বলল মারিয়া, 'মুখ খারাপও করতে পারে বটে।'

কেট ম্যাকটিয়েরনানকে লক্ষ করছি আমি, ওকে শারীরিকভাবে নির্যাতনের দৃশ্যটা কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি। নাওমির কথা মনে পড়ল আবার। ওকী উত্তর ক্যারোলিনায় আছে? নাকি ক্যালিফোর্নিয়ার কোথাও? ওকে কী একই রকম ভাগ্য বরণ করে নিতে হয়েছে? জোর করে দুশ্চিন্তাটা দূর করে দিলাম মাথা থেকে। একবারে একটা সমস্যা নিয়ে ভাবা উচিত।

আরও আধঘন্টা কেটকে পরীক্ষা করল ড. মারিয়া। লিব্রিয়াম দিল। কেটের হার্ট মনিটর চেক করল। পরীক্ষা শেষে গভীর ঘুমে এগিয়ে গেল কেট। আজ রাতে আর ওর কাছ থেকে কিছু জানা যাবে না।

'আপনার কাজের ধরণ আমার পছন্দ,' ফিসফিস করল ড. রুয়োক্কো। আমাকে ইশারা করল বাইরে আসতে। হাসপাতাল করিডর আবছা অন্ধকার। ভীষণ শান্ত। হাসপাতালে রাতের বেলা যেমন গা ছমছমে শান্ত থাকে। ক্যাসানোভা ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের ডাক্তার হতে পারে, ভাবনাটা মাথায় ফিরে এল আমার। হয়তো এত রাতে হাসপাতালের কোথাও ঘুরঘুর করছে।

'কেটের জন্য আমাদের পক্ষে যা করা সম্ভব তা করেছি, অ্যালেক্স। এবার লিব্রিয়ামকে তার কাজ করতে দিন। আমি তিনজন এফ বি আই এজেন্টসহ ডারহামের দু'জন চৌকস পুলিশ কর্মকর্তাকে বলে যাচ্ছি রাতটা কেটকে পাহারা দেয়ার জন্য। আপনি হোটেলে চলে যান। একটু ঘুমিয়ে নিন। ভ্যালিয়াম দেব?'

বললাম রাতটা হাসপাতালেই কাটিয়ে দিতে চাই আমি। 'ক্যাসানোভা হয়তো আসবে না এখানে, তবু কী হয় বলা যায় না। আসতেও পারে।' বিশেষ করে ক্যাসানোভা যদি স্থানীয় ডাক্তার হয়ে থাকে। তবে কথাটা মারিয়াকে বললাম না। 'তাছাড়া, কেটকে আমি প্রথম থেকে দেখছি। ওর প্রতি একটা দুর্বলতা জন্মে গেছে আমার। হয়তো নাওমির ব্যাপারে কোনও তথ্য দিতে পারবে কেট।'

ড. মারিয়া রুয়োক্কো স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর হেসে বলল, 'গুড নাইট, ড. ক্রস।' উড়ন্ত চুমু ছুঁড়ে দিল আমাকে।

'গুড নাইট, ড. রুয়োক্কো। এবং ধন্যবাদ।' করিডর ধরে হাঁটতে শুরু করেছে সে, আমিও একটা চুমু ছুঁড়ে দিলাম তাকে উদ্দেশ্য করে।

কেটের রুমে দুটো চেয়ার একত্রিত করে তার উপর শুয়ে পড়লাম আমি। কোলের উপর থাকল রিভলভার। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম।

অধ্যায় : ৫০

'কে আপনি? আপনি কে, মিস্টার?'

তীক্ষ্ণ, জোরাল একটা কণ্ঠ জাগিয়ে দিল আমাকে। খুব কাছ থেকে এসেছে প্রশ্নটা। প্রায় আমার মুখের উপর ঝুঁকে কথাটা জিজ্ঞেস করেছে কেউ। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল আমি ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলিনা হাসপাতালে আছি। মনে পড়ল কেট ম্যাকটিয়েরনানের ঘরে আছি আমি।

'আমি একজন পুলিশ কর্মকর্তা,' নরম এবং আশ্বস্ত করার গলায় বললাম। 'আমার নাম অ্যালেক্স ক্রস। তুমি নর্থ ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে আছ। এখন সবকিছু ঠিক আছে।'

কেট ম্যাকটিয়েরনানকে দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে। তবে নিজেকে সামলে নিল সে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেখে বুঝতে পারলাম কীভাবে এ মেয়ে ক্যাসানোভার কবল থেকে পালিয়ে এসেছে, বেঁচেছে নদীতে ডুবে মরা থেকে। অত্যন্ত কঠিন ইচ্ছা-শক্তির অধিকারিণী এ নারী।

'আমি হাসপাতালে?' একটু অস্পষ্ট উচ্চারণ, তবু তো গুছিয়ে কথা বলতে পারছে।

'হ্যাঁ,' ওর একটা হাত ধরলাম আমি।

'তুমি এখন নিরাপদ। এক মিনিট। আমি ডাক্তার নিয়ে আসি। যাব আর আসব।'

'দাঁড়ান। আমি নিজেই একজন ডাক্তার। আমাকে চিন্তা ভাবনাগুলো গুছিয়ে নেয়ার একটু সময় দিন। আপনি পুলিশে কাজ করেন?'

মাথা ঝাঁকালাম। আমার ইচ্ছে করল ওকে জড়িয়ে ধরি, হাত ধরে রাখি, এমন কিছু করি যাতে ওর ভয়টা কেটে যায়। একই সঙ্গে হাজারটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে।

অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল কেট। 'আমাকে ড্রাগ দেয়া হয়েছে। নাকি স্রেফ স্বপ্ন দেখছি?'

'না। স্বপ্ন নয়। তোমাকে ম্যারিনোল নামে শক্তিশালি একটা ড্রাগ দেয়া হয়েছে।' আমরা যা যা জানি সব বললাম ওকে।

'আমি নিশ্চয়ই পাগলের মত আচরণ করছিলাম,' শিস দেয়ার চেষ্টা করল কেট, মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ বেরুল। ওর উপরের পাটির সামনের দিকের একটা দাঁত নেই। মুখখানা শুকনো; ঠোঁট ফোলা, বিশেষ করে উপরের ঠোঁট। আমি হাসলাম। 'তুমি কিছুক্ষণের জন্য পাগলদের গ্রহে ছিলে। সচেতন অবস্থায় ফিরে আসতে পেরেছ দেখে ভালো লাগছে।'

'আমারও খুব ভালো লাগছে,' ফিসফিস করল কেট। চোখ ভরে গেল জলে। 'দু:খিত,' বলল সে। 'ওই ভয়ংকর জায়গাটাতে কান্নাকাটি না করার অনেক চেষ্টা করেছি আমি। চাইনি আমার কোনও দুর্বলতা দেখে লোকটা তা নিয়ে তামাশা করুক। আমি এখন কাঁদতে চাই। মনে হয় কেঁদে ফেলব।'

'প্লীজ, কাঁদো। যত ইচ্ছে কাঁদো,' আমিও ফিসফিস করলাম। গলা দিয়ে আর স্বর বেরুল না, আমারও চোখে জল চলে আসছে। প্রাণপণে ঠেকালাম। বুকটা ব্যথা করছে। হাসপাতাল বেডের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, কেট কাঁদছে, ওর হাত ধরে রাখলাম।

'আপনার কথা শুনে মনে হয় না আপনি দক্ষিণের মানুষ,' অবশেষে কথা বলল কেট। নিজেকে এত দ্রুত সামলে নেয়ায় আমি বিস্মিত।

'আমি আসলে ওয়াশিংটন ডিসি থেকে এসেছি। আমার ভাগ্নি দিন দশেক আগে নিখোঁজ হয়ে গেছে ডিউক ল স্কুল থেকে। এজন্যই নর্থ ক্যারোলিনায় এসেছি। আমি একজন গোয়েন্দা।'

ওর চেহারায় এমন ভাব ফুটল যেন এই প্রথম দেখছে আমাকে। জরুরী কিছু একটা মনে পড়ে গেছে, এমন দেখাল মুখ। 'আমি যেখানে বন্দি ছিলাম ওখানে আরও বেশ কয়েকটি মেয়েকে আটকে রাখা হয়েছে। আমাদেরকে কথা বলতে দেয়া হতো না। কারও সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ রক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল ক্যাসানোভা। তবে ওর নির্দেশিত ঘরোয়া আইন ভঙ্গ করি আমি। আমি একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। নাম নাওমি- '

ওকে বাধা দিলাম। 'আমার ভাগ্নির নাম নাওমি ক্রস। ও কী বেঁচে আছে? ঠিক আছে?' আমার হৃৎপিন্ড এমনভাবে লাফাচ্ছে যেন বিস্ফোরিত হবে। 'তোমার যা যা মনে আছে সব কথা আমাকে বলো, কেট। প্লীজ।'

কেট ম্যাকটিয়েরনান ভুরু কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করল। 'এক নাওমির সঙ্গে কথা বলেছি আমি। তবে পদবীটা ঠিক মনে করতে পারছি না। ক্রিস্টেন নামে একটি মেয়ের সঙ্গেও কথা বলেছি। ওহ, গড়, ও আপনার ভাতিঝি নয়তো.... ড্রাগের জন্য এখনও সবকিছু এত আবছা আর অস্পষ্ট লাগছে। আমি দু:খিত.... কেটের কথা বলা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল যেন ওর ভেতর থেকে কেউ বাতাস বের করে নিল।

আমি মৃদু চাপ দিলাম ওর হাতে। 'না, না। আমি তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। তুমি আবার নতুন করে আমার মনে জ্বালিয়ে দিয়েছ আশার আলো।'

'কেট ম্যাকটিয়েরনানের চোখের তারা স্থির, বিষন্ন, তাকিয়ে আছে আমার দিকে। যেন ভয়ংকর কিছুর স্মৃতিচারণ করছে যার কথা ভুলে যেতে চায় ও।

'এ মুহূর্তে আমার আর কিছুই মনে পড়ছে না। ম্যারিনোলের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া.... মনে পড়ছে ও আমাকে আরেকটা ইনজেকশন দিতে আসছিল। আমি ওকে লাথি মারি। ওকে আহত করে পালিয়ে আসি....

'ঘন জঙ্গল ছিল। ক্যারোলিনা পাইন, সবজায়গায় লতা আর গুল্ম ঝুলছে.... মনে পড়ছে.... ওই বাড়িটা.... আমাদেরকে ওখানে আটকে রাখা হয়েছিল, অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা। যেখানে বন্দি করে রাখা হয়েছিল আমাদেরকে সেটা হঠাৎ চোখের সামনে থেকে নেই হয়ে গেল।'

লম্বা, বাদামী চুল ভরা মাথাটা ডানে-বামে নাড়ল কেট ম্যাকটিয়েরনান। বিস্ময়ে বড় বড় চোখ। গল্পটা যেন নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না। 'এটুকুই মনে পড়ছে আমার। কিন্তু এটা কি করে সম্ভব? একটা আস্ত বাড়ি চোখের সামনে থেকে কীভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়?'

অধ্যায় : ৫১

ড. কেট ম্যাকটিয়েরনানকে হারিয়ে খুবই অস্বস্তি ও অশান্তিতে আছে ক্যাসানোভা। ঘুম আসছে না। বিছানায় শুধু গড়াগড়ি যাচ্ছে। এ ভালো লক্ষণ নয়। এ বিপজ্জনক। জীবনের প্রথম ভুলটা করেছে সে।

অন্ধকারে ফিসফিস করল কেউ।

'তোমার কী হয়েছে? তুমি ঠিক আছ তো?'

ক্যাসানোভা হাত বাড়িয়ে তার স্ত্রীর নগ্ন কাঁধ ছুঁলো। 'আমি ঠিক আছি, নো প্রবলেম। ঘুম আসছে না এই যা।'

'দেখতেই পাচ্ছি। তোমার অস্থিরতার কারণ তো আমি জানি।' ঘুম ঘুম কণ্ঠে হাসির শব্দ। তার স্ত্রী খুব ভালো। সে তার স্ত্রীকে ভালোবাসে।

'দু:খিত,' ফিসফিস করল ক্যাসানোভা। চুমু খেল বউ'র কাঁধে। হাত বুলাল চুলে। মনে পড়ল কেট ম্যাকটিয়েরনানের বাদামী চুল তার স্ত্রীর চেয়ে লম্বা। স্ত্রীর চুলে হাত বোলাচ্ছে ক্যাসানোভা, মন ডুবে গেছে নিজের ভাবনায়। কারও সঙ্গে সমস্যা শেয়ার করার মত কেউ নেই তার। অন্তত: উত্তর ক্যারোলিনায় নেই।

সে অবশেষে নেমে পড়ল বিছানা থেকে। পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে নামল। ঢুকল নিজের ঘরে। নি:শব্দে বন্ধ করে দিল দরজা।

ঘড়ি দেখল সে। রাত তিনটে। লস এঞ্জেলসে এখন রাত বারটা। ফোন করল সে।

ক্যাসানোভার একজন সঙ্গী আছে কথা বলার। এই একজনই আছে সারা দুনিয়ায়।

'আমি,' লাইনে পরিচিত কণ্ঠটি শুনে বলল সে। 'কেমন যেন অস্থির লাগছে আজ রাতে। তোমার কথা মনে পড়ল।'

'তোমার কী ধারণা আমি রাত জেগে অর্ধউন্মাদের জীবন-যাপন করছি?' খিকখিক হেসে উঠল জেন্টলম্যান কলার।

'তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' ক্যাসানোভা খানিক ভালো বোধ করতে শুরু করেছে। এর সঙ্গে গোপনীয়তা শেয়ার করতে পারে সে। 'আমি গতকাল একজনকে তুলে এনেছি। ওর নাম অ্যানা মিলার। দারুণ একখানা জিনিস, বন্ধু।'

অধ্যায় : ৫২

আবার হামলা চালিয়েছে ক্যাসানোভা।

এবারও এক ছাত্রী, অ্যানা মিলার নামে এক সুন্দরী তরুণীকে সে তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তুলে নিয়ে গেছে। ওই বাড়িতে অ্যানা তার আইনজীবী বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে থাকত। বাড়িটি র‍্যালের উত্তর ক্যারোলিনা স্টেট ইউনিভার্সিটির কাছে। বয়ফ্রেন্ডকে বিছানায় শোয়া অবস্থায় খুন করা হয়। ক্যাসানোভা কোনও নোট বা ক্লু রেখে যায় নি।

আমি নর্থ ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটালাম কেট ম্যাকটিয়েরনানের সঙ্গে। আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠছি। সে ক্যাসানোভার সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল বলে আমাকে সাহায্য করছে। ক্যাসানোভা ও তার বন্দিনীদের সম্পর্কে যা যা জানে সবকিছু বলছে কেট।

ওর কথা অনুযায়ী দু'টি মেয়ে ক্যাসানোভা আস্তানায় বন্দি। সংখ্যাটা এর বেশিও হতে পারে।

ক্যাসানোভা অত্যন্ত সুসংগঠিত, কেটের মতে। সে শিকার ধরার আগে শিকার সম্পর্কে বহু আগে থেকে সবরকম তথ্য সংগ্রহ করে।

হাউজ অব হররস বা আতংকের বাড়িটি সম্ভবত তার নিজের তৈরি। ওই বাড়িতে সে বিশেষ সাউন্ড সিস্টেম লাগিয়েছে, বন্দিনীদের আরামের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছে। ড্রাগ আবিষ্ট অবস্থায় কেবল বাড়িটি দেখেছে কেট, কাজেই বিশদ বর্ণনা দিতে পারেনি।

ক্যাসানোভা ভয়ানক ঈর্ষাপরায়ণ এবং কর্তৃত্বপরায়ণ। সেক্সুয়্যালি অত্যন্ত অ্যাকটিভ, এক রাতে বেশ কয়েকবার যৌনমিলনে সমর্থ। সেক্স ছাড়া সে কিছু বোঝে না। তবে নিজেকে সে রোমান্টিক বলে দাবি করে। সে মহিলাদের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে এবং আদর করে কাটিয়ে দিতে পারে। সে বলে সে ওদেরকে ভালোবাসে।

সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় এফ বি আই ও ডারহাম পুলিশ হাসপাতালের নিরাপদ এক জায়গায় কেট ম্যাকটিয়েরনান প্রেসের মুখোমুখি হতে রাজি হলো। কেটের ফ্লোরের চওড়া এন্ট্রান্স করিডরে সংবাদ সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হলো।

ধবধবে সাদা হলওয়ে গাদাগাদি হয়ে গেল সাংবাদিক আর টিভি ক্যামেরাম্যানদের ভিড়ে। সাংবাদিকদের হাতে নোট প্যাড, ক্যামেরাম্যানরা কাঁধে মিনিক্যাম ঝুলিয়েছে। অটোমেটিক অস্ত্র নিয়ে পুলিশও উপস্থিত। নিক রাসকিন এবং ডেভি সাইকস প্রশ্নোত্তর পর্বে কেট ম্যাকটিয়েরনানের পাশে থাকল।

কেট ন্যাশনাল ফিগারে পরিণত হতে চলেছে। এখন সাধারণ মানুষ হাউজ অব হররস থেকে পালিয়ে আসা মহিলাটির সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাবে। আমি নিশ্চিত ক্যাসানোভা লক্ষ করছে কেটকে। তবে এ মুহূর্তে সে হাসপাতালে না থাকলেই রক্ষা।

বডিবিল্ডারের মত দেখতে পুরুষ এক নার্স কেটকে হলওয়েতে ঠেলে নিয়ে এল। হুইল চেয়ারে বসিয়ে আনা হয়েছে ওকে। ওর পরনে ইউএনসি সুইটপ্যান্ট আর সুতির সাদা রঙের সাধারণ টি-শার্ট। ওর লম্বা, বাদামী চুলগুলো ঝলমল করছে। মুখের ফোলা কমেছে অনেকটাই। 'নিজেকে আমার বুড়ি বয়সের মত লাগছে, অ্যালেক্স,' বলেছে আমাকে কেট। 'তবে নিজেকে আমি বুড়ি ভাবতে বাজি নই। মনের ভেতরে তো নয়ই।'

নার্স হুইল চেয়ার ঠেলে নিয়ে আসছে মাইক্রোফোনের সামনে, সবাইকে অবাক করে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে সিধে হলো কেট। বাকি পথটুকু হেঁটেই এল।

'হ্যালো, আমি কেট ম্যাকটিয়েরনান,' বলল সে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে। ঠেলাঠেলি করে কে সামনে আসবে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে তারা। 'আমি খুব সংক্ষিপ্ত একটি স্টেটমেন্ট দেব। তারপর সবার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাব।' ওর কণ্ঠ শক্তিশালি, শিহরন জাগানিয়া। নিজের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তার। উপস্থিত লোকজনের অন্তত: সেরকম ধারণাই হলো।

কেটের হালকা রসিকতা। হাসির রেণু ছড়িয়ে দিল সাংবাদিকদের মাঝে। দু'একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করার চেষ্টা করল, তবে গোলমালের আওয়াজে তাদের কণ্ঠ হারিয়ে গেল। মুহুর্মুহু জ্বলে উঠল ক্যামেরার ফ্ল্যাশ।

থেমে গেল কেট। বন্ধ হয়ে গেল চেঁচামেচি। সবাই জানে প্রেস কনফারেন্স সামাল দেয়ার মত শক্তি কেটের নেই কাছে দাঁড়ানো এক ডাক্তার এগিয়ে এল। তাকে হাত নেড়ে আসতে মানা করল কেট।

'আমি ঠিক আছি। আয়্যাম ওকে। ধন্যবাদ। শরীর খারাপ লাগলে বা মাথা ঘোরালে মডেল পেশেন্টদের মত চেয়ারে বসে পড়ব। কথা দিচ্ছি। বেহুদা সাহস দেখাতে যাব না।'

সত্যি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে কেটের। অন্তত: এ মুহূর্তে। মেডিকেল ছাত্র কিংবা ইন্টার্নিদের চেয়ে বয়সে বড় কেট। ওকে দেখে মনে হয় ও একজন ডাক্তার।

ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল কেট। সাময়িক বিরতির জন্য ক্ষমা চেয়ে বলল, 'আমি আসলে আমার চিন্তা-ভাবনাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছিলাম.... কী বলব ভাবছিলাম। আমি যতদূর পারি বলব আপনাদেরকে। তবে আপনাদের কোনও প্রশ্নের জবাব দেব না। আশাকরি আমার প্রস্তাবে রাজি হবেন আপনারা।'

টিভি ক্যামেরার সামনে দারুণ সপ্রতিভ থাকল কেট। যেন এরকম কাজ করে সে অভ্যস্ত। ওকে খুব আত্মবিশ্বাসী লাগল আমার।

'প্রথমেই আমি সেসব পরিবার এবং বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যারা কাউকে না কাউকে হারিয়েছেন। প্লীজ, আশা ছাড়বেন না। ক্যাসানোভার নির্দেশ অমান্য করা হলেই কেবল সে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। আমি তার হুকুম মানিনি তাই তার নির্মম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে আমাকে। তবে আমি পালিয়ে আসতে পেরেছি। ওখানে আরও কয়েকটি মেয়ে বন্দি হয়ে আছে। আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করি ওরা এখনও বেঁচে আছে এবং নিরাপদে রয়েছে।'

সাংবাদিকরা কেটের আরও কাছে এগিয়ে এল। বিধ্বস্ত তবুও কেট যেন চুম্বকের মত আকর্ষণ করছে সকলকে। তার শক্তির বিস্ফোরণ ঘটছে। টিভি ক্যামেরা তাকে পছন্দ করেছে। পাবলিকও করবে, আমি জানি।

নিখোঁজ মেয়েদের পরিবারের মন থেকে ভয় আর দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য যা যা করা দরকার করল কেট। আবারও বলল ঘরোয়া আইন ভেঙেছে বলে ক্যাসানোভা তাকে মেরেছে। ও আসলে এর মাধ্যমে ক্যাসানোভাকে মেসেজও পাঠাচ্ছে। আমাকে দোষ দিও, অন্য মেয়েদেরকে নয়।

কেট কথা বলছে, আমি মনে মনে কয়েকটি প্রশ্ন করলাম নিজেকে: *ক্যাসানোভার কী কেবল অসাধারণ মেয়েদের প্রতিই দুর্বলতা? শুধু সুন্দরী নয়, সবদিক থেকে যারা অন্যদের থেকে আলাদা সেরকম মেয়েকেই কী পছন্দ করে সে? এর মানে কী? ক্যাসানোভা আসলে কী চায়? কী ধরনের খেলা খেলেছে সে?*

অবশেষে চুপ হয়ে গেল কেট। ছলছল করছে চোখ। 'আমার কথা শেষ,' নরম গলায় বলল। 'আমার মেসেজ নিখোঁজ মেয়েদের পরিবারের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। তবে দয়া করে আর কোনও প্রশ্ন করবেন না। ওখানে কী কী ঘটেছে সব কথা এখনও মনে করতে পারছি না। যা মনে পড়েছে সবই বললাম আপনাদেরকে।'

অস্বাভাবিক নীরবতা নেমে এল ঘরে। কেউ কোনও প্রশ্ন করল না। তারপর সাংবাদিক আর হাসপাতালের কর্মচারীরা হাততালি দিতে লাগল। ওরা জানে, ক্যাসানোভা যেমন জানে, কেট ম্যাকটিয়েরনান এক অসাধারণ নারী?

ভয়টা ফিরে এল আমার মধ্যে। ক্যাসানোভা কী হাততালি দিচ্ছে?

অধ্যায় : ৫৩

সকাল চারটা। ক্যাসানোভা ঝকঝকে নতুন সবুজ-ধূসর রঙের ল্যান্ডস এন্ড গাড়িতে প্রচুর খাবার আর রসদ ভরে রওনা হলো তার গোপন আস্তানা অভিমুখে।

অ্যানা মিলারের কথা ভাবছে সে। তার নতুন বন্দিনী। ঘন জঙ্গলে গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়ল ক্যাসানোভা। কল্পনা করল অ্যানাকে নিয়ে কী কী করবে। আস্তানায় পৌঁছে সে রোলিং স্টোনসের গান ছেড়ে দিল ফুল ভল্যুমে। আজ উঁচু আওয়াজে রক মিউজিক শুনবে সে। মিক জ্যাগার গলা ফাটিয়ে গাইছেন। মিকের বয়স পঞ্চাশ আর ক্যাসানোভা মাত্র ছত্রিশে পা দিয়েছে। এখন তার দিন।

মেঝে পর্যন্ত লম্বা আয়নার সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াল ক্যাসানোভা। নিজের পেশীবহুল চমৎকার দেহসৌষ্ঠব খুঁটিয়ে দেখল প্রশংসার দৃষ্টিতে। চুল আঁচড়াল। তারপর ব্যাংকক থেকে কেনা হাতে পেইন্ট করা সিল্কের রোব গলাল গায়ে। রোবের সামনের অংশ খোলা থাকল নিজেকে দেখার জন্য।

বিভিন্ন মুখোশ থেকে একটা বেছে নিল সে চমৎকার এ মুখোশটি ভেনিস থেকে কিনেছে ক্যাসানোভা। রহস্য আর ভালোবাসার মিশেল দেয়া মুখোশ। এ মুখোশ পরে অ্যানা মিলারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে সে।

অ্যানা খুব উদ্ধত। অহংকারী। মাথা খারাপ করা ফিগারের এ মেয়ের অহংকার চূর্ণ করে দেবে সে।

তার ভেতরে শারীরিক এবং মানসিক আবেগের যে স্রোত বইছে, তার সঙ্গে কোনকিছুর তুলনা চলে না। রক্তে বান ডেকেছে তার, বেড়ে গেছে হার্টবিট, শরীরের প্রতিটি অঙ্গে তীব্র আলোড়ন। একটা গ্লাসে গরম দুধ ঢাললো সে। ছোট একটা বাক্সও নিল সঙ্গে। তার মধ্যে বিস্ময় অপেক্ষা করছে অ্যানা মিলারের জন্য।

সত্যি বলতে কী, এ পরীক্ষাটি সে করতে চেয়েছিল ড. কেটকে নিয়ে। মুহূর্তটি ভাগ করে নিতে চেয়েছিল তার সঙ্গে।

রক এন রোলের বাজনা আরও বাড়িয়ে দিল ক্যাসানোভা। অ্যানা সংকেতটা বুঝতে পারবে। রেডি হয়ে থাকবে। ক্যাসানোভাও রেডি। এক গ্লাস গরম দুধ। নজ্‌ল্‌সহ রাবারের লম্বা নল। ঝুড়িতে একটি আশ্চর্য উপহার। এবার খেলা শুরু করা যায়।

অধ্যায় : ৫৪

অ্যানা মিলারের উপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না ক্যাসানোভা। তার চারপাশের বাতাস যেন গজরাচ্ছে। নিজেকে যেন আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না।

অ্যানা নিচতলার বেডরুমের নগ্ন কাঠের মেঝেতে শুয়ে আছে। ওর পরনে গহনা ছাড়া কিছু নেই। ক্যাসানোভাই পরতে বলেছে। অ্যানার হাত চামড়ার পট্টি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা। নিতম্বের নিচে একটি বালিশ।

অ্যানার সুগঠিত পা ছাদের একটা খামের সঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধা। এভাবে ওকে চেয়েছে ক্যাসানোভা; এভাবে ওকে বহুবার কল্পনা করেছে সে।

এবার তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে, ভাবল সে।

সে করলও তাই।

গরম দুধের বেশিরভাগ ইতিমধ্যে অ্যানার শরীরে প্রবেশ করানো হয়েছে। রাবারের নলটা এ কাজে ব্যবহার করেছে সে।

অ্যানাকে এখন আর অহংকারী মনে হচ্ছে না। তার অহংকার ভেঙে গেছে চুরচুর হয়ে। একজন মানুষের ইচ্ছাশক্তি ভাঙতে কত সময় নেয় জানার বরাবর আগ্রহ ছিল ক্যাসানোভার। তবে বেশি সময় লাগে না। বিশেষ করে কমবয়েসী এসব মেয়েদের ক্ষেত্রে।

'প্লীজ, এটাকে সরিয়ে নাও। আমার সঙ্গে এরকম কোরোনা। আমি তো তোমার কথা শুনেছি, শুনিনি?' অনুনয় করল অ্যানা। ওর মুখখানা ভারী সুন্দর-....সুখ এবং দু:খ সু'সময়েই সুন্দর লাগে দেখতে।

'ও তোমার কোনও ক্ষতি করবে না, অ্যানা।' আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল ক্যাসানোভা। 'মুখটা নিজে সেলাই করে দিয়েছি। সাপটা একেবারেই নিরীহ। আমি তোমাকে কখনওই আঘাত করব না।'

'তুমি অসুস্থ আর ইতর,' অ্যানা খেঁকিয়ে উঠল। 'তুমি একটা স্যাডিস্ট।'

মাথা ঝাঁকাল সে। আসল অ্যানাকে দেখতে চেয়েছিল সে। দেখতে পেয়েছে। ফুঁসে ওঠা ড্রাগন।

ক্যাসানোভা দেখছে অ্যানার পায়ুপথ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে দুধ। ছোট্ট, কালো সাপটি দুধের মিষ্টি গন্ধে হিলহিলে শরীর নিয়ে ওর দিকে

এগোল। এক মুহূর্তের জন্য থামল। উঁচু করল মাথা। তারপর মাথাটা আলগোছে ঢুকিয়ে দিল অ্যানার শরীরে। আস্তে আস্তে ঢুকে যেতে লাগল ফাঁক হয়ে থাকা মলদ্বারে।

ক্যাসানোভা মুখ বাড়াল সামনে। দেখছে অ্যানার সুন্দর চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। ক্যাসানোভা যে এক্সপেরিমেন্ট করছে এ মুহূর্তে, ক'জন পুরুষের এরকম দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়?

থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়া ভ্রমণে গিয়ে মলদ্বার বড় করার এই সেক্সুয়াল প্রাকটিসের কথা প্রথম জানতে পারে ক্যাসানোভা। এখন প্রাকটিসটা নিজেই করছে। দারুণ আনন্দ বোধ করছে সে--- প্রায় ভুলিয়ে দিচ্ছে কেটকে হারানোর বেদনা।

গোপন আস্তানায় সুন্দরী বন্দিনীদেরকে নিয়ে এরকম খেলা খেলতে ভালোবাসে ক্যাসানোভা। নিজেকে সামাল দিতে পারে না।

অধ্যায় : ৫৫

নরক থেকে পালিয়ে আসার সেই দিনটির কথা এখনও পরিষ্কার মনে করতে পারছে না কেট। আমি ওকে সম্মোহিত করে চেষ্টা করে দেখতে চাইলাম। সম্মোহিত হতে রাজি হলো সে। ঠিক হলো হাসপাতালে। গভীর রাতে কাজটা করব আমরা।

সম্মোহন করা খুব সহজ। কেটকে আমি চোখ বুজতে বললাম। তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে বললাম। আজ হয়তো কেটের চোখ দিয়ে ক্যাসানোভাকে দেখতে পাব আমি। বুঝতে পারব ওর কাজের ধরণ।

'একশো থেকে উল্টো করে গুণতে শুরু করো,' বললাম ওকে। কেট লক্ষ্মী মেয়ের মত আমার কথা শুনছে। আমাকে বিশ্বাস করে বলেই হয়তো। ও দ্রুত সম্মোহনের গভীর স্তরে চলে গেল।

'ক্যাসানোভা যে বাড়িতে তোমাকে আটকে রেখেছিল তার কথা মনে পড়ছে তোমার?' এটা সেটা কথার পরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিতে চলে এলাম আমি।

'হ্যাঁ। এখন মনে পড়ছে। মনে পড়ছে যে রাতে ও আমার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে পড়েছিল তার কথা। দেখতে পাচ্ছি জঙ্গলের মাঝ দিয়ে আমাকে বয়ে নিয়ে চলেছে ক্যাসানোভা। এমনভাবে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেন আমার শরীরে ওজন বলে কিছু নেই।'

'যে জঙ্গল দিয়ে তোমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার কথা বলো, কেট,' বললাম আমি।

'জঙ্গলটি খুব অন্ধকার। গাছপালাগুলো খুব ঘন, একটার সঙ্গে লেগে আছে আরেকটা। ক্যাসানোভার হাতে একটা ফ্ল্যাশলাইট, গলায় রশি বা সুতো দিয়ে ঝোলানো.... ওর গায়ে অনেক শক্তি। নিজেকে সে ওয়াদারিং হাইটস-এর হিথক্লিফের সঙ্গে তুলনা করত। নিজেকে দাবি করত রোমান্টিক মানুষ বলে। সেই রাতে.... আমার কানে 'ফিসফিস করে কথা বলছিল সে যেন আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা। বলছিল আমাকে সে ভালবাসে।'

'আর কী কী তোমার মনে পড়ছে, কেট? যা-ই মনে পড়ুক কাজে লাগবে আমাদের। তুমি সময় নাও।'

মাথা ঘোরাল কেট, যেন আমার ডানদিকে কেউ বসে আছে, তাকে দেখছে। 'ও সবসময় নানারঙের মুখোশ পরত। ওগুলোর নাম 'মৃত্যু মুখোশ'। হাসপাতাল এবং মর্গে ব্যবহার করা হয়। আত্মীয় পরিজনহীন দুর্ঘটনার শিকার দুর্ভাগ্যদের এরকম মুখোশ পরিয়ে রাখা হয়।

'বলে যাও, কেট। তোমার তথ্য খুব কাজে লাগবে। তুমি পালিয়ে যাওয়ার দিন কী ঘটল?'

এবার একটু অস্বস্তিবোধ দেখা দিল ওর মধ্যে। এক সেকেন্ডের জন্য মেলল চোখ, যেন হালকা ঘুমের স্তর থেকে জাগিয়ে তুলেছি ওকে। আবার বুজল চোখ। ওর ডান পা নড়ছে দ্রুত।

'ওই দিনের কথা তেমন মনে নেই, অ্যালেক্স। আমাকে ড্রাগ দিয়ে মাথাটার বারোটা বাজিয়ে দিতে চেয়েছিল ক্যাসানোভা।'

'ঠিক আছে। তুমি যেটুকু বললে তা-ই কাজে লাগবে। তুমি বলেছ ক্যাসানোভাকে লাথি মেরেছ। সত্যি লাথি মেরেছ?'

'হ্যাঁ। ব্যথায় আর্তনাদ করে ওঠে সে। পড়ে যায় মেঝেতে।'

আবার লম্বা বিরতি। হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল কেট। ওর গাল গড়িয়ে জল পড়ছে। মুখ ভিজে গেছে ঘামে। সম্মোহন থেকে ওকে জাগিয়ে তোলার তাগিদ অনুভব করলাম তবে ও কেন কাঁদছে বুঝতে পারলাম না ঠিক।

গলা শান্ত রাখার চেষ্টা করে জানতে চাইলাম, 'কী হয়েছে, কেট, কাঁদছ কেন? তুমি ঠিক আছ তো?'

'আমি ওখানে কয়েকটি মেয়েকে ফেলে রেখে এসেছি,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল কেট। 'ওদেরকে আগে খুঁজে পাইনি। আমার মাথায় এমন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল যে ওদেরকে রেখেই চলে এসেছি।'

চোখ মেলল কেট। দৃষ্টিতে আতঙ্ক।

'আমি এত ভয় পেলাম কেন?' জিজ্ঞেস করল সে আমাকে। 'কী হয়েছে?'

'আমি ঠিক জানিনা,' বললাম কেটকে। 'পরে এ নিয়ে কথা বলব।'

আমার উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল সে। এরকম কখনও করেনি সে। ফিসফিস করল। আমি কী এখন একটু একা থাকতে পারি?'

অধ্যায় : ৫৬

সপ্তাহের শেষ দিনে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল কেট। প্রতিদিন ওর সঙ্গে কথা বলা যাবে কিনা জানতে চাইল ও। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। 'তবে এটা ঠিক থেরাপি নয়,' বলল সে আমাকে। নাওমিকে নিয়ে আমাদের মধ্যে দ্রুত এবং দৃঢ় একটি বন্ধন তৈরি হয়েছে।

লস এঞ্জেলসে জেন্টলম্যান কলারের সঙ্গে ক্যাসানোভার যোগাযোগের ব্যাপারে আমরা আর কোনও তথ্য কিংবা ক্লু পেলাম না। লস এঞ্জেলস টাইমস-এর সাংবাদিক বেথ লিবারম্যান আমার সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানাল।

লিবারম্যানের সঙ্গে কথা বলার জন্য লস এঞ্জেলসে উড়ে যেতে চেয়েছিলাম আমি। মানা করল কাইলি ক্রেগ। বলল গিয়ে লাভ হবে না। কারণ আমি কেস সম্পর্কে যা জানি টাইমসের সাংবাদিক তার চেয়ে বেশি জানে না। কাউকে না কাউকে বিশ্বাস করতেই হয়। আমি বিশ্বাস করলাম কাইলির কথা।

সোমবার বিকেলে আমি আর কেট উইকাগিল নদীর তীরের অরণ্যে বেড়াতে গেলাম। ওখানে দু'টি ছেলে খুঁজে পেয়েছিল কেটকে। ক্যাসানোভা সম্পর্কে কেট যা জানে তার চেয়ে বেশি কেউ জানেনা। ওর যদি কিছু মনে পড়ে যায় যথেষ্ট কাজে লাগবে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বর্ণনাও এমন ক্লুর কাজ দেবে যা গোটা ব্যাপারটাকে উন্মুক্ত করে তুলতে পারে।

উইকাগিল নদীর পুব তীরে জঙ্গল। ভেতরে ঢুকেই চুপ হয়ে গেল কেট। দানবটা হয়তো এখানে কোথাও ওঁৎ পেতে আছে, হয়তো লক্ষ্য করছে আমাদেরকে।

'এরকম জঙ্গলে হাঁটাহাঁটি করতে ভাল লাগে আমার। মনে পড়ে যায় আমি এরকম পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছি।,' হাঁটতে হাঁটতে বলল কেট। 'আমি আমার বোনদের সঙ্গে প্রতিদিন নদীতে সাঁতার কাটতে যেতাম। বাবা নিষেধ করতেন। কিন্তু বাবার মানা শুনতাম না।'

আরও কিছুক্ষণ জঙ্গলে হেঁটে বেড়ালাম আমরা। কেট বলল, 'আমার মনে পড়ছে আমি পালাচ্ছিলাম। পালাচ্ছিলাম এরকম একটা জঙ্গল দিয়ে। লম্বা লম্বা ক্যারোলিনা পাইন সূর্যের আলো সেখানে ঢোকার সুযোগ পায়না। বাদুড়ের গুহার মত ভূতুড়ে অন্ধকার। পরিষ্কার মনে আছে বাড়িটা হঠাৎ নেই হয়ে গেল

চোখের সামনে থেকে। এর বেশি কিছু মনে করতে পারছি না। কীভাবে নদীতে ভেসে গেলাম তাও মনে নেই।'

গাড়ি রেখে এসেছি এখান থেকে মাইল দুই দূরে। আমরা এখন উত্তর দিকে চলেছি, নদীর তীর ঘেঁষে। কেটকে এখন আগের চেয়ে ভালো বুঝতে পারি আমি। ও-ও। আমি আমার স্ত্রী মারিয়ার গল্প বললাম ওকে। ওয়াশিংটনে এক গোলাগুলির ঘটনায় গুলি খেয়ে মারা গেছে মারিয়া। আমার দুই বাচ্চার কথা বললাম। কেট শ্রোতা হিসেবে চমৎকার। ও খুব ভালো ডাক্তার হতে পারবে।

বেলা তিনটা পর্যন্ত হাঁটলাম আমরা। চার পাঁচ মাইল রাস্তা তো হেঁটেছিই। খিদে লেগেছে আমার, ব্যথা করছে পা। তবে কেটের তরফ থেকে কোনও অভিযোগ নেই। কারাতে ওর শরীরটাকে চমৎকার শেপে রেখেছে। আমরা এতটা পথ হাঁটলাম অথচ কেটের চোখে পরিচিত কিছুই পড়ল না। বাড়ির কোনও চিহ্নই নেই। নেই ক্যাসানোভার চিহ্ন। গভীর, ঘন জঙ্গলে কোনই ক্লু খুঁজে পেলাম না আমরা।

'এখানে লোকটা থাকে কী করে?' ফিরতি পথ ধরার সময় বিড়বিড় করলাম আমি।

'প্রাকটিস,' গম্ভীর গলা কেটের। 'প্রাকটিস, প্রাকটিস, প্রাকটিস।'

অধ্যায় : ৫৭

চ্যাপেল হিলে ফ্রাঙ্কলিন স্ট্রীটের স্প্যাঙ্কিতে থামলাম আমরা কিছু খেয়ে নেয়ার জন্য। কেটকে রেষ্টুরেন্টের সবাই চেনে। সবাই তাকে স্বাগত জানাল। সোনালি চুলের, পেশীবহুল শরীরের এক বারটেন্ডার, হ্যাক নাম, কেটের সামনেই ওর ঢালাও প্রশংসা শুরু করে দিল।

কেটের বান্ধবী এক ওয়েট্রেস আমাদের সম্মানে রাস্তার দিকে মুখ করা একটি টেবিলে বসতে দিল। কেট জানাল মহিলা দর্শনে ডক্টরেট করেছে। নাম ভার্ডা।

'সেলেব্রিটি হয়ে কেমন লাগছে?' বসতে বসতে মজা করে জানতে চাইলাম আমি।

'বিশ্রী লাগছে, খুবই বিশ্রী,' দাঁতে দাঁত ঘষল কেট। 'শোনো, অ্যালেক্স, আজ রাতে কী আমরা একটু মাতাল হতে পারি?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ও। 'আমি টেকুইলা, এক মগ বিয়ার আর ব্রান্ডি নেব।' বলল ও ভার্ডাকে। নাক কোঁচকাল ওয়েট্রেস।

'আমাকেও একই জিনিস,' বললাম আমি।

আমরা নানা হাবিজাবি জিনিস নিয়ে কথা বলতে লাগলাম। তারপর ওর পরিবারের গল্প করল কেট। জানাল পাঁচবোনের মধ্যে ও সবার ছোট। ওদের নাম সুসান, মারগোরি, ত্রিস্টিন, ক্যারল অ্যান। ক্রিস্টিন আর কেট যমজ বোন। ওদের বাবা মার্টিন কেটের বয়স যখন চার ওই সময় ওদেরকে ছেড়ে চলে যায়। ওরা সংগ্রাম করে বড় হয়ে ওঠে। বোনদের মধ্যে খুব সখ্য ছিল। তবে ওর প্রতিটি বোন একে একে মারা গেছে। মারগোরির ওভারিয়ান ক্যান্সার ধরা পড়ে। ছাব্বিশ বছর বয়সে মারা যায় সে তিনটি বাচ্চা রেখে। তারপর একে একে মারা যায় সুসান, ওর যমজ বোন ক্রিস্টিন এবং ওদের মা।

কেট এ পর্যন্ত বলে বিরতি দিল। মুখ তুলে চাইল আমার দিকে। 'আমি তোমাকে এসব কথা কেন বলছি জানি না। তোমাকে পছন্দ করি বলেই হয়তো বলছি। আমি তোমার বন্ধু হতে চাই। তুমি আমার বন্ধু হও তা চাই। এটা কী সম্ভব?'

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, আমার ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করিয়ে দিল কেট। 'এখনই আবেগের চোটে কিছু বলতে হবে না। আমার বোনদের

সম্পর্কে এখন আর কিছু জানতে চেয়োনা। এমন কিছু আমাকে বলো যা কখনও কাউকে বলো নি।'

'আমার বউ মারিয়াকে হারানোর পর থেকে আমার জীবনটা এলোমেলো হয়ে গেছে, কেট,' সত্যি কথাটাই বললাম ওকে।

'আমি কাজে যাই, ঘরে ফিরে আসি.... কিন্তু বেশিরভাগ সময় ফাঁকা মনে হয় সবকিছু। মারিয়া মারা যাওয়ার পরে এক মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম। টেকেনি সম্পর্ক। এখন আবার নতুন করে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই। জানি না পারব কিনা।' কেট আমার চোখে চোখ রাখল। 'তুমি নিজের সম্পর্কে ভুল ধারণা করে আছ, অ্যালেক্স।'

'আমি তোমার বন্ধু হতে চাই,' অবশেষে বললাম ওকে।

কেটের দিকে তাকিয়ে আছি আমি। মোমবাতির আলোয় অপূর্ব লাগছে ওকে। ক্যাসানোভার কথা মনে পড়ল আবার। নারীর সৌন্দর্য ও চরিত্র বিশ্লেষণে তার জুড়ি নেই।

এ ব্যাপারে সে প্রায় পারফেক্ট।

তৃতীয় খণ্ড

দ্য জেন্টলম্যান কলার

অধ্যায় : ৫৮

রহস্যময় বাড়িটির ভেতরে, সর্পিল হলওয়ের শেষ মাথায় বড় লিভিংরুমে হারেম বানিয়েছে ক্যাসানোভা। বাড়িটি দোতলা। নিচতলায় একটি মাত্র ঘর। দোতলায় ঘরের সংখ্যা কমপক্ষে দশ।

মেয়েদের সঙ্গে সতর্ক পা ফেলে হাঁটছে নাওমি ক্রস। ওদেরকে কমনরুমে যেতে বলা হয়েছে। বন্দিনীর সংখ্যা ছয় থেকে আটের মধ্যে ওঠানামা করে। কখনও কোনও মেয়ে চলে যায় বা অদৃশ্য হয়ে যায়। তবে কখনওই তার স্থান শূণ্য থাকে না। পূরণ হয়ে যায় নতুন মেয়ের আগমনে।

লিভিংরুমে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল ক্যাসানোভা। মুখে আরেকটি মুখোশ। হাতে আঁকা। সাদার উপর উজ্জ্বল সবুজ ডোরাকাটা দাগ। পার্টি মুখোশ। সোনালি রঙের সিল্কের রোব তার গায়ে। নিম্নাঙ্গে কিছু নেই।

ঘরটি বেশ বড়সড়, রুচিসম্মতভাবে সাজানো। মেঝেতে প্রাচ্যদেশীয় কার্পেট। দেয়ালের রঙ অফ-হোয়াইট। সদ্য রঙ করা।

'কাম ইন, কাম ইন লেডিস। লজ্জার কিছু নেই।' ঘরের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে ক্যাসানোভা। দু'হাতে স্টানগান এবং পিস্তল নিয়ে নায়কের পোজ নিয়ে। নাওমির মনে হলো লোকটা মুখোশের আড়ালে হাসছে। যেভাবেই হোক লোকটার মুখ অন্তত: একবারের জন্য হলেও দেখতে চায় সে। তারপর ভুলে যেতে চায় চিরদিনের জন্য।

বড়, আকর্ষণীয় বসার ঘরে ঢুকতেই বুকের ভেতরটা লাফিয়ে উঠল নাওমির। ক্যাসানোভার পাশে টেবিলের উপর তার বেহালা। লোকটা ওর বেহালা চুরি করে এনে এই অদ্ভুত জায়গায় রেখেছে।

ক্যাসানোভা নিচু ছাদের ঘরটিতে হালকা পায়ে অভ্যর্থনাকারীর ভূমিকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিজেকে অভিজাতভাবে উপস্থাপন করতে জানে সে। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর একজন মানুষ।

সোনার লাইটার দিয়ে এক মেয়ের সিগারেট জ্বালিয়ে দিল ক্যাসানোভা। প্রতিটি মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলল। কারও নগ্ন কাঁধ ছুঁলো, কারও গালে টুস্‌কি দিল আদর করে, কারওবা লম্বা, সোনালি চুলে বুলিয়ে দিল হাত।

প্রতিটি মেয়েকেই অসাধারণ লাগছে। প্রত্যেকে তাদের সেরা পোশাকটি পরে এসেছে, সাবধানে করেছে মেকআপ। তাদের সেন্টের সুবাসে ভরপুর ঘর। ইস্, সবাই মিলে যদি লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়া যেত, ভাবল নাওমি। সুযোগ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে একদিন।

'তোমরা কেউ কেউ হয়তো অনুমান করতে পেরেছ,' গলার আওয়াজ জোরাল করে তুলল সে। 'আজ রাতের উৎসবে একটা সারপ্রাইজ আছে। আজ হবে সঙ্গীতের রাত।'

নাওমির দিকে আঙুল তুলল সে, এগিয়ে আসতে ইশারা করল। ওদের সবাইকে একঘরে ডেকে আনার সময় সতর্ক থাকে ক্যাসানোভা। পিস্তলে একটা হাত রেখেছে সে অলস ভঙ্গিতে।

'প্লীজ, আমাদেরকে আজ কিছু বাজিয়ে শোনাও,' বলল সে নাওমিকে। 'তোমার যা ইচ্ছা। নাওমি বেহালা বাজাবে এবং জানি খুব ভালো বাজাবে। লজ্জা পেয়োনা, ডিয়ার।'

নাওমি ক্যাসানোভার উপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না। ওর রোব খোলা। নগ্ন শরীর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সে মেয়েদেরকে মাঝে মাঝে কোনও বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বলে, শোনাতে বলে গান কিংবা আবৃত্তি করতে বলে কবিতা অথবা অতীত জীবনের স্মৃতিচারণ শুনতে চায়। আজ নাওমির পালা।

নাওমি জানে বেহালা না বাজিয়ে উপায় নেই। সিদ্ধান্ত নিল সে দেখিয়ে দেবে তার আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। কাউকে ভয়ও পায় না সে।

বেহালা তুলে নিল নাওমি। তার মূল্যবান বাদ্যযন্ত্র। অসংখ্য স্মৃতি ভিড় করে এল মনে। ছেলেবেলা থেকে সে বেহালা বাজাচ্ছে। 'আমি বাখের সোনাটা নাম্বার ওয়ান বাজানোর চেষ্টা করব,' আস্তে আস্তে বলল নাওমি। 'খুব সুন্দর একটা সুর। আশা করি খুব একটা খারাপ হবে না বাজনা।'

চোখ বুজল নাওমি, কাঁধে তুলে নিল বেহালা। বেহালার বাকি অংশে গাল ঠেকাল। মেলল চোখ। তারপর টান দিল ছড়ে। সাহস আর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাজাতে হবে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল নাওমি।

খুব নিখুঁত হলো না সুর। তবে অন্তর থেকে বাজাচ্ছে নাওমি। কান্না পাচ্ছে ওর, প্রাণপণে ঠেকিয়ে রাখল চোখের জল। তার সমস্ত আবেগের বিস্ফোরণ ঘটল বাখের সোনাটার মাধ্যমে।

'ব্রাভা! ব্রাভা!' বাজনা শেষ হলে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল ক্যাসানোভা।

হাততালি দিল মেয়েরা। হাততালিতে ক্যাসানোভার আপত্তি নেই। নাওমি সুন্দর মুখগুলোর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ওদের বেদনা উপলব্ধি করতে পারে ও। ইচ্ছে করল ওদের সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু ক্যাসানোভা ওদেরকে এখানে ডেকে আনে নিজের শক্তি প্রদর্শনের জন্য। দেখাতে চায়

মেয়েদের উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তার। কথা বলার কোনও সুযোগ দেয় না সে।

ক্যাসানোভা হাত বাড়িয়ে নাওমির কাঁধ ছুঁলো। গরম। চামড়া যেন পুড়ে গেল। 'আজ রাতে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে,' খুব নরম গলায় বলল সে। 'খুব সুন্দর বাজিয়েছ, নাওমি। তুমি যেমন সুন্দরী তেমনি বাজিয়েছ। তুমি যে এখানকার সেরা সুন্দরীদের একজন তা কী তুমি জান, সুইটহার্ট? নিশ্চয়ই জানো।'

সাহস, শক্তি, আত্মবিশ্বাস, মনে মনে বলল নাওমি। সে একজন ক্রস। সে ভয় পেলেও লোকটাকে তা বুঝতে দেবে না। ওকে শায়েস্তা করার একটা উপায় খুঁজে বের করতেই হবে।

অধ্যায় : ৫৯

চ্যাপেল হিলে কেটের অ্যাপার্টমেন্টে এসেছি আমি। অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বাড়িটি নিয়ে কথা বলছি আবার। এ রহস্যের সমাধানের উপায় খুঁজছি। রাত সোয়া আটটার দিকে সদরদরজার কলিংবেল বেজে উঠল। দরজা খুলতে গেল কেট। শুনলাম কারও সঙ্গে কথা বলছে কেট। বুঝতে পারলাম না কে। রিভলভারে হাত চলে গেল আমার, স্পর্শ করলাম হাতল। লোকটিকে ভেতরে ঢুকতে দিল কেট।

কাইলি ক্রেগ। ওর গম্ভীর, শুকনো চেহারা দেখে ধক্ করে উঠল বুক। খারাপ কোনও খবর নয়তো?

'কাইলি বলছে কী নাকি খুব জরুরী দরকার আছে তোমার সঙ্গে।' লিভিংরুমে ওকে নিয়ে ঢুকল কেট।

'শুনলাম তুমি এখানে আছ, অ্যালেক্স। তোমার সন্ধান পেতে অবশ্য বিশেষ কষ্ট করতে হয়নি।' আমার পাশে, নরম সোফায় গা এলিয়ে দিল কাইলি।

'হোটেলে বলে এসেছি রাত ন'টা পর্যন্ত এখানেই থাকব।'

'বললাম তো এজন্যই তোমাকে খুঁজে পেতে পেরেশান হতে হয়নি।'

'হয়েছে কী, কাইলি? আমার খোঁজে এখানে চলে এলে?' জানতে চাইলাম আমি।

'জেন্টলম্যান বেথ লিবারম্যানকে ব্যক্তিগত ভাবে কল করেছিল। খুন হয়ে গেছে মেয়েটা। তার আঙুল কেটে ফেলা হয়েছে। খুন করার পর সে পশ্চিম লস এঞ্জেলসে বেথের অ্যাপার্টমেন্টে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।'

বেথ লিবারম্যানকে আমার পছন্দ হয়নি তবে ওর খুন হওয়ার সংবাদ শুনে মর্মাহত হলাম। 'হয়তো খুনী জানত মেয়েটার বাড়িতে এমন কিছু আছে যা জ্বালিয়ে দেয়া দরকার। বেথের কাছে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য ছিল।'

কাইলি তাকাল কেটের দিকে, 'দেখলেন তো ওর মাথাটা কেমন মেসিনের মত কাজ করে? মেয়েটার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু থাকলেও সেটা সে কম্পিউটারে রেখেছে। আর তার কম্পিউটার এখন আমাদের কাছে।'

আমাকে একতাড়া লম্বা ফ্যাক্স পেপার ধরিয়ে দিল কাইলি। কাগজের নিচে আঙুল দিয়ে দেখাল। লস এঞ্জেলসের এফ বি আই অফিস থেকে এসেছে ফ্যাক্স।

কাগজের লেখাটা পড়লাম আমি। আন্ডারলাইন করা।

ক্যাসানোভা। অত্যন্ত সম্ভাব্য সাসপেক্ট।

ড. উইলিয়াম রুডলফ। অত্যন্ত আজব কিসিমের মানুষ।

বাড়ি: বেভারলি কমস্টক। কর্মস্থল: সিডারস-সিনাই মেডিকেল সেন্টার। লস এঞ্জেলস।

'তবু একটা ক্লু পাওয়া গেল,' বলল কাইলি। 'এ ডাক্তারই জেন্টলম্যান হতে পারে। মেয়েটা একে উদ্ভট বলে সম্বোধন করেছে।'

কেট আমার দিকে তাকাল। তারপর কাইলির দিকে। ও আমাদের দু'জনকেই বলেছিল ক্যাসানোভার পেশা ডাক্তারী হতে পারে।

'লিবারম্যানের নোটে আর কিছু নেই?' জিজ্ঞেস করলাম কাইলিকে।

'এখন পর্যন্ত কিছু পাইনি,' জবাব দিল কাইলি। 'দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা মিস লিবারম্যানকে ড. উইলিয়াম রুডলক সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারব না কিংবা জানতে পারব না কেন সে তার কম্পিউটারে এ নোট লিখেছে। আমাদের ওখানে দুটো নতুন থিওরি নিয়ে কথা হচ্ছে।'

'শুনি তো এফ বি আই লেটেস্ট কী থিওরি তৈরি করল।'

'প্রথম থিওরি হলো সে নিজের কাছেই ডায়েরি পাঠাচ্ছে। ক্যাসানোভা এবং জেন্টলম্যান কলার আলাদা দু'জন খুনী না হয়ে মাত্র একজন খুনিও হতে পারে, অ্যালেক্স। হয়তো দ্বৈতসত্তার অধিকারী সে। ওয়েস্টকোস্টের এফ বি আই ড. ম্যাকটিয়েরম্যানের সঙ্গে কথা বলতে চায়। ওরা এখুনি লস এঞ্জেলসে ওকে নিয়ে উড়াল দিতে অনুরোধ করেছে। তুমি সহ।'

আমাদের যেতে আপত্তি নেই। তবে ওয়েস্টকোস্টের প্রথম থিওরিটি আমার ঠিক পছন্দ হলো না। তবে একেবারে অগ্রাহ্যও করতে পারলাম না। 'আর দ্বিতীয় থিওরি কী?'

'অপর থিওরিটি হলো,' বলল কাইলি, 'খুনী দু'জন। তবে ওরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করছে না বরং প্রতিযোগিতা করছে। একটা ভীতিকর প্রতিযোগীতা, অ্যালেক্স। এ খেলাটা খুব ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে।'

অধ্যায় : ৬০

সে দক্ষিণের একজন জেন্টলম্যান বা ভদ্রলোক।

একজন জেন্টলম্যান স্কলার।

বর্তমানে সে লস এঞ্জেলসের সবচেয়ে সেরা ভদ্রলোক।

কমলা-লালচে রঙের সাগরের লম্বা, আলোর ফলা প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে। লস এঞ্জেলসে মেলরোজ এভিন্যুতে অলস ভঙ্গিতে হাঁটছে ড. উইলিয়াম রুডলফ ওরফে জেন্টলম্যান কলার।

সে বেরিয়েছে কিছু কেনাকাটা করতে। রাস্তা এবং দোকানের মেয়েদেরকে দেখছে সে! আকর্ষণীয় নারীদের বেশিরভাগের বয়স আঠেরো থেকে পঁচিশের মধ্যে। এরা কেউ অ্যাড এজেন্সি কিংবা ল ফার্ম থেকে ছুটির পরে অফিস ত্যাগ করেছে। অনেকের পায়ে হাই হিল, কেউ পরেছে মিনিস্কার্ট। জুতোয় খট্‌খট্‌ শব্দ তুলে হাঁটছে তারা।

জেন্টলম্যান কলার লা ব্রিয়া এবং ফেয়ারফ্যাক্সের মাঝখান দিয়ে হাঁটছে। নাকে ভেসে আসছে সেন্টের ঘ্রাণ। সুন্দরীদের চুলে, লেবু গন্ধ; ওদের চামড়ার হ্যান্ডব্যাগ এবং স্কার্টেও মাদকতাময় গন্ধ মেশানো।

এক স্বর্ণ-কেশীর দিকে তার চোখ আটকে গেল। মেয়েটিকে দেখে রক্তে যেন বান ডাকল জেন্টলম্যানের। সে যেন চিৎকার করে বলতে চাইল আমি চাইলেই তোমাকে পেতে পারি। তোমার কোনও ধারণাই নেই আমি কে- আমি জেন্টলম্যান কলার।

স্বর্ণ-কেশী অপূর্ব সুন্দরী। তার ঠোঁটে লিপস্টিক বা চোখে আইশ্যাডো নেই। কারণ সে জানে এগুলো ছাড়াও তাকে সুন্দর লাগে। ছিপছিপে গড়ন তার, সরু কোমর। সূতির ভেস্ট, র‍্যাপ স্কার্ট আর মোকাসিনের জুতো পরেছে তরুণী। ট্যান করা চামড়া চকচকে।

মেয়েটি অবশেষে তার দিকে তাকাল চোখ তুলে। বুকে যেন ধাক্কা খেল ড. উইল রুডলফ।

ওহ্‌, কী চোখ! মেয়েটি দেখল তার দিকে লম্বা, হালকা-পাতলা গড়নের ত্রিশোর্দ্ধ এক যুবক তাকিয়ে আছে। যুবকের কাঁধ চওড়া অ্যাথলেটদের মত

সুগঠিত শরীর। লম্বা চুল মাথার পেছনে বেণী করে বাঁধা। অক্সফোর্ড ব্লু শার্টের উপর সে সাদা মেডিকেল জ্যাকেট চাপিয়েছে।

নীল দুর্দান্ত যৌনাবেদনময় গভীর চোখ জোড়া রুডলফের চোখে স্থাপন করল স্বর্ণ-কেশী। 'আপনি কী আমাকে কিছু বলতে চাইছেন?'

'দু:খিত, আমি এভাবে কারও দিকে কখনও তাকিয়ে থাকি না।' বলে হাসল জেন্টলম্যান।

'সত্যি কথাটা অন্তত: বলেছেন,' বলল মেয়েটি। সেও হাসছে। বুকের উপর দুলে উঠল সোনালি নেকলেস। জেন্টলম্যানের ইচ্ছে করল নেকলেসটা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে   স্বর্ণ-কেশী বুকে জিভ দিয়ে আদর করে।

'আপনাকে আমি চিনি না,' গলার স্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করল সে। 'তবে আমার মনে হয় আমি যাকে খুঁজছি পেয়ে গেছি।'

'হ্যাঁ, আমারও মনে হয় আমি যা খুঁজছি পেয়ে গেছি,' একটু বিরতি দিয়ে বলল মেয়েটি। তারপর হাসল। 'আপনি কোত্থেকে এসেছেন? স্থানীয় নন নিশ্চয়ই?'

'নর্থ ক্যারোলিনা থেকে,' অ্যান্টিক ক্লথিং স্টোরে ঢোকার দরজাটা মেলে ধরল সে তরুণীকে ভেতরে যেতে দেয়ার জন্য। তরুণী নিতম্বে ঢেউ তুলে ভেতরে ঢুকল। কামনার ছুরিটি আবারও খচ করে বিঁধল তার বুকে। একে তার পেতেই হবে।

অধ্যায় : ৬১

এবারে শুরু হচ্ছে অ্যাকশন। স্বর্ণ-কেশীকে নিয়ে মেলরোজ এভিন্যু ছেড়ে চলে যাচ্ছে জেন্টলম্যান কলার।

নেটিভিটি'র সামনের জানালা দিয়ে বিনোকিউলারে দৃশ্যটা দেখছি আমরা। ড. উইল রুডলফ এবং দোকানের স্বর্ণ-কেশীর উপর ডিরেকশনাল মাইক্রোফোন ফিট করে রেখেছে এফ বি আই।

ঝুঁকিটা নিয়েছে এফ বি আই। এল এ পিডিকেও ব্যাপারটা জানায়নি তারা। এটা টিপিক্যাল ব্যুরো কৌশল, শুধু এবারে ওদের সঙ্গে আছি আমি কাইলি ক্রেগের অনুরোধে। এফ বি আই লস এঞ্জেলসে কেটের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে।

বিকেল সাড়ে পাঁচটা। ক্যালিফোর্নিয়ার সূর্যালোকিত একটি দিন। তাপমাত্রা পঁচাত্তর ডিগ্রি। আমরা অবশেষে একটা দানবের অন্তত: কাছাকাছি যেতে পারছি। ড. উইল রুডলফকে আমার আধুনিক যুগের ভ্যাম্পায়ার মনে হলো। সে বিকেলটা ঘুরে বেরিয়েছে অভিজাত দোকানগুলোর মাঝে: ইক্সু, গ্রাউ, মার্ক ফক্স। তরুণীদের উপর চোখ রাখছে। সে কী সত্যি জেন্টলম্যান কলার?

মেলরোজ এভিন্যুর সাইড স্ট্রীটের পাশে দাঁড় করানো একটি মিনিভ্যানে বসে আছি আমি এফ বি আই'র দু'জন সিনিয়র এজেন্টের সঙ্গে। জেন্টলম্যান বলে সন্দেহ করা লোকটার পেছনে আমাদের মাইক ফিট করা।

'হ্যাঁ, আমারও মনে হয় আমি যা খুঁজছি পেয়ে গেছি,' স্বর্ণকেশীর কণ্ঠ পরিষ্কার শুনতে পেলাম আমরা। মহিলা আমাকে দক্ষিণের অপহৃত ছাত্রীদের কথা মনে করিয়ে দিল। এদেরকে অপহরণ করেছে ক্যাসানোভা। ওর কী দ্বৈতসত্তা রয়েছে?

'কদ্দিন হলো হলিউডে আছেন?' শুনতে পেলাম রুডলফকে জিজ্ঞেস করছে মহিলা। সেক্সি কণ্ঠ। ফ্লার্ট করছে।

'অনেকদিন। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার জন্য।' মৃদু গলা রুডলফের। ডানহাত দিয়ে হালকাভাবে ধরে রেখেছে স্বর্ণ-কেশীর বাম কনুই। জেন্টলম্যান? লোকটার চেহারা খুনীর মত নয়। তবে কেটের বর্ণনার ক্যাসানোভার সঙ্গে মিলে যায় চেহারা। বিশালদেহী, নারীর চোখে অত্যন্ত আকর্ষণীয় পুরুষ এবং

সে একজন ডাক্তার। ওর চোখ নীল- ক্যাসানোভার মুখোশের আড়ালে নীল চোখ দেখেছিল কেট।

'ককফাকারটাকে দেখে মনে হয় সে ইচ্ছে করলেই যে কোনও মেয়েকে পেতে পারে,' এফ বি আই'র এক এজেন্ট আমার দিকে ঘুরে বলল।

এর নাম জন আসারো, মেক্সিকান-আমেরিকান। মাথায় টাক, ঠোঁটের উপর ঘন ঝোঁপের মত গোঁফ। পয়তাল্লিশের কোঠায় বয়স। তার সঙ্গীর নাম রেমন্ড কসগ্রোভ। দু'জনেই ভালো লোক, হাই লেভেল ব্যুরো প্রফেশনাল।

আমি রুডলফ এবং স্বর্ণ-কেশীর উপর থেকে সরিয়ে নিতে পারছি না চোখ। একটা কালো, চকচকে মার্সিডিস কনভার্টি বলের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে সে। কোলাহল পূর্ণ রাস্তা দিয়ে হাঁটছে ওরা। তবে ডিরেকশনাল মাইকের দৌলতে সমস্ত কথাই শুনতে পাচ্ছি। সার্ভিলেন্স কার-এর সবাই নিশ্চুপ।

'ওটা আমার গাড়ি, স্পোর্ট। প্যাসেঞ্জার সীটে বসা লাল চুলের মেয়েটা আমার ডার্লিং।' বলে রুডলফের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল স্বর্ণ-কেশী। রাস্তা পার হয়ে গাঁ গাঁ করে এগিয়ে গেল মার্সিডিসের দিকে। তার বান্ধবীর লাল চুল খাঁটো করে ছাটা, কানে রূপোলি দুল শেষ বিকেলের সূর্যের আলোয় ঝিলিক দিল। স্বর্ণ-কেশী ঝুঁকল, চুমু খেল বান্ধবীর অধরে।

ড. উইল রুডলফ লক্ষ করছে ওদেরকে। তবে ওকে আপসেট মনে হলো না। সাদা জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে সে। তাকে রিল্যাক্স মনে হচ্ছে। যেন কিছুই ঘটেনি। আমরা কী জেন্টলম্যান কলারের মুখোশ দেখছি?

মার্সিডিস রুডলফকে পাশ কাটানোর সময় দুই সমকামী নারী তাকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসল সে।

ডিরেকশনাল মাইকে তার হিসহিসে কণ্ঠ ভেসে এল। 'চিয়াও, লেডিস। ভেনিস বীচে তোমাদেরকে কেটে টুকরো করে পাখিদের খাওয়াব। তোমাদের গাড়ির লাইসেন্স প্লেট নাম্বার আমি টুকে রেখেছি, গর্দভের দল।'

অধ্যায় : ৬২

ড. উইল রুডলফের পিছু নিয়ে বেভারলি কমস্টকে তার বিলাসবহুল পেন্টহাউজের অ্যাপার্টমেন্টে গেলাম আমরা। এফ বি আই জানত সে কোথায় থাকে। তবে এল এ পিডিকে জানায় নি। আমাদের গাড়ির মধ্যে টেনশন আর হতাশা। এফ বি আই লস এঞ্জেলস পুলিশের সঙ্গে বিপজ্জনক খেলায় মেতে উঠেছে।

রাত এগারটার দিকে ওখান থেকে চলে এলাম আমি। রুডলফ চারঘন্টারও বেশি সময় ধরে ভেতরে আছে। এফ বি আই এজেন্টরা বলল কোনও ঘটনা ঘটলে কিংবা ড. রুডলফ আবার শিকারে বেরুলে তারা আমাকে ফোন করবে। মেলরোজে শিকার ধরতে ব্যর্থ হয়েছে রুডলফ। আমার ধারণা শীঘ্রি সে শিকার ধরার জন্য বেরুবে।

যদি সে সত্যি জেন্টলম্যান হয়ে থাকে।

সানসেট অ্যান্ড সেপুলভেডায় হলিউড ইন-এ গেলাম আমি। কেট ম্যাকটিয়েরনান ওখানে থাকে। এফ বি আই তাকে ক্যালিফোর্নিয়া উড়িয়ে নিয়ে এসেছে কারণ সে অন্য যে কারও চেয়ে ক্যাসানোভা সম্পর্কে বেশি জানে। ক্যাসানোভা এবং খুনী এক ব্যক্তি কিনা কেট হয়তো চিহ্নিত করতে পারবে। লস এঞ্জেলসে এফ বি আই অফিসে দিনের বেশিরভাগ সময় কেটের কেটেছে সাক্ষাৎকার দিয়ে।

কেটের ঘরের দরজায় কড়া নাড়ালাম। ও খুলে দিল দরজা। 'ঘুম আসছে না। অপেক্ষা করছিলাম,' বলল ও। 'কী হয়েছে। সব বলো আমাকে।'

অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় মূড ভালো নেই আমার। তাই সংক্ষেপে বললাম, 'কিছুই ঘটেনি।'

মাথা দোলাল কেট। আরও কিছু শুনতে চাইছে। ও হালকা নীল রঙের ট্যাঙ্ক টপ পরেছে, খাকি শর্টস। উত্তেজিত হয়ে আছে কেট। মেলরোজ এভিন্যুতে কী ঘটেছে বললাম ওকে। জানালাম ড. উইল রুডলফকে প্রায় হাতেনাতে ধরতে যাচ্ছিলাম আমরা। 'ওকে দেখতে ভদ্রলোকের মতই লাগছিল। আচার-আচরণও ভদ্রলোকের মত.... তবে স্বর্ণ-কেশী মেয়েটা ওকে রাগিয়ে দিয়ে সব ভন্ডুল করে ফেলে।'

'লোকটা দেখতে কেমন?' জানতে চাইল কেট। ও সাহায্য করতে আগ্রহী। এজন্য ওকে দোষ দেয়া যায় না। কারণ এফ বি আই তাকে লস এঞ্জেলসে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে, তারপর হোটেল রুমে দিন-রাতের বেশিরভাগ সময় বেকার কাটছে তার।

'তুমি কী রকম অনুভব করছ বুঝতে পারছি, কেট। এফ বি আই'র সঙ্গে কথা বলেছি আমি। কাল আমার সঙ্গে যাবে তুমি। হয়তো সকালে লোকটার সঙ্গে দেখাও হয়ে যেতে পারে।'

মাথা ঝাঁকাল কেট। 'ঠিক আছে। এখন ঘুমাতে যাও। কালকেরটা কাল দেখা যাবে।'

আমি নিজের ঘরে গেলাম। বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ভাবছি কেটের কথা। খাকি শর্টস পরা অপূর্ব দেহ সৌষ্ঠব ভেসে উঠল চোখে। মনে মনে আশা করলাম দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনব। আমরা হলিউডে আছি। আর সিনেমায় তো এরকমই ঘটে, তাই না?

তবে কেট আমার দরজায় কড়া নাড়তে এলনা। সিনেমা আর বাস্তব জীবন এক নয়।

অধ্যায় : ৬৩

সকাল সোয়া আটটা। লস এঞ্জেলসে সেডারস-সিনাই মেডিকেল সেন্টার থেকে আধা ব্লক দূরে একটি সাগর নীল টারাস গাড়িতে বসে আছি আমি আর কেট। বাতাসে একটা ইলেকট্রিকাল সাউন্ড যেন প্রকান্ড এক জেনারেটরে চলছে নগরী।

আমি নার্ভাস এবং আড়স্ট; শরীর কেমন ভোঁতা লাগছে, পেটের ভেতরটা শিরশির করছে। ঘুম কম হওয়ার কারণ। আর অতিরিক্ত পরিশ্রম।

'ওইযে ড. উইল রুডলফ। বি এম ডব্লু থেকে নামছে,' কেটকে বললাম আমি।

'সুদর্শন,' বিড়বিড় করল কেট। 'হাঁটার ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় খুব আত্মবিশ্বাসী।'

আর কোনও কথা বলল না কেট। তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে ড. রুডলফকে। এই কী জেন্টলম্যান কলার? সে কী ক্যাসানোভাও? নাকি আমরা সাইকোপ্যাথিক কারণে এমন কাউকে খুঁজছি যার সম্পর্কে আমাদের ধারণা মোটেই স্পষ্ট নয়?

নগরীর তাপমাত্রা এখন ষাট ডিগ্রিরও নিচে। চনমনে হাওয়া বইছে। কেট পরেছে পুরানো কলেজ স্যুয়েটসুট, হাইটপড় রানিং শূ, ডাইমস্টোর সানগ্লাস। লম্বা, বাদামী চুল পনিটেল করে বাঁধা।

'অ্যালেক্স, এফ বি আই কী ওকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে? বিনোকিউলার থেকে চোখ না সরিয়েই জিজ্ঞেস করল কেট। 'ওরা কী এখানে আছে এখন? হারামজাদাটা পালাতে পারবে নাতো?'

আমি মাথা ঝাঁকালাম। 'লোকটা যদি এমন কিছু করে, এমন কিছু যাতে প্রমাণ হয়ে যায় সে আসলে জেন্টলম্যান, এফ বি আই ওকে ধরে ফেলবে। অ্যারেস্ট করবে।'

দেখলাম বি এম ডব্লু থেকে নেমে এল ড. উইল রুডলফ। হাসপাতালের পশ্চিমে প্রাইভেট লটে গাড়ি পার্ক করেছে। পরনে ইউরোপীয় স্টাইলের চারকোল গ্রে সুট। চমৎকার ছাঁট, দেখলেই বোঝা যায় খুব দামী। এর সুটের দাম দিয়ে ওয়াশিংটনে আমার বাড়ি কেনা যাবে। আর বাদামী চুল বেলুনী করে মাথার পেছনে বাঁধা। কাছিমের ফ্রেমের গাঢ় সানগ্লাস চোখে।

ইচ্ছে করল এক দৌড়ে পার্কিং লটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি লোকটার উপর। দাঁতে-দাঁত চেপে রইলাম। ব্যথা হয়ে গেল চোয়াল। কেট ড. উইল রুডলফের উপর থেকে সরিয়ে নিতে পারছে না চোখ। ও কী ক্যাসানোভাও? নাকি দু'জনে একই ব্যক্তি? একটাই দানব?

দেখলাম রুডলফ হাসপাতালের পার্কিং লট হেঁটে পার হলো। ক্ষিপ্র, দীর্ঘ পদক্ষেপ। অদৃশ্য হয়ে গেল হাসপাতালের ধূসর ধাতব দরজার ওপাশে।

'ডাক্তার,' ডানে বামে মাথা নাড়ছে কেট। 'অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে, অ্যালেক্স। আমার ভেতরটা কাঁপছে।'

কার রেডিওর খরখর আওয়াজে চমকে উঠলাম দু'জনেই। ভেসে এল জন আসারোর গম্ভীর গলা।

'অ্যালেক্স, লোকটাকে দেখলে তো? মিস ম্যাকটিয়েরনান কী বলছেন? মিঃ স্কুইরেলের ব্যাপারে তার মতামত কী?'

আমি তাকালাম কেটের দিকে। ওকে তেমন আত্মবিশ্বাসী মনে হলো না। অস্বস্তিতে ভুগছে যেন।

'মনে হয় না ও ক্যাসানোভা,' অবশেষে মুখ খুলল কেট। মাথা নাড়ছে। 'ক্যাসানোভার সঙ্গে এর শারীরিক গঠন মেলে না। ক্যাসানোভা হালকা পাতলা.... হাঁটাচলার স্টাইলও অন্যরকম। আমি শতভাগ নিশ্চিত নই, তবে মনে হয়না ও ক্যাসানোভা। গড ড্যামিট।' হতাশ শোনাল মেয়েটির কণ্ঠ।

মাথা নেড়েই চলেছে কেট। 'আমি প্রায় নিশ্চিত ও ক্যাসানোভা নয়, অ্যালেক্স। ওরা অবশ্যই আলাদা দু'জন। দুই মিঃ স্কুইরেল।' আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ও।

কেট যখন জোর দিয়ে বলছে তখন ওরা নিশ্চয় আলাদা দু'জন মানুষ। ওরা কী পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে? ওদের কোস্ট-টু-কোস্ট খেলাটা কী নিয়ে।

অধ্যায় : ৬৪

'বেভারলি হিলস মেডিকেলে লোকটা কীরকম কামাচ্ছে কেট?' আমার পার্টনারকে জিজ্ঞেস করলাম। আমরা এখনও ডাক্তারদের পার্কিং লটে গাড়িতে বসে আছি। রুডলফের ঝাঁ চকচকে নতুন বি এম ডব্লুর দিকে চোখ আমাদের।

'প্রতিবার ভিজিট সম্ভবত: দেড়শ ডলার। বছরে কমপক্ষে ছয়শ হাজার ডলার কামায় সে। এছাড়া সার্জারী ফীও রয়েছে, অ্যালেক্স।'

আমি গালে হাত ঘষতে ঘষতে বললাম, 'গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে প্রাইভেট প্রাকটিসে গেলেই ভালো করতাম। বাচ্চাদের নতুন জুতো কিনে দিতে পারতাম।'

হাসল কেট। 'তুমি ওদেরকে খুব মিস করছ, অ্যালেক্স, না? বাচ্চাদের কথা সারাক্ষণ শুনি তোমার মুখে। ডেমন আর জেনি। পুলবল-হেড আর ভেলক্রো।'

আমি ফিরিয়ে দিলাম হাসি। কেট আমার বাচ্চাদের ডাকনাম জানে। 'হ্যাঁ। খুব মিস করছি। আমার বাচ্চারা, আমার ছোট্ট বন্ধু।'

হাসছে কেট। ওকে হাসাতে পারলে ভালো লাগে আমার। হাসি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

কালো বি এম ডব্লু ক্যালিফোর্নিয়ার সূর্যালোকে জ্বলজ্বল করছে। কাইলি চায় জেন্টলম্যান কলার ধরা পড়লে আমি যেন তাকে জেরা করি। আশা করে আমি সবকিছু রিপোর্ট করব তাকে। আমার ধারণা কাইলি নিজে ক্যাসানোভাকে পাকড়াও করতে চাইছে।

'তোমার কী ধারণা ওরা সত্যি প্রতিযোগিতা করছে?' একটু পর আমাকে জিজ্ঞেস করল কেট।

'ঠিক বলতে পারব না,' সংক্ষেপে জবাব দিলাম আমি।

কেট আর আমি অপেক্ষা করছি রুডলফের জন্য। বেলা দুটোর দিকে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল সে। স্টুডিও ড্রাইভের পশ্চিমে, নর্থ বেডফোর্ডের অফিসে চলে গেল সোজা গাড়ি নিয়ে। ওখানে রোগী দেখল রুডলফ। বেশিরভাগ মহিলা। ড. রুডলফ প্লাস্টিক সার্জন। মেয়েরা তার উপর ভরসা করে.... তাকে পছন্দ করে।

সাতটা নাগাদ বাড়ির পথ ধরল রুডলফ। ওর পিছু নিলাম আমরা। বছরে ছয়শো হাজার ডলার, ভাবলাম আমি। দশ বছরেও এত টাকা কামাই করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জেন্টলম্যান কলার হওয়ার জন্য এত টাকা দরকার তার? ক্যাসানোভাও কি ধনী? এজন্যই নিখুঁতভাবে অপরাধগুলো সংঘটিত করতে পারছে?

প্রশ্নগুলো আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল।

আমি ট্রাউজারের পকেট হাতড়ে একটা ইনডেক্স বের করলাম। ক্যাসানোভা আর জেন্টলম্যানের উপর ছোট একটি তালিকা তৈরি করেছি এতে। কার্ডটি সবসময় সঙ্গে রাখি আমি।

ক্যাসানোভা	জেন্টলম্যান
১) সংগ্রহকারী	১) ফুল উপহার দেয়-সেক্সুয়াল?
২) হারেম আছে	২) প্রচন্ড হিংস্র ও বিপজ্জনক
৩) শিল্পী, মুখোশ ব্যবহার করে...... নিজের ব্যক্তিত্ব বা মুড বোঝাতে?	৩) সকল ধরণের সুন্দরী তরুণীকে অপহরণ করে।
৪) ডাক্তার?	৪) অত্যন্ত সুসংগঠিত
৫) ভিক্টিমদের ভালোবাসে বলে দাবি করে	৫) খুন করে নৃশংসভাবে
৬) ভায়োলেন্স ভালোবাসে	৬) ডাক্তার
৭) আমার সম্পর্কে জানে	৭) ঠান্ডা মাথার খুনী......কসাই
৮) গ্যারি সোনেজির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে?	৮) স্বীকৃতি ও খ্যাতি চায়
৯) এল. এ জেন্টলম্যানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা রত?	৯) সম্ভবত: ধনী- পেন্থহাউজ অ্যাপার্টমেন্ট, ১৯৮৬ সালে ডিউক মেডিকেল কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন করেছে। বেড়ে উঠেছে উত্তর ক্যারোলিনায়।

আমি কেটের সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে ঘোরাঘুরির সময় রুডলফ এবং ক্যাসানোভার মধ্যেকার যোগাযোগ নিয়ে আরও নানা কথা ভাবতে লাগলাম। প্রাসঙ্গিক একটি সাইকোলজিকাল পরিস্থিতির কথা মাথায় এল। একে ইংরেজিতে বলে টুইনিং। দুই দানবের মধ্যেকার উদ্ভট সম্পর্ক টুইনিংয়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দুর্জন নি:সঙ্গ মানুষের মধ্যে একত্রিত হওয়ার তীব্র বাসনার সৃষ্টি করে টুইনিং। একবার তারা একসঙ্গে হতে পারলে 'একত্রিত' হতে ওঠে; তারা পরস্পরের উপর হয়ে ওঠে নির্ভরশীল। তবে মাঝে মাঝে তারা প্রচন্ড রকম পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

কেটকে টুইনিং-এর আইডিয়াটা খুলে বললাম। ওরও যমজ বোন ছিল।

'যমজ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজন আরেকজনের উপর কর্তৃত্ব করতে চায়,' বললাম ওকে। 'তুমি এবং তোমার বোনের ক্ষেত্রেও কী এরকম কিছু ঘটেছে?'

কেট জানাল, 'ক্রিস্টিনের সঙ্গে স্কুলে একটা প্রতিযোগিতা লেগে থাকত। ওর চেয়ে ভালো ছাত্রী ছিলাম আমি।' একটু থেমে যোগ করল ও, 'আমি যমজদের নিয়ে কিছু পড়াশোনা করেছি।' টুইনিং অত্যন্ত শক্তিশালি একটি কাঠামো তৈরি করে। তারা সে কাঠামোর ভেতরে থেকে জটিলভাবে কাজ করে। তুমি এরকম কিছু বলতে চাইছ কি?'

'হ্যাঁ। ক্যাসানোভা এবং জেন্টলম্যান কলার ইমোশনাল সাপোর্ট সিস্টেমের মাধ্যমে একের পর এক নিখুঁত অপরাধ সংঘটিত করে চলেছে।'

প্রশ্নটা মনে ঘুরপাক খেতে লাগল-ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কোথায়? ডিউকে? ক্যাসানোভাও কি ওখানকার ছাত্র ছিল? হতে পারে। শিকাগোর লিওপার্ড-লোয়েব কেসের কথা মনে পড়ে গেল আমার। *দু'টি অত্যন্ত স্মার্ট ছেলে, গোপনে নিষিদ্ধ কাজকাম করত। যত রাজ্যের আকাম কুকাম করত তারা। কারণ ওরা ছিল একা, কারও কথা বলার সঙ্গী ছিল না....*

আমি কি আমার ধাঁধার জবাব পেয়ে যাচ্ছি? ভাবলাম আমি। জেন্টলম্যান এবং ক্যাসানোভা কী টুইনিং? তারা কী আসলে একসঙ্গে কাজ করছে? এদের খেলার উদ্দেশ্যটা কী? কী খেলা খেলছে তারা?

অধ্যায় : ৬৫

আমরা নানা বিষয় নিয়ে কথা বলছি। টের পাচ্ছি কেটের প্রতি একটা আকর্ষণ তৈরি হচ্ছে আমার। কেট আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নানা প্রশ্ন করল। জানতে চাইল আমি এখনও কেন কারও সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলিনি। আমার এক প্রশ্নের জবাবে বলল সে কারও সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে ভয় পায়। ভয় পায় কারণ তার ধারণা সে তার বোনদের মত ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে।

'আমাদের দু'জনের কিছু কিছু ব্যাপারে বেশ মিল আছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলাম আমি।

'হয়তো আমরা দু'জনেই হারানোর ভয়ে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই না,' বলল কেট। 'ভালোবেসে হারানোর চেয়ে ভয় পাওয়াই বরং ভালো।'

এ বিষয় নিয়ে দু'জনেই হয়তো আরও কিছুক্ষণ আলাপ চালিয়ে যেতাম, থেমে গেলাম ড. উইল রুডলফকে দেখে। ড্যাশ-বোর্ডের ঘড়ি দেখলাম। দশটা কুড়ি।

আপাদমস্তক কালো পোশাকে মোড়া রুডলফের। এবার বি এম ডব্লুর বদলে সাদা একটি রেঞ্জ রোভার নিয়ে এসেছে। চেহারা দেখে মনে হলো সদ্য গোসল সেরেছে। হয়তো ঘুমিয়েও নিয়েছে কিছুক্ষণ। ওর উপর ঈর্ষা হলো আমার।

গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। অনুসরণ শুরু করলাম রুড়লফকে। এফ বি আই'র কোনও কাভারেজ চোখে পড়ল না, তবে আমি নিশ্চিত কাছে পিঠেই আছে ওরা।

ব্যুরো এখনও এল এ পিডিকে ঢোকায়নি এর মধ্যে। এ বিপজ্জনক খেলা, তবে এফ বি আই'র জন্য অস্বাভাবিক কিছু নয়। যে কোনও কাজের জন্য নিজেদেরকে সেরা পুলিশম্যান বলে দাবি করে ওরা। ভাবে তারাই চূড়ান্ত অথরিটি। এটাকে ইন্টারস্টেট ক্রাইম হিসেবে নিয়েছে ওরা, তাই নিজেরাই সমাধান করতে চাইছে।

'ভ্যাম্পায়ার সবসময় রাতে শিকার ধরতে বেরোয়,' বলল কেট। আমরা দক্ষিণে ছুটে চলেছি। 'আমার কাছে এরকমই মনে হচ্ছে, অ্যালেক্স। ব্রাম স্টোকারের দ্য জেন্টলম্যান কলার। বাস্তব জীবনের হরর গল্প।'

কেটের অনুভূতি বুঝতে পারছি আমি। আমারও তেমনই লাগছে। 'ও একটা দানব। তবে দানবটাকে নিজেই নিজের মধ্যে সৃষ্টি করেছে সে। ক্যাসানোভাও তাই।'

আমরা রওনা হওয়ার পরপরই রেডিওতে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করল এজেন্ট আসারো এবং কসগ্রোভ। উইল রুডলফকে অনুসরণের দায়িত্ব ওদের উপর বর্তেছে। আমরা এখনও জানি না সে-ই জেন্টলম্যান কিনা। আমাদের কাছে কোনও প্রমাণ নেই। ড. রুডলফের ব্যাপারে কোনও প্রমাণ এখনও জোগাড় করতে পারি নি।

পশ্চিমে ছুটে চলেছে রেঞ্জ রোভার। অবশেষে সানসেট ড্রাইভ মোড় নিল রুডলফ। ছুটে চলল প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ে ধরে। এরপর উত্তরে ইউ.এস হাইওয়ে ওয়ান ধরল সে। লস এঞ্জেলসের ভেতরের রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় নিয়ন্ত্রিত গতি সীমায় গাড়ি চালিয়েছে রুডলফ। কিন্তু খোলা রাস্তায় ওঠা মাত্র সে যেন উড়তে শুরু করল।

'লোকটা যাচ্ছে কোথায়? আমার কলজে এসে গলায় ঠেকেছে,' বলল কেট।

'ভয় নেই। কিছু হবে না,' বললাম আমি। মনে হচ্ছে আমরা যেন ওর সঙ্গে একা আছি। ব্যাটা আসলেই কোথায় যাচ্ছে? শিকারে বেরিয়েছে?

অনেকক্ষণ ধরে চলল অনুসরণ। দেখলাম ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলের আকাশে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তারা। ছয় ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। এখনও হাইওয়ে ওয়ান ধরে ছুটে চলেছি। বিগ সার স্টেট পার্ক লেখা কাঠের একটা সাইন পোস্টের সামনে অবশেষে থামল রেঞ্জ রোভার। আমরা একটা অ্যান্টিক ভ্যানের পাশ কাটালাম। ওটার বাম্পারে সাঁটা স্টিকারে লেখা: VISUALIZE INDUSTRIAL COLLAPSE

'কল্পনা করো ড. উইল রুডলফের বড় ধরণের স্ট্রোক হয়েছে,' রাগে গরগর করল কেট।

মেইন হাইওয়ে ত্যাগ করার সময় ঘড়ি দেখলাম। 'তিনটা বাজে। মনে হয় না ব্যাটা এত রাতে বদ মতলবে কোথাও যাবে।'

'লোকটা তো একটা ভ্যাম্পায়ার,' বিড়বিড় করল কেট। বুকের উপর শক্ত ভাবে ভাঁজ করা হাত। সারাটা পথ এভাবেই বসে আছে ও। 'প্রিয় কফিনে ঘুমাবে সে আজ।'

'ঠিক বলেছ। তারপর সুযোগ বুঝে ওর বুকে কাঠের গোঁজ ঢুকিয়ে দেব,' বললাম আমি। আমি একটা বড়ি খেয়ে নিয়েছি। কেট খায়নি।

যেতে যেতে বেশ কিছু দিক নির্দেশনা সাইন দেখলাম: পয়েন্ট সার, ফেইফারবীচ, বিগ সার-লজ, ভেন্টানা, দ্য ইসালেন ইন্সটিটিউট। উইল রুডলফ বিগসার লজ, সিকামোর ক্যানিয়ন, বটচারস গ্যাপ. ক্যাম্পগ্রাউন্ডের দিকে ছুটে চলেছে।

'ও বোধহয় ইসালেনে যাবে,' বলল কেট, 'ধ্যান করা শিখবে।'

'ব্যাটার আসলে মতলবটা কী?' বেশ জোরেই বললাম কথাটা। ও আর ক্যাসানোভা কী করছে? এখন পর্যন্ত কিছুই ধারণা করতে পারছি না। 'জঙ্গলে কোথাও ওর গোপন আস্তানা থাকতে পারে, কেট। ক্যাসানোভার মত সেও হয়তো একটা হাউজ অব হররসের মালিক।'

টুইনিং। আবার মনে এল শব্দটা। এটা অর্থহীন কোনও শব্দ নয়। ওরা পরস্পরকে সমর্থন যুগিয়ে চলছে। দুই দানবের সমান্তরাল রাস্তা। কিন্তু ওদের সাক্ষাৎ হয়েছে কোথায়? ওরা কী একসঙ্গে কখনও শিকার করেছে? আমার সন্দেহ হলো করেছে।

সাদা রেঞ্জ রোভার পাহাড়ি, আঁকাবাঁকা একটা রাস্তা ধরেছে। সরু ফিতের মত হাইওয়ের দু'পাশে প্রাচীন, গম্ভীর রেডউডের সারি। ম্লান, পূর্ণিমার চাঁদ যেন সোজা রোভারটার সঙ্গে ছুটে চলেছে। পিছু নিয়েছে।

নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে গাড়িটিকে অনুসরণ করে চললাম আমি যাতে ওর চোখে পড়ে না যাই। প্রকান্ড ফার গাছগুলো যেন আমাদের গাড়ির পাশ দিয়ে ভেসে চলেছে। ঘন ছায়া। হেডলাইটের আলোয় হলুদ একটি সাউনবোর্ড ঝলসে উঠল: *বৃষ্টির সময় প্রবেশ নিষেধ।*

'ওই যে ও, অ্যালেক্স,' কেটের সতর্কবাণী এল একটু দেরীতে। 'দাঁড়িয়ে পড়েছে।'

আমরা রেঞ্জ রোভারের পাশ কাটিয়ে গেলাম। চশমা ঢাকা চোখে যেন কটমট করে দেখল আমাদেরকে জেন্টলম্যান।

ও দেখে ফেলেছে আমাদেরকে।

অধ্যায় : ৬৬

মেইন রোড থেকে আড়াল করা, নুড়ি পাথর বিছানো নোংরা একটা রাস্তায় মোড় নিয়েছিল ড. উইল রুডলফ। গাড়ির মধ্যে ঝুঁকে পেছনের সীট থেকে কী যেন তুলে আনছিল সে। আমাদের গাড়ির দিকে ঠান্ডা, প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল।

আমি রুডলফের গাড়ির পাশ কাটিয়ে আরও কয়েকশ গজ এগিয়ে গেলাম, একটা বাঁকের ধারে এসে গতি কমালাম আমার গাড়ির। সামনে জীর্ণ, ধাতব সাইনবোর্ড। নির্দেশ করছে সামনের রাস্তা যথেষ্ট বিপজ্জনক।

'ও একটা কেবিনের সামনে গাড়ি থামিয়েছে,' এফ বি আই'র টু-ওয়ে রেডিওতে বললাম আমি, 'নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে।'

'দেখেছি। ওকে আমরা পেয়েছি, অ্যালেক্স,' টু-ওয়ে রেডিওতে ভেসে এল জন আসারোর কণ্ঠ। 'আমরা এখন কেবিনের অপর পাশে। ভেতরটা অন্ধকার। আলো জ্বেলেছে ও। শালাকে ধরার চমৎকার জায়গা এটা।'

কেট আর আমি। নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। ওর চেহারা শুকনো। তাপমাত্রা চল্লিশের ঘরে, ত্রিশ ডিগ্রিও হতে পারে। হুহু করে বইছে পাহাড়ি বাতাস। তবে কেট শুধু ঠান্ডায় কাঁপছে না।

'ওকে শীঘ্রি ধরব আমরা,' আমি বললাম ওকে। 'লোকটা ভুল পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে।'

'ওটা হয়তো আরেকটা হাউজ অব হরর। তুমি ঠিকই বলেছ,' নিচু গলায় বলল কেট। ওর চোখ বিস্ফারিত। হাসপাতালের পর এই প্রথম ওকে এরকম চেহারায় দেখছি আমি। 'অনুভূতিটা প্রায় একই রকম হচ্ছে... অ্যালেক্স। ছমছম করছে গা। আমার বোধহয় সাহস খুব কম, না?'

'বিশ্বাস করো, কেট। এ মুহূর্তে আমারও কেমন ভয় ভয় লাগছে।'

উপকূল থেকে ভেসে আসা ঘন কুয়াশা আমাদেরকে ঘিরে পাক খাচ্ছে। পেটের ভেতরটা শীতল ঠেকল।

কেটকে নিয়ে জঙ্গলের অন্ধকার পর্দা ভেদ করে কেবিনের দিকে পা বাড়ালাম। আকাশ ছোঁয়া রেডউড আর ফার গাছের মাঝ দিয়ে শিস তুলে বইছে উত্তুরে হাওয়া, আর্তনাদ ছাড়ছে। আমি জানি না এখানে কী দেখব।

দক্ষিণে ক্যাসানোভার একটা বাড়ি আছে, ঘন জঙ্গলের মধ্যে। যে বাড়ি হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যায় চোখের সামনে থেকে, যেখানে এক ঝাঁক তরুণীকে বন্দি করে রেখেছে সে।

লস এঞ্জেলস টাইমসের ভূতুড়ে ডাইরির কথা মনে পড়ল আমার। নাওমিকে কী এখানে সাইকোপ্যাথিক কোনও কারণে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে? ওকে হয়তো কেবিনে-কিংবা আশপাশে কোথাও আটকে রেখেছে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। বাতাসের আর্তনাদে গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল আমার। সামনেই ছোট একটা কুটির বা কেবিন দেখতে পাচ্ছি। গোলাপি রঙের, সাদা দরজা, জানালায়ও সাদা রঙ করা। গরমের ছুটি কাটানোর জন্য আদর্শ কেবিন।

'এ কেবিনের সঙ্গে ক্যাসানোভার বাড়ির কোনও মিল চোখে পড়ছে?' জিজ্ঞেস করলাম কেটকে।

'না। আমি কেবল বাড়ির ভেতরটা দেখেছি, অ্যালেক্স। আশা করি এটা অদৃশ্য হয়ে যাবে না।'

কেবিনটি ভ্যাকেশন হোম হিসেবে বানানো হয়েছে। দেখে মনে হলো তিন চারটে বেডরুম আছে।

কেবিনের দিকে এগোবার সময় অস্ত্র বের করে হাতে নিলাম। এর নাম গ্লক। ওজন এক পাউন্ডের কিছু বেশি। বেশ কাজে দেয়।

জঙ্গলের মধ্যে উঠোনের মত একটা জায়গায় চলে এলাম আমরা। বাড়িটিতে মাত্র দু'টি বাতি জ্বলছে। একটি সামনের বারান্দায় দ্বিতীয়টি কেবিনের পেছনে। পেছনের দিকটা অন্ধকার বলে সেদিকে পা বাড়ালাম আমি। আমার পেছন পেছন কেট আসছিল। ওকে হাত তুলে ইশারা করলাম জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার জন্য।

এ জেন্টলম্যান কলার হতে পারে, নিজেকে সতর্ক করলাম আমি। খুব সাবধানে এগোতে হবে। এটা ফাঁদ হওয়াও বিচিত্র নয়। এখানে যা খুশি ঘটতে পারে। এখানে ভবিষৎদ্বানী করার কোন অবকাশ নেই।

পেছনের বেডরুমের একটা জানালা দেখতে পাচ্ছি। আমি কুটিরের দেয়াল থেকে বড় জোর দশ কদম দূরে আছি, এমন সময় দেখতে পেলাম ওকে।

ড. উইল রুডলফ ছোট কাঠের প্যানেলে ঘেরা ঘরে পায়চারি করছে। কথা বলছে আপন মনে। উত্তেজিত। বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ করা। আমি আরেকটু এগিয়ে গেলাম সামনে। দেখলাম দরদর করে ঘামছে রুডলফ।

রুডলফ হঠাৎ কাকে উদ্দেশ্য করে যেন চেঁচিয়ে উঠল.... কিন্তু ঘরে অন্য কেউ নেই।

তার ঘাড় এবং মুখ টকটকে লাল। আবার চিৎকার করল সে.... আবার। *কিন্তু কেউ নেই।*

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে সে। যেন ছিঁড়ে যাবে গলার রগ।

ওকে এ অবস্থায় দেখে ঠান্ডা হয়ে এল আমার হাত পা, আস্তে সরে এলাম কেবিনের সামনে থেকে।

তবে ওর কণ্ঠ এখনও শুনতে পাচ্ছি, শব্দগুলো বাড়ি মারছে কানে: জাহান্নামে যাও তুমি, ক্যাসানোভা! কিস দা গার্লস! এখন থেকে কুত্তি মাগীগুলোকে চুমু খাও!

অধ্যায় : ৬৭

'ক্রস করছেটা কী?' জন আসারো জিজ্ঞেস করল তার সঙ্গীকে। ওরা কেবিনের অন্য পাশে, ঘন জঙ্গলের মধ্যে।

'ক্রস হয়তো পিপিং টম, জনি। আমি কী করে বলব? সে ওস্তাদ লোক। কাইলি ক্রেগের দোস্ত,' কাঁধ ঝাঁকল রে কসগ্রোভ।

'তার মানে সে যা করতে চাইবে করতে পারবে?'

'সম্ভবত:।' আবারও কাঁধ ঝাঁকাল কসগ্রোভ। 'প্রথম কথা হলো আমরা পছন্দ করি বা না করি তার উপর ওয়াশিংটনের আশীর্বাদ আছে।'

'ওয়াশিংটনকে আমি পছন্দ করি না,' বলল আসারো।

'ওয়াশিংটনকে কেউ পছন্দ করেনা, জনি। দ্বিতীয়ত, ক্রস সাধারণ কোনও গোয়েন্দা নয়। তৃতীয়ত,' বলে অভিজ্ঞ কসগ্রোভ, 'এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ড. রুডলফের ব্যাপারে আমরা এমন কোনও প্রমাণ জোগাড় করতে পারিনি যাতে তাকে গ্রেফতার করা যায়। নইলে আমরা এল এ পিডি, আর্মি, নেভী এবং মেরিনকে খবর দিতে পারতাম।

'মিস লিবারম্যান কম্পিউটারে রুডলফের নাম ঢুকিয়ে হয়তো ভুল করেছে।'

'মেয়েটা কোথাও না কোথাও অবশ্যই একটা ভুল করেছে, জনি। হয়তো তার অনুমান পুরোটাই ভুল।'

'এমন কী হতে পারে না উইল রুডলফ তার প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ড? স্রেফ ঠাট্টা করার জন্য পিসিতে তার নাম দিয়েছে?'

'হতে পারে আবার নাও হতে পারে,' বলল ক্রসগ্রোভ।

'কাজেই ড. রুডলফের উপর আমাদের চোখ রাখতে হবে এবং দেখব ড. ক্রস ড. রুডলফের উপর চোখ রাখছে কিনা?'

'ঠিক ধরেছ, পার্টনার।' হাসল রেমন্ড ক্রসগ্রোভ। তার মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত না বুনো হাঁসের পেছনে ছোটা-ছুটির মত দাঁড়ায়। ওদেরকে এখন এই জঙ্গলের মধ্যে পাহারা দিতে হবে সারারাত। চোখে চোখে রাখতে হবে লস এঞ্জেলসের এক প্লাস্টিক সার্জনকে। যে খুনী হতে পারে আবার স্রেফ ডাক্তারও হতে পারে।

ওদেরকে অ্যালেক্স ক্রস এবং ড. ম্যাকটিয়েরনানের উপরও নজর রাখতে হবে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটিই পছন্দ হচ্ছে না ক্রসগ্রোভের। অবশ্য জেন্টলম্যান কলারকে ধরতে পারলে সে বিখ্যাত হয়ে যাবে।

অধ্যায় : ৬৮

কেবিন থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে এলাম আমরা। ঘন ফার গাছের পেছনে আত্মগোপন করলাম।

'ওর চিৎকার শুনেছি আমি,' ঘন জঙ্গলে ঢোকার পর বলল কেট। 'ওখানে কী দেখলে, অ্যালেক্স?'

'শয়তানটাকে দেখেছি,' সত্যি কথাটাই বললাম ওকে। 'এক সম্পূর্ণ উন্মাদকে দেখলাম নিজের সঙ্গে কথা বলছে। ও যদি জেন্টলম্যান না হয়, স্বীকার করতেই হবে ভালো অভিনয় জানে সে।'

পরের কয়েক ঘন্টা পালা করে রুডলফের গোপন আস্তানার দিকে চোখ রাখলাম আমরা। একজন ঘুমিয়ে নিলাম, অপরজন নজর রাখলাম। সকাল ছ'টার দিকে এফ বি আই'র লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। ওরা আমাকে পকেট সাইজের একটা ওয়াকি-টকি ধরিয়ে দিল, যদি জলদি কোনও খবর দেয়ার প্রয়োজন হয়। ওরা যা জানে তার কতটুকু আমাকে বলেছে, ভাবছি আমি।

বেলা একটার সময় অবশেষে চেহারা দেখাল ড. উইল রুডলফ। সাগরে নীলচে-রূপালি কুয়াশা এখন অদৃশ্য। জে পাখিরা ডাকাডাকি করছে মাথার উপর। পরিস্থিতি ভিন্ন হলে সময়টা পাহাড়ে সাপ্তাহিক ছুটি কাটানোর মনোরম মুহূর্ত হিসেবে উপভোগ করা যেত।

বাড়ির পেছনের শাওয়ারে গোসল সেরে নিল ড. রুডলফ। পেশীবহুল শরীর, অসম্ভব সুদর্শন চেহারা। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ন্যাংটো অবস্থায় খানিক নাচানাচি করল।

গোসল শেষে পেছনের উঠোনে, বুনো ফুলের ছোট একটি বাগানে হেঁটে গেল রুডলফ। ডজনখানেক ফুল তুলল। নিয়ে গেল বাড়িতে। জেন্টলম্যানের ফুল সংগ্রহের পালা শেষ। এরপর কী?

বিকেল চারটার দিকে কেবিনের ব্যাক স্ক্রিন ডোর দিয়ে আবার বেরিয়ে এল রুডলফ। পরনে টাইট কালো জিনস, প্লেন হোয়াইট পকেট টি শার্ট, কালো চামড়ার স্যান্ডেল। লাফ মেরে উঠে বসল রেঞ্জ রোভারে, ছুটল হাইওয়ে ওয়ান অভিমুখে।

উপকূলীয় রাস্তা ধরে দু'মাইল দক্ষিণে যাওয়ার পর নেপেন্থে নামে একটা রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড ক্যাফের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল সে। আমি আর কেট রাস্তায় অপেক্ষা করছি। তারপর রেঞ্জ রোভারকে অনুসরণ করে বড়, জনাকীর্ণ একটি পার্কিং লটে ঢুকে পড়লাম। গাছের আড়ালে লুকানো স্পীকার থেকে তারস্বরে ভেসে আসছে জিমি হেনড্রিক্সের 'ইলেকট্রিক লেডিল্যান্ড।'

'লোকটা হয়তো তোমার লস এঞ্জেলসের সাধারণ ডাক্তার ছাড়া অন্য কিছু নয়,' পার্কিং এরিয়ায় ঢুকে গাড়ি দাঁড় করানোর জন্য জুৎসই জায়গা খুঁজছি, মন্তব্য করল কেট।

'না। আমার ধারণা ও-ই জেন্টলম্যান। আমাদের ক্যালিফোর্নিয়া কসাই।' লোকটাকে গতকাল এবং আজ ভালোভাবে নজর রাখার পর আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে।

নেপেন্থে ব্যস্ত। কুড়ি থেকে ত্রিশের সুদর্শন তরুণ আর যুবকদের ভিড়ে সরগরম রেস্তোরা। বয়সী কয়েকজন হিপ্পিও আছে, বয়স ষাটের কোঠায়। স্টোনওয়াশড জিনস, লেটেস্ট ওয়েস্ট কোস্ট সুইমসুট, বর্ণালি ফ্লিপ ফ্লপ আর দামী হাইকিং বুটের ছড়াছড়ি সবখানে।

সুন্দরী নারীরও অভাব নেই এখানে। নানা বয়সের, নানা শারীরিক গঠনের, নানা হাতের।

নেপেন্থের নাম আগেও শুনেছি আমি। ষাটের দশকের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ক্যাফে। তারসন ওয়েলস অপূর্ব সুন্দর এই জায়গাটি রিটা হেওয়ার্থকে কিনে দেন।

দেখলাম ড. রুডলফ বার-এ গিয়ে বসল। আচরণে অত্যন্ত বিনয়ী সে। বারটেন্ডারের সঙ্গে কথা বলল হেসে হেসে।

মাথা ঘুরিয়ে চারপাশটা দেখে নিল সে একবার। তীক্ষ্ণ চোখে কয়েকজন সুন্দরীকে পর্যবেক্ষণ করল।

প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে মুখ ফেরানো বড়সড় পাথুরে টেরেসে গিয়ে বসল রুডলফ। দামী সাউন্ড সিস্টেম বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে সত্তর আশির দশকের রক মিউজিক।

'এত সুন্দর জায়গায় ও কী করতে এসেছে, অ্যালেক্স?' জিজ্ঞেস করল কেট।

'ছ'জনকে খুন করেছে। সাত নম্বর শিকার খুঁজছে,' জবাব দিলাম আমি।

অনেক নিচে, মানুষের জন্য প্রবেশ নিষিদ্ধ সৈকতে সী লায়ন, বাদামী পেলিক্যান আর করমোর্যান্ট দেখতে পেলাম আমরা। ডেমন আর জেনি থাকলে খুব মজা পেত।

টেরেসে এসে কেটের হাত ধরলাম আমি। 'ভান করতে হবে আমরা প্রেমিক যুগল।' ওর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলাম। 'ভান করতে আপত্তি নেই,' প্রত্যুত্তরে কেটও চোখ মারল।

লক্ষ করলাম রুডলফ অপূর্ব সুন্দরী এক স্বর্ণ-কেশীর দিকে পা বাড়িয়েছে। জেন্টলম্যানের পছন্দের টাইপের মেয়ে। বয়স কুড়ি/একুশ। ছিপছিপে শরীর, মুখখানা খুব সুন্দর। একে দেখলে ক্যাসানোভারও পছন্দ হবে, ভাবনাটা চকিতে এল মনে।

মেয়েটির ঢেউ খেলানো, ঝলমলে কেশ কোমর ছুঁয়েছে। পরনে লাল-হলদে ফুল তোলা পোশাক। হাঁটার সময় গোটা শরীরে ঢেউ উঠল। শ্যাম্পনের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে।

আশপাশে এজেন্ট কসগ্রোভ কিংবা আসারোর চিহ্ন নেই। আমি কিঞ্চিৎ নার্ভাস বোধ করলাম।

'মেয়েটি খুব সুন্দরী, না? জাস্ট পারফেক্ট,' ফিসফিস করল কেট।

'ওর কোনও ক্ষতি হতে দেয়া যাবে না, অ্যালেক্স। মেয়েটার যেন কিছু না হয়।'

'আমরা কিছুই করতে পারবনা,' বললাম আমি। 'তবে হাতেনাতে ধরতে হবে ওকে। অপহরণের দায়ে ফাঁসাতে হবে। ওই যে জেন্টলম্যান কলার সে ব্যাপারে প্রমাণ চাই আমাদের।

অবশেষে জন আসারোকে দেখতে পেলাম মূল বারে ভিড়ের সঙ্গে মিশে বসেছে। গায়ে উজ্জ্বল হলদে রঙের নাইকি টি শার্ট। তবে রে কসগ্রোভ বা এফ বি আই'র অন্য কোনও এজেন্টকে দেখতে পেলাম না।

তরুণীর সঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যে জমিয়ে ফেলল রুডলফ। মেয়েটাকেও মনে হলো কথা বলে খুব মজা পাচ্ছে। হাসছে। ওর দাঁতগুলো ঝকঝকে, আশ্চর্য সাদা।

'ও শিকার ধরার চেষ্টা করছে-আর কাজটা এভাবেই করে সে-' মটমট করে আঙুল ফোটাল কেট- 'ওদেরকে তুলে নেয়। যে নারীকে পছন্দ তাকেই পেয়ে যায় সে। ওর সুন্দর চেহারা দেখে গলে যায় মেয়েরা।'

'ক্যাসানোভাও কী এভাবে শিকার ধরে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হয়তো ক্যাসানোভা দেখতে এত ভালো নয়।' আমার দিকে ঘুরল কেট। 'এ কারণে হয়তো মুখোশ পরে থাকে। হয়তো কুৎসিত দেখতে সে, বিকলাঙ্গও হতে পারে। তাই নিজের আসল চেহারা দেখাতে ভয় পায়।'

ক্যাসানোভা এবং তার মুখোশ নিয়ে অন্য কথা ভাবছি আমি, তবে এ ব্যাপারে এখনই কিছু বলতে চাই না।

জেন্টলম্যান ও তার নতুন গার্লফ্রেন্ড অ্যামব্রোসিয়াবার্গারের অর্ডার দিল। এটা এ রেষ্টুরেন্টের বিশেষ খাবার।

আমি ও কেটিও একই খাবার চাইলাম। স্বর্গে থাকার সময়.... সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত ক্যাফেতে থাকল ওরা, তারপর উঠে দাঁড়াল চলে যেতে।

আমি আর কেটও টেবিল ছাড়লাম। লক্ষ করলাম ওরা পার্কিং লটে হেঁটে এগোচ্ছে তবে কেউ কাউকে স্পর্শ করছে না। মনে হলো এদের একজন লাজুক প্রকৃতির।

ড. রুডলফ বিনীত ভঙ্গিতে তার গাড়ির দরজা মেলে ধরল। হাসতে হাসতে সীটে বসে পড়ল স্বর্ণ-কেশী। অভিজাত ভঙ্গিতে বো করল রুডলফ। ভদ্রলোকই বটে।

মেয়েটা রুডলফকে পছন্দ করেছে, ভাবছি আমি। এটা অপহরণ নয়। কাজেই আমরা চাইলেই রুডলফের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব না।

অধ্যায় : ৬৯

নিরাপদ দূরত্ব থেকে রেঞ্জ রোভারের উপর নজর রাখছি আমরা। আমাদের গাড়িটা রাস্তা থেকে সিকি মাইল দূরে পার্ক করা। আমার বুকের ভেতরটা ধুকপুক করছে। এবার সত্য ও বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ার সময় উপস্থিত।

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম কেটকে নিয়ে। নিজেদেরকে আড়াল করা যায় এরকম একটা জায়গা খুঁজে নিলাম। জায়গাটা ড. রুডলফের আস্তানা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে।

জেন্টলম্যান কলার স্বর্ণকেশীকে নিয়ে কেবিনে ঢুকেছে। কী করছে?

পেটের ভেতরটা ফাঁকা লাগল। আর শক্ত। লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। ভাবতে চাইছি না ড. রুডলফ এ কাজটা এর আগে কতবার করেছে। কোনও তরুণীকে কোথাও পটিয়ে বা ধরে নিয়ে গিয়ে তার উপর শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছে। তার হাত-পা-আঙুল কেটেছে।

ঘড়ি দেখলাম। নেপেন্থের স্বর্ণকেশীকে নিয়ে কয়েক মিনিট হলো কেবিনে ঢুকেছে রুডলফ। বাড়ির অপর পাশে, জঙ্গলে নড়াচড়া চোখে পড়ল আমার। এফ বি আই।

'অ্যালেক্স, ও যদি মেয়েটাকে খুন করে বসে?' জিজ্ঞেস করল কেট। আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে ও, ওর শরীরের উত্তাপ টের পাচ্ছি গায়ে। ও জানে হাউজ অব হররে বন্দি থাকতে কেমন লাগে। যে কারও চেয়ে বিপদ বুঝতে পারার ক্ষমতা ওর অনেক বেশি।

'সে তার ভিক্টিমদের তুলে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে না। জেন্টলম্যান কলারের নিজস্ব একটা রুটিন আছে,' বললাম আমি। 'ভিক্টিমকে সে অন্তত: একদিনের জন্য হলেও বাঁচিয়ে রাখে। খেলতে ভালোবাসে সে। নিজের প্যাটার্ন ভাঙবে না জেন্টলম্যান কলার।

কথাটা বিশ্বাস করি আমি তবে ব্যাপারটিতে নিশ্চিত নই। হয়তো ড. রুডলফ জেনে গেছে আমরা বাইরে আছি.... হয়তো ধরা পড়তে চায় সে। হয়তো, হয়তো, হয়তো।

উন্মাদ খুনী গেরী সোনেজি মার্ফিকে ধাওয়া করার কথা মনে পড়ে গেল আমার। ঝড়ের বেগে কেবিনে ঢুকে পড়া কোনও সমস্যা নয়। সুযোগটা

এখনই নেওয়া উচিত। অন্যান্য হত্যাকান্ডের ফিজিক্যাল প্রমাণও হয়তো আমরা পেয়ে যাব ভেতরে, হয়তো খন্ডিত লাশ লুকিয়ে রেখেছে সে কেবিনে। হয়তো আমাদেরকে চমকে দেয়ার পরিকল্পনা করছে সে। সব নাটকের জট খুলবে পঞ্চাশ গজ সামনে।

'কেবিনের আরও কাছে যাব আমি,' অবশেষে বললাম কেটকে।

'কী ঘটছে দেখব।'

'কথাটা বলার জন্য খুশি হলাম,' ফিসফিস করল কেট।

এমন সময় কেবিন থেকে ভেসে এল রক্ত হিম করা চিৎকার। 'বাঁচাও! বাঁচাও! সামবডি হেল্প মী!' চিৎকার করছে স্বর্ণকেশী।

কেবিনের বন্ধ দরজা লক্ষ্য করে প্রাণপণে ছুটলাম আমি। বাড়ির অন্য পাশ দিয়ে গাঢ় নীল রঙের উইন্ডব্রেকার পরা কমপক্ষে আরও পাঁচজনও তাই করল। ওদের মধ্যে আসারো এবং কসগ্রোভ রয়েছে।

উইন্ডব্রেকারে লেখা এফ বি আই। নেভী ও ব্লুর উপর হলুদ রঙে লেখা।

নরক যেন ভেঙে পড়ল ওখানে। জেন্টলম্যানের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি আমরা এবার।

অধ্যায় : ৭০

সবার আগে পৌঁছে গেলাম আমি। নিজেকে ছুঁড়ে দিলাম কুটিরের কাঠের দরজার গায়ে। তবে ভাঙল না দরজা। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় ছিটকে গেল ফ্রেম, বিকট শব্দে ভেঙে পড়ল পাল্লা। পিস্তল হাতে ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়লাম কেবিনে।

ছোট একটা কিচেন চোখে পড়ল আমার, সরু একটা হলওয়ে গিয়ে মিশেছে একটি বেডরুমে। নেপেন্থের স্বর্ণকেশী নগ্ন, পেতলের অ্যান্টিক বিছানার একপাশে দলামোচড়া হয়ে পড়ে আছে। সারা শরীরে ছিটানো বুনো ফুল। হাতজোড়া পিছু মোড়া করে হ্যান্ডকাফে আটকানো। যন্ত্রণায় ছটফট করছে মেয়েটা, তবে বেঁচে আছে। জেন্টলম্যান কলারকে দেখতে পেলাম না আশপাশে।

কেবিনের বাইরে বন্দুকের গুলির শব্দ হলো। কমপক্ষে ছ'বার পরপর গর্জে উঠল বন্দুক শক্তিশালি পটকা ফাটার আওয়াজে। 'জেসাস, ওকে খুন কোরোনা!' চিৎকার করে কেবিন থেকে একছুটে বেরিয়ে এলাম।

জঙ্গলে রীতিমত জগাখিচুড়ি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বাইরে এসে দেখি রেঞ্জ রোভার ড্রাইভওয়ে থেকে পাগলের মত পিছু হঠছে। মাটিতে পড়ে আছে দু'জন এফ বি আই এজেন্ট। এদের একজন রে কসগ্রোভ। অন্যরা রেঞ্জ রোভার লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে।

গাড়ির সাইড উইন্ডো বিস্ফোরিত হলো। রেঞ্জ রোভারের ধাতব গায়ে সৃষ্টি হলো অনেকগুলো ফুটো। একপাশে কাত হয়ে গেল গাড়ি, বনবন ঘুরছে চাকা।

'ওকে মেরো না!' আবার চেঁচালাম আমি। লড়াইয়ের উন্মাদনায় কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকাল না।

আমি পাশের জঙ্গল ধরে ছুটলাম। এমন সময় তীক্ষ্ণ, বিশ্রী শব্দ করে রাস্তায় উঠে পড়ল রেঞ্জ রোভার। আরেকটা গুলি গাড়ির আরেকটা সাইড উইন্ডো চুরমার করে দিল। দারুণ! এফ বি আই এখন আমাদের দু'জনকেই লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে।

আমি প্যাসেঞ্জার সাইড ডোরের হ্যান্ডেল চেপে ধরলাম হাত বাড়িয়ে। বন্ধ। রুডলফ গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। কিন্তু আমি শক্ত করে ধরে থাকলাম

হাতল। মুক্ত হাতটা দিয়ে ছাদের র‍্যাক ধরে ফেললাম। শরীরটাকে টেনে নিয়ে তুললাম ছাদে।

রুডলফ অবশেষে এবড়ো খেবড়ো রাস্তা ছেড়ে কংক্রিটের রাস্তায় উঠে এল। বাড়িয়ে দিল গতি। আমি ছাদের কিনারা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে শুয়ে থাকলাম। আমাকে ফেলে দেয়ার জন্য গাড়ি ডানে-বামে দুলিয়ে ছুটছে রুডলফ। কিন্তু আমি আঁকড়ে ধরে রাখলাম গাড়ির ছাদ। রুডলফকে হারাতে চাই না। লস এঞ্জেলসে কমপক্ষে আধ ডজন নারী হত্যার জন্য দায়ী সে। আমাকে জানতে হবে নাওমি এখনও বেঁচে আছে কিনা। রুডলফ ক্যাসানোভাকে চেনে। নিশ্চয় স্কুচির খবরও জানে।

আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা দিয়ে ঘন্টায় আশি মাইল বেগে গাড়ি ছুটিয়েছে রুডলফ। অথচ এখানে পঞ্চাশ মাইল স্পীডও তোলা বারণ। কারণ খুবই বিপজ্জনক রাস্তা।

এফ বি আই এজেন্টদেরকে দেখতে পাচ্ছি না আমি। ওরা নিশ্চয় আমাদের থেকে অনেক দূরে রয়েছে।

প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ের দিকে চলেছি আমরা। অন্যান্য গাড়ি সাঁৎ করে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। ছাদের উপর আমাকে বেকায়দাভাবে শুয়ে থাকতে দেখে ড্রাইভারদের চক্ষু চড়কগাছ। গাড়ি চালাতে চালাতে কী ভাবছে রুডলফ? আমাকে আর ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে না সে। ওর পরিকল্পনাটা আসলে কী?

আমরা দু'জনেই আছি জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে। কাউকে না কাউকে হারতেই হবে। রুডলফ এতদিন চালাকি করে ধরা খায়নি। এবারও নিশ্চয় ধরা খেতে চাইবে না। কিন্তু গাড়ি ছেড়ে পালাবে কোথায়?

ওশান রোডে চলে এলাম আমরা। বাচ্চারা সৈকতের রাস্তার ধারে খেলছে। কয়েকজন রেঞ্জ রোভারের দিকে হাত তুলে দেখাল। সত্তর মাইল বেগে ছুটে চলা গাড়ির ছাদে ঝুলে আছে এক লোক। ওদের কাছে ব্যাপারটা মস্ত জোক মনে হয়েছে। হাসাহাসি করছে। *হারামজাদাটা এরপর কী করবে?*

জনবহুল রাস্তায় মোড় নেয়ার সময় গতি একটুও কমাল না রুডলফ। বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা গাড়ির ড্রাইভাররা ক্রুদ্ধভাবে হর্ণ বাজাচ্ছে। আমাদেরকে থামাবার চেষ্টা করছে না কেউ। অবশ্য ওদের কীইবা করার আছে? আমিই বা কী করব? স্রেফ শক্ত করে ঝুলে থাকা আর প্রার্থনা করা ছাড়া?

অধ্যায় : ৭১

রেডউড আর ফারের ডালের ফাঁক দিয়ে ঝিলিক দিল ধূসর-নীল সাগর। সামনে সার বেঁধে ধীরে চলতে থাকা গাড়ি থেকে ধুমধাড়াক্কা রক মিউজিক ভেসে আসছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের আরেকটা নীল ঝলক চোখে বাড়ি দিল আমার। সোনালি আলো ছড়িয়ে পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। গাছের চুড়ো দিয়ে-উড়ে যাচ্ছে গাংচিলের দল। হঠাৎ আমার সামনে প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ে উদ্ভাসিত হলো।

ব্যাটা করছেটা কী? এভাবে লস এঞ্জেলসে ফিরে যেতে পারবে না সে। নাকি উন্মাদটা সে চেষ্টাই করবে? গ্যাস নেয়ার জন্য তাকে থামতেই হবে। তখন সে কী করবে?

উত্তর দিকে গাড়ি ঘোড়ার সংখ্যা কম, তবে দক্ষিণে প্রচুর গাড়ি। রেঞ্জ রোভার এখনও ঘন্টায় ষাট মাইল গতিতে ছুটছে- ব্যস্ত কোস্ট রোডে এত স্পীডে অন্য কেউ গাড়ি চালানোর সাহস পেত না।

হাইওয়ের দিকে ছুটছে রুডলফ অথচ গতি কমানোর লক্ষণ নেই। রাস্তায় প্রচুর গাড়ি দেখতে পাচ্ছি আমি- ফ্যামিলি ষ্টেশন ওয়াগন, কনভার্টিব্‌ল্। ফোর হুইল ড্রাইভ ভেহিক্‌ল। শনিবার রাতে ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূল রেখায় সচরাচর যে ভিড়টা থাকে, তেমন।

হাইওয়ে থেকে আর মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে আমরা, দ্রুত ছুটছে রুডলফ। গাড়ির ছাদের কিনারা আঁকড়ে ধরে থাকতে থাকতে আমার হাত জোড়া অবশ হয়ে গেছে। গাড়ির ধোঁয়ায় জ্বালা করছে গলা। হঠাৎ বুঝে ফেললাম কী করতে যাচ্ছে লোকটা।

'কুত্তার বাচ্চা!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। ছাদের ধাতব রেইলে আরও শক্ত করে চেপে ধরলাম শরীর।

হাইওয়ে ট্রাফিক থেকে দশ কী পনের গজ দূরে থাকতে হঠাৎ ব্রেক কষল রুডলফ। তীক্ষ্ণ শব্দে আর্তনাদ ছাড়ল টায়ার।

আমাদের গাড়ির পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া বহু রঙা একটি মিনিভ্যানের দাড়িঅলা ড্রাইভার জানালা দিয়ে মুখ বের করে খেঁকিয়ে উঠল, 'আস্তে চালা, ইউ অ্যাসহোল!'

রেঞ্জ রোভার আবার ছুটল। এবার আগের মত একবার ডানে, আরেকবার বামে দুলছে।

তারপর রীতিমত পাগলামি শুরু হয়ে গেল। ব্যস্ত হাইওয়েতে সবাই হর্ণ বাজাতে লাগল। ড্রাইভার এবং যাত্রীরা যা দেখছে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

হুইলে বসে নিয়ম ভাঙার প্রতিযোগিতায় যেন মেতে উঠেছে রুডলফ। একবার ডানে, একবার বামে ঘোরাচ্ছে সে গাড়ি। টায়ারগুলো জবাই করা প্রাণীর মত আর্তনাদ ছাড়ছে। রেঞ্জ রোভার উন্মাদ হয়ে উঠেছে। হঠাৎ পেছনদিকে হঠতে শুরু করল। সরাসরি ধাক্কা খেতে যাচ্ছে অন্যান্য গাড়ির সঙ্গে। এবার আমরা দু'জনেই মরব। ডেমন আর জেনির মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে।

কত দ্রুত ছুটছে গাড়ি জানি না, একটা সিলভার-ব্লু মিনিভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষ হতে চলেছে বুঝতে পারলাম। রুফ র‍্যাকে ঝুলে থাকার চেষ্টা করলাম। শরীরটাকে রিল্যাক্স করার চেষ্টা করলাম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ভয়াবহ একটা সংঘর্ষ হতে চলেছে।

চিৎকার করে উঠলাম আমি। তবে তীব্র সংঘাতের শব্দে ঢাকা পড়ে গেল আমার চিৎকার। ছিটকে গেলাম ছাদ থেকে। শূন্যে যেন উড়াল দিলাম। তারপর বাড়ি খেলাম ফার গাছের ডালে। শরীরের চামড়া ছড়ে গেল আমার, মাটিতে পড়ে যাচ্ছি, বুঝতে পারলাম আর ধরা গেল না জেন্টলম্যান কলারকে। পালিয়ে যাচ্ছে সে।

অধ্যায় : ৭২

গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে গা-হাত-পা'র অনেকখানি কেটে ছড়ে গেল আমার। তবে হাড় ভাঙেনি। হাইওয়ে ওয়ানের একটি ইএমসি টিম আমাকে কাছের হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু রাজি হলাম না। কারণ আমার জরুরী কাজ আছে।

জেন্টলম্যান ভেগেছে। উত্তরগামী একটি গাড়িতে জোর করে উঠেছিল। গাড়িটির খোঁজ মিলেছে তবে ড. রুডলফকে পাওয়া যায়নি। অন্তত: এখন পর্যন্ত নয়।

আমাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে কেটের বুঝি মাথা খারাপ হয়ে গেল। তখুনি আমাকে নিয়ে স্থানীয় হাসপাতালে যেতে চাইল। এফ বি আই এজেন্ট কসগ্রোভকে ইতিমধ্যে ওখানে ভর্তি করা হয়েছে। কেটের সঙ্গে আমার উত্তপ্ত বাদানুবাদ হলো হাসপাতালে যেতে চাইলাম না বলে। আমরা মন্টেরে চলে এলাম শেষ প্লেনটা ধরার জন্য। ফিরে যাচ্ছি লস এঞ্জেলসে।

কাইলি ক্রেগের সঙ্গে ইতিমধ্যে বার দুই কথা হয়েছে আমার। এফ বি আই টীম লস এঞ্জেলসে রুডলফের অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে ঘাঁটি গেড়েছে। তবে জেন্টলম্যান ওখানে ফিরে আসবে সে আশা করছে না কেউ। জায়গাটা এখন সার্চ করছে ওরা। আমি ওদের সঙ্গে থাকতে চাই। দেখতে চাই রুডলফ কীভাবে জীবনযাপন করত।

ফিরতি পথে বিমানে আমাকে নিয়ে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করল কেট। আমার গালে দু'হাত রেখে বলল, 'অ্যালেক্স, লস এঞ্জেলসে পৌঁছা মাত্র ডাক্তারের কাছে যেতে হবে তোমাকে। আমি সিরিয়াস। মাটিতে নামামাত্র হাসপাতালে দৌড়াবে তুমি। অ্যাই, আমার কথা শুনছ তুমি?'

'শুনছি, কেট। আচ্ছা যাব।'

কেট ঠিকই বলেছে হাসপাতালে যাওয়া দরকার আমার। কিন্তু আজ রাতে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে থাকার মত সময় একদম নেই। ড. উইল রুডলফের ট্রেইল এখনও গরম, হয়তো কয়েক ঘন্টার মধ্যে ধরে ফেলতে পারব ওকে। কাল একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে। তবে আজ রাতটা কাজে না লাগালে সে সম্ভাবনা উবে যাবে।

'তোমার শরীরের ভেতরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে কিনা তুমি জাননা,' বলল কেট। 'তুমি এই সীটে বসে থাকা অবস্থাতেই যে কোনও সময় মারা যেতে পার।'

'আমার শরীরের কয়েক জায়গায় কেটে ছড়ে গেছে মাত্র। আর সারা গা ব্যথা করছে। ডানপাশটা ছড়ে গেছে বেশি। তবে এসব কোন ব্যাপার নয়। আগে ওর অ্যাপার্টমেন্টটা আমাকে দেখতে হবে, কেট। বাস্টার্ডটা কীভাবে বাড়িতে থাকে দেখাটা জরুরী।'

আমার জেদ দেখে বিরক্ত হলো কেট। বুকের উপর হাত বেঁধে ছোট প্লেনটির জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকল বাইরে। ও আমার উপর রাগ করেছে। তার মানে আমাকে ও পছন্দ করে। আমার জন্য ও দুশ্চিন্তা করছে, ব্যাপারটা ভালো লাগল আমার। আমরা এখন বন্ধু হয়ে গেছি। মনের কথাটা প্রকাশ করেই ফেললাম। 'আমরা এখন বন্ধু হয়ে গেছি। ব্যাপারটা খুব ভালো লাগছে আমার।' নিচু গলায়, তোষামোদের সুরে, বাচ্চাদেরকে যেভাবে বলি ঠিক সেভাবে কথাটা বললাম ওকে।

কথা বলার সময় মুখ ঘুরিয়ে থাকল কেট। 'তুমি যদি সত্যি আমার ভালো বন্ধু হতে তাহলে আমার দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগকে আমল দিতে। কিছুক্ষণ আগে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছ তুমি। ত্রিশ ফুট নিচে একটা খাদে ছিটকে পড়েছ। তোমার জন্য আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। এত বেশি দুশ্চিন্তা করছি যে রীতিমত ব্যথা উঠে গেছে বুকে।'

'গত কয়েক মাসে এরচে' মধুর সংলাপ আর কারও মুখ থেকে শুনিনি আমি,' বললাম আমি ওকে। 'একবার গুলি খেয়েছিলাম আমি। স্যাম্পসন খুব উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। তবে দেড় মিনিট স্থায়ী ছিল ওর উদ্বেগ।'

আমার ঠাট্টায় হাসল না কেট, বাদামী চোখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'নর্থ ক্যারোলিনায় আমার কাছে সাহায্য চেয়েছিলে তুমি। করেছি। আমাকে হিপনোটাইজ করতে চেয়েছ। মানা করিনি। ফর গডস শেক, এখানে তোমাকে সাহায্য করার সুযোগ দিচ্ছ না কেন? আমাকে সাহায্য করতে দাও, অ্যালেক্স।'

'আমি এরকম পরিস্থিতিতে কাজ করে অভ্যস্ত,' বললাম আমি। 'ম্যাচো পুলিশম্যানদের ফিল্ডে অনেক লড়াই করতে হয়। আমাদের কারও সাহায্যের দরকার হয় না। আমরা সবকিছু সহ্য করার ক্ষমতা রাখি।'

'বড় বড় কথা রাখো, ডক্টর!' মুখ ঝামটা দিল কেট।

লস এঞ্জেলসে যাত্রার বাকি পথটা এভাবে ঝগড়ার মধ্যে পার হলো। তবে যাত্রার শেষ দিকে আমার খুব ঘুম পাচ্ছিল। আমি কেটের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম। ও বাধা দিল না।

অধ্যায় : ৭৩

বেভারলি কমস্টকে রুডলফের পেন্থহাউজ অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দেখি চারদিকে গিজগিজ করছে এল এ পিডি। সেই সঙ্গে ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন তো রয়েছেই।

বেশ কয়েক ব্লক দূরে লাল আর নীল ইমার্জেন্সি আলো ঝলসাতে দেখলাম আমরা। এফ বি আই স্থানীয় পুলিশকে রুডলফের ব্যাপারে জানায়নি বলে তারা রেগে আগুন হয়ে আছে। এফ বি আই'র জন্য এটা নতুন কিছু নয়। ওয়াশিংটনে ওরা বহুবার আমার সঙ্গে এরকম আচরণ করেছে।

লস এঞ্জেলস প্রেসও হাজির। সংবাদপত্র, লোকাল টিভি, রেডিও এমনকি কয়েকজন চিত্র প্রযোজককেও দেখতে পেলাম আমি। কেট এবং আমাকে সাংবাদিকদের অনেকেই চেনে। ব্যাপারটা আমাদের জন্য মোটেই সুখকর নয়।

পুলিশ লাইন এবং ব্যারিকেডের দিকে দ্রুত পা বাড়িয়েছি, ওরা ডাকাডাকি শুরু করল, 'কেট, আমাদের কিছুক্ষণ সময় দাও।' 'ড. ক্রস ডা. রুডলফই কী জেন্টলম্যান কলার?' বিগ সার-এ কী ঘটেছে? এটা কী খুনীর বাড়ি?

'এ মুহূর্তে কোনও মন্তব্য নয়,' মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললাম আমি।

'আমরা কেউই কোনও মন্তব্য করব না,' যোগ করল কেট।

পুলিশ এবং এফ বি আই আমাদেরকে জেন্টলম্যান কলারের অ্যাপার্টমেন্টের ভিতরে নিয়ে গেল। অত্যন্ত বিলাসবহুল পেন্থহাউজের প্রতিটি ফ্লোর ব্যস্ত টেকনিক্যাল বিভাগের লোকজন। লস এঞ্জেলসের গোয়েন্দারা অন্য যে কোনও শহরের চেয়ে চালাক-চতুর।

অ্যাপার্টমেন্টের ঘরগুলো চমৎকার সাজানো-গোছানো। যেন কেউ এখানে বাস করে না। বেশিরভাগ ফার্নিচার লেদারের তবে অনেকগুলোতে ক্রোম ও মার্বেলের ছোঁয়া আছে। দেয়ালে ঝোলানো চিত্রকলাগুলো আধুনিক। আমি সবকিছু গেঁথে নিলাম মস্তিষ্ক এবং নোটবইতে।

রুডলফের ডাইনিং রুমটিও দেখার মত। চমৎকার চেয়ার আর টেবিলে দামী লিনেনের ন্যাপকিন। জেন্টলম্যান জানে কীভাবে টেবিল সাজাতে হয়।

তার ডেস্কের উপর লেখার কাগজ এবং খাম। কিচেন টেবিলে হিউ জনসনের এক কপি পকেট 'এনসাইক্লোপীডিয়া অব ওয়াইন' পেলাম।

তার এক ডজন দামী সুটের মধ্যে দুটো টক্সেডোও আছে। সুট ক্লজিট ছোট, সরু তবে পরিচ্ছন্ন।

আমি স্থানীয় গোয়েন্দাদের রিপোর্ট পড়েছি। বেশ কয়েকজন টেকনিশিয়ানের সঙ্গে কথা বললাম। তবে তারা কোনও তথ্য দিতে পারল না। ডাউনটাউন থেকে সর্বাধুনিক লেজার ইকুইপমেন্ট নিয়ে আসা হয়েছে। তবে রুডলফের কোনও ক্লু আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। ক্যাসানোভার মতই ধূর্ত সে।

অধ্যায় : ৭৪

রাত দুটো নাগাদ রুডলফের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে চলে এলাম আমরা। সানসেটে হলিডে ইন-এ আমাদের কক্ষে ঢুকেই বিছানায় এলিয়ে পড়লাম।
'তুমি ঠিক আছ তো? তোমার অবস্থা তো আমার কাছে বিশেষ সুবিধের ঠেকছে না,' বলল কেট। কপালে ভাঁজ। ওকে চিন্তিত, পেশাদার ডাক্তারের মত দেখাচ্ছে।
'আমি মরে যাচ্ছি না তবে ক্লান্তিতে মরো মরো দশা,' গুঙিয়ে উঠলাম আমি।
'তুমি খুব গোঁয়ার অ্যালেক্স। এত করে বললাম হাসপাতালে যেতে, গেলে না। যাকগে আমি নিজেই এখন তোমাকে পরীক্ষা করে দেখব। বাধা দেয়ার চেষ্টা কোরো না। হাত ভেঙে দেব। আর তুমি জানো এ কাজটা আমি করতে পারি।'
কেট তার একটা ট্রাভেল ব্যাগ খুলে একটি স্টেথিস্কোপ এবং স্ফিগমোম্যানোমিটার বের করল। আমার কোনও আপত্তি শুনতে রাজি নয়।
'জামা খুলে ফেলো, ডিটেকটিভ ক্রস,' হুকুম দিল কেট।
আমি শার্ট টেনে তুললাম মাথার উপরে। ব্যথায় চিৎকার করে উঠলাম। ভয়ানক ব্যথা লাগছে।
'বললে না তুমি ঠিক আছ,' মুচকি হাসল কেট।
'কেমন ঠিক আছ দেখতেই পাচ্ছি। শার্টও খুলতে পারছ না।'
ও আমার কাছে সরে এল। অনেক কাছে। স্টেথিস্কোপ বুকে লাগিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে লাগল। ও আমার এত কাছে, নি:শ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।
আমার শোল্ডার ব্লেড টিপে দেখল কেট। হাত সামনে পেছনে নাড়ল। ব্যথা লাগল আমার। বুঝতে পারছি যা ভেবেছিলাম তারচেয়ে বেশি লেগেছে আমার। আমার পেট এবং পাঁজরে আঙুলের খোঁচা দিল কেট। চোখে সর্ষেফুল ফুটল আমার। তবে মুখ দিয়ে কোনও শব্দ করলাম না।
'ব্যথা লাগছে?' জিজ্ঞেস করল ও। ডাক্তার-রোগীর কথাবার্তা। পেশাদার।
'না, একটু। হ্যাঁ। অনেকটা ব্যথা। আউ! উ!'
'এবার প্যান্ট খুলে ফেলো,' হুকুম এল। 'তোমার নিম্নাংগের কোনও ক্ষতি হয়েছে কিনা দেখব।'

বাধ্য ছেলের মত তামিল করলাম হুকুম। কেট আমার পা, নিতম্ব, কুঁচকি সব জায়গা পরীক্ষা করল। ওর হাতের নরম স্পর্শে গরম হতে লাগল আমার শরীর।

'প্রচুর জায়গায় কেটে ছড়ে গেছে,' মন্তব্য করল কেট। 'তবে মারাত্মক কিছু মনে হচ্ছে না। ব্যাসিট্রাসিন মলমটা থাকলে ভালো হতো। এটা একটা অ্যান্টিবায়োটিক।'

অবশেষে খোঁচাখুঁচি বন্ধ করল কেট। সরে গেল আমার পাশ থেকে। কপালে ভাঁজ, কুঁচকে আছে নাক। কামড়াচ্ছে উপরের ঠোঁট। ওকে সার্জন জেনারেলের মত স্মার্ট, অ্যাকাডেমিক এবং প্রফেশনাল লাগছে।

'ব্লাডপ্রেশার সামান্য হাই, তবে কোথাও হাড়গোড় ভাঙেনি মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল কেট। 'তবে তোমার পেট আর বাঁ নিতম্বের কালশিটে দাগগুলো আমার পছন্দ হচ্ছে না। কাল আমরা সেডার্স-সিনাই হাসপাতালে যাব। তোমার কয়েকটা এক্সরে করাব।'

কেট চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। আমি ওর পাশে। বেশ কাছে ও আমার। তবে এত কাছে নয় যে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়।

আমরা দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলাম। তাকালাম ওর দিকে। কেট কালো স্কার্টের সঙ্গে কালো টাইটস পরেছে, লাল ব্লাউজ। ওর মুখের দাগগুলো মিলিয়ে গেছে। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

'আমি বরফ রানি নানু নই,' নরম গলায় বলল কেট। 'বিশ্বাস করো, আমি খুব স্বাভাবিক একটা মেয়ে। মজা করতে ভালোবাসি, তবে একটু মেজাজি এই যা।'

কেটকে নিয়ে ঠিক এ কথাগুলোই ভাবছিলাম আমি। বললাম, 'তোমাকে আমার দারুণ লাগে, কেট। সত্যি বলতে কী আমি তোমাকে খুবই পছন্দ করি।'

এরপর আমরা চুমু খেলাম। খুব সংক্ষিপ্ত চুমু। কেটের ঠোঁটের স্পর্শ ভালো লাগল আমার। আবার চুমু খেলাম প্রমাণ করতে যে প্রথম চুম্বনটি ভুল ছিল না।

ইচ্ছে করল সারা রাত ওকে চুমু খাই। কিন্তু পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম আমরা। হয়তো এ মুহূর্তে দু'জনের কেউই পরিস্থিতি সামাল দিতে পারব না ভেবেই।

'আমার আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশংসা করবে না?' হাসল কেট।

'হ্যাঁ এবং না।'

আমি শার্টটা আবার গায়ে গলালাম। ব্যথায় আগুন ধরে গেল গায়ে। ন্নাহ্, কাল হাসপাতালে যেতেই হবে এক্সরে করার জন্য।

এরপর ঘুমিয়ে পড়লাম আমরা। খুব ভোরে ঘুম ভাঙল আমার হোটেল ঘড়ির শব্দে। সকাল ৫:১১।

'তুমি ঘুমাচ্ছ, কেট?' ফিসফিস করলাম আমি।

'উম্‌ম। জেগে আছি।'

'জেন্টলম্যানের অ্যাপার্টমেন্টে আজ যাব আমরা।' বললাম ওকে।

অ্যাপার্টমেন্টের চার্জে থাকা এফ বি আই এজেন্টকে ফোন করলাম আমি। বললাম কোথায় এবং কী খুঁজতে হবে।

অধ্যায় : ৭৫

ড. উইল রুডলফের সাজানো গোছানো পেন্টহাউজ অ্যাপার্টমেন্টের লন্ডভন্ড অবস্থা। তিন শয্যার পেন্টহাউজ ক্রাইম ল্যাবের মত লাগছে। আমি আর কেট ছ'টার কিছু পরে ওখানে গিয়ে পৌছুলাম।

আধডজন এফ বি আই টেকনিশিয়ান এবং এল এ পিডি'র হোমিসাইড ডিটেকটিভকে দেখলাম দৃশ্যপটে। কারও রেডিও থেকে পার্ল জ্যামের লেটেস্ট গান বাজছে। ড. রুডলফের বিশাল পর্দার মিৎসুবিশি টিভি চলছে তবে শব্দ হচ্ছে না। সাউন্ড অফ করা। এক টেকনিশিয়ান ডিমের স্যান্ডউইচ খাচ্ছে।

আমি ফিল বেকটন নামে এক এজেন্টের খোঁজ করলাম। সে এফ বি আই'র সাসপেক্ট প্রোফাইলার। তাকে সিয়াটল থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছে রুডলফ সম্পর্কে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্য একত্রিত করার জন্য। যাতে এসব ডাটা অপর সাইকোপ্যাথের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো যায়। এ ধরনের তদন্তে একজন দক্ষ প্রোফাইলারের মূল্য অসীম। কাইলি ক্রেগ বলেছে বেকটন খুবই ভালো প্রোফাইলার। সে এফ বি আইয়ে যোগ দেয়ার আগে স্ট্যানফোর্ডে সমাজবিজ্ঞান পড়াত।

মাস্টার বেডরুমে পেলাম বেকটনকে। উচ্চতা ছয় ফুট চার ইঞ্চি, মাথায় তারের মত জটপাকানো লাল চুল। বেডরুমের চারপাশে প্লাস্টিক এভিডেন্স পাউচ এবং ম্যানিলা এভিডেন্স খাম ছড়ানো। বেকটনের চোখে একজোড়া আই গ্লাস। আরেকজোড়া চেইনে বাঁধা, ঝুলছে বুকের উপর। আমি কেটের সঙ্গে বেকটনের পরিচয় করিয়ে দিলাম। সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল সে।

'ওই দেখুন,' বেডরুমে ইঙ্গিত করল সে। এফ বি আই ইতিমধ্যে জেন্টলম্যানের কাপড়চোপড় আলাদা করে রেখেছে। 'আপনার সন্দেহ অমূলক নয়। আমরা কাপড় রাখার ক্লজিটের পিছনে ফাঁপা একটা দেয়াল আবিষ্কার করেছি। ড. রুডলফই দেয়ালটা তৈরি করেছে। ফাঁপা দেয়ালের মধ্যে দেড়ফুট জায়গা আছে।'

'ওখানে সে তার স্যুভেনির রাখে, তাই না?' বললাম আমি।

'ঠিকই অনুমান করেছেন। কোমর সমান উঁচু একটা রেফ্রিজারেটর ফ্রিজার আছে ওখানে। ওর মধ্যে খন্ডিত দেহাংশ রাখত সে।' সীল করা কন্টেইনার

হাত দিয়ে দেখাল বেকটন। 'সানি ওজাওয়ার পা, আঙুল। আলাদা দুল পরা একজোড়া কান। দুই আলাদা ভিক্টিমের। 'ওর কালেকশনে আর কী আছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আন্ডারওয়্যার, প্যান্টি, ব্রা, টি-শার্ট,' জবাব দিল বেকটন। 'টি-শার্টে এখনও ওপিয়াম সেন্টের গন্ধ লেগে রয়েছে। ছবিও আছে। আছে পিঙ্গল কেশের গোছা। নাম্বারও দিয়েছে প্রতিটি ব্যাগে। আপনাকে একটা জিনিস দেখাব। আসুন আমার সঙ্গে।'

বিছানার পাশে একটা সমতল কাঠের টেবিলে জেন্টলম্যানের স্যুভেনির সাজানো। ফিল বেকটন পাঁচ বাই সাত ইঞ্চি মাপের একটা খাম খুলে একটা ছবি বের করল। এক তরুণের ছবি। বয়স কুড়ি/একুশ। কমপক্ষে দশ/এগার বছর আগে তোলা ছবি ধারণা করলাম আমি।

আমার ঘাড়ের পেছনের চুল হঠাৎ সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল। 'এ কে?'

'লোকটাকে আপনি চেনেন, ড. ম্যাকটিয়েরনান?' কেটের দিকে ঘুরল ফিল বেকটন। 'একে আগে কখনও দেখেছেন?'

'আ.... আমি ঠিক বলতে পারব না,' জবাব দিল কেট। ঢোক গিলল।

ছবির পেছনে পরিষ্কার অক্ষরে কিছু লেখা। লেখাটা পড়ে বোঁ করে ঘুরে উঠল মাথা। কেসের ব্যাপারে অবিশ্বাস্য একটা ক্লু পেয়ে গেছি আমরা। টুইজার দিয়ে ছবিটা ধরে আছি আমি নাকের নিচে।

ড. উইক স্যাকস? ছবিতে লেখা।

ডাক্তার, ভাবলাম আমি, আরেকজন ডাক্তার

ডারহ্যাম, নর্থ ক্যারোলিনা।

সে রিসার্চ ট্রায়াঙ্গল এরিয়ার বাসিন্দা। আরেকজন এসেছে দক্ষিণ থেকে।

ক্যাসানোভা, লিখেছে রুডলফ।

চতুর্থ খন্ড

টুইনিং

অধ্যায় : ৭৬

ওয়াল স্পীকার থেকে ভেসে আসা রক মিউজিকের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল নাওমি ক্রসের। ব্ল্যাক ক্রো গাইছে। মাথার উপরের আলোগুলো জ্বলছে, নিভছে। লাফ মেরে বিছানা ছাড়ল নাওমি, দ্রুত পরে নিল জিনস আর টার্টল নেক। তারপর দৌড়ে গেল দরজার সামনে।

তারস্বরে মিউজিক আর আলোর ঝলসানির মানে হলো মীটিং ডাকা হয়েছে। *ভয়ংকর কিছু একটা ঘটেছে*, ভাবল ও। বুকের ভেতরটা ধুকপুক করছে।

লাথি মেরে দরজা খুলল ক্যাসানোভা। পরনে টাইট জিনস ইঞ্জিনিয়ারিং বুট, কালো চামড়ার জ্যাকেট। বিদ্যুৎ চমকের রেখাঅলা মুখোশ মুখে। রাগে অস্থির। নাওমি একে আগে কখনও এতটা ক্রুদ্ধ হতে দেখেনি।

'লিভিংরুম! এক্ষুনি!' নাওমির বাহু চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল ক্যাসানোভা, ধাক্কা মেরে বের করে দিল ঘর থেকে।

নাওমির নগ্ন পায়ের নিচে সরু করিডরের মেঝে ঠান্ডা এবং স্যাঁতসেঁতে লাগল। চপ্পল পরে আসতে ভুলে গেছে। কিন্তু এখন আবার ফিরে গিয়ে স্যান্ডেল পরার সময় নেই।

এক তরুণীর সঙ্গে প্রায় ধাক্কা খেল নাওমি। মেয়েটি ওর পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। নাওমিকে অবাক করে দিয়ে মেয়েটি চকিতে ফিরে তাকাল ওর দিকে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তার চোখ জোড়া বড় বড়, গভীর সবুজ। নাওমি তার নাম দিল সবুজ নয়ন।

'আমি ক্রিস্টেন মাইলস,' দ্রুত ফিসফিস করল তরুণী। 'নিজেদের স্বার্থেই আমাদের পরস্পরকে সাহায্য করা উচিত। একটা সুযোগ নিতে হবে। শীঘ্রি।'

জবাবে কিছু বলল না নাওমি। তবে হাত বাড়িয়ে হালকাভাবে স্পর্শ করল সবুজ নয়নের বাহু। মেয়েটির চোখে ভয় ফুটে নেই, আছে প্রতিবাদ। ব্যাপারটা ভালো লাগল নাওমির।

অদ্ভুত বাড়িটির লিভিংরুমের দিকে চলেছে নাওমি, হলওয়েতে হাজির হওয়া বন্দি নারীদের কেউ কেউ চোরা চোখে দেখল ওকে। তাদের চোখে ফাঁকা দৃষ্টি। কেউ কেউ মেকআপ নেয়নি মুখে। তাদের আচরণ ভীত করে তুলল নাওমিকে। এখানকার পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে কেট ম্যাকটিয়েরনান পালাবার পর থেকে।

ক্যাসানোভা নতুন একটি মেয়েকে ধরে এনেছে। অ্যানা মিলার। অ্যানা ঘরের আইন ভেঙেছে কেটের মত। নাওমি অ্যানার সাহায্যের জন্য চিৎকার শুনেছে। ক্যাসানোভার কানেও হয়তো গেছে সে আর্তি। বোঝা মুশকিল ক্যাসানোভা কখন বাড়িতে থাকবে না। যখন তখন সে বাড়ি চলে আসে।

বাতাসে বিপদের গন্ধ পেল নাওমি। ভয় আর আতঙ্ক লুকিয়ে রাখতে চাইল ও। ওয়াশিংটনে এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে সে আগে। ষোল বছর বয়সে সে তার দুই বন্ধুকে খুন হতে দেখেছে।

এমন সময় ক্যাসানোভার কণ্ঠ শুনতে পেল সে। অদ্ভুত, উঁচু গলায় কথা বলছে। উন্মাদ একটা। 'ভেতরে এসো, মেয়েরা। লজ্জা পাবার কিছু নেই। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। এসো, ভেতরে এসো। পার্টিতে যোগ দাও।'

রক এন রোলের আওয়াজ ছাপিয়ে চেঁচাচ্ছে ক্যাসানোভা। এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজল নাওমি। মনে মনে বলল *আমি এসব দেখতে চাই না। তবু দেখতে হবে।*

অবশেষে ঘরে ঢুকল ও। কাঁপতে লাগল শরীর। গলা থেকে বেরিয়ে আসতে চাওয়া চিৎকার চাপা দিতে মুখে হাত চলে এল ওর।

ছাদের বিম থেকে লম্বা, একহারা গড়নের একটি শরীর ঝুলছে। বৃত্তাকারে ঘুরছে। মেয়েটি নগ্ন। শুধু লম্বা, সুগঠিত পায়ে রূপোলি নীল মোজা। এক পায়ে নীল হাই হিল শু, অন্য পাটিটি মেঝেতে পড়ে রয়েছে।

মেয়েটির ঠোঁট বেগুনি-নীল রঙ ধারণ করেছে। জিভ বেরিয়ে আছে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। ব্যথা, ভয় আর আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখ। এ নিশ্চয় অ্যানা, ভাবল নাওমি। যে মেয়েটি 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে চিৎকার করছিল। এ মেয়ে ঘরের আইন ভেঙেছে। চিৎকার করে বলছিল তার নাম অ্যানা মিলার। বেচারী অ্যানা। অপহরণ করার আগে তুমি কী করতে কে জানে।

মিউজিক বন্ধ করে দিল ক্যাসানোভা। মুখোশের আড়ালে কথা বলল শান্ত ভঙ্গিতে, যেন-কিছুই ঘটেনি।

'এর নাম অ্যানা মিলার। এ পরিণতির জন্য সে নিজেই দায়ী। আমি কী বলছি বুঝতে পারছ তোমরা! দেয়ালে মাথা ঠুকরে পালাবার কথা বলছিল সে। এখান থেকে কেউ পালাতে পারে না!'

শিউরে উঠল নাওমি। না, নরক থেকে পালাবার পথ নেই। সবুজ নয়নের দিকে তাকাল ও। মাথা ঝাঁকাল। হ্যাঁ, একটা সুযোগ ওদের নিতে হবে। আর শীঘ্রি।

অধ্যায় : ৭৭

অ্যারিজোনার স্টোনম্যান লেক-এ এসেছে জেন্টলম্যান খেলা খেলতে। খেলা করার জন্য চমৎকার সুন্দর একটি সকাল।

জঙ্গলে পাথরের আড়ালে গাড়ি পার্ক করেছে সে। মেঠো পথটার ঠিক পাশে। কেউ ওকে এখান থেকে দেখতে পাবে না। সাদা রঙের বাড়িটির দিকে তাকিয়ে আছে জেন্টলম্যান। ওখানে এক দম্পতি থাকে। পুরুষ লোকটাকে সে ঘর থেকে বেরুতে দেখল। উঠে পড়ল একটা সিলভার ফোর্ড অ্যারোস্টারে। দেখে মনে হলো তাড়া আছে তার, কাজে দেরী হয়ে গেছে বোধহয়। তার বউ এখন বাড়িতে একা। হয়তো শুয়ে আছে বিছানায়। তার নাম জুলিয়েট মন্টোগোমারি।

আটটা বাজার কয়েক মিনিট পর একটা খালি গ্যাস কন্টেইনার নিয়ে বাড়িটির দিকে পা বাড়াল জেন্টলম্যান। কেউ যদি তাকে দেখেও ফেলে সমস্যা নেই। ভাববে গাড়ির জন্য ফুয়েল আনতে যাচ্ছে।

তবে কেউ তাকে দেখল না। সম্ভবত: আশপাশে কয়েক মাইলের মধ্যে কেউ থাকেও না।

সামনের বারান্দার সিঁড়িতে উঠে পড়ল জেন্টলম্যান। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল এক মুহূর্ত, তারপর আস্তে মোচড় দিল দরজার হাতলে। অবাক হয়ে লক্ষ করল স্টোনম্যান লেকের বাসিন্দারা দরজায় তালা দিয়ে রাখে না।

বাহ্, চমৎকার!

জুলিয়েট নিজের জন্য নাস্তা বানাচ্ছে। জেন্টলম্যান শুনতে পেল মেয়েটা গুনগুনিয়ে গাইছে। লিভিংরুমের দিকে পা বাড়াল সে। বেকন ভাজার চড়চড়ে শব্দ আর লোভনীয় গন্ধ তাকে অ্যাশভিলে নিজের বাড়ির কথা মনে করিয়ে দিল।

তার বাবা ছিলেন সত্যিকারের ভদ্রলোক। সেনাবাহিনীর কর্ণেল ছিলেন ভদ্রলোক। তবে সন্তানের উপর খুব নাখোশ ছিলেন তিনি। ছেলের কোনও কাজই তার পছন্দ হতো না। অত্যন্ত কড়া নিয়ম কানুনের মধ্যে ছেলেকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। ছেলে কথা না শুনলে ধরে পেটাতেন। জেন্টলম্যান হাইস্কুলে ভালো রেজাল্ট করেছে। অ্যাথলেট হিসেবেও সুনাম ছিল তার।

আন্ডার গ্রাজুয়েশন করেছে ফি বেটা কাপ্পা থেকে। ডিউক মেডিকেল স্কুল থেকে ডাক্তারি পাশ করেছে।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে জুলিয়েট মন্টোগোমারিকে দেখছে সে। জুলিয়েটের রান্নাঘর ঝকঝকে, তকতকে। জানালার পর্দা তোলা। আলোয় ভেসে যাচ্ছে ঘর। জুলিয়েট এখনও জিমি হেনড্রিক্সের পুরানো গান 'ক্যাসল মেড অভ স্যান্ড' গাইছে। বেশ সুরেলা কণ্ঠ তার।

ওকে ওভাবে দেখতে ভালো লাগছে জেন্টলম্যানের। বেকনটা সাবধানে একটা পেপার টাওয়েলে তুলে রাখল জুলিয়েট। তার পরনে সাদা সূতির নেগলিজি, উরু পর্যন্ত লম্বা। বয়স বড়জোর পঁচিশ হবে। নর্তকীদের মত লম্বা, সুঠাম পা। ট্যান করা চামড়া। নগ্ন। মাথার পিঙ্গল কেশরাজি এলোমেলো। নাস্তা তৈরি করতে আসার আগে মাথায় ব্রাশ চালায় নি।

কিচেন কাউন্টারে কতগুলো বুচার নাইফ। একটা ছুরি তুলে নিল জেন্টলম্যান। কাউন্টারে রাখা একটা স্টেনলেস স্টীলের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে মৃদু টুং শব্দ তুলল। শব্দে ঘুরে দাঁড়াল জুলিয়েট। খুব সুন্দরী মেয়েটা।

'কে তুমি? আমার বাড়িতে ঢুকেছ কেন?'

হাঁপিয়ে ওঠার মত শব্দ করল মেয়েটা। নেগলিজির মত সাদা হয়ে গেছে মুখ। বিদ্যুৎ খেলে গেল জেন্টলম্যানের শরীরে। এক লাফে পৌঁছে গেল জুলিয়েটের সামনে। এক হাতে চেপে ধরল ওকে, অন্য হাতে ছুরিটা ঠেসে ধরল গলায়।

'আমি তোমাকে আঘাত করতে চাই না। চিৎকার কোরোনা,' নরম গলায় বলল সে।

গলা দিয়ে উঠে আসা চিৎকার গিলে ফেলল জুলিয়েট। তবে চিৎকার ফুটে উঠেছে ওর চোখে। ওর আতঙ্ক উপভোগ করল জেন্টলম্যান।

'আমাকে আঘাত করার চেষ্টা না করলে তোমাকেও আমি মারব না, আমার কথা বোঝা গেছে?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। তবে বেশী জোরে নয়। এই ভয়ে যদি ওর গলা কেটে ফেলে!

'তোমার প্যান্টি খুলতে যাচ্ছি আমি এখন। এর আগেও কাজটা কেউ করেছে। কাজেই আতঙ্কিত হয়ো না। তোমার ত্বক খুব মসৃণ, নরম।' বলল জেন্টলম্যান।

ছুরিটা কাজ করল দ্রুত। ফিনকি দিয়ে ছুটল রক্ত।

'তোমাকে আমি পছন্দ করি, জুলিয়েট, সত্যি... যেভাবে আমি অন্যদেরকে পছন্দ করি,' নরম গলায় বলল জেন্টলম্যান।

অধ্যায় : ৭৮

আবার বাড়ি ফিরেছে ম্যাকটিয়েরনান। প্রথমেই সে তার বোন ক্যারল অ্যানকে ফোন করল। ক্যারল এখন মেইনে থাকছে। তারপর চ্যাপেল হিলে কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলল ফোনে। জানাল সে ঠিক আছে।

মিথ্যা বলেছে কেট। কারণ ও জানে ও ভালো নেই। অ্যালেক্স চায়নি কেট বাড়ি ফিরে আসুক। বাড়ি ফিরে ওয়াইন পান করল কেট। লেটনাইট টিভি দেখল। বহুদিন রাত জেগে টিভি দেখা হয় না তার।

অ্যালেক্স ক্রসকে মিস করছে কেট। এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। ও কী অ্যালেক্সের প্রেমে পড়ল স্কুল বালিকাদের মত? নিজেকে প্রশ্ন করে কেট। অ্যালেক্স স্মার্ট, শক্তিশালী, রসিক, মহানুভব। বাচ্চাদেরকে ভালোবাসে সে। ওর নিজের ভেতরও শিশুসুলভ একটা ব্যাপার আছে। নাহ, সত্যি অ্যালেক্স ক্রসের প্রেমে পড়েছে কেট।

কেটের ইচ্ছে করছে ডারহামে অ্যালেক্সের হোটেলে ফোন করে। বেশ কয়েকবার ফোন তুলেও নামিয়ে রাখল। না! এ কাজটা করতে পারবে না সে। তার এবং অ্যালেক্স ক্রসের মধ্যে কিছু ঘটবে না।

কেট একজন ইন্টার্নি। ছেলেমানুষী তাকে শোভা পায় না। অ্যালেক্স ওয়াশিংটনে তার দুই সন্তান এবং দাদীকে নিয়ে থাকছে। যদিও অ্যালেক্সের অনেক কিছুই পছন্দ করে কেট তবু দু'জনের মধ্যে কিছু ঘটতে দিতে চায় না সে।

নিজের বাড়ি ফেরার পর থেকে ভয় ভয় করছে কেটের। অনুভূতিটাকে ঘৃণা করে সে। ও ভুলে থাকতে চায় সবকিছু। কিন্তু সম্ভব নয়। কারণ দুই উন্মাদের কেউই এখন পর্যন্ত ধরা পড়েনি।

গোটা বাড়ি জুড়ে নানা অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসছে কেটের কানে। সিঁড়ির ক্যাচকোচ। শাটার নামানোর আওয়াজ। বাতাসের শিস। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ বিগ সারের কথা মনে করিয়ে দেয় কেটকে।

অবশেষে হাতে মদের গ্লাস নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল কেট। আসলে ওটা পুরানো আমলের ফ্লিন্টস্টোন জেলি গ্লাস। পশ্চিম ভার্জিনিয়ার বাড়িতে এ গ্লাসের মালিকানার দাবি নিয়ে বোনদের সঙ্গে কত মারামারি করেছে কেট।

গ্লাসটা হাত থেকে গড়িয়ে গেল, মদে ভেসে গেল বেড কাভার। ওদিকে নজর নেই কেটের। অঘোরে ঘুমাচ্ছে সে। রাত তিনটার দিকে ঘুম ভেঙে গেল প্রচন্ড মাথা ব্যাথা নিয়ে। দ্রুত ঢুকল বাথরুমে। হড়হড় করে বমি করল।

বেডরুমে এসে হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় উঠল কেট। বাতাস বাড়ি খাচ্ছে জানালার শার্সিতে। আর্তনাদ ছাড়ছে। একে একে মনে পড়ল মা, সুসান, মারজোরি, ক্রিস্টিনকে। সবাই চলে গেছে। মাথার উপর চাদর টেনে দিল কেট। বুগিম্যানের ভয়ে ভীত বালিকা যেন।

সমস্যা হলো চোখ বুজলেই ক্যাসানোভা আর তার ভয়ংকর মৃত্যু মুখোশ ভেসে উঠছে। বাথরুমে গিয়েও তার মনে হয়েছে ওখানে লুকিয়ে আছে ক্যাসানোভা। এখন আবার মনে হচ্ছে তাকে ধরার জন্য আসছে ক্যাসানোভা।

সকাল সাতটার দিকে বাজল ফোন। অ্যালেক্স।

'কেট, আমি ওর বাড়ি গিয়েছিলাম,' বলল সে।

অধ্যায় : ৭৯

ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ফেরার সময় রাত দশটার দিকে আমি ডারহামের আবাসিক এলাকা হোপ ভ্যালিতে রওনা হয়ে গেলাম। একা গেলাম ক্যাসানোভাকে দেখতে।। ডক্টর ডিটেকটিভ ক্রস আবার তার কর্মস্থলে ফিরে এসেছে।

তিনটে ক্লু পেয়েছি আমি যা এ কেসের সমাধানে ভূমিকা রাখবে। গাড়ি চালাতে চালাতে ক্লু গুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। এটা প্রমাণিত সত্য যে তারা দুজনেই পারফেক্ট ক্রাইম করছে। ওরা টুইনিং, পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। অদৃশ্য হয়ে যাওয়া রহস্যময় বাড়ির ব্যাপারটিও রয়েছে। হয়তো হোপ ভ্যালিতে কিছু একটা ঘটবে, সে আশায় আছি আমি।

ওল্ড চ্যাপেল হিল রোডে ধীরে সুস্থে গাড়ি চালিয়ে সাদা ইটের পোর্টাল টাইপের এন্ট্রান্সের সামনে হাজির হলাম। একটা ঝুঁকি নিচ্ছি আমি। ড. উইক স্যাচ কোথায় থাকে দেখতে হবে। ওর সম্পর্কে দ্রুত তথ্য সংগ্রহের তাগিদ অনুভব করছি।

হোপ ভ্যালির রাস্তাঘাট স্ট্রেট লাইনে নয়। আমি যে রাস্তায় আছি ওতে ফোন কার্ব বা গাটার নেই। স্ট্রীটল্যাম্পের সংখ্যাও কম। বাড়িঘর বেশিরভাগ সাউদার্ন গথিক স্টাইলের, পুরানো এবং দামী। প্রায় প্রতিটি বাড়ি পাহাড়ের উপর।

ড. উইক স্যাচের লাল ইটের বাড়িটি সবচেয়ে উঁচু একটি পাহাড় চুড়োয়।

গাটারের সঙ্গে মিল রেখে শাটারের রঙ করা হয়েছে সাদা। দক্ষিণের হার্ভার্ড বলে পরিচিত ডিউকের প্রফেসর স্যাচ। তবে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে তার বাড়িটি খুব বেশি ব্যয়বহুল মনে হলো আমার কাছে।

জানালাগুলো অন্ধকার। চকচক করছে স্লেটের মতো। শুধু সামনের দরজার একটি পিতলের ক্যারিজ ল্যাম্প থেকে আলো আসছে।

আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি উইক স্যাচের স্ত্রী এবং দুটি ছোট বাচ্চা আছে। তার স্ত্রী ডিউক ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের রেজিস্টার্ড নার্স। এফ বি আই মহিলার ক্রেডেনশিয়াল পরীক্ষা করেছে। সবাই মহিলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। স্যাচের মেয়ে ফে অ্যানের বয়স সাত, ছেলে নাথানের বয়স দশ।

স্যাচের বাড়িতে যাচ্ছি, মনে হলো এফ বি আই আমার ওপর নজর রাখছে। কাইলি ক্রেগ এর মধ্যে আছে কিনা জানি না.... এ কেসটার মধ্যে গভীরভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে সে। কাইলিও ডিউকে গিয়েছিল। কেসটা তার জন্যও ব্যক্তিগত? কীভাবে ব্যক্তিগত?

বাড়ির সামনের অংশে তীক্ষ্ণ নজর বুলালাম। সবকিছু অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সাজানো গোছানো। সুন্দর।

অভিজ্ঞতা থেকে জানি মানুষ দানবরা যে কোনও জায়গায় বাস করতে পারে। চালাক চতুরদের কেউ কেউ সাধারণ আমেরিকান বাড়িতে ঘাপটি মেরে থাকে। যে রকম বাড়ির দিকে এ মুহূর্তে তাকিয়ে আছি আমি।

কী করব প্ল্যান করেছি আগেই। প্রয়োজনে এ বাড়িতে ঢুকব। এফ বি আই আমাকে ঠেকানোর চেষ্টা করতে পারে আবার নাও করতে পারে। হয়তো ওরা চাইছে আমি বাড়ির ভেতরে ঢুকি। ড. উইক স্যাচ সম্পর্কে খুব কমই জানি আমরা।

গাড়ির মোটর বন্ধ করে দিলাম। দরজা খুলে বেরুবার আগে গভীর একটা দম নিলাম। লনে চলে এলাম। বারান্দার কাছে বাচ্চাদের লাল রঙের একটা বাইক পড়ে আছে। ক্যাসানোভার বাচ্চার সাইকেল!

আমি প্যাশিওতে উঠে পড়লাম। সাদা টাইল দিয়ে তৈরি প্যাশিও। প্যাশিও পার হয়ে এগোলাম ফ্লোরিডা রুমের দিকে।

একটা দরজার ছোট উইন্ডোপেন ভেঙে ভেতরে ঢুকলাম। কেউ নেই। কোনও কিছুর সাড়া শব্দ নেই। অ্যালার্ম সিস্টেম লাগানোর প্রয়োজনই হয়তো বোধ করেনি স্যাচ। আমার সন্দেহ হলো স্যাচ নিজেই হয়তো চেয়েছে ডারহাম পুলিশ তার বাড়ি সার্চ করতে আসুক।

অধ্যায় : ৮০

বাইরের মত ঘরের ভেতরটাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সাজানো গোছানো। আমি নার্ভাস এবং ভীত। আমি এরকম ভীতি এবং অনিশ্চিত জীবন যাপনে অভ্যস্ত। আমি সাবধানে একটার পর একটা রুম ঘুরে দেখতে লাগলাম। কোনও কিছুই অগোছালো নয়। অথচ এ বাড়িতে দুটি ছোট বাচ্চা থাকে।

বাড়িটি লস এঞ্জেলসে রুডলফের অ্যাপার্টমেন্টের কথা মনে করিয়ে দিল আমাকে। এখানে যেন কেউ থাকে না। রান্নাঘরটা যেন কান্ট্রি লিভিং ম্যাগাজিনের পাতা থেকে তুলে আনা হয়েছে। প্রায় প্রতিটি ঘরে রয়েছে অ্যান্টিক।

ছোট একটি স্টাডিরুমে প্রফেসরের নোট আর কাগজপত্রগুলো ছড়ানো ছিটানো। আমি বিশেষ একটা জিনিস খুঁজছি। কিন্তু কোথায় খুঁজতে হবে জানি না। বেযমেন্টে ওক কাঠের ভারী একটা দরজা দেখতে পেলাম। খোলা। দরজার পরে একটি ছোট ফার্নেস রুম। রুমটি সতর্কতার সাথে সার্চ করলাম। ফার্নেস রুমের দূর প্রান্তে আরেকটি কাঠের দরজা চোখে পড়ল আমার। মনে হলো ক্লজিটের দরজা।

দ্বিতীয় দরজাটি হুক দিয়ে আটকানো। যতটা নি:শব্দে সম্ভব সরালাম হুক। এখানে কী আরও রুম আছে? আন্ডারগ্রাউন্ড স্পেস? এটা কী আরেকটা হাউজ অব হরর? কিংবা টানেল?

কাঠের দরজা খুলে ফেললাম ধাক্কা মেরে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাতি জ্বালালাম। সিঙ্গল একটা রুম। কুড়ি বাই চল্লিশ। আমার হার্ট একটা বিট মিস করল। হাঁটু কাঁপতে লাগল আমার। অসুস্থ বোধ করলাম।

এ ঘরে কোনও মেয়ে নেই, এটা কোনও হারেম নয়। এটা উইক স্যাচের ফ্যান্টাসি রুম। বেযমেন্টেব এক গোপন কিনারায় লুকানো। বাড়ির অন্যান্য ঘরগুলোর সঙ্গে এ ঘরের মিল নেই। এ ঘরটি সে নিজে তৈরি করেছে।

বিশেষ এ ঘরটি লাইব্রেরির মত। ভারী ওক কাঠের ডেস্ক, দু'পাশে এক জোড়া লাল চামড়ার ক্লাব চেয়ার। চারদিকের দেয়াল ভরা বুককেস। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত শুধু বই আর পত্রিকা। আর সমস্ত বই আর পত্রিকাই পর্ণোগ্রাফি

কমপক্ষে এক হাজার বই আছে ঘরে। আমি শেলফে চোখ বোলাতে বোলাতে হাঁটছি। নানা রকমের ইরোটিক বই:

স্ট্রেঞ্জেস্ট সেক্স অ্যাক্টস ইন মোডস অব লাভ অব অল রেসেস

দ্য হারেম অমনিবাস

আনটিল শী স্ক্রীমস

দ্য হাইমেন। এ মেডিকো-লিগাল স্টাডি ইন রেপ।

ওয়ার্ক ডেস্কের পেছনে কাঠের শেলপ ঘাটতে গিয়ে ক্যাসানোভার উপর অনেকগুলো বই পেয়ে গেলাম।

মেমোয়ার্স বাই ক্যাসানোভা

ক্যাসানোভা, ১০২ ইরোটিক এনগ্রেভিংস

দ্য মোস্ট ওয়ান্ডারফুল নাইটস অব লাভ অব ক্যাসানোভা

এ বাড়িতে নাথান আর ফে অ্যান নামে দুটি ছোট বাচ্চা থাকে। এদের কথা ভেবে মন খারাপ হলো আমার। এদের বাবা ড. উইক স্যাচ এ ঘরে নোংরা ফ্যান্টাসি নিয়ে বাস করে। সে যৌনাত্মক বইপত্র সংগ্রহ করে। এগুলো নিশ্চয় বাস্তব জীবনে প্রয়োগের চিন্তাও করে। আমি লোকটার উপস্থিতি যেন টের পেলাম ঘরে। তাকে অবশেষে জানতে শুরু করেছি আমি।

এমন কী হতে পারে সে আশপাশে বন্দি মেয়েগুলোকে লুকিয়ে রাখে? শহরের কোথাও যেখানে কেউ খুঁজতে যাওয়ার কথা চিন্তা করবে না। ডারহামের কোনও অভিজাত শহরতলীতে?

নাওমি কী কাছেপিঠে কোথাও আছে? অপেক্ষা করছে কেউ তার সন্ধান পাবে? যতদিন সে আটকে থাকবে পরিস্থিতি ততই খারাপের দিকে মোড় নিবে।

দোতলায় কীসের যেন শব্দ হলো। কান পাতলাম। আর পেলাম না শব্দটা। বাতাসের শব্দও হতে পারে।

এবার এ বাড়ি থেকে কেটে পড়া দরকার। এ বাড়ির বাসিন্দারা চলে আসতে পারে যে কোনও মুহূর্তে। আমি দ্রুত উপরে চলে এলাম। সেখান থেকে প্যাশিওতে। স্যাচের ডেস্কে একটা ক্রস এঁকে দিতে ইচ্ছে করল। আমার চিহ্ন। অনেক কষ্টে সংবরণ করলাম নিজেকে।

মাঝরাতের খানিক পরে ফিরে এলাম হোটেলে। ক্লিষ্ট এবং খালি লাগছে নিজেকে। ঘরে ঢোকামাত্র বেজে উঠল ফোন।

'কে?' বিড়বিড় করলাম আমি। অস্থির লাগছে নিজেকে। ইচ্ছে করছে নাওমির খোঁজে শহরের সবকিছু ছিন্নভিন্ন করে ফেলি। ড. উইক স্যাচকে ধরে ওর পেট থেকে সত্যটা বের করে নিতে চাই আমি।

'হ্যালো, কে বলছেন?' উচ্চকিত হলো আমার কণ্ঠ।

কাইলি ক্রেগ।

'তো?' শুরু করল সে। 'কিছু খুঁজে পেলে?'

অধ্যায় : ৮১

ভোর হয়েছে। ভূতুড়ে তদন্তের আজও কোনও অগ্রগতি হয়নি। কেট এখনও কাজ করছে আমার সঙ্গে। ও ইচ্ছে করেই রয়েছে। আমাদের সবার চেয়ে ক্যাসানোভাকে ও-ই বেশি চেনে।

ওল্ড চ্যাপেল হিল রোডের ঘন ফার অরণ্য থেকে আমরা নজর রাখছি স্যাচের বাড়ির উপর। সকালে একবার দেখতেও পেয়েছি উইক স্যাচকে।

লোকটা বেশ ভোরে ওঠে ঘুম থেকে। লম্বা, অধ্যাপকের মত চেহারা। সোনালি বালু রঙা চুল উল্টো করে আঁচড়ানো। চোখে শিংয়ের চশমা। অত্যন্ত সুগঠিত শরীর।

খবরের কাগজ নিতে সকাল সাতটায় বারান্দায় হাজির হলো সে। ডারহাম পেপারে আজকের হেডিং   ক্যাসানোভার উপর নজরদারী চলছে। স্যাচ সামনের পাতায় একবার চোখ বুলাল। তারপর ভাঁজ করে বগলে পুরল।

সকাল আটটা বাজার খানিক আগে বাচ্চাদের নিয়ে উদয় হলো সে। সন্তানদের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল। একজন ভালো বাবার মত বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে সে।

স্যাচের বাচ্চা দুটো পুতুলের মত দেখতে। এফ বি আই ওদেরকে স্কুল পর্যন্ত অনুসরণ করবে। আমরা এখানেই থাকছি।

'ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক না, অ্যালেক্স?' এরকম একটা কাজের জন্য দুটো সার্ভিলেন্স টিম?' কেট জিজ্ঞেস করল। কেট সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করে, বিশ্লেষণ করতে চায়। কেসটা নিয়ে আমার মতই মাথা ঘামাচ্ছে। ও আজ টাইট জিনস, নেভী ব্লু টি-শার্ট আর স্নিকার্স পরেছে। তবে এতেও ওর রূপ ফুটে উঠেছে। সৌন্দর্য লুকাতে পারেনি।

'রিপিট কিলারদের নিয়ে তদন্ত সবসময়ই একটু অস্বাভাবিক হয়। আর এ লোকটা তো খুবই অদ্ভুত।' জবাব দিলাম আমি।

কিছুক্ষণ পর ফিরল উইক স্যাচ। বাচ্চাদেরকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। হাসিখুশি চেহারা নিয়ে শিস দিতে দিতে বাড়িতে ঢুকে পড়ল সে।

এরপরের কয়েক ঘন্টায় কিছুই ঘটল না। স্যাচ কিংবা তার স্ত্রী, সুন্দরী মিসেস ক্যাসানোভার চেহারা দেখতে পেলাম না আমরা।

আবার এগারটার সময় বাড়ি থেকে বেরুল স্যাচ। ইউনিভার্সিটিতে যাবে। ডিন লোয়েলের কাছ থেকে ওর শিডিউল জেনেছি আমি। সকাল দশটার টিউটোরিয়ালটা মিস করেছে স্যাচ। কোথায় গিয়েছিল? কী খেলা খেলছে সে এখন?

বৃত্তাকার ড্রাইভওয়েতে দু'টো গাড়ি। বার সিলিন্ডার ইঞ্জিনের বার্গান্ডি কালারের জাগুয়ার এক্স জি এস কনভার্টিবলের সীটে উঠে পড়ল সে। অপর গাড়িটি একটি কালো মার্সিডিস সেডান। অধ্যাপকের বেতন দিয়ে এরকম গাড়ি কেনা যায়।

গাড়ি ছেড়ে দিল স্যাচ। চলতে শুরু করল রাস্তা দিয়ে। *বন্দি নারীদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে?*

অধ্যায় : ৮২

ওল্ড চ্যাপেল হিল রোড ধরে স্যাচের জাগুয়ারকে অনুসরণ করে চললাম আমরা। হোপ ভ্যালিতে ঢুকলাম। রাস্তার দু'পাশে কুড়ি এবং ত্রিশ শতকে তৈরি বাড়ি। স্যাচের চলার গতিতে কোনও তাড়া নেই।

এখন পর্যন্ত এই হলো তার খেলা। এ খেলার নিয়ম কানুন জানি না আমরা, জানা নেই কী খেলা সে খেলছে।

কাইলি ক্রেগ ইন্টারন্যাশনাল রেভেন্যুতে স্যাচের আয়-উপার্জনের খবর নিচ্ছে। কাইলি আরও আধা ডজন এজেন্টকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের কাজে লাগিয়ে দিয়েছে যদি স্যাচ এবং উইল রুডলফের সঙ্গে অতীতের কোনও সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। দু'জন নিশ্চয় ডিউকে ক্লাসমেট ছিল। হাই অনার ছাত্র। ফি বেটা কাপ্পা। ওরা পরস্পরকে চিনত তবে স্কুলে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল না। অন্তত: তাই মনে হয়। কাইলি নিজেও ডিউকে আইন নিয়ে পড়াশোনা করেছে।

আসল টুইনিং ঠিক কখন কাজ শুরু করেছে? অদ্ভুত, শক্তিশালি বন্ধনের সৃষ্টি করে? রুডলফ এবং স্যাচের কিছু কিছু বিষয় ঠিক মেলাতে পারছি না আমি।

স্যাচ গাড়ি নিয়ে ইন্টারস্টেট ৮৫তে ঢুকে পড়ল। তারপর মোড় নিল ৪০-এ। চ্যাপেল হিলের শেষ প্রান্ত এখানে। আমরা আরও মাইল দুয়েক ওর পেছন পেছন এগোলাম। অবশেষে থামল সে, ফ্রাঙ্কলিন স্ট্রীটে ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলিনার ক্যাম্পাসের কাছে পার্ক করল গাড়ি।

'পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন উদ্ভট লাগছে, অ্যালেক্স। ডিউক ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর। তার বউ আছে, দুটি ফুটফুটে বাচ্চার পিতা সে।' বলল কেট। 'যে রাতে সে আমাকে ধরে নিয়ে গেল, আমার ধারণা ক্যাম্পাসে আগেই আমার পিছু নিয়েছিল সে। আমাকে লক্ষ করছিল। আমার ধারণা ওখান থেকে সে আমাকে বাছাই করে।'

কেটের দিকে তাকালাম আমি। 'তুমি ঠিক আছ তো? ভালো না লাগলে বলো ফিরে যাই।'

আমার দিকে চাইল কেট। ওর চোখে অস্থির চাউনি। 'এটার শেষ দেখতে চাই আমি। ওকে আজ ধরবে, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' সায় দিলাম আমি।

'তোর এবার রক্ষা নেই, হারামজাদা,' বিড়বিড় করল কেট।

পোনে বারটা বাজে। চ্যাপেল হিলের মনোরম সুন্দর রাস্তা ইতিমধ্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। কলেজ ছাত্র এবং অধ্যাপকদের আগমন-নির্গমনে সরগম ক্যারোলিনা কফি শপ, পেপার্স পিজ্জা এবং নব নির্মিত ইন্টিমেট বুকস্টোর। কলেজ টাউনের পরিবেশ এক লহমায় আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল জন হপকিন্সের দিনগুলোতে।

দেড় ব্লক দূর থেকে কেট এবং আমি উইক স্যাচকে অনুসরণ করছি। এখন সে সহজেই আমাদের চোখের আড়াল হয়ে যেতে পারে। জঙ্গলের বাড়িতে ছুটে পালাবে সে? তার বন্দিনীদেরকে দেখতে যাবে? নাওমি কি এখনও ওখানে আছে?

উইক স্যাচ রেকর্ডবার কিংবা স্প্যাঙ্কির রেষ্টুরেন্টে ঢুকে সাইড ডোর দিয়ে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। ইঁদুর-বেড়াল খেলা শুরু হয়েছে। তার খেলা; তার আইন কানুন।

'লোকটাকে খুব সেলফ-স্যাটিসফায়েড মনে হচ্ছে,' সন্তোষজনক দূরত্ব রেখে স্যাচকে অনুসরণ করছি আমরা। কেউ তার পিছু নিয়েছে কিনা ফিরে তাকানোর প্রয়োজনও বোধ করেনি সে। উইক স্যাচ অবশেষে চ্যাপেল হিলের ভার্সিটি থিয়েটারের সামনে এসে থামল। দাঁড়াল একটা কম্যুনিটি বিলবোর্ডের পাশে। 'ব্যাটা কী সিনেমা দেখতে এসেছে?' ফিসফিস করল কেট।

'হতে পারে।' বললাম আমি।

সিনেমা হলের পাশে একটা কম্যুনিটি বিলবোর্ডে হাতে লেখা নানা নোটিশ এবং পোস্টার। বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ফ্যাকাল্টি সদস্যদের উদ্দেশ্য করে। এর আগে এদিকে একবার এসেছিলাম আমি। চ্যাপেল হিল এলাকায় নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তিদের প্রচুর নোটিশ লক্ষ করেছি তখন। সবাই নারী। আমার কাছে ব্যাপারটা ভয়ংকর প্লেগের মত মনে হয়েছে যে রোগ থামাতে পারছে না কেউ। এর প্রতিষেধক জানা নেই কারও।

উইক স্যাচের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো সে কারও জন্য অপেক্ষা করছে। 'চ্যাপেল হিলে কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে সে?' বিড়বিড় করলাম আমি।

'উইল রুডলফ,' চট করে বলল কেট। 'তার স্কুলের পুরানো সহপাঠী, তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু।'

উত্তর ক্যারোলিনায় উইল রুডলফের প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি নিয়েও ভেবেছি আমি। ওরা দু'জনে মিলে সুন্দরী মেয়েদেরকে অপহরণ করছে। তারপর নির্যাতন করে মেরে ফেলছে। ওদের ভাগাভাগি করা গোপনীয়তা কি এটাই? নাকি এর চেয়েও বেশি?

'মুখোশ ছাড়া ক্যাসানোভার মত লাগছে ওকে,' বলল কেট। আমরা স্কুল কিডস নামে ছোট একটি পাই শপে ঢুকে পড়েছি। 'একই রকম চুলের রঙ। তবে চুলের রঙ বদলায়নি কেন সে?' বিড়বিড় করল ও। 'শুধু মুখোশ পরে থাকে কেন?'

'মুখোশটা হয়তো তার চোখে কোনও ছদ্মবেশ নয়। তার ব্যক্তিগত ফ্যান্টাসির জগতে ভিন্ন কিছু একটা বিষয়।' বললাম আমি।

স্যাচ কম্যুনিটি বিলবোর্ডের সামনে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। কার জন্য অপেক্ষা করছে? এ ছবির সঙ্গে কী যেন একটা মিলছে না। বিনোকিউলার চোখে লাগিয়ে তাকালাম লোকটার দিকে।

লোকটার চেহারায় উদ্বেগ বা অস্থিরতার চিহ্নমাত্র নেই। তার পেছনে কম্যুনিটি বোর্ডে নানা ধরনের নিখোঁজ সংবাদ। বিনোকিউলার দিয়ে পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে।

নিখোঁজ- ক্যারোলিনা আইলিন ডিভিটো
নিখোঁজ- রবিন সোয়ার্জ
নিখোঁজ- সুসান পাইল
উওমেন ফর জিম হান্ট ফর গভর্নর
উওমেন ফর গভর্নর লুরি গার্নিয়ার
দ্য মাইন্ড সাইরেনস অ্যাট দ্য কেভ

হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝে ফেললাম আমি-মেসেজ!

ক্যাসানোভা আমাদের জন্য একটা মেসেজ পাঠিয়েছে- যারা ওর উপর নজর রাখছে কিংবা যারা ওর পিছু নেয়ার দুঃসাহস দেখায়।

ছোট দোকানটার ধুলোমাখা জানালায় ঘুসি মারলাম আমি।

'কুত্তার বাচ্চা আমাদের নিয়ে মাইন্ড গেম খেলছে,' জনাকীর্ণ দোকানে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম। বুড়ো দোকানী আমার দিকে সরু চোখে তাকাল।

'কী হলো?' আমার কাঁধের উপর দিয়ে রাস্তায় তাকাল কেট। দেখার চেষ্টা করছে আমি এমন কী দেখেছি যার জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়েছি।

'লোকটার পেছনের পোস্টার। ওটার নিচে সে দশ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ওটাই তার মেসেজ, কেট। তাকে যারা অনুসরণ করছে তাদের জন্য মেসেজ। ওই উজ্জ্বল-হলদে রঙের পোস্টারে সব কথা ইঙ্গিত করছে।

কেটের হাতে বিনোকিউলার দিলাম। বুলেটিনের একটা পোস্টার অন্যান্যগুলোর চেয়ে বড়। কেট জোরে জোরে পড়ল।

'নারী ও শিশুরা অনাহারে রয়েছে.... প্লীজ, আপনার আচরণ পরিবর্তন করুন! আপনি সত্যি জীবন বাঁচাতে পারবেন।'

অধ্যায় : ৮৩

'ওহ, জিসাস, অ্যালেক্স,' কাতরে উঠল কেট। 'ও বাড়ি যেতে না পারলে মেয়েগুলো না খেয়ে মরবে। আর আমরা ওর পিছু নিলে ও বাড়ি যেতে পারবে না। এ কথাটাই বলছে সে আমাদেরকে। মহিলারা অনাহারে আছে.... তোমাদের আচরণ বদলাও।

উইক স্যাচকে এক্ষুনি পাকড়াও করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু জানি কাজটা সম্ভব নয়।

'অ্যালেক্স দ্যাখো,' সতর্ক শোনাল কেটের গলা। আমার হাতে দিল বিনোকিউলার।

এক মহিলা এসেছে স্যাচের কাছে। মহিলা একহারা গড়নের, আকর্ষণীয়া। তবে যেসব মেয়েদেরকে অপহরণ করা হয় তাদের চেয়ে বয়সে বেশি। পরনে কালো সিল্কের ব্লাউজ, টাইট কালো চামড়ার স্ল্যাক্স, কালো জুতো। হাতে বই আর পত্রিকা বোঝাই একটা ব্রিফকেস।

'ওর প্যাটার্নের সঙ্গে মহিলা খাপ খায়না,' কেটকে বললাম আমি।

'কমপক্ষে পয়ত্রিশ হবে মহিলার বয়স।'

'আমি মহিলাকে চিনি। জানি ও কে, অ্যালেক্স,' ফিসফিস করল কেট।

ওর দিকে তাকালাম, 'কে ও, কেট?'

'ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপিকা। নাম সুজান ওয়েলসি। ছাত্ররা কেউ তাকে 'রানঅ্যারাউন্ড শূ' বলে আড়ালে ডাকে।

উইক স্যাচ আর মিস সুজান ওয়েলসলি 'হাঙ্গার' বিলবোর্ডের নিচে চুমু খেল। ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে, একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে লম্বা চুমু। লোকে দেখছে ওদেরকে। পাত্তাই দিচ্ছে না।

'মেসেজ' নিয়ে ভাবছি আমি। এটা কাকতালীয় একটা ব্যাপারও হতে পারে। তবে কাকতালীয় কিছুতে বিশ্বাস নেই আমার। হয়তো সুজান ওয়েলসি স্যাচের 'বাড়ি'র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে বাড়িতে আটকে আছে মেয়েরা। অন্য কোনও নারীও এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। পুরো ব্যাপারটিই অ্যাডাল্ট সেক্স কাল্টের মত হওয়া বিচিত্র নয়। এ ধরনের আডাল্ট সেক্স কাল্ট আমাদের সমাজে আছে এবং বিস্তার ঘটছে দ্রুত।

ওরা দু'জন ফ্রাঙ্কলিন স্ট্রীটে নেমে হাঁটা ধরল। ধীর ভঙ্গিতে হাঁটছে। কোনও তাড়াহুড়ো নেই। আসছে আমাদের দিকে। তারপর ভার্সিটি থিয়েটার টিকেট বুদ-এর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাতে হাত ধরা।

'জাহান্নামে যাক ব্যাটা। ও টের পেয়েছে আমরা ওর উপর নজর রাখছি,' বললাম আমি। 'ওর খেলাটা কী?'

'মহিলা এদিকে তাকিয়ে আছে। সে-ও হয়তো জানে ব্যাপারটা। হ্যালো, সুজান। তুমি এখানে কোন্ মতলবে এসেছ, ড্রাগন লেডি?'

সিনেমার টিকেট কাটল ওরা প্রেমিক যুগলের মত। ঢুকল প্রেক্ষাগৃহে। একটা ইটালিয়ান কমেডি ছবি চলছে। এ ধরনের ছবি দেখার মুডও আছে লোকটার? হয়তো ছবি দেখাটা তার পরিকল্পনার একটা অংশ। ছবির নাম রবার্টো বেনিগনি উজ জনি স্টেচিনো- উত্তেজক কমেডি।

'ছবির নাম কী কোনও মেসেজের ইঙ্গিত করছে? ও আমাদেরকে কী বলতে চাইছে, অ্যালেক্স?'

'বলতে চাইছে উত্তেজক কমেডি দেখতে সে পছন্দ করে।'

'ওর রসিকতা বোধ আছে, অ্যালেক্স। সে আজেবাজে জোকস বলে নিজেই হাসে।'

কাছের বেন অ্যান্ড জেরীর আইসক্রিমের দোকান থেকে কাইলি ক্রেগকে ফোন করলাম। নারী আর শিশুদের অনাহার বিষয়ক পোস্টারের কথা বললাম। কাইলি বলল এটা আমাদের জন্য একটা মেসেজ হতে পারে। ক্যাসানোভার পক্ষে সবই সম্ভব।

দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। স্যাচ এবং সুজান এখনও প্রেক্ষাগৃহে, ইটালিয়ান কমেডি দেখে বোধহয় হাসছে। নাকি আমাদের কথা ভেবে হাসছে? আড়াইটার সময় ভাঙল শো। স্যাচ আর ড. ওয়েলসলি বেরিয়ে এল ভার্সিটি থিয়েটার থেকে। ফ্রাঙ্কলিন অ্যান্ড কলম্বাসের দিকে পা বাড়াল। ঢুকল জনপ্রিয় রেষ্টুরেন্ট স্প্যাঙ্কিতে। লাঞ্চ করল দু'জনে।

ওরা রেষ্টুরেন্টের সামনের জানালার কাছে বসেছে। ইচ্ছে করে? টেবিলে হাত ধরাধরি করা, একটু পর পর চুমু খাচ্ছে। ক্যাসানোভা দ্য লাভার! লাঞ্চের সময় অধ্যাপকের সঙ্গে প্রেম? উঁহু, এর কোনও মানে খুঁজে পেলাম না আমি।

সাড়ে তিনটার দিকে স্প্যাঙ্কি থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ফিরে গেল মেসেজ বোর্ডের কাছে। চুমু খেল আবার। তারপর বিদায় নিল পরস্পরের কাছ থেকে। স্যাচ হোপ ভ্যালিতে বাড়ির পথ ধরল। উইক স্যাচ অবশ্যই আমাদেরকে নিয়ে খেলছে। নিজের আনন্দের জন্য খেলা। ইঁদুর-বেড়ালের খেলা।

অধ্যায় : ৮৪

নাওমির মনে হচ্ছে ও পাগল হয়ে যাবে। হ্যালুসিনেশনে ভুগছে। এইমাত্র দেখল অ্যালেক্স ক্যাসানোভাকে মেরে ফেলেছে। যদিও জানে বাস্তবে এরকম কিছু ঘটেনি।

মাঝে মাঝে নিজের সঙ্গে কথা বলে নাওমি। অন্ধকার কারাগারের প্রকোষ্ঠে চুপচাপ বসে থাকে সে। বেহালাটা সঙ্গেই আছে। কিন্তু ওতে সুর তোলে না বেশ কয়েকদিন।

ক্যাসানোভা কয়েকদিন হলো আসছে না। মারা গেছে? গুলি খেয়ে মরেছে? লোকটার কিছু একটা হয়েছে, ভাবল নাওমি। গত দু'দিন তার দেখা নেই। *কোথাও কোনও ঘাপলা হয়েছে?*

ইউনিভার্সিটির উজ্জ্বল সূর্যালোকিত নীল আকাশ, সবুজ ঘাসের মাঠ দেখার জন্য বুকটা কেমন যেন করে নাওমির। বিছানার পাশের আর্মচেয়ারে বসে নানা কথা ভাবছিল সে। এবার সিধে হলো। নগ্ন কাঠের মেঝেতে পায়চারি শুরু করল। হেঁটে গেল বন্ধ দরজার সামনে। ঠাণ্ডা কাঠে চেপে ধরল গাল।

এই পাগলামিটা কি আমি করব? ভাবল ও। নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর দেব?

রহস্যময় বাড়িটি থেকে খুটখাট নানা আওয়াজ ভেসে আসছে। ঘরগুলো সাউন্ডপ্রুফ হলেও জোরে শব্দ হলে শোনা যায়।

নাওমি মনে মনে ঝালিয়ে নিল কথাগুলো।

আমার নাম নাওমি ক্রস। তুমি কোথায়, ক্রিস্টেন? হরিণী চোখ? আমার ধারণা তুমি ঠিক কথাই বলেছ। কিছু একটা আমাদেরকে করতে হবে... একসঙ্গে.... ও আর ফিরছে না....

মনে মনে কথাগুলো ভাবতে পারছে নাওমি। কিন্তু মুখে বলতে পারছে না। ক্যাসানোভা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে টের পেলে মেরে ফেলবে নাওমিকে।

ক্রিস্টেন মাইলস গত চব্বিশ ঘণ্টায় বার কয়েক নাওমির নাম ধরে ডেকেছে। কিন্তু প্রত্যুত্তর দেয়নি নাওমি। এখানে কথা বলা নিষেধ। বারবারই তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছে ক্যাসানোভা। ক'দিন আগে একটি মেয়েকে ফাঁসিতেও ঝুলিয়েছে। বেচারী অ্যানা মিলার। আইনের আরেকজন ছাত্রী।

এ বাড়িতে বাইরের কোনও শব্দ আসে না। গাড়ি চলার আওয়াজ এমনকি দূরাগত প্লেনের শব্দও নয়। ওদেরকে নিশ্চয় মাটির নিচের ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছে। ভয়াবহ নীরবতা ঘিরে থাকে সারাক্ষণ।

ক্রিস্টেনের সঙ্গে কথা বলার জন্য মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিল নাওমি। বার কয়েক ঢোক গিলল। গলা শুকনো। শেষে জোরে, উচ্চকিত গলায় ডাকল, 'ক্রিস্টেন, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? ক্রিস্টেন? আমি নাওমি ক্রস।'

কাঁপছে নাওমি। উষ্ণ জল গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে। ক্যাসানোভার বিরুদ্ধে চলে গেছে সে। ওর আইন অমান্য করেছে। সাথে সাথে জবাব দিল সবুজ চোখ। এত ভালো লাগল ওর কণ্ঠ শুনে। 'আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি, নাওমি। তোমার কাছ থেকে খুব বেশী দূরে নেই আমি। সম্ভবতঃ কয়েকটা দরজা পরেই। কথা বলতে থাকো, নাওমি। আমার ধারণা ও বাড়িতে নেই।'

ক্যাসানোভা বাড়িতে আছে কী নেই এ নিয়ে ভাবছে না নাওমি। থাকুক বা না থাকুক ওর আর কিছু আসে যায় না।

'ও আমাদেরকে খুন করবে,' বলল নাওমি। 'অবশ্যই খুন করবে। কাজেই প্রথম সুযোগেই আমাদেরকে যা করার করতে হবে।'

'ঠিক বলেছ!' ভোঁতা শোনাল ক্রিস্টেনের কণ্ঠ। যেন কুয়োর তলা থেকে কথা বলছে।

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।' এবারে আরেকটু গলা চড়ল নাওমির। সে যোগাযোগটা চালিয়ে যেতে চায়। চায় ওর কথা সবাই শুনুক, সকল বন্দি নারী। 'ও যখন আবার আমাদের সবাইকে একত্রিত করবে- তখন সুযোগটা নিতে হবে। আমরা সবাই একসঙ্গে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। তুমি কী বলো?'

ঠিক তখন নাওমির ঘরের ভারী কাঠের দরজাটা খুলে গেল গেল ক্যাআচ শব্দে। ঘরে ঢুকল আলো।

দরজা খুলে যেতে আতঙ্কে জমে গেল নাওমি। নড়তে পারছে না। রা বেরুচ্ছে মুখ থেকে। বন্ধ হয়ে আসছে দম। মনে হচ্ছে মরে যাবে। লোকটা এতক্ষণ দরজার ওপাশে ছিল। শুনেছে সব কথা।

'হ্যালো, আমার নাম উইল রুডলফ,' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল লম্বা, সুদর্শন লোকটা। 'তোমার পরিকল্পনা চমৎকার। তবে কোনও কাজে আসবে বলে মনে হয় না। কেন আসবে না বলছি।'

অধ্যায় : ৮৫

বুধবার সকাল। ন'টার খানিক আগে আমি এসে পৌঁছালাম র‍্যালে- ডারহাম ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। অশ্বারোহী বাহিনী হাজির হয়েছে। পুলিশের নতুন দলও দেখতে পাচ্ছি। স্যাম্পসন ফিরে এসেছে শহরে।

লম্বা, দৃঢ় পদক্ষেপে ইউএস এয়ার গেট থেকে বেরিয়ে এল ও। হাতে ধরা স্থানীয় কাগজটা নাড়িয়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। জবাবে মাথা ঝাঁকাল স্যাম্পসন। ওকে নিয়ে গাড়িতে চড়ে বসলাম। এয়ারপোর্ট থেকে ছুটলাম চ্যাপেল হিলের দিকে।

উইকাগিল নদী এলাকাটি চেক করে দেখা দরকার। এটা আমার স্রেফ আরেকটি অনুমান মাত্র... তবে মনে হচ্ছে ওখানে কিছু একটা পেয়ে যাব। হয়তো 'অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বাড়িটি'রও সন্ধান পেয়ে যেতে পারি। এ ব্যাপারে সাহায্য নিচ্ছি ড. লুইস ফ্রিডের। ইনি বিখ্যাত কৃষ্ণাঙ্গ ইতিহাসবিদ, সিভিল ওঅর নিয়ে কাজ করেছেন। একটা সময় গৃহযুদ্ধের ব্যাপারে আগ্রহ ছিল আমার। বিশেষ করে উত্তর ক্যারোলিনা এবং ক্রীতদাসদের নিয়ে। আন্ডারগ্রাউন্ড বেলরোড ধরে ক্রীতদাসরা উত্তরে পালিয়ে গিয়েছিল।

চ্যাপেল হিল-এ ঢুকলাম আমরা। ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলিনার পাশ দিয়ে যাচ্ছি, স্যাম্পসন বলল, 'তোমার কী মনে হয় ক্যাসানোভা বড় ধরনের ভেন্যু খুঁজছে?'

'ঠিক বলতে পারব না। আমার ধারণা সে লোকাল সেলেব্রিটি হওয়াটা উপভোগ করছে। সে খেলতে পছন্দ বিশেষ করে নিজের হাতের কাজ তথা শিল্পকলা নিয়ে ক্যাসানোভা যথেষ্ট গর্বিত।

আমি স্যাম্পসনকে টুইনিং-এর ধারণার ব্যাপারে বললাম। এমনকী এফ বি আইও ব্যাপারটা একটু একটু বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। 'দু'জন মিলে বড় ধরনের গোপন কিছু শেয়ার করছে। আর সুন্দরী মেয়েদের অপহরণ করা এ পরিকল্পনার অংশ মাত্র। এদের একজন নিজেকে 'প্রেমিক' এবং শিল্পী বলে দাবি করে। অপরজন নিষ্ঠুর এক খুনী, টিপিকাল সিরিয়াল কিলার ধরনের। এরা একে অপরের ভুল ত্রুটি সংশোধন করে দেয়। একত্রিত হলে এরা হয়ে ওঠে অদম্য।

'এর মধ্যে লিডার কোন্ জন?' প্রশ্ন করল স্যাম্পসন।

'আমার ধারণা ক্যাসানোভা। দু'জনের মধ্যে সে বেশী কল্পনাশ্রয়ী। সে এখনও বড় ধরনের কোনও ভুল করে নি। তবে অন্যকে আশ্রিত করে থাকাটা আবার পছন্দ নয় জেন্টলম্যানের। সে সম্ভবত: ক্যালিফোর্নিয়া গিয়েছিল দেখতে নিজে কিছু করতে পারে কিনা। কিন্তু পারে নি।'

'ক্যাসানোভা কী কলেজ প্রফেসর ড. উইক স্যাচ? যে পর্ণোগ্রাফি প্রফেসরের কথা তুমি আমাকে বলেছ। ওই কী আমাদের লোক?'

'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ওটা স্যাচ। কিন্তু অসম্ভব চালাক-চতুর-সে। ওর পরিচয় জানাটা খুব কঠিন হয়ে উঠেছে। আমাদেরকে ধন্ধে ফেলে দিয়ে খুব মজা পাচ্ছে লোকটা। ক্যাসানোভার মাথায় প্রচন্ড বুদ্ধি। আর সে খুবই সাবধানী। ভুল তথ্য যোগান দিচ্ছে যাতে সবাই ঘোল খেয়ে যায়। এমনকী কাইলি ক্রেগেরও মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়।'

বড়বড় সাদা দাঁত বের করে হাসল স্যাম্পসন। ওর হাসি দেখলে মনে হয় কামড়াতে আসছে। 'আমার ধারণা একেবারে ঠিক সময়ে হাজির হয়ে গেছি এখানে।'

সাইড স্ট্রীটের একটা 'স্টপ' সাইনে গাড়ি থামালাম আমি। হঠাৎ অদূরে পার্ক করা এক গাড়ি থেকে বন্দুক হাতে নেমে এল এক লোক। ছুটে এল আমাদের দিকে। আমরা তাকে বাধা দেয়ার আগেই আমার মুখ লক্ষ্য করে একটা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন তুলে ধরল বন্দুকধারী।

খেলা শেষ! ভাবলাম আমি।

'চ্যাপেল হিল পুলিশ।' খোলা জানালায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'এখুনি নেমে পড়ো গাড়ি থেকে। পরিচয় দাও।'

অধ্যায় : ৮৬

'একেবারে ঠিক সময়ে তুমি এসে পড়েছ,' বললাম আমি স্যাম্পসনকে। ধীরে, সাবধানে নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে।

'তেমনই মনে হচ্ছে,' বলল ও। 'এখন মাথা ঠান্ডা রাখো। উত্তেজিত হতে গিয়ে গুলি বা মার খেয়োনা, অ্যালেক্স।'

কী ঘটছে বুঝতে পারছি আমি। রাগে জ্বলে যাচ্ছে গা। স্যাম্পসন এবং আমাকে ওরা 'সাসপেক্ট' হিসেবে সন্দেহ করছে। আমরা কেন 'সাসপেক্ট' হলাম? কারণ সকাল দশটায় চ্যাপেল হিলের রাস্তায় দুই কৃষ্ণাঙ্গর গাড়ি চালিয়ে যাওয়াটা ওদের চোখে সুবিধের ঠেকেনি।

রাগ করেছে স্যাম্পসনও। তবে বহি:প্রকাশ ঘটাচ্ছে না। ডানে বামে মাথা নাড়ছে, মুখে পাতলা হাসি।

চ্যাপেল হিলের আরেক ডিটেকটিভের আবির্ভাব ঘটল তার সহকারীকে সাহায্য করার জন্য। দু'জনেই রূঢ় চেহারার মানুষ। বয়স পঁচিশের কোঠায়। মাথায় লম্বা চুল। ঘন গোঁফ। পেটা শরীর।

'খুব হাসছেন যে?' নীচু গলায় বলল দ্বিতীয় অফিসার। 'ব্যাপারটা খুব হাসির মনে হচ্ছে আপনার কাছে?' জিজ্ঞেস করল সে স্যাম্পসনকে। নিতম্বের কাছে ডান্ডা ধরা, আঘাত করতে প্রস্তুত।

'না হেসে পারছি না,' মুখে হাসিটা ধরে রেখেছে স্যাম্পসন। ডান্ডার ভয় সে করে না।

আমার খুলির মাঝখানটা শিরশির করে উঠল, পিঠ বেয়ে সরসর করে নামছে ঘাম। আমি বলতে চাইলাম, 'শুনুন, আমার নাম....'

'শাটআপ, অ্যাসহোল।' আমার পিঠে সপাং করে বাড়ি বসিয়ে দিল একজন। ব্যথায় নীল হয়ে গেল আমার চেহারা।

'আমি অ্যালেক্স ক্রস। আমি একজন পুলিশ ডিটেকটিভ, মাদারচোদ।' খেঁকিয়ে উঠলাম ওদের দিকে তাকিয়ে। 'আমি ক্যাসানোভা ইনভেস্টিগেশনের সঙ্গে জড়িত। ডিটেকটিভ রাসকিন আর সাইকসকে ফোন করো এখুনি। এফ বি আইতে কাইলি ক্রেগকে ফোন করে জেনে নাও আমরা কে।'

কথা বলতে বলতে চরকির মত একপাক ঘুরে গেলাম আমি। হাতের পাশে যেটাকে পেলাম ওটার গলায় প্রচন্ড ঘুসি বসিয়ে দিলাম। কাটা কলাগাছের মত

ধড়াশ রাস্তায় পড়ে গেল সে। তার সঙ্গী লাফ মেরে আগে বাড়ল, তবে কিছু করার আগেই তাকে জাপটে ধরে ফেলল স্যাম্পসন। আমি প্রথম জনের কোমর থেকে সহজেই খুলে নিলাম রিভলভার। স্যাম্পসন দ্বিতীয়জনকে নিরস্ত্র করল।

'আমাদের পরিচয় পেলে তো এখন?' গম্ভীর গলায় বলল স্যাম্পসন। 'তোমরা জানো সিরিয়াল কিলার ক্যাসানোভা কালো মানুষ নয়,' নিরস্ত্র দুই চ্যাপেল হিল পুলিশকে বললাম আমি। তারপর ফিরে এলাম গাড়িতে। স্যুভেনির হিসেবে রেখে দিলাম দুই ডিটেকটিভের বন্দুক। আবার স্টার্ট দিলাম গাড়িতে।

অধ্যায় : ৮৭

ডিউক ক্যাম্পাসে অ্যালেন হন নয়া ফ্যাকাল্টি জিম-এ পেয়ে গেলাম ডিন ব্রাউনিং লয়েলকে। ব্যস্ত। জিমনাশিয়ামটি লেটেস্ট বডি বিল্ডিং যন্ত্রপাতিতে পূর্ণ। ঝকঝক করছে নতুন নতুন যন্ত্র স্টেয়ারমাস্টার, ট্রেডমিল, গ্রাভিট্রন।

ফ্রী ওয়েট নিয়ে ব্যায়াম করছিলেন ডিন। ডক্টর অব পর্ণোগ্রাফি উইক স্যাচের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।

ডিন খুব বন্ধুসুলভ। জিজ্ঞেস করলাম উইক স্যাচ সম্পর্কে তিনি কী জানেন?

'অদ্ভুত একটা চরিত্র স্যাচ,' শুরু করলেন ডিন। 'প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম একটা করে উদ্ভট চরিত্র থাকে। এক দশক ছিল সে ক্যাম্পাসে। সবাই তাকে 'ড. ডার্ট' বলে ডাকত।'

'ড. স্যাচ যে বাড়িতে নোংরা বই আর ছবি রাখে সে খবর জানেন আপনি?' আমার প্রশ্নটা করে ফেলল স্যাম্পসন।

অনুশীলন বন্ধ করলেন ডিন লয়েল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন আমাদের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তরুণী মেয়েদের অন্তর্ধানের পেছনে ড. স্যাচের হাত আছে বলে সন্দেহ করছেন?'

'সন্দেহ করার অনেক কারণ আছে, ডিন লয়েল। তবে এ মুহূর্তে এর বেশী কিছু বলতে পারছি না,' সত্যি কথাটাই বললাম তাকে।

মাথা ঝাঁকালেন ডিন। 'আপনার যা ইচ্ছা, অ্যালেক্স। তবে স্যাচ সম্পর্কে কিছু জরুরী কথা বলব আপনাদেরকে।' মোটা ঘাড় এবং কাঁধের ঘাম মুছে নিলেন তোয়ালে দিয়ে। 'শুরু থেকেই বলি। ১৯৮১ সালে এক তরুণ প্রেমিক যুগল এখানে খুন হয়ে যায়। ওই সময় উইক স্যাচ আন্ডার গ্রাজুয়েট করছে, আর্টসের ছাত্র, অত্যন্ত প্রতিভাবান। আমি তখন গ্রাজুয়েট স্কুলে। ডিন হওয়ার পর জানতে পারি ওই হত্যাকান্ডের ব্যাপারে স্যাচকেও সন্দেহ করা হচ্ছে। তবে ওর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আমি ডিটেইল জানি না তবে আপনারা এ ব্যাপারে ডারহাম পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। একাশির বসন্তে খুন হয়ে গিয়েছিল ওই প্রেমিক যুগল। তারা ছাত্র ছিল। মেয়েটির নাম রো টিয়েরনি, ছেলেটি টম হ্যাচিনসন। ওই সময় এ হত্যাকান্ড নিয়ে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল। তবে এ কেসের সুরাহা হয় নি।'

'এ কথা আগে বলেন নি কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম লয়েলকে।

'এফ বি আই পুরো ব্যাপারটা জানে, অ্যালেক্স। আমি নিজে ওদেরকে বলেছি। ড. স্যাচের সঙ্গে ওরা কয়েক সপ্তাহ আগে কথা বলেছে। আমার ধারণা সন্দেহের বাইরে রয়েছে সে। তাদের ধারণা ওই মার্ডার কেসের সঙ্গে স্যাচের কোনও সম্পর্ক নেই।'

ওই দিন সন্ধ্যা সাতটায় ডারহাম পুলিশের কাছে গেলাম আমি আর স্যাম্পসন। দেখা হয়ে গেল ডিটেকটিভ রাসকিন আর সাইকসের সঙ্গে। কাজের চাপে দিশেহারা অবস্থা। ওরা স্যাচকে সন্দেহ করে। তবে প্রমাণের অভাবে গায়ে হাত দিতে পারছে না। আমি ডারহাম হোমিসাইড ডিটেকটিভদেরকে একটুও বিশ্বাস করি না। ওরা আমাকে আর স্যাম্পসনকে ব্যবহার করতে চায়। অথবা ওদের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে।

আমার সন্দেহ ওরা কিছু লুকোচ্ছে।

ডারহাম হোমিসাইড ডিটেকটিভরা জানাল তারা রিসার্চ ট্রায়াঙ্গলের মেডিকেল ডাক্তারদের ওপর তদন্ত করছে। খতিয়ে দেখছে ডাক্তারদের কারও ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কিনা কিংবা ক্রিমিনাল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে জড়িত কিনা। উইক স্যাচ প্রধান সাসপেক্ট, তবে একমাত্র নয়।

নিক রাসকিন ও সাইকস আমাদেরকে সাসপেক্ট বোর্ডের সামনে নিয়ে গেল। এদের পাঁচজন ডাক্তার। কেটের বিশ্বাস ক্যাসানোভা ডাক্তার, কাইলি ক্রেগেরও তাই ধারণা। আমি ডাক্তারদের নামগুলো পড়লাম।

ড. স্তেফান রম

ড. ফ্রাঙ্কস্ কন্সটানটিনি

ড. রিচার্ড ডিলাল্লো

ড. মিগুয়েল ফেসকো

ড. কেলি ক্লার্ক

আমি ভাবলাম হাউজ অব হরর-এর সঙ্গে অনেকেই জড়িত কিনা।' নাকি, উইক স্যাচই আসল লোক? সেই কি ক্যাসানোভা?

'আপনি গুরু মানুষ,' ডেভি সাইকস ঝুঁকল আমার কাঁধের ওপর। 'ও কে? বুগিম্যানটাকে ধরুন, ড. ক্রস।'

অধ্যায় : ৮৮

ওই রাতের কথা। আবার শিকারে বেরিয়েছে ক্যাসানোভা। গত কয়েকদিন সে রোমাঞ্চ থেকে বঞ্চিত ছিল। তবে আবার রোমাঞ্চের আস্বাদ পেতে চলেছে সে।

খুব সহজে সে ডিউক ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টার কমপ্লেক্সে ঢুকে পড়ল ডাক্তারদের জন্য সংরক্ষিত প্রাইভেট পার্কিং এরিয়ার একটি ধূসর ধাতব দরজা দিয়ে। গন্তব্যের দিকে হাঁটা দিল ক্যাসানোভা। দেখা হলো কলকাকলি মুখর নার্স আর সিরিয়াস চেহারা করে রাখা ডাক্তারদের সঙ্গে। এদের কেউ কেউ তাকে দেখে নড করল, হাসলও।

বরাবরের মত যে কোনও পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে ক্যাসানোভা। সে যখন খুশি যেখানে যেতে পারে।

হাসপাতালের সাদা করিডর ধরে হাঁটছে ক্যাসানোভা। মস্তিষ্ক ব্যস্ত থাকল ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে। রিসার্চ ট্রায়াঙ্গল এরিয়া এবং দক্ষিণপুবে তার সাফল্য কম নয় তবে আজ এর পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে।

অ্যালেক্স ক্রস সহ নাছোড়বান্দা কয়েকজন তার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। এমনকি ডারহাম পুলিশও তার জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। হয়তো কেউ তার বাড়িটা আবিষ্কার করে বসবে। আরও ভয়ের ব্যাপার, কেউ হয়তো জেনেও ফেলবে তার পরিচয়।

এখান থেকে পাততাড়ি গোটানোর সময় হয়েছে, ভাবছে ক্যাসানোভা। সে এবং উইল রুডলফ নিউইয়র্কে যাবে অথবা সূর্যালোকিত ফ্লোরিডায়। অ্যারিজোনাও মন্দ নয়। ওখানে প্রচুর সুন্দরী আছে। কিংবা টেক্সাসের কোনও বিশাল ক্যাম্পাসেও আস্তানা গাড়া যায়। অস্টিন জায়গাটা খারাপ না। নাকি উর্বানা, ইলিনয়? ম্যাডিসন, উইসকনসিন? কলম্বাস, ওহাইয়ো?

সে এরপর ইউরোপের দিকে ঝুঁকবে। লন্ডন, মিউনিখ অথবা প্যারিস। ক্যাসানোভা হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে কেউ তার পিছু নিয়েছে কিনা। অ্যালেক্স ক্রস? সম্ভাবনা আছে।

বাইজেন্টাইন হাসপাতালের গোলকধাঁধা পেরিয়ে দুই নাম্বার বিল্ডিং-এ ঢুকে পড়ল ক্যাসানোভা। এদিকেই হাসপাতালের মর্গ। তাই এদিকে লোকজনের ভিড় কম।

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিক দেখল ক্যাসানোভা। অফ-হোয়াইট করিডরে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কেউ তাকে অনুসরণ করছে না।

হয়তো ওরা ওর সম্পর্কে এখন পর্যন্ত জানতে পারেনি কিছুই। কিছু অনুমানও করতে পারেনি। কিন্তু একসময় পারবে। ক্লু আছে। রো টিয়েরনি আর টম হাচিনসনের অমীমাংসিত রহস্য। এদেরকে দিয়ে শুরু করেছিল সে আর উইল রুডলফ। গড, তার বন্ধু ফিরে এসেছে বলে সে যে কী খুশি! রুডলফ পাশে থাকলে তার খুব ভালো লাগে। রুডলফ ক্যাসানোভাকে সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারে।

মেডিকেল সেন্টারের দুই নাম্বার বিল্ডিং-এর পালিশ করা করিডরে পদচারণা দ্রুত হলো ক্যাসানোভার। খালি হলওয়েতে তার পায়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলল। সে কিছুক্ষণ পর চারনম্বর বিল্ডিং-এ চলে এল।

আরেকবার পেছন ফিরে দেখল ক্যাসানোভা।

কেউ তার পিছু নেয় নি। কেউ তাকে সন্দেহ করছে না। সম্ভবতঃ কখনও সন্দেহ করতেও পারবে না।

উজ্জ্বল আলোকিত পার্কিং এরিয়ায় বেরিয়ে এল ক্যাসানোভা। ভবনের কাছে একটা কালো জিপ দাঁড়ানো।

গাড়িতে MD প্লেট বসানো, নর্থ ক্যারোলিনা। এটা তার আরেকটা মুখোশ।

নিজেকে আবার শক্তিশালী মনে হচ্ছে ক্যাসানোভার। নিজেকে স্বাধীন লাগছে। যেন সিল্কের মত কালো আকাশে উড়াল দেবে।

ড. কেট ম্যাকটিয়েরনানকে আবার শিকার করবে সে।

মেয়েটিকে সাংঘাতিক মিস করছে ক্যাসানোভা।

সে ওকে ভালোবাসে।

অধ্যায় : ৮৯

জেন্টলম্যান কলার আবার মিলিত হয়েছে ক্যাসানোভার সঙ্গে। ক্যাসানোভা চায় না জেন্টলম্যান রাস্তায় শিকার খুঁজতে বের হোক। কারণ তার জন্য নাকি বিপজ্জনক হয়ে উঠবে ব্যাপারটা। কিন্তু রক্তে বান ডাকলে ঘরে থাকতে পারে না জেন্টলম্যান। তার কোনও মানসিক বন্ধন নেই। ক্যাসানোভার আছে- তার নাম কেট ম্যাকটিয়েরনান। মেয়েটাকে ভালোবাসে বলে দাবি করেছে ক্যাসানোভা।

চ্যাপেল হিলের দিকে গাড়ি ছুটিয়েছে জেন্টলম্যান কলার। ক্যাসানোভার কথাই ভাবছে। মনে পড়ছে নিজের ছেলেবেলার কথা। শৈশব একাকী কেটেছে তার। বড় হয়েছে নর্থ ক্যারোলিনার ফোর্ট ব্রাগে। তারপর অ্যাশভিলে। সে অত্যন্ত চতুর। কেউ কোনওদিন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি তার মনে কী আছে।

তার নিঃসঙ্গতা কেটে যায় ক্যাসানোভার সঙ্গে সাক্ষাত হওয়ার পরে। ক্যাম্পাসে প্রথম মিলিত হয়েছিল দু'জনে। অন্যান্য ছাত্রদের মত ছোট একটি ঘরে থাকত জেন্টলম্যান কলার ওরফে রুডলফ। এক গভীর রাতে ওর ঘরে এসেছিল ক্যাসানোভা। ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল রুডলফ।

দরজা খুলে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল ক্যাসানোভা। বলেছিল, 'আমাকে ভেতরে আসতে বলবে না? আমার মনে হয়না তুমি চাইবে আমি যা বলব তা দশজনে শুনুক।'

রুডলফ তাকে ঘরে ঢুকতে দিয়েছে। তারপর বন্ধ করে দিয়েছে দরজা। পাঁজরের গায়ে ধড়াশ ধড়াশ বাড়ি খাচ্ছিল হৃৎপিন্ড :

'কী চাও তুমি? এখন রাত দুটো বাজে, ক্রাইস্ট!'

হেসেছে ক্যাসানোভা। সবজান্তার হাসি। 'তুমি বেথ টিয়েরনি এবং টমাস হাচিনসনকে খুন করেছ। মেয়েটার পেছনে এক বছরেরও বেশী সময় ছায়ার মত লেগে ছিলে তুমি। তবে ভয় পেয়োনা। তোমার খুনের কথা কেউ জানতে পারবে না। তুমি পারফেক্ট ক্রাইম করেছ। প্রায় নিখুঁত অপরাধ। অভিনন্দন।'

জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়েছে রুডলফ। বলেছে, 'তোমার আসলে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি চাই তুমি এখান থেকে চলে যাও। আমি এমন অদ্ভুত কথা জীবনেও শুনিনি।'

'হ্যাঁ, শোনোনি,' বলেছে ক্যাসানোভা। 'তবে একথা শোনার জন্যই সারাজীবন অপেক্ষা করছ তুমি.... আমি এমন একটা কথা বলব যা তুমি শুনতে চাইবে। আমি জানি তুমি কী করেছ এবং কেন। আমিও একই কাজ করেছি। তোমার সঙ্গে আমার অনেক মিল আছে, উইল।'

রুডলফ ক্যাসানোভার সঙ্গে সে মুহূর্তে শক্তিশালি একটা যোগাযোগ অনুভব করেছে। এরই নাম কী প্রেম? সাধারণ- মানুষ কী তার চেয়ে বেশী এ প্রেম অনুভব করতে পারে?

গন্তব্যে পৌঁছে গেছে জেন্টলম্যান। প্রাচীন একটি এলম বৃক্ষের নীচে থামাল গাড়ি। নিভিয়ে দিল হেডল্যাম্প। কেট ম্যাকটিয়েরনানের বাড়ির বারান্দায় দু'জন কৃষ্ণাঙ্গ দাঁড়িয়ে।

এদের একজন অ্যালেক্স ক্রস।

অধ্যায় : ৯০

রাত দশটা স্যাম্পসন আর আমি চ্যাপেল হিলের অন্ধকার, আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছি।

স্যাম্পসনকে নিয়ে সন্ধ্যার দিকে সেথ স্যামুয়েল টেলরের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেথের প্রাক্তন শিক্ষক ড. লুইস ফিড্রের সঙ্গেও কথা বলেছি। ড. ফ্রিডকে 'অদৃশ্য বাড়ি' নিয়ে আমার থিওরীর কথা জানালাম। তিনি এ বাড়ি খুঁজে পাবার ব্যাপারে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন আমাকে।

কেট ম্যাকটিয়েরনান সম্পর্কে স্যাম্পসনকে এখনও তেমন কিছু বলিনি আমি।

'তুমি প্রতিদিন এত রাতেও কাজে ব্যস্ত থাক?' ওল্ড লেডিস লেনে মোড় নিয়েছি আমরা, জিজ্ঞেস করল স্যাম্পসন।

'স্কুচির খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত আমি বিশ্রাম নেব না,' বললাম আমি। 'তারপর সারারাত ঘুমাব।'

কেটের বাড়ির সামনে গাড়ি থামালাম। নামলাম। দরজার ডোরবেল বাজালাম।

'চাবি নেই?' জিজ্ঞেস করল স্যাম্পসন।

দরজা খুলে দিল কেট। পরনে পুরানো, ধূসর রঙের সুয়েটশার্ট। জিনস। পা নগ্ন। নখে লাল রঙ। অন্ধকারের মত কালো চুল কাঁধে এলিয়ে আছে। দারুণ লাগছে ওকে।

আমাকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেল কেট। তারপর ছেড়ে দিয়ে হাসল স্যাম্পসনের দিকে তাকিয়ে। 'হাই, জন স্যাম্পসন। আমি আপনার কথা অনেক শুনেছি অ্যালেক্সের কাছে। দশ বছর বয়স থেকে আপনারা বন্ধু।'

'আপনিই তাহলে সেই বিখ্যাত কেট,' হাত বাড়িয়ে দিল স্যাম্পসন। 'শুনেছি আপনি মেডিকেলে আছেন। এবং সেকেন্ড ডিগ্রী ব্ল্যাক বেল্ট।'

মুচকি হাসল কেট। 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

কেটের কিচেনে বসলাম আমরা। সহজেই জমে উঠল আড্ডা। স্যাম্পসন আর আমি বিয়ার পান করলাম, কেট খেল বরফ চা। কেট আর স্যাম্পসনের মধ্যে দ্রুত বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। দু'জনেই সপ্রতিভ, স্বাধীনচেতা, ভদ্র।

আমরা কেস নিয়ে কথা বললাম। ড. উইক স্যাচ আর তার খেলার কথা। হারেম। মুখোশ। 'অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বাড়ি।' দ্রুত পার হয়ে যেতে লাগল সময়। কেটকে বললাম। রাতটা হোটেলে থাকতে। রাজি হলো না।

'আমার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদ,' বলল কেট। ওর সঙ্গে বারান্দায় চলে এলাম আমরা। 'আমার নিজের বাড়িতে ওকে ঢুকতে দেব না। ওটা ঘটতে দেব না।'

'অ্যালেক্স কিন্তু ঠিকই বলেছে,' নম্র গলায় বলল স্যাম্পসন। 'রাতটা হোটেলে কাটালেই ভালো হতো।'

মাথা নাড়ল কেট। বুঝতে পারলাম ওর সঙ্গে তর্ক করে লাভ হবে না। 'অবশ্যই না। আমি ঠিক থাকব।'

আমি থাকব কিনা জিজ্ঞেস করলাম না। যদিও ওর সঙ্গে থাকতে চাইছিলাম। হয়তো স্যাম্পসন আছে বলে আমাকে থাকার কথা বলতে পারছে না কেট। যাহোক, আমরা দু'জনেই চলে এলাম। তখন রাত দেড়টা বাজে।

'চমৎকার এক মহিলা,' গাড়িতে চড়ে বলল স্যাম্পসন। 'দারুণ স্মার্ট। তোমার টাইপ নয়। আমার টাইপ।'

রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম কেটের বাড়ির দিকে। বারান্দার আলো নেভানো। ঘরে গেছে কেট। ও খুব জেদী আর একগুঁয়ে। তবে ও স্মার্টও। আশাকরি ও ঠিক থাকবে।

হোটেলে পৌঁছে ফোন করলাম কাইলি ক্রেগকে।

'স্যাচের কী খবর?'

'সে ঠিকই আছে। ওকে নিয়ে ভাবতে হবে না।'

অধ্যায় : ৯১

অ্যালেক্স আর স্যাম্পসন যাওয়ার পর বাড়ির দরজা জানালা ভালোভাবে চেক করে দেখল কেট। বন্ধ। বিশালদেহী স্যাম্পসনকে তার ভালোই লেগেছে। অ্যালেক্স তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে নিয়ে এসেছে, ব্যাপারটা পছন্দ হয়েছে কেটের।

সারা বাড়ি একবার চক্কর দিল কেট। নিজেকে মনে হলো আলফ্রেড হিচককের ছবির জগতে বাস করছে। বিছানায় উঠে পড়ল কেট। চাদরটা টেনে দিল থুতনি পর্যন্ত।

কেট মনে মনে চাইছিল অ্যালেক্স থাকুক ওর সঙ্গে। কিন্তু স্যাম্পসনের সামনে বিব্রত করতে চায়নি। আজ রাতে অ্যালেক্সের বাহু লগ্ন হয়ে থাকতে মন চাইছিল ওর।

অ্যালেক্সের কথা ভাবছে কেট, ক্যাসানোভার কথাও মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল ড. উইক স্যাচ, রহস্যময় সেই হরর হাউজ আর ওখানে বন্দি নারীদের কথা। এদের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেল কেট।

তাই টের পেল না ওর বাড়িতে ঢুকে পড়েছে ক্যাসানোভা।

অধ্যায় : ৯২

একটা শব্দে জেগে গেল কেট। বেডরুমের ডানদিকের ফ্লোরবোর্ড ক্যাঁআচ করে উঠেছে।

ছোট ছোট শব্দ.... তবে পরিষ্কার শুনছে কেট।

এটা ওর কল্পনা নয়, স্বপ্নও দেখছে না। অনুভব করল ক্যাসানোভা আবার ওর ঘরে ঢুকে পড়েছে।

ওহ্ জেসাস, ওহ্ গড়, নো! ভাবল কেট।

ক্যাসানোভা ওর ঘরে। সে ফিরে এসেছে! সত্যটা এমন ভয়ংকর যে বিশ্বাস করতে পারছে না কেট যে এটা ঘটছে।

দম বন্ধ করে রইল কেট। বুকে ব্যথা শুরু হওয়ার পর আস্তে আস্তে ফেলল নি:শ্বাস। ক্যাসানোভা আবার ফিরে আসবে কল্পনাও করেনি কেট।

কেট এখন বুঝতে পারছে মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।

এই অসাধারণ উন্মাদটা কে? কেটের প্রতি তার ঘৃণা কি এতই প্রবল যে সবকিছুর ঝুঁকি নিতেও সে পিছ পা হয় না? নাকি সে ভাবছে কেটকে সে প্রচন্ড ভালোবাসে?

বিছানায় উঠে বসল কেট। আরেকটা শব্দ শোনার জন্য খাড়া করে আছে কান। ক্যাসানোভার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। ওই শব্দ হলো আবার... ছোট্ট মরমর আওয়াজ। ঘরের ডান পাশ দিয়ে শব্দটা হয়েছে।

অবশেষে শরীরের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো দেখতে পেল কেট। হাঁপিয়ে উঠল ও।

ওই যে ও!

চোখে যেন চোখ মিলল দু'জনের। অন্ধকারেও কেটের মনে হলো ক্যাসানোভার তীক্ষ্ণ চাউনি গায়ে ধরিয়ে দিয়েছে আগুন। ওর চাউনির কথা খুব ভালো মনে আছে কেটের।

কেট ওর কাছ থেকে গড়িয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল।

আঘাতটা এল চকিতে এবং প্রচন্ড শক্তি নিয়ে। তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল বাম কাঁধে। যেন অবশ হয়ে গেল জায়গাটা।

তবু কারাতে ট্রেনিং এর জোরে একপাশে সরে যেতে পারল কেট। বিছানা থেকে পড়ে গিয়েছিল। ঝড়াং করে লাফ মেরে সিধে হলো। ক্যাসানোভার জন্য প্রস্তুত।

'ভুল করেছ,' ফিসফিস করল কেট। 'এবারে তোমার ভুল।'

অন্ধকারে কাঠামোটা আবার ঠাহর করল কেট। বেডরুমের জানালা দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকেছে। ভয় আর ঘৃণা গ্রাস করল কেটকে। হৃৎপিন্ড যেন বন্ধ হয়ে যাবে।

শক্তিশালি একটা লাথি ছুঁড়ল কেট। ক্যাসানোভার মুখে লাগল আঘাত। মট করে শব্দ হলো।

ব্যথায় তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল ক্যাসানোভা। কেট ওকে মারতে পেরেছে!

আরেকবার মারো, কেট, নিজেকে বলল ও। আঁধারে আন্দাজ করে আরেকটা লাথি কষাল কেট। পেটের কোথাও লাগল লাথিটা। আবার ককিয়ে উঠল সে।

'কেমন লাগছে?' হিসিয়ে উঠল কেট। 'কেমন লাগছে এখন?'

ওকে বাগে পেয়েছে কেট। প্রতিজ্ঞা করল এবার আর ছাড়াছাড়ি নেই। ক্যাসানোভাকে এবার কজা করবে ও একা। তবে আগে পিটিয়ে আহত করতে হবে।

বিদ্যুৎগতিতে ঘুসি মারল কেট। নড়ে উঠল ক্যাসানোভা, গুঙিয়ে উঠল। মাথাটা হেলে গেল পেছন দিকে। ওকে মেঝেতে পেড়ে ফেলতে চায় কেট। তারপর আলো জ্বালাবে। তারপর মনের সুখে লাথি মারবে।

'ওটা তো স্রেফ আদর ছিল,' বলল কেট তাকে। 'শুরু মাত্র।'

ওর সামনে দুলছে শরীরটা। পড়ে যাচ্ছে।

উফ্- কিছু বা কেউ একজন প্রচন্ড আঘাত করল কেটের পিঠে। ঘুসি খেয়ে বুক থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে এল হুশ্ করে। মনে হলো গুলি খেয়েছে।

উফ্।

আবার এল আঘাত।

ওরা এখন দু'জন কেটের বেডরুমে।

অধ্যায় : ৯৩

তীব্র ব্যথা শরীরে তবু পায়ের ওপর খাড়া হয়ে থাকল কেট। দ্বিতীয় লোকটাকে অবশেষে দেখতে পেল ওর ঘরে। কেটের কপালে সজোরে আঘাত করল সে শক্ত ধাতব কিছু একটা দিয়ে। টলে উঠল কেট। দড়াম করে পড়ে গেল কাঠের মেঝেতে।

দুটো কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে সে। দুই দানব ওর বেডরুমে। 'তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি,' ক্যাসানোভার কণ্ঠ চিনতে পারল কেট। অপরজনকে বলছে। দরজার বাইরের দ্বিতীয় দানব। ড. উইল রুডলফ।

'হ্যাঁ, আমারই এখানে আসা উচিত ছিল। এই স্টুপিড মাগীর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। একে নিয়ে আমার আগ্রহও নেই। তবে আমি না এলে এতক্ষণে বারোটা বেজে যেত তোমার।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, উইল। ওকে নিয়ে এখন কী করবে?' বলল ক্যাসানোভা আবার। 'এটা তোমার শো। তুমি তো তা-ই চেয়েছ, না?'

'আমি ওকে কাঁচা খাবো। অল্প অল্প করে।' জবাব দিল ড. উইল রুডলফ। 'খুব বেশী বলে ফেললাম কী?'

হেসে উঠল দু'জনে। যেন স্পোর্টস বার-এ দাঁড়িয়ে কথা বলছে। কেট টের পেল ও চেতনা হারিয়ে ফেলছে। কোথায় যেন চলে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে?

উইল রুডলফ বলল সে কেটের জন্য ফুল কিনে এনেছে। এ কথায় আবার হাসতে লাগল দু'জনে। ওরা দু'জনে মিলে আবার শিকারে বেরিয়েছে কেউ ওদেরকে থামাতে পারবে না। ওদের গা থেকে ঘামের গন্ধ আসছে।

জ্ঞান না হারানোর প্রাণপণ চেষ্টা করল কেট। কিন্তু একসময় পুরানো আমলের টিভি সেটের টিউবের মত চোখের সামনে থেকে ফুরিয়ে গেল আলো। আবছা একটা ছবি, তারপর আলোক বিন্দু, শেষে অন্ধকার।

ওরা কেটকে নিয়ে এক ভয়ংকর খেলায় মেতে উঠল। কাজটা শেষ করার পর জ্বেলে দিল বেডরুমের আলো।

অধ্যায় : ৯৪

আমার পা কাঁপছে, হাত কাঁপছে। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে ঠকঠক করে। ডারহাম থেকে চ্যাপেল হিল-এ যাচ্ছি গাড়ি নিয়ে।

অবশেষে চ্যাপেল হিল ডারহাম বুলেভার্ডে গাড়ি থামালাম। এলিয়ে পড়লাম গাড়ির আসনে। ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছি। সকাল পাঁচটা। পাখিদের কলকাকলীতে জেগে উঠেছে প্রকৃতি। আমার কানে বিস্ফোরণের মত লাগল পাখির ডাক। কান চেপে ধরলাম দু'হাতে। স্যাম্পসন এখনও হোটেল ঘুমাচ্ছে।

কেট ক্যাসানোভাকে নিয়ে ভীত ছিল না। নিজের শারীরিক সামর্থ্যের ওপর বিশ্বাস ছিল। এমনকী অপহরণের পরেও।

কেটের ওল্ড লেডিস লেন-এ গাড়ি নিয়ে চলে এলাম আমি। মাত্র তিনঘন্টা আগে এখান থেকে গিয়েছি আমি আর স্যাম্পসন। আমার চোখে জল চলে আসছে। মস্তিষ্ক চিৎকার করছে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছি আমি।

কেটের বলা শেষ কথাটা মনে পড়ছে আমার। ও বলেছিল, 'ক্যাসানোভা ফিরে এলেও আমরা ওকে মিলে ট্যাক্‌ল্‌ করতে পারব।'

কেটের বাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স। যেন চ্যাপেল হিলের অর্ধেক মানুষ ভেঙে পড়েছে এখানে।

সকালের আলোয় প্রতিটি চেহারা বিষন্ন এবং গম্ভীর দেখাচ্ছে। তারা শক্‌ড্‌ এবং ক্রুদ্ধ। শান্ত এ শহরটাকে অশান্ত করে তুলেছে ক্যাসানোভা। বদলে দিয়েছে চিরদিনের জন্য।

একজোড়া ধুলোপড়া সানগ্লাস পেলাম ড্যাশবোর্ডে। পরে নিলাম চোখে। এখন নিজেকে কঠোর দেখানোর সময় এসেছে।

অধ্যায় : ৯৫

রাবারের মত পা টেনে টেনে চললাম কেটের বাড়ি অভিমুখে। সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফাররা একের পর এক ছবি তুলছে আমার। সাংবাদিকরা এগিয়ে এল। আমি তাদেরকে ঠেলে সরিয়ে দিলাম। এখন সাক্ষাৎকারের সময় নয় বলে। এমনকী রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফারদেরকেও হতভম্ব এবং মর্মাহত মনে হলো আমার।

এফ বি আই এবং ডারহাম পুলিশ ডিপার্টমেন্টও হাজির হয়েছে অকুস্থলে। স্থানীয় প্রচুর পুলিশও দেখতে পেলাম। নিক রাসকিন এবং ডেভি সাইকস এসেছে ডারহাম থেকে। কাইলি ক্রেগও দৃশ্যপটে উপস্থিত। ও-ই আমাকে হোটেলে ফোন করে ভয়ংকর খবরটা দিয়েছে।

কাইলি আমার কাছে এসে কাঁধে হাত রাখল নীচু গলায় বলল, 'ওর অবস্থা খুবই খারাপ, অ্যালেক্স। তবে কী করে বেঁচে আছে ঈশ্বর জানে। নিশ্চয় প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে। ওকে ওরা যেকোনও মুহূর্তে বের করে নিয়ে আসবে। আমার সঙ্গে থাকো। ভেতরে যেয়োনা। আমার ওপর ভরসা রাখো।'

কাইলির কথা শুনছি আমি। তবে মনে হচ্ছে আর সইতে পারব না। পা ভেঙে পড়ে যাব। মাথা ঘুরছে বনবন করে। তবু বাড়িতে ঢুকলাম আমি। তাকালাম সাহস করে।

ডিউক মেডিকেল সেন্টারের ইমার্জেন্সি টিম স্ট্রেচারে শুইয়ে রেখেছে কেটকে। ডাক্তাররা ওকে বয়ে নিয়ে আসছে, তাদের চেহারা ছাইয়ের মত। স্ট্রেচারে শোয়া কেটকে দেখে সমস্ত ফিসফাস, গুঞ্জন থেমে গেল।

'ওরা ওকে ডিউক মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যাবে,' কাইলি জানাল আমাকে।

আমি কাইলিকে ছেড়ে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে পা বাড়ালাম। ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠছে মুহুর্মুহু।

'আমি ওর সঙ্গে যেতে পারি?'

ডাক্তার মাথা নাড়ল। 'না, স্যার। শুধু পরিবারের সদস্য ছাড়া আর কারও যাওয়ার অনুমতি নেই। আমি দু:খিত, ড. ক্রস।'

'আমি ওর পরিবারের সদস্য,' ডাক্তারকে ঠেলে, সরিয়ে দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে বসে পড়লাম। আমাকে বাধা দিল না সে।

শরীরে কোনও সাড়া পাচ্ছি না আমি। কেট নিস্পন্দ শুয়ে আছে নানা যন্ত্রপাতি আর নলের মধ্যে। আমি ওর আঙুল ধরে ফিসফিস করে বললাম, 'আমি অ্যালেক্স। তোমার পাশে আছি। তোমাকে এখন শক্ত হতে হবে। তুমি অনেক শক্ত। তবু এ মুহূর্তে আরও শক্ত হতে হবে।'

যে ডাক্তার বলেছিল কেটের সঙ্গে যেতে পারব না, সে আমার পাশে এসে বসল। তার নাম ড. বি স্ট্রিংগার, ডিউক ইউনিভার্সিটি ই এম এস টিম।

'কেটের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কতটুকু?' অ্যাম্বুলেন্স চলতে শুরু করলে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'কঠিন প্রশ্ন। উনি যে এখনও বেঁচে আছেন এটাই অলৌকিক ঘটনা।' নীচু গলায় বলল ডাক্তার। 'ওনার শরীরে বেশীরভাগ হাড়গোড়ে চির ধরেছে, মাংস কেটে হাঁ হয়ে আছে কোথাও কোথাও। চিকবোনেও ফ্রাকচার হয়েছে। ঘাড়ের অবস্থাও গুরুতর। উনি হয়তো মৃতের ভান করে পড়ে ছিলেন। অথবা ওরা ওকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে গেছে।'

কেটের মুখ ফুলে ঢোল। অসংখ্য কাটাছেঁড়ার কারণে প্রায় চেনাই যাচ্ছে না চেহারা। শরীরের কোথাও এক ইঞ্চি জায়গা বাদ নেই যেখানে নির্যাতন চালানো হয়নি। যে দানবরা ওকে এমন নির্মমভাবে অত্যাচার করেছে তাদেরকে ক্ষমা করব না আমি। ওদেরকে ধ্বংস করবই। যেভাবেই হোক।

অধ্যায় : ৯৬

এফ বি আই ও ডারহাম পুলিশ সিদ্ধান্ত নিল পরদিন সকালে ড. উইক স্যাচকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির করবে। জটিল এ ইন্টারোগেশনের জন্য ভার্জিনিয়া থেকে এক বিশেষ ইনভেস্টিগেটরকে উড়িয়ে নিয়ে আসা হলো। এফ বি আই'র অন্যতম সেরা একজন, জেমস হিকিন। স্যাচকে বেশীরভাগ জেরা সে-ই করল।

আমি স্যাম্পসন, কাইলি ক্রেগ আর ডিটেকটিভদ্বয় নিক রাসকিন এবং ডেভি সাইকস বসে রইলাম। ডারহাম পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে একটি টু-ওয়ে মিরর দিয়ে জেরাটা দেখলাম। নিজেকে মনে হলো ক্ষুধার্ত একজন মানুষ যে দামী এক রেষ্টুরেন্টের জানালার কাঁচে নাক চেপে আছে। কিন্তু রেষ্টুরেন্টে কোনও খাবার নেই।

এফ বি আই'র তদন্ত কর্মকর্তার ধৈর্য প্রচুর। তবে ড. স্যাচও স্থির ও শান্ত রইল।

জেরা চলছে, কফি পান করতে গেলাম আমরা। নিক রাসকিনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'স্যাচের ব্যাপারে কী জানেন আপনারা?'

'আমরা ওকে এনেছি কারণ আমাদের চীফ অব পুলিশ একটা অ্যাশহোল,' বলল রাসকিন। 'তবে স্যাচের ব্যাপারে এখনও তেমন কিছু জানতে পারিনি।'

ঘণ্টা দুই পরে শেষ হলো জেরা। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য উদ্ধার হলো না। স্যাচের সঙ্গে আমি নিজে কথা বলব, সিদ্ধান্ত নিলাম।

ওই দিন সকাল এগারটায় সুযোগ পেয়ে গেলাম। কাইলিই করে দিল সুযোগ। স্যাচকে জেরা করার ঘরে ঢোকার আগে জোর করে মন থেকে কেটের চিন্তা দূর করে দিলাম। ইতিমধ্যে তিনবার ফোন করেছি হাসপাতালে। কিন্তু প্রতিবারই খবর পেয়েছি অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি।

স্যাচের ঘরে ঢুকলাম প্রচন্ড রাগ আর ক্রোধ নিয়ে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব কিনা জানি না।

'আমি তোমার সঙ্গে যাব, অ্যালেক্স,' ভেতরে ঢোকার আগে আমার হাত ধরে ফেলল স্যাম্পসন। ও টের পেয়েছে আমার ভেতরে গজরাচ্ছে একটা বাঘ। ছাড়িয়ে নিলাম হাত।

'আমি একাই ওর মুখোমুখি হবো।'

অধ্যায় : ৯৭

'হ্যালো, ড. স্যাচ।'

ইন্টারোগেশন রুমের আলোটা চোখ ধাঁধানো, টু-ওয়ে মিররের পেছন থেকে বোঝা যায়নি। স্যাচের চোখ লাল, আমার মতই চাপা উত্তেজিত।

আমি কি ক্যাসানোভার চোখের দিকে তাকিয়ে আছি? ভাবলাম আমি। *এই কী সেই দানব।*

'আমার নাম অ্যালেক্স ক্রস,' ধাতব চেয়ারে বসে নিজের পরিচয় দিলাম। 'নাওমি ক্রস আমার ভাতিঝি।'

দাঁতে দাঁত ঘষে স্যাচ বলল, 'আপনি কে আমি জানি। আমি খবরের কাগজ পড়ি, ড. ক্রস। তবে আপনার ভাতিঝিকে আমি চিনি না। কাগজে পড়লাম তাকে অপহরণ করা হয়েছে।' মাথা ঝাঁকালাম। 'কাগজ পড়লে নিশ্চয় উন্মাদ ক্যাসানোভার কথাও জানেন।'

মুখ ভেংচাল স্যাচ, আমার কাছে অন্তত: তা-ই মনে হলো। নীল চোখে ফুটে আছে ঘৃণা। বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন ওকে কেউ পছন্দ করত না দেখেই বোঝা যায়।

'আমার অতীত জীবনের কোথাও ভায়োলেন্সের রেকর্ড নেই। আমি কোনওদিন কাউকে হত্যা করিনি। এমনকী বাড়ির ছারপোকা মারতেও আমি ভয় পাই। আমি ভায়োলেন্স পছন্দ করি না।'

টেবিলের দিকে ঝুঁকে এলাম আমি। ফিসফিস করে বললাম, 'আমি আপনার ইরোটিক বইয়ের সংগ্রহ দেখেছি। আমি আপনার বেযমেন্টে ঢুকেছিলাম, ড. স্যাচ। দেখেছি আপনার লাইব্রেরী বিকৃত, সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স বইতে পূর্ণ। পুরুষ, নারী আর শিশুর বিকৃত শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর বই রাখেন আপনি সংগ্রহে। এ হয়তো ভায়োলেন্সের পর্যায়ে পড়ে না, তবে আপনি কী চরিত্রের মানুষ তা ফুটে ওঠে পরিষ্কার।'

হাত নেড়ে আমার কথা উড়িয়ে দিল স্যাচ। 'আমি একজন খ্যাতনামা দার্শনিক এবং সমাজবিজ্ঞানী। হ্যাঁ, আমি ইরোটিসিজম পাঠ করি- যেভাবে আপনি অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। আমি লম্পট নই। নারী-পুরুষের দ্বন্দ্ব, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ফ্যান্টাসি জীবন বুঝতে আমাকে সাহায্য করে ইরোটিক

কালেকশন।' তার কণ্ঠ উচ্চকিত হয়ে উঠল। 'আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন আপনাকে ব্যাখ্যা করতে রাজি নই। আমি কোনও আইন ভঙ্গ করিনি। আমি এখানে স্বইচ্ছায় এসেছি। অথচ আপনি আমার বাড়িতে ঢুকেছেন সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া।

স্যাচের মানসিক ভারসাম্য টলিয়ে দিতে চাই আমি। জিজ্ঞেস করলাম, 'সুন্দরী তরুণীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে আপনার সাফল্যের কারণ কী? আমরা শুনেছি আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আঠের, উনিশ-কুড়ি বছরের রূপবতী মেয়েদের পেছনে ঘুরঘুর করেন। অথচ এদের অনেকেই আপনার ছাত্রী।

রাগে লাল হয়ে গেল স্যাচের চেহারা। পরমুহূর্তে সংযত করল নিজেকে।

'সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে সফল সম্পর্ক কীভাবে গড়ে তুলি, ড. ক্রস?' হাসল স্যাচ। দু'সারি দাঁতের ফাঁকে অশ্লীলভাবে জিভ ঘোরাল। অর্থ পরিষ্কার। স্যাচ বলছে কীভাবে সে মেয়েদেরকে সেক্সুয়ালি নিয়ন্ত্রণ করে।

হাসিটা মুখে ধরে রাখল স্যাচ। নোংরা লোকের নোংরা হাসি। 'অনেক নারীই তাদের সেক্সুয়াল বাধা থেকে মুক্তি চায়। বিশেষ করে তরুণীরা। ক্যাম্পাসের আধুনিক মেয়েরা। আমি তাদেরকে মুক্ত করি। যতটা সম্ভব।'

আর সহ্য হলো না। ঝড়ের বেগে টেবিল টপকালাম আমি। বাঘের মত লাফিয়ে পড়লাম স্যাচের গায়ে। চেয়ার উল্টে পড়ে গেল সে। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল।

আমার শরীরের ওজন পুরোপুরি ওর গায়ে চাপিয়ে দিলাম। প্রচন্ড ঘুসি তুললাম আঘাত করার জন্য। অসহায়, ভীত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল স্যাচ। আঘাত ঠেকাতে জানে না। ওর গায়ে শক্তিও নেই।

নিক রাসকিন আর ডেভিড সাইকস বিদ্যুৎ বেগে ঢুকে পড়ল ঘরে, পেছন পেছন কাইলি এবং স্যাম্পসন। আমাকে টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে আনল স্যাচের শরীরের ওপর থেকে।

আসলে আমি সরে এলাম নিজেই। আমি স্যাচকে মারিনি, আঘাত করার ইচ্ছেও ছিল না। ফিসফিস করে স্যাম্পসনকে বললাম, 'ওর গায়ে শক্তি নেই। ক্যাসানোভার আছে। ও সেই দানব নয়। নয় ক্যাসানোভা।'

অধ্যায় : ৯৮

ওই রাতে আমি আর স্যাম্পসন ডারহামের এক রেস্টুরেন্টে বসে ডিনার করলাম। রেস্টুরেন্টের নাম 'নানা'।

আমাদের কারোরই তেমন খিদে পায়নি। খেতে খেতে কেটকে নিয়ে কথা বললাম। হাসপাতালের লোকেরা বলেছে ওর অবস্থার কোনও পরিবর্তন নেই এখনও কোমা'র মধ্যে আছে। যদি বেঁচেও যায়, ডাক্তাররা বলেছেন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

'ও আমার খুব ভালো বন্ধু, জন।' বললাম আমি। 'ওর সঙ্গে যে কোনও বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারি আমি। মারিয়ার পরে আর কোনও নারীর সঙ্গে কথা বলতে এতটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ কখনোই করিনি।'

বীপার বেজে উঠল। কাইলি ক্রেগ। রেস্টুরেন্টের নীচতলা দিয়ে ফোন করলাম ওকে। গাড়িতে আছে কাইলি। হোপভ্যালিতে আসছে।

'আমরা ক্যাসানোভা মার্ডার নিয়ে উইক স্যাচকে গ্রেফতার করতে যাচ্ছে,' বলল ও। হাত থেকে রিসিভার প্রায় খসে পড়তে যাচ্ছিল আমার, সামলে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম 'কী করতে যাচ্ছ?' ওর কথা শুনে আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না।

'কখন গ্রেফতার করছ? সিদ্ধান্তটা কীভাবে হলো? কে দিল সিদ্ধান্ত?'

শান্ত গলা কাইলির। 'স্যাচের বাড়িতে যাচ্ছি। পৌঁছে যাব কয়েক মিনিটের মধ্যে। ডারহাম পুলিশ প্রধানের একক সিদ্ধান্ত এটা। ওরা নাকি স্যাচের বাড়িতে কীসব পেয়েছে। ফিজিকাল এভিডেন্স। জয়েন্ট অ্যারেস্ট। ডারহাম পিডি আর ব্যুরো একসঙ্গে কাজটা করছে। তোমাকে খবরটা জানানো দরকার বলে বললাম, অ্যালেক্স।'

'ও ক্যাসানোভা নয়,' কাইলিকে বললাম আমি। 'ওকে তোমরা ধোরো না। গ্রেফতার কোরো না স্যাচকে।' গলার স্বর উঁচু হয়ে উঠল আমার।

'এখন আর কিছু করার নেই,' বলল কাইলি। 'হুকুম হয়ে গেছে। যদিও ব্যাপারটাতে আমার নিজেরও সায় নেই।' ফোন কেটে দিল কাইলি।

স্যাম্পসন আর আমি ছুটলাম স্যাচের বাড়িতে। পৌঁছে দেখি অসংখ্য টিভি ক্যামেরাও এসে হাজির। পুলিশের ক্রুজার আর এফ বি আই'র সেডান পার্ক করা সবখানে।

কাইলি আমাদেরকে দেখে এগিয়ে এল। 'আমি জানি তুমি কতটা আপসেট,' বলল ও। রাগে গমগম করছে গলা। 'এ গ্রেফতারের ব্যাপারে আমরা কিছুই জানতাম না, অ্যালেক্স। 'ডারহাম পুলিশ আমাদের কিছুই জানায়নি। পুলিশ চিফ রোবি হ্যাটফিল্ডের একক সিদ্ধান্তে কাজটা করা হচ্ছে। রাজনৈতিক চাপ আছে নাকি তার ওপর। তবে গোটা ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না।

'স্যাচের বাড়িতে ওরা কী পেয়েছে?' জিজ্ঞেস করলাম কাইলিকে।

'কী ধরনের ফিজিকাল এভিডেন্স?'

'মেয়েদের আন্ডারওয়্যার। কেট ম্যাকটিয়েরনানের একটি টি-শার্টও পেয়েছে। ক্যাসানোভা স্যুভেনির রাখে। লস এঞ্জেলসের জেন্টলম্যান কলারের মত।'

'স্যাচ জেন্টলম্যানের মত নয়,' বললাম আমি। 'মেয়েদের জামাকাপড় সংগ্রহ করে রাখলেই সে ক্যাসানোভা হয়ে গেল না।

আমরা স্যাচের বাড়ির পেছনের বারান্দা অভিমুখে হাঁটা দিলাম। টিভি ক্যামেরা ছবি তুলতে লাগল।

'আজ বিকেলে বাড়ি সার্চ করেছে ওরা,' হাঁটতে হাঁটতে বলল কাইলি। 'কুকুর এনেছে। জর্গিয়া থেকে বিশেষ কুকুর।'

'ওরা হঠাৎ স্যাচের বাড়ি সার্চ করতে গেল কেন?'

'ওরা একটা সঙ্কেত পেয়েছে। সঙ্কেতটা বিশ্বাসও করেছে।'

আমার খুব রাগ লাগল। কোত্থেকে কে কী সঙ্কেত দিয়েছে কে জানে। ওরা গ্রেফতার করেছে স্যাচকে। ডারহাম পুলিশ টিভি চ্যানেলগুলোকে খবর দিয়েছে কারণ ঐতিহাসিক এ মুহূর্ত তারা ক্যামেরায় ধরে রাখতে চায়।

অথচ ওরা ভুল মানুষটাকে গ্রেফতার করেছে। আর সেই লোকটাকে খুনী হিসেবে দেখাতে যাচ্ছে সারা পৃথিবীর মানুষকে।

অধ্যায় : ৯৯

'আমি জেন্টলম্যান কলার,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বো করল উইল রুডলফ। পরনে ডিনার জ্যাকেট, কালো টাই, শার্ট। পনিটেল করে বাঁধা চুল। সাদা গোলাপ নিয়ে এসেছে সঙ্গে।

'আর মেয়েরা, তোমরা জান আমি কে। তোমাদের সবাইকে খুব সুন্দর লাগছে।' জেন্টলম্যানের পাশ থেকে বলল ক্যাসানোভা। পার্টনারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সে পরেছে টাইট কালো জিনস, কালো কাউবয় বুট। তবে শার্ট নেই গায়ে। মুখে কালো মুখোশ।

মেয়েরা লিভিংরুমে। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা একটি টেবিলের সামনে। আজ স্পেশাল সেলিব্রেশন হবে, ওদেরকে আগের দিন বলা হয়েছে। 'পাগলা কুত্তা ক্যাসানোভা অবশ্য ধরা পড়েছে,' ক্যাসানোভা বলল ওদেরকে। 'সমস্ত কাগজে এসেছে খবরটা। জানা গেছে সে একজন অধ্যাপক। কলেজে পড়ায়। আজকাল কাকে বিশ্বাস করবে তোমরা?'

মেয়েদেরকে পার্টি ড্রেস পরতে বলা হয়েছে। পার্টি ড্রেসে অভিজাত লাগছে সকলকে।

'আজ এখানে মাত্র সাত সুন্দরী উপস্থিত,' লিভিংরুমের মেয়েদেরকে লক্ষ্য করে বলল ক্যাসানোভা। 'তোমরা সবাই অত্যন্ত রূপবতী। তবে আসল ক্যাসানোভার কোনও বাছাই ছিল না।'

'তোমাকে স্বীকার করতেই হবে এরা প্রত্যেকেই দুর্দান্ত সুন্দরী,' ক্যাসানোভা বলল তার বন্ধুকে। 'আমার সংগ্রহ মাস্টারপিস, বিশ্ব সেরা।'

'তোমার সঙ্গে আমি একমত,' বলল জেন্টলম্যান।' এরা যেন ছবি আঁকা। শুরু করব?'

পুরানো একটা খেলা খেলবে ওরা। 'লাকি সেভেন,' কখনও এ খেলার নামকরণ করা হয় 'লাকি ফোর,' কখনও 'লাকি ইলেভেন' বা 'লাকি টু' খেলাটা জেন্টলম্যানের আবিষ্কার। আজকের রাতটা তারই। সম্ভবত: এ বাড়িতে দু'জনেরই শেষ রাত।

লাইনের পাশ দিয়ে শান্তভাবে হেঁটে গেল ওরা। প্রথমে কথা বলল মেলিসা স্ট্যানফিল্ডের সঙ্গে। মেলিসা লাল সিল্কের একটা পোশাক পরেছে। লম্বা,

সোনালি চুল ঘাড়ের একপাশে স্তূপ হয়ে জমে আছে। তাকে লাগছে তরুণী গ্রেস কেলির মত।

'তুমি কী আমার জন্য নিজেকে সঞ্চিত করেছ?' জিজ্ঞেস করল জেন্টলম্যান।

গম্ভীর ভঙ্গিতে হাসল মেলিসা। 'আমি কারও জন্য আমার হৃদয় সঞ্চিত করে রেখেছি।'

চতুর জবাবে হাসল জেন্টলম্যান। হাতের উল্টো পিঠ বোলাল মেলিসার গালে। গলা হয়ে নেমে এল সুডোল বুকে। চেহারায় ঘৃণা বা ভয় কোনটাই ফুটতে দিল না মেলিসা। এ খেলার এটা একটা আইন- চেহারা রাখতে হবে ভাবলেশহীন।

'আমাদের খেলার জন্য তুমি উপযুক্ত, মেলিসা,' বলল সে।

লাইনে এরপর দাঁড়িয়ে আছে নাওমি ক্রস। সে আইভরি কালারের ককটেল ড্রেস পরেছে। 'নাওমির সঙ্গে দেখা করার জন্য আমরা আবার আসতে পারি।' জেন্টলম্যান হালকা চুমু খেল নাওমির হাতে।

লাইনের ষষ্ঠ মেয়েটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

'তুমি খুব স্পেশাল,' নরম, প্রায় লাজুক গলায় বলল সে। 'অসাধারণ।'

'এ ক্রিস্টা,' হাসল ক্যাসানোভা।

'ক্রিস্টা আজ রাতে আমার সঙ্গে ডেট করবে,' উল্লসিত কণ্ঠে ঘোষণা করল জেন্টলম্যান। মেয়ে পছন্দ হয়ে গেছে তার। ক্যাসানোভা তাকে একটি উপহার দিয়েছে- একে নিয়ে যা খুশী করতে পারবে সে।

হাসার চেষ্টা করল ক্রিস্টা একার্স। এটাই বাড়ির আইন। কিন্তু হাসি এল না মুখে। জেন্টলম্যানের খুব পছন্দ হলো ব্যাপারটা: *তার চোখের ভয়।*

মেয়েদেরকে চুমু খাওয়ার জন্য প্রস্তুত সে।

শেষবারের মত।

অপঞ্চম খন্ড

কিস দ্য গার্লস

অধ্যায় : ১০০

ড. উইক স্যাচকে গ্রেফতার করার পরদিন সকালে ডিউক মেডিকেল সেন্টারে এল ক্যাসানোভা। ঢুকল কেট ম্যাকটিয়েরনানের প্রাইভেট রুমে।

সে যেখানে খুশি যেতে পারে। সে আবার মুক্ত।

'হ্যালো, মাই ডার্লিং? যুদ্ধ কেমন চলছে?' ফিসফিস করল সে কেটকে।

কেট একা ঘরে। এক ডারহাম পুলিশ পাহারা দিচ্ছে দোরগোড়ায়। ক্যাসানোভা কেটের বিছানার পাশে খাড়া পিঠের চেয়ারে বসল। বীভৎস চেহারার দিকে তাকাল যা এক সময় ছিল অপূর্ব সুন্দর একটি মুখ।

কেটের ওপর তার আর রাগ নেই। বরং কেটের পাশে বসে সে একরকম শান্তি অনুভব করছে।

ক্যাসানোভাকে শীঘ্রি একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সে আর রুডলফ কী রিসার্চ ট্রায়াঙ্গল এলাকা ছেড়ে চলে যাবে? ক্যাসানোভা যেতে চায় না- কারণ এটা তার বাড়ি- তবে হয়তো চলে যেতে হবে। উইল রুডলফের কী হবে? ক্যালিফোর্নিয়ায় মানসিকভাবে শান্তিতে থাকতে পারেনি সে। ঘুম হয়না বলে ভ্যালিয়াম খেতে হয়।

পেছনে একটা শব্দ হলো। খুলে গেল দরজা। ঘুরল ক্যাসানোভা- লোকটার দিকে তাকিয়ে হাসল।

'আমি বেরুচ্ছিলাম, অ্যালেক্স,' বলল সে, চেয়ার ছাড়ল। 'ওর অবস্থা আগের মতই আছে। কোনও পরিবর্তন নেই।' ক্যাসানোভাকে যেতে দেয়ার জন্য একপাশে সরে দাঁড়াল অ্যালেক্স ক্রস। বেরিয়ে গেল ক্যাসানোভা।

সে যেকোনও জায়গায় নিজেকে অনায়াসে মানিয়ে নিতে পারে। হাসপাতালের করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভাবল ক্যাসানোভা। ও কখনোই ধরা পড়বে না। কারণ পারফেক্ট একটা মুখোশ পরে আছে সে।

অধ্যায় : ১০১

ওয়াশিংটন ডিউক ইন-এর বাররুমের ভেতরে পুরানো চমৎকার একটি পিয়ানো আছে। আমি বিগ জো টার্নার এবং ব্লাইন্ড লেমন জেফারসনের সুর বাজালাম একদিন সকালে। বসে বসে দুইয়ে দুইয়ে চার মেলানোর চেষ্টা করছি। জঙ্গলের মধ্যে একটা বাড়ি চোখের সামনে থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায় কীভাবে? ড. স্যাচ কলেজ প্রফেসর। সে কী ঠান্ডা রক্তের খুনী হতে পারে? সে কি ডারহাম এবং চ্যাপেল হিলের কাছে কোথাও এক ডজন মেয়েকে বন্দি করে রেখেছে? সে কি আধুনিক যুগের সা দে?

আমার তা মনে হয় না। আমার বারবারই মনে হচ্ছে ডারহাম পুলিশ ভুল মানুষকে গ্রেফতার করেছে। আসল ক্যাসানোভা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে আমাদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। তারচেয়েও খারাপ কাজ সে করতে পারে। হয়তো অন্য কোনও মেয়ের পিছু নিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে ডিউক মেডিকেল সেন্টারে গেলাম আমি কেটকে দেখতে। এখনও কোমার মধ্যে আছে সে, অবস্থা খুবই খারাপ। ওর রুমের বাইরে আজ কোনও গার্ডও দেখলাম না।

আমি ঘণ্টাখানেক বসে রইলাম কেটের পাশে। হাত ধরে থাকলাম, কথা বললাম। হাতটা অসাড়। আমি সাংঘাতিক মিস করছি কেটকে। ও সাড়া দিতে পারছে না। ওর এই দশা দেখে আমার বুকটা যেন ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে।

হাসপাতাল থেকে স্যাম্পসন আর আমি চলে এলাম চ্যাপেল হিল-এ লুইস ফ্রিডের বাড়িতে। ড. ফ্রিডকে উইকাগিল নদী এলাকার বিশেষ একটা মানচিত্র তৈরি করে দিতে বলেছিলাম।

ইতিহাসের অধ্যাপক বেশ চমৎকার কাজ করেছেন। আশা করি 'অদৃশ্য বাড়ি' খুঁজে পেতে সাহায্য হবে আমাদের। আইডিয়াটা মাথায় এসেছে পত্রিকায় প্রেমিক যুগল খুনের খবর পড়ার পরে। বারো বছর আগে রো টিয়েরনির লাশ খুঁজে পাওয়া যায় একটি পরিত্যাক্ত খামার বাড়ির আন্ডারগ্রাউন্ড সেলারে। মাটির নিচে এ সেলারগুলো দেখতে ছোট ছোট বাড়ির মত, কোন কোনটির ডজনখানেক রুম কিংবা কমপার্টমেন্ট থাকে।

মাটির নিচে ছোট বাড়ি?

অদৃশ্য বাড়ি?

ওখানে কোথাও বাড়ি আছে। বাড়ি অদৃশ্য হয়ে যায় না।

অধ্যায় : ১০২

স্যাম্পসন আর আমি চললাম উত্তর ক্যারোলিনার ব্রিগাডুন অভিমুখে। উইকাগিল নদীর যে জায়গায় কেটকে পাওয়া গিয়েছিল সেই জঙ্গলটা তন্নতন্ন খুঁজে দেখব আমরা।

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম গাড়ি নিয়ে। বিরাট বিরাট ওক আর ক্যারোলিনা পাইনের সারি জঙ্গলে সূর্যের আলো প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করেছে। ঝিঝি ডাকছে। বাতাস স্থির।

কল্পনায় দেখতে পেলাম কয়েক হপ্তা আগের একটা দৃশ্য। কেট এ জঙ্গলে প্রাণ-বাঁচাতে ছুটে পালাচ্ছে।

'এমন অন্ধকার জঙ্গল আমার মোটেই পছন্দ নয়, ভুতূড়ে। গা ছমছম করে,' বলল স্যাম্পসন। লতা আর ঝোপঝাড় মাড়িয়ে চলেছি আমরা। স্যাম্পসনের গায়ে সাইপ্রেস হিল টি-শার্ট, চোখে রে ব্যান সানগ্লাস, জিনস, ওয়ার্কবুট।

আমি ভাবছিলাম ক্যাসানোভা আমাদেরকে লক্ষ করছে কিনা। সে এবং উইল রুডলফ দু'জনেরই ধৈর্য অসীম, তারা সংগঠিত এবং সতর্ক। বহুদিন ধরে খুনখারাবী চালিয়ে আসছে ওরা। অথচ ধরা পড়েনি।

ড. ফ্রিডের ম্যাপ অনুযায়ী এদিকে একটা বড় তামাকের কারখানা ছিল। যাট বছর ধরে এটা পরিত্যক্ত। ১৯৮১ সালে ইউএনসি'র এক ছাত্রীকে ধর্ষণের পরে খুন করা হয়। তার পচা গলা লাশ এখানে পাওয়া যায়। রুডলফ অথবা ক্যাসানোভা, কেউ একজন তাকে হত্যা করেছিল।

স্যাম্পসনকে আমি বললাম, এখানকার বেশীরভাগ ফার্মে পলাতক ক্রীতদাসরা লুকিয়ে থাকত। কিছু ফার্মের ছিল সেলার। এমনকী মাটির নিচে লিভিং কোয়াটার্সও ছিল। এসব ফার্ম এখন আগাছায় ঢেকে গেছে। যদিও সেলারগুলো রয়ে গেছে।

গরম, স্যাঁতসেঁতে বিকেলে ঘাম ঝরাতে ঝরাতে জঙ্গলের ভেতর পথ করে চলছি আমরা। তিনটে ফার্ম চোখে পড়ল যেখানে একসময় তামাকপাতা শুকানো হতো, যেখানে একসময় আতঙ্কিত কৃষ্ণাঙ্গ নারী-পুরুষ পুরানো সেলারে লুকিয়ে থাকত। তারা একসময় স্বাধীন হওয়ার জন্য ওয়াশিংটনের মত শহরে চলে যেতে চেয়েছিল।

ড. ফ্রিডের বর্ণনা মত দুটো সেলার খুঁজে পাওয়া গেল। অ্যান্টিক কাঠের প্ল্যাঙ্ক ভেঙে গেছে, জং ধরে গেছে ধাতব কাঠামোয়। যেন ক্রুদ্ধ কোনও দেবতা এসে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে ফার্ম।

বিকেল চারটা নাগাদ জেসন স্নাইডার ও তার পরিবারের বিখ্যাত ফার্মের সন্ধান পেয়ে গেলাম। তবে ফার্মের কোনও চিহ্নই নেই। কেটের সেই বাড়ির মত অদৃশ্য হয়ে গেছে।

অধ্যায় : ১০৩

এখানে কখনও মানুষ বাস করত দেখে বোঝা দায়। ঝোপ-ঝাড়, লতা-পাতায় ভর্তি এলাকা।

'পুরানো কোনও ট্র্যাপডোর থাকতে পারে এখানে কোথাও,' বললাম আমি স্যাম্পসনকে। 'যদিও ফ্রিডের ম্যাপে সেরকম কোনও কিছুর কথা উল্লেখ নেই। আমরা হয়তো সেলারের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু দরজাটা কই?'

'এমন কোথাও যেখানে কেউ কখনও ভুলেও পা ফেলেনি।' মন্তব্য করল স্যাম্পসন। ঘন ঝাড়ের দিকে পা বাড়াল ও।

লতার ঝাড়ের ওপাশে খোলা একটা মাঠ বা তৃণভূমি। ওখানে একদা তামাক চাষ করা হতো। মাঠের পরে আবার ঘন জঙ্গল। বাতাস গরম এবং স্থির। অধৈর্য হয়ে উঠেছে স্যাম্পসন। চলার পথে বাধা হয়ে ঝুলে থাকা লতাপাতা হিংস্রভাবে দু'হাতে সরাচ্ছে, ছিড়ে ফেলছে। পা ঠুকছে মাটিতে, গোপন দরজার সন্ধান পেতে চাইছে। লম্বা ঘাস আর ঘন ঝোপের নিচে একটা ফাঁপা, ধাতব শব্দ হলো।

'দুই লেভেল নিয়ে এটা প্রকান্ড একটা সেলার,' বললাম আমি। 'ক্যাসানোভা হয়তো এটার বিস্তার ঘটিয়েছে।'

আমি ভাবলাম নাওমিকে অনেক দিন ধরে বন্দি করে রাখা হয়েছে মাটির নিচে। ওকে ছাড়া আমি কিছুই ভাবতে পারছি না। স্যাম্পসন ঠিকই বলেছে। জঙ্গলটা ভুতূড়ে। যেন শয়তানের রাজ্যে চলে এসেছি। নাওমি এখানে, মাটির নিচে হয়তো কোথাও আছে।

'আচ্ছা, তুমি কি নিশ্চিত ড. এমিরিটাস স্যাচ ক্যাসানোভা নয়?' জিজ্ঞেস করল স্যাম্পসন।

'না, নিশ্চিত নই। তবে ডারহাম পুলিশ কেন তাকে গ্রেফতার করল জানি না। ওরা ওখানে আন্ডারওয়্যার পেল কীভাবে? আন্ডারওয়্যার ওখানে গেলই বা কীভাবে?'

'কারণ ও-ই হয়তো ক্যাসানোভা। আন্ডারওয়্যারগুলো লুকিয়ে রেখেছে বর্ষার কোনও বিকেলে গন্ধ শোঁকার জন্য। এফ বি আই আর ডারহাম পুলিশ এখন কেসটা বন্ধ করে দেবে?'

'যদি না কোনও খুন বা অপহরণের ঘটনা ঘটে। একবার কেস বন্ধ করে দিলেই হলো, স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলবে আসল ক্যাসানোভা, ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করতে বসবে।

শিরদাঁড়া টানটান করল স্যাম্পসন। সশব্দে নি:শ্বাস ফেলল। গুঙিয়ে উঠল। ঘামে ভিজে গেছে টি-শার্ট। মাথার ওপর ঝুলে থাকা দ্রাক্ষালতার ফাঁকে উঁকি দিল।

'গাড়িতে ফিরতে হলে অনেকটা রাস্তা হাঁটতে হবে।'

'এখনই গাড়িতে ফিরছি না আমরা।'

এখনই সার্চ বন্ধ করার ইচ্ছে নেই আমার। স্যাম্পসন সঙ্গে থাকায় ভালো হয়েছে আমার জন্য। ড. ফ্রিডের ম্যাপে এখনও তিনটে ম্যাপের কথা আছে। দুটি বিখ্যাত বাকিটি ছোট। ক্যাসানোভা হয়তো এটাকেই বেছে নিয়েছে তার গোপন আস্তানার জন্য।

পকেট থেকে পিস্তল বের করলাম। গুলি করার জন্য কিছু একটা খুঁজছি। চোখের কোণ দিয়ে আমাকে লক্ষ করল স্যাম্পসন। কিছু বলল না।

রাগটাকে ঝাড়তে আমি কাছের একটা গাছের গুঁড়ি লক্ষ্য করে গুলি করলাম। গুঁড়িটা মানুষের মাথার মত দেখতে। ক্যাসানোভার মত কেউ। বারবার গুলি করলাম। যেন হত্যা করছি ক্যাসানোভাকে।

'এখন একটু ভালো লাগছে তো?' সানগ্লাসের ফাঁক দিয়ে আমাকে দেখল স্যাম্পসন।

'হুঁ,' বললাম আমি। 'তবে তেমন নয়।'

মানুষের কংকালের মত দেখতে একটা গাছে হেলান দিল স্যাম্পসন। 'আমার মনে হয় এখন চলে গেলেই হয়।'

আর তখন চিৎকারটা শোনা গেল।

মাটির নিচে থেকে ভেসে আসছে নারী কণ্ঠের আর্তনাদ।

ভোঁতা চিৎকার, তবে পরিষ্কার শুনতে পেলাম। উত্তরদিকে, ঘন জঙ্গল থেকে আসছে চিৎকার।

প্রচন্ড শক্তি দিয়ে একটা বল যেন আঘাত করল আমাকে। স্যাম্পসনের হাতে ভোজবাজির মত উদয় হলো গ্লক। পরপর দু'বার গুলি করল মাটির নিচের মেয়েদেরকে জানান দিতে যে আমরা আছি।

চিৎকারের আওয়াজ উচ্চকিত হয়ে উঠল, যেন নরক থেকে ভেসে আসছে।

'সুইট বেবী জেসাস,' ফিসফিস করলাম আমি। 'ওদেরকে আমরা পেয়ে গেছি, জন। সন্ধান পেয়ে গেছি হাউজ অব হরর-এর।'

অধ্যায় : ১০৪

স্যাম্পসন এবং আমি মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে বসলাম। উন্মাদের মত খুঁজতে লাগলাম ম্যাটির নিচের বাড়িতে ঢোকার প্রবেশ পথ। আমাদের আঙুল এবং হাতের তালু কেটে গিয়ে ঝরতে লাগল রক্ত। আমার হাত কাঁপছে।

আরও কয়েকবার গুলি ছুঁড়লাম আমি। যাতে বন্দি মেয়েগুলো বুঝতে পারে ওদের চিৎকার শুনেছি আমরা। এবং এখনও আছি এখানে। পিস্তলের গুলি শেষ হয়ে গিয়েছিল। ভরে নিলাম দ্রুত।

'আমরা এখানে আছি!' চেঁচালাম আমি মাটির সঙ্গে মুখ লাগিয়ে। ঝোপ আর ধারাল ঘাসের খোঁচায় ছড়ে গেল মুখ। 'আমরা পুলিশ!'

'পেয়ে গেছি, অ্যালেক্স,' ডাকল স্যাম্পসন। 'দরজাটা এখানে।'

ঘন ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে দৌড়ানো যেন পানিতে সাঁতার কাটার মত। ট্র্যাপডোরটা কোমর সমান উঁচু ঘাস আর ঝাড়ের নিচে। ওখানটাতে খুঁজছিল স্যাম্পসন। দরজাটা ঘাসের চাপড়া আর পাইনের ডাল দিয়ে আড়াল করা। খুব ভালোভাবে না খুঁজলে কোনও সার্চ পার্টির পক্ষেও এ দরজার সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়।

'আমি আগে নামব,' বললাম স্যাম্পসনকে। কানের ভেতরে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত সগর্জনে আছড়ে পড়ছে রক্ত। অন্যসময় হলে তর্ক করত স্যাম্পসন। এখন করল না।

সরু, প্রাচীন খাড়া সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নামতে লাগলাম আমি। আমার পেছন পেছন স্যাম্পসন।

সিঁড়ির নিচে আরেকটা দরজা দেখতে পেলাম। ওক কাঠের ভারী দরজাটা নতুন। দু'এক বছর আগে হয়তো বানানো হয়েছে। ধীরে হাতল ধরে ঘোরালাম। বন্ধ।

'আমি আসছি,' দরজার পেছনে কেউ আছে কিনা জানিনা। তবু তাকে উদ্দেশ্য করে চেঁচালাম। তালার গায়ে পরপর দু'বার গুলি করলাম। ভেঙে গেল তালা। কাঁধ দিয়ে প্রচন্ড ধাক্কা মেরে খুলে ফেললাম কপাট।

অবশেষে ঢুকে পড়েছি হাউজ অব হরর-এ। একটা দৃশ্য দেখে গুলিয়ে উঠল গা। কালচে একটা মেয়ের লাশ পড়ে আছে। পচন ধরেছে শরীরে। চেহারা চেনা যাচ্ছে না। সারা গায়ে পোকা বিলবিল করছে। খুবলে খাচ্ছে মাংস।

'আমি পুলিশ!' হাঁক ছাড়লাম আমি। আমার কণ্ঠ কর্কশ শোনাল। ভয় পাচ্ছি গোপন এ আস্তানায় কী জানি কী দেখব ভেবে। নাওমি কী এখানে আছে? বেঁচে আছে?

'আমরা এখানে!' ভেসে এল একটি নারী কণ্ঠ। 'আমার কথা কেউ শুনতে পাচ্ছেন?'

'শুনতে পাচ্ছি! আমরা আসছি।' আবার হাঁক ছাড়লাম আমি।

'প্লীজ, আমাদেরকে বাঁচান!' মাটির নীচের ঘর থেকে ভেসে এল দ্বিতীয় কণ্ঠ। 'সাবধান। ও কিন্তু খুব শয়তান।'

'ও বাড়িতেই আছে! এখানেই!' আরেকটি মেয়ে সাবধান করে দিল আমাদেরকে।

স্যাম্পসন আমার পেছনে। আমরা লিভিংরুমে ঢুকলাম। ছাদে বিদ্যুতবাতি ঝুলছে। ক্যাসানোভা এখানে বিদ্যুত সংযোগ পেল কীভাবে? নাকি ট্রান্সফর্মার? অথবা জেনারেটর? নাকি স্থানীয় ইলেকট্রিক কোম্পানির সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে?

মাটির নিচে এরকম ঘর বানাতে কতদিন সময় লেগেছে ক্যাসানোভার? ভাবলাম আমি।

আমরা লম্বা একটি হলওয়েতে ঢুকলাম। লিভিংরুমের ডান দিকে ঘেঁষে চলে গেছে। হলওয়ের দু'পাশেই দরজা। বাইরে থেকে তালা মারা। কারাগারের প্রকোষ্ঠের মত।

'আমার পিঠের দিকে লক্ষ রেখো,' বললাম স্যাম্পসনকে। 'আমি এক নম্বর দরজায় ঢুঁ মারব।'

'আমি তোমার পিঠের দিকে সবসময় নজর রাখব,' বলল স্যাম্পসন।

'নিজেরটার প্রতিও রেখো।'

প্রথম দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম আমি। 'আমরা পুলিশ,' হাঁক ছাড়লাম। 'আমি ডিটেকটিভ অ্যালেক্স ক্রস। আমরা এসে পড়েছি। এখন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

ধাক্কা মেরে খুলে ফেললাম দরজা। উঁকি দিলাম। আশা করলাম দেখতে পাব নাওমিকে।

অধ্যায় : ১০৫

'দুই হারামজাদা ক্লাউন ঢুকেছে বাড়িতে,' বলল জেন্টলম্যান। হাসল ক্যাসানোভা। 'তুমি কী আশা করেছিলে? ওয়াশিংটন থেকে ব্রেন সার্জন আসবে? ওরা সাধারণ পুলিশ।'

'খুব একটা সাধারণ নয়। ওরা বাড়িটা খুঁজে পেয়েছে।'

জঙ্গলের মধ্যে লুকানো এক আস্তানা থেকে সব দেখছে দুই বন্ধু। গোয়েন্দাদের প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ করেছে ওরা, দেখেছে বিনোকিউলার দিয়ে।

'অন্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে এল না কেন ওরা? এফ বি আই নেই কেন ওদের সঙ্গে?' প্রশ্ন করল রুডলফ।

শক্তিশালি জার্মান বিনোকিউলার আবার চোখে তুলল ক্যাসানোভা। মাটির নিচের বাড়ির গুপ্তদরজা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। এ বাড়ি সে আর রুডলফ মিলে তৈরি করেছে।

'এটা তাদের পুলিশি গোয়ার্তুমি,' অবশেষে জবাব দিল ক্যাসানোভা।

'একদিক থেকে ওরা তো আমাদের মতই। বিশেষ করে ক্রস। সে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করে না।'

হাসল সে রুডলফের দিকে তাকিয়ে। রুডলফও হাসল। ওদের দু'জনের বিরুদ্ধে দুই গোয়েন্দা।

'ক্রসের ধারণা ও আমাদের সম্পর্কটা বুঝতে পেরেছে,' বলল রুডলফ। 'কিছুটা তো আঁচ করতে পেরেছেই।' ক্রস তার পিছু নিয়েছে। তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। তবে ক্রসকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখতে ভালোই লাগে জেন্টলম্যানের। প্রতিযোগিতা পছন্দ করে সে। রক্তের খেলা।

'সে কিছু কিছু জিনিস বুঝতে পারে। সে প্যাটার্ন দেখতে পায়। তাই ভাবে সে অনেক কিছু বোঝে। ধৈর্য ধরো। আমরা ক্রসের দুর্বলতা প্রকাশ করে দেব।'

ক্যাসানোভা বিশ্বাস করে ধৈর্য ধরলে, সবকিছু সতর্কতার সঙ্গে চিন্তাভাবনা করতে পারলে, জয় তাদেরই হবে। কখনও ধরা পড়বে না। ক্যাসানোভা জানে উইল রুডলফ ক্যালিফোর্নিয়ায় ধৈর্যহীন হয়ে উঠেছিল। সে মেলোড্রামাটিক হয়ে উঠেছিল রো আর টমকে হত্যা করার সময়। এজন্য প্রায় ধরা পড়তে যাচ্ছিল। তাকে জেরা করেছে পুলিশ। এ হত্যাকাণ্ডের জন্য তাকে বিশেষভাবে সন্দেহ করা হয়।

ক্যাসানোভা অ্যালেক্স ক্রসকে নিয়ে আবার ভাবছে। তার শক্তি ও দুর্বলতা বিশ্লেষণ করছে। ক্রস সাবধানী এবং পুরোপুরি পেশাদার। কাজ করার আগেই সবকিছু ভেবে নেয়। অন্যান্য পুলিশের চেয়ে অনেক চালাক চতুর ক্রস। সে একজন পুলিশ ও মনোবিজ্ঞানী। সে ওদের আস্তানা খুঁজে বের করে ফেলেছে। ওদের অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছে ক্রস।

জন স্যাম্পসন অতিমাত্রায় আবেগ প্রবল। এটাই তার দুর্বল দিক। যদিও সে নিজেও চরিত্রের এই দুর্বল দিক সম্পর্কে সচেতন নয়। তার গায়ে অনেক শক্তি। তবে ওকে ভেঙে ফেলা কঠিন কিছু নয়। আর ওকে ভেঙে ফেলতে পারলে ক্রসও ভেঙে পড়বে। দুই গোয়েন্দা পরস্পরের খুব ভালো বন্ধু একে অন্যের ব্যাপারে অত্যন্ত আবেগী।

'এক বছর আগে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ভালো কাজ করিনি,' এ দুনিয়ায় তার একমাত্র প্রকৃত বন্ধুকে বলল ক্যাসানোভা। 'আমরা যদি পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আর খেয়ালী খেলায় মেতে না উঠতাম ক্রস আমাদের ব্যাপারে কিছুই জানতে পারত না। সে তোমার খোঁজ পেত না- আর আমাদেরকে এখন মেয়েদেরকে হত্যা করে বাড়িটি ধ্বংস করার প্রয়োজন হতো না।

'আমি ড. ক্রসের ব্যবস্থা করছি,' বলল রুডলফ। ক্যাসানোভার কথায় কোনও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল না সে। রুডলফ কখনোই খুব বেশ আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় না। তবে সে-ও ক্যাসানোভার মতই একা।

'ড. ক্রসের সঙ্গে একা লাগতে যেয়োনা,' বলল ক্যাসানোভা।

'একসঙ্গে যাব আমরা। একজন একজন করে ধরব। প্রথম স্যাম্পসনকে, তারপর অ্যালেক্স ক্রসকে। ও কী রকম রিয়্যাক্ট করবে আমি জানি। ওর চিন্ত াভাবনার ধরনও আমার জানা। ক্রস দক্ষিণে আসার পর থেকে ওর ওপর নজর রেখে চলেছি আমি।'

দুই দানব বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

অধ্যায় : ১০৬

প্রথম ঘরটিতে ঢুকে মাথার ওপরের আলোগুলো জ্বালিয়ে দিলাম। এক বন্দি নারীকে দেখতে পেলাম। মারিয়া জেন কাপালডি। ভীত, সন্ত্রস্ত ছোট বালিকার মত দূরপ্রান্তের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখেই চিনতে পারলাম কারণ ওর বাবামা'র সঙ্গে কিছুদিন আগে সাক্ষাত হয়েছে আমার। তারা ওর ছবি দেখিয়েছিলেন আমাকে।'

'প্লীজ, আমাকে মারবেন না। আমি আর সহ্য করতে পারছি না,' ঘরঘরে গলায় বলল মারিয়া।

বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে মারিয়া। অল্প অল্প দুলছে। তার পরনে কালো টাইটস, নির্ভানা শার্ট। মারিয়া জেনের বয়স উনিশ, র‍্যালের নর্থ ক্যারোলিনা স্টেটে শিল্পকলার ছাত্রী।

'আমি পুলিশের গোয়েন্দা,' গলার স্বর নরম করে বললাম আমি। 'তোমাকে এখন আর কেউ মারতে পারবে না। তোমার গায়ে সামান্য আঁচড় লাগাতেও দেব না কাউকে।'

গুঙিয়ে উঠল মারিয়া জেন, কাঁদছে। স্বস্তির কান্না। সারা শরীর কাঁপছে।

'ও তোমার গায়ে হাত তুলতে পারবে না, মারিয়া জেন,' ওকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললাম আমি। 'অন্যদেরকেও খুঁজে বের করতে হবে। আমি আবার আসছি। দরজা খোলা। তুমি এখন বেরোতে পারবে। তুমি এখন মুক্ত।'

অন্যদেরকে সাহায্য করতে হবে। ক্যাসানোভার বিশেষ হারেম এখানে। নাওমি সে হারেমে আছে।

প্যাসেজওয়ের পরের ঘরে ঢুকলাম আমি। নি:শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। উত্তেজনা, ভয়, বিমর্ষতা- একসঙ্গে ছেঁকে ধরেছে আমাকে।

এ ঘরের লম্বা, স্বর্ণকেশী মেয়েটি নিজের পরিচয় দিল মেলিসা স্ট্যানফিল্ড বলে। নামটা মনে পড়ে গেল। নার্সিং স্কুলের ছাত্রী। অনেক প্রশ্ন জমা ছিল মনে। কিন্তু মাত্র একটি প্রশ্ন করার সময় আছে এখন।

ওর কাঁধে হাত রাখলাম। শিউরে উঠল মেলিসা, তারপর নেতিয়ে পড়ল আমার গায়ে। 'নাওমি ক্রস কোথায় আছে বলতে পারবে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আমি ঠিক জানি না,' জবাব দিল মেলিসা। 'এ বাড়ির সবটা আমি চিনি না।' মাথা নেড়ে কাঁদতে শুরু করল। আমি কার কথা জানতে চেয়েছি তাও বোধহয় ও বুঝতে পারে নি।

'তুমি এখন নিরাপদ। দু:স্বপ্নের অবসান ঘটেছে, মেলিসা। এখন অন্যদেরকে উদ্ধার করার পালা।'

শুনতে পেলাম একটা দরজা খুলেছে স্যাম্পসন। ওর কণ্ঠ ভেসে এল, 'আমি একজন পুলিশ ডিটেকটিভ। তুমি এখন নিরাপদ।' নরম কণ্ঠ।

মুক্ত মেয়েরা কারাগার থেকে বেরিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে। বিভ্রান্ত, কী করবে যেন বুঝে উঠতে পারছে না। হলওয়েতে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল ওরা। বেশীরভাগ ফোঁপাচ্ছে, তবে আমি ওদের স্বস্তি ও আনন্দ উপভোগ করতে পারছি।

প্রথমটির শেষ মাথায় আরেকটি হলওয়ে। ওখানে ঢুকলাম আমি। এদিকেও বেশ কয়েকটি ঘর দেখলাম। প্রতিটির দরজা বন্ধ। নাওমি কি এখানে আছে? বেঁচে আছে? আমার বুকের ধড়ফড়ানি অসহনীয় হয়ে উঠল।

ডানদিকের প্রথম দরজাটা খুলে ফেললাম- ওই যে সে। ওই যে স্কুচি। আমার দেখা পৃথিবীর সেরা দৃশ্য।

চোখ ফেটে বেরিয়ে এল জল। কথা বলার চেষ্টা করলাম। রা ফুটল না।

'আমি জানতাম তুমি আসবে, অ্যালেক্স,' বলল নাওমি। আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল শক্ত করে।

'ওহ্, নাওমি, আমার মিষ্টি নাওমি,' ফিসফিস করলাম আমি। যেন মাথার ওপর থেকে দশ মন ওজনের একটা পাথর নেমে গেছে। দু'হাতের চেটোতে ওর মুখখানা বন্দি করলাম। এত দুর্বল আর শুকনো দেখাচ্ছে ওকে। কিন্তু বেঁচে তো আছে! অবশেষে খুঁজে পেয়েছি ওকে!'

ডাক দিলাম স্যাম্পসনকে। 'নাওমিকে পেয়েছি! ওকে পেয়েছি, জন! এখানে! আমরা এখানে!'

অতীত দিনের মত পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে থাকলাম আমরা। 'আমি জানতাম তুমি আসবে। তোমাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম। আমি এ মুহূর্তটির জন্যই বেঁচে ছিলাম। প্রতিদিন প্রার্থনা করেছি। তুমি এলে অবশেষে।' অপূর্ব হাসি ফুটল নাওমির মুখে।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'আমিও তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে পাগলের মত মিস করেছি। সবাই করেছে।' এক মুহূর্ত পর আস্তে ছাড়িয়ে নিলাম নিজেকে।

'তুমি ঠিক আছ তো?' অবশেষে হাসলাম আমি।

'অ্যালেক্স, যাও,' অনুনয় ফুটল নাওমির কণ্ঠে। 'আরও কয়েকটি মেয়ে বন্দি হয়ে আছে এ নরকে। ওদেরকে উদ্ধার করো।'

আর তখন তীব্র একটা আর্তনাদ প্রতিধ্বনি তুলল প্যাসেজওয়েতে। আমি বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে এলাম নাওমির ঘর থেকে। যে দৃশ্য দেখলাম চরম দু:স্বপ্নেও আমি তা দেখতে চাই না।

অধ্যায় : ১০৭

সাহায্যের জন্য চিৎকার করেছে স্যাম্পসন। বিপদে পড়েছে আমার পার্টনার। মুখোশধারী দুই লোক ধস্তাধস্তি করছে ওর সঙ্গে। ক্যাসানোভা আর রুডলফ? এছাড়া আর কে?

স্যাম্পসন পড়ে আছে হলওয়েতে। মুখ খোলা। যন্ত্রণায় বিকৃত। একটা ছুরি, আইসপ্যাকও হতে পারে, গেঁথে আছে পিঠে।

ওয়াশিংটনের রাস্তায় পাহারা দিতে গিয়ে এরকম পরিস্থিতিতে আগেও বার দুই পড়েছি আমি। আমার পার্টনার বিপদে পড়েছিল। তখন একটা কাজই করার ছিল আমার। তা-ই করেছি। এবারও তা-ই করলাম। বিন্দুমাত্র ইতস্তত: না করে আমার গ্লক দিয়ে গুলি চালালাম।

ওরা কল্পনাই করেনি আমি গুলি করব। দু'জনের মধ্যে লম্বা লোকটা কাঁধ চেপে ধরে কাতরে উঠল। গুলির ধাক্কায় পড়ে গেল মেঝেতে। অপরজন তাকাল আমার দিকে। সাপের মত ঠান্ডা চাউনি।

আবার গুলি করলাম আমি। মৃত্যু মুখোশ লক্ষ্য করে। ঠিক তখন বাড়ির সমস্ত আলো নিভে গেল একসাথে। একই সঙ্গে দেয়ালের কোথাও লুকানো স্পীকারে বিকট শব্দে বেজে উঠল রক এন রোল মিউজিক। ঘাউ করে উঠল এক্সল রোজ 'ওয়েলকাম টু দা জাঙ্গল।'

হলওয়েতে কালিগোলা অন্ধকার। মিউজিকের চোটে মেঝেও যেন কাঁপছে। দেয়াল ধরে ধরে পা বাড়ালাম আমি স্যাম্পসন যেখানে শুয়ে আছে, সেদিকে। আঁধারে চোখ সইয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি, ভয় জেঁকে ধরল আমাকে। ওরা স্যাম্পসনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভোজাবাজির মতই উদাও হয়েছে ওরা। এ বাড়িতে ঢোকা বা বেরুনোর অন্য কোন রাস্তা আছে কী?

স্যাম্পসনের গোঙানি শুনতে পেলাম। 'আমি এখানে। নিজের পিঠের প্রতি লক্ষ রাখতে পারিনি।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'কথা বোলো না,' ওর কণ্ঠ লক্ষ্য করে এগোলাম আমি। ওর প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছি। আমি ভয় পাচ্ছি ওরা হয়তো এখানেই আছে। সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর।

দেয়ালে পিঠ ঘষতে ঘষতে এগোচ্ছি আমি। প্যাসেজওয়ের মাথার ছায়াময় কাঠামোগুলোর দিকে।

মাথার ওপর আবছা আলো। মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে পড়ে রয়েছে স্যাম্পসন। ওর পাশে বসলাম আমি। হাত স্পর্শ করলাম। 'তুমি ছুরি খেয়েছো। প্রচুর রক্ত পড়ছে। একদম নড়াচড়া করবে না। 'আমার কথা ভাবতে হবে না তোমাকে।' বলল স্যাম্পসন। 'তুমি ওদেরকে পালাতে দিয়ো না। একজন গুলি খেয়েছে। ওরা সিঁড়ির দিকে গেছে। ওই পথ দিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছি আমরা।'

'যাও, অ্যালেক্স। ওদেরকে ধরতেই হবে,' নাওমির সাড়া পেয়ে ঘুরলাম আমি। স্যাম্পসনের পাশে উবু হয়ে বসল। 'আমি ওকে দেখছি।'

'আমি আসছি,' বললাম আমি। বলে চলে গেলাম।

কুঁজো হয়ে লম্বা, অন্ধকার প্যাসেজওয়ে ধরে এগোলাম। চলে এলাম প্রথম করিডরে। এদিক দিয়ে ঢুকেছি আমি। ওরা সিঁড়ির দিকে গেছে। বলেছে স্যাম্পসন।

ছুটলাম। কোন কিছুই এখন আমাকে থামাতে পারবে না। অবশেষে দরজা খুঁজে পেলাম। তালা নেই। ডোরনবও নেই। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল।

সিঁড়ি খালি। ট্র্যাপডোর খোলা। মাথার ওপরে নীল আকাশের পটভূমিকায় অন্ধকার পাইনের সারি। ওরা কী ওখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছে? দুই চতুর দানব?

দ্রুত সিঁড়ি বাইতে লাগলাম আমি। গ্লকের ট্রিগারে আঙুল।

ঝড়ের গতিতে শেষ সিঁড়িটি পার হলাম আমি। প্রচন্ড জোরে লাথি খাওয়া ফুটবলের মত ছিটকে বেরিয়ে এলাম ছোট গর্ত থেকে। একটা গড়ান খেয়ে সিধে হলাম।

আমাকে গুলি করার জন্য কেউ অপেক্ষা করে নেই। ঘন জঙ্গল নীরব এবং খালি।

অদৃশ্য হয়ে গেছে দুই দানব... সেই সঙ্গে বাড়িটিও।

অধ্যায় : ১০৮

স্যাম্পসন এবং আমি যে রাস্তা ধরে এসেছিলাম সে রাস্তায় এগোলাম। জঙ্গল থেকে বেরুবার এটাই নিশ্চয় একমাত্র রাস্তা। ক্যাসানোভা এবং উইল রুডলফকেও এ রাস্তাই ব্যবহার করতে হবে। স্যাম্পসন আর মেয়েগুলোকে একা রেখে আসতে মন চাইছিল না। কিন্তু উপায় নেই।

শোল্ডার হোলস্টারে পুরে রাখলাম গ্লক। ছুটতে লাগলাম। দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠল আমার গতি।

কয়েকগজ এগোবার পরেই গাছের পাতায় তাজা রক্তের ফোঁটা চোখে পড়ল। এক জায়গায় অনেকটা রক্ত। আশা করলাম অধিক রক্তক্ষরণে মারা যাবে দানব। আমি ঠিক পথেই এগোচ্ছি।

ঘন জঙ্গল ভেদ করে ছুটছি আমি। ডালপালা, কাঁটায় ছড়ে গেল হাত। মুখে বাড়ি মারল গাছের শাখা। আমি গ্রাহ্য করলাম না।

মাইলখানেক দৌড়ে এসেছি আমি। ঘামে ভিজে গেছে সারা গা। বুকে ব্যথা করছে। মাথাটা যেন গাড়ির উত্তপ্ত ইঞ্জিন। প্রতিটি পদক্ষেপ ভারী মনে হচ্ছে আগেরটার চেয়ে।

ওরা কী আমার সামনে নাকি পেছনে? হয়তো ওরা আমাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে। অনুসরণ করছে আমাকে? আমাকে ঘিরে ধরছে বৃত্তাকারে?

রক্তের চিহ্ন খুঁজলাম। কিংবা ছেঁড়া জামা-কাপড়। মুখ তুলে চাইতেই দেখতে পেলাম ওদেরকে- দৌড়াচ্ছে। একজন হাত দিয়ে কাঁধ চেপে ধরে রয়েছে। ক্যাসানোভা? নাকি জেন্টলম্যান? কিছুই আসে যায় না- দু'জনকেই আমি চাই। আহত দুই দানব মন্থর করল না গতি। হঠাৎ আহত দানবটা রক্ত হিম করা চিৎকার দিল। ইয়ায়ায়ায়ায়াহ্।- বুনো জন্তুর ডাকের মত প্রতিধ্বনি তুলল। অপরজনও চিৎকার করল। *'ইয়ায়ায়ায়ায়াহ্!- 'আরেক উন্মাদ। টুইনিং?* ভাবলাম আমি। এরা একে অপরকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না।

আকস্মিক গুলির আওয়াজে চমকে উঠলাম। পাইন গাছের ছাল তুলে মাথার পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল গুলি। এক দানব গুলি করেছে।

আমি একটা গাছের আড়াল নিলাম। ঝাকড়া পাতার ফাঁক দিয়ে তাকালাম। সামনে কেউ নেই। অপেক্ষা করছি আমি। সেকেন্ড গুনছি। দু'জনের কে গুলি করল? কে আহত হয়েছে?

জঙ্গলের ধারে একটা খাড়া পাহাড় চূড়োর কাছে ছিল ওরা। চূড়োয় উঠে গেছে? আমার জন্য অপেক্ষা করছে ওখানে? গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম। তাকালাম চারদিকে।

ভৌতিক নীরবতা চারদিকে। কোনও চিৎকার নেই। নেই গুলির আওয়াজ। কেউ এখানে আছে বলেও মনে হচ্ছে না। ওরা গেল কই!

পাহাড়চূড়োয় উঠে এলাম। নেই! দমে গেল বুক। পালিয়েছে ওরা?

দৌড় শুরু করলাম। এরকম ঘটতে দেয়া যাবে না। দানব দুটোকে পালাতে দেয়া যাবে না।

অধ্যায় : ১০৯

ওরা বোধহয় স্টেট হাইওয়ের দিকে গেছে। আমিও সেদিকেই চললাম। দুশো গজ যাওয়ার পর দেখতে পেলাম ওদেরকে। তারপর ধূসর ফিতের মত রাজপথ। সাদা রঙের বিল্ডিং, টেলিফোন লাইন ইত্যাদিও দৃষ্টিগোচর হলো। হাইওয়ে। ওদের পালাবার রাস্তা।

একটা রোড হাউজের দিকে ছুটছে ওরা। মুখে এখনও মুখোশ। রোডহাউজের ছাদে 'ট্রেইল ডাস্ট' লেখা লাল-নীল নিয়ন সাইন জ্বলছে। দুই দানব ওদিকেই এগোচ্ছে।

পার্কিং লটে দাঁড়ানো একটি পুরানো মডেলের নীল পিকআপ ট্রাকে উঠে পড়ল ক্যাসানোভা এবং জেন্টলম্যান কলার। আমি রোডহাউজে চলে এলাম। পার্কিং এরিয়ায় একটি প্লিমাউথ ডাস্টারে লম্বা, লালচুলো এক লোক চড়তে যাচ্ছে, তাকে বাধা দিলাম আমি। মুখের কাছে আমার ব্যাজটা ধরে বললাম, 'পুলিশ। আপনার গাড়িটা আমার দরকার।' পিস্তলও বের করে নিয়েছি। লোকটা ঝামেলা পাকাতে চাইলে ব্যবহার করব।

'জেসাস ক্রাইস্ট, ম্যান। এটা আমার গার্লফ্রেন্ডের গাড়ি।' বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে আমার গ্লকের দিকে। গাড়ির চাবি তুলে দিল আমার হাতে।

আমি যেদিক থেকে এসেছি সেদিকে ইঙ্গিত করে বললাম, 'এখুনি পুলিশে খবর দিন। নিখোঁজ মেয়েগুলো ওখানে আছে। এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে। বলুন এক পুলিশ অফিসার ওখানে গুলি খেয়ে মারাত্মক আহত অবস্থায় আছেন। বলুন ওটা ক্যাসানোভার গোপন আস্তানা।'

লাফ মেরে উঠে পড়লাম ডাস্টারে। পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই চল্লিশে তুলে ফেললাম গতি। গাঢ় নীল-পিকআপ চ্যাপেল হিলের দিকে যাচ্ছে... ওখানে ক্যাসানোভা কেটকে হত্যা করতে চেয়েছিল, ওখান থেকে সে ওকে অপহরণ করে। ওখানেই কী থাকে ক্যাসানোভা? সে কী নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও

ডাক্তার? এমন কেউ যার নাম আমরা কখনও শুনিনি?

সামনে চারটে গাড়ির আড়াল রেখে ওদেরকে অনুসরণ করে চললাম আমি। জানি না ওরা টের পেয়ে গেছে কিনা। হয়তো টের পেয়েছে। চ্যাপেল হিলে ট্রাফিক জ্যাম শুরু হতে যাচ্ছে। বেড়ে চলছে গাড়ির ভিড়।

সামনে দেখতে পেলাম ভার্সিটি থিয়েটার। ওখানে উইক স্যাচ ছবি দেখতে গিয়েছিল সুজান ওয়েলসলি নামে এক মহিলাকে নিয়ে। পরকীয়া। এর বেশী কিছু নয়। ক্যাসানোভা এবং উইল রুডলফ ড. উইক স্যাচকে ব্যবহার করেছে। ওদের কাছাকাছি এসে পড়েছি আমি। ফ্রাঙ্কলিন অ্যান্ড কলম্বিয়ার কিনারে লাল আলো জ্বলে উঠল। ওদের গাড়ি থেমে গেল। এবার ওদেরকে ধরব আমি।

অধ্যায় : ১১০

গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম আমি। কুঁজো হয়ে দৌড় দিলাম। হাতে গ্লক।
ওরা নিশ্চয় আমার গাড়িটাকে দেখেছে। আমি ফ্রাঙ্কলিন স্ট্রীটে। গাড়ি থেকে নামামাত্র ওরা পিকআপ থেকে ছিটকে বেরুল।
একজন ঘুরে দাঁড়াল। পরপর তিনটি গুলি করল। পপ পপ পপ। ওদের একজনের হাতে শুধু অস্ত্র আছে।
একটা কালো নিশান জেড-এর পেছনে আড়াল নিয়ে নিলাম। গলা ফাটিয়ে চেঁচালাম, 'পুলিশ! পুলিশ! নেমে পড়ুন। শুয়ে পড়ুন মাটিতে! নেমে পড়ুন গাড়ি থেকে!'
বেশীরভাগ ড্রাইভার আর পথচারী শুয়ে পড়ল মাটিতে। আমি গাড়ির সারির মাঝে চট করে একবার বুলিয়ে নিলাম চোখ। দুই খুনীর একজনকেও দেখা যাচ্ছে না।
আমি মাটিতে কুঁজো হয়ে বসে আছি। কিন্তু এক দানব দেখে ফেলল আমাকে। গুলি করল আমার মাথা লক্ষ্য করে। একই সময় আমিও গুলি করলাম।
ওর গুলি সাইডভিউ মিরর চুরমার করে দিল। আয়নাটার কারণে বেঁচে গেলাম এ যাত্রা। তবে আমার গুলিটা লেগেছে কিনা বুঝতে পারলাম না।
গাড়ির পেছনে আবার আশ্রয় নিলাম। মোটর অয়েল আর গ্যাসের গন্ধে জ্বালা করছে চোখ মুখ। একটা পুলিশের গাড়ি সাইরেন বাজিয়ে জানান দিল সাহায্য আসছে।
ওরা এ মুহূর্তে কী ভাবছে? কী পরিকল্পনা করছে? ক্যাসানোভা কী নেতা? কে সে?
মুখ তুলে চাইতেই একটা পুলিশ দেখতে পেলাম। রিভলভার হাতে রাস্তার কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে। ওকে সাবধান করে দেয়ারও সময় পেলাম না
পুলিশের লোকটার বাম দিক থেকে দু'বার গর্জে উঠল বন্দুক, মাটিতে পড়ে গেল সে। ফ্রাংকলিন স্ট্রীটে চিৎকার চেঁচামেচি করে ছোটাছুটি শুরু করে দিল মানুষজন। 'শুয়ে
পড়ুন!' খেকিয়ে উঠলাম আমি। 'শুয়ে পড়ুন সবাই।'
একটা মিনিভ্যানের পাশে চলে এলাম আমি। এমন সময় দেখে ফেললাম এক দানবকে। গুলি করলাম।

বুলেটটা পরিত্যক্ত একটা ফোর্ড টারাসের প্যাসেঞ্জার উইন্ডোর বারোটা বাজিয়ে সোজা গিয়ে ঢুকল দানবের বুকে।

পা ভেঙে পড়ে গেল সে, যেন নিচে থেকে কেউ ল্যাং মেরেছে তাকে। তার দিকে দৌড় দিলাম আমি। কে গুলি খেল? অপরজন কোথায়?

পার্ক করা গাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে ছুটছি আমি। ডানে বামে তাকাতে তাকাতে। কই সে?

অবশেষে দেখতে পেলাম তাকে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মুখে মুখোশ।

তার কাছে বন্দুক নেই। নড়াচড়াও করছে না। আমি জানি মারাত্মক আহত হয়েছে সে। তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসলাম। ওকে সাবধানে পরীক্ষা করলাম। সাবধান!

নিজেকে সতর্ক করলাম। এর পার্টনারকে আশেপাশে দেখতে পাচ্ছি না। *এখানেই হয়তো কোথাও আছে। আর সে জানে কীভাবে গুলি করতে হয়।*

তার মুখ থেকে একটানে খুলে ফেললাম মুখোশ। তুমি দেবতা নও। তোমার গা থেকেও রক্ত ঝরে।

ড. উইল রুডলফ। জেন্টলম্যান কলার। চ্যাপেল হিলের রাস্তার মাঝখানে পড়ে আছে মৃত প্রায় অবস্থায়। নীলচে-ধূসর চোখ জোড়া উল্টে গেছে। শরীরের নিচে ইতিমধ্যে রক্তের পুকুর তৈরি হয়েছে।

ফুটপাত দিয়ে ছুটে আসছে লোকজন। আতংকিত। এরা কাউকে গুলি খেয়ে মরতে দেখেনি। আমি দেখেছি।

তার মাথাটা তুলে ধরলাম আমি। সে বিশ্বাস করতে পারছে না যে মারা যাচ্ছে। বিষয়টা মেনেও নিতে পারছে না। তার চোখ দেখে মনের কথা পড়তে পারছি আমি।

'ক্যাসানোভা কে?' জিজ্ঞেস করলাম ড. উইল রুডলফকে? 'কে ক্যাসানোভা? বলো।'

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনটা দেখলাম। ক্যাসানোভা কোথায়? রুডলফকে সে এভাবে মরতে দিতে পারে না। পারে কি? দুটো পেট্রোল কার হাজির হয়ে গেল। অস্ত্র হাতে নেমে এল কয়েকজন স্থানীয় পুলিশ।

রুডলফ আমার চোখে চোখ রাখার চেষ্টা করল। আমাকে পরিষ্কারভাবে দেখতে চাইছে। অথবা পৃথিবী দেখতে চাইছে শেষবারের মত।

ঠোঁটের কোনায় রক্তাক্ত বুদবুদ।

ধীরে ধীরে বলল সে, 'তোমরা কখনোই ওকে পাবে না,' আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'তুমি খুব একটা দক্ষ গোয়েন্দা নও, ক্রস। তুমি তার ধারে কাছেও যেতে পারবে না। সে সবার সেরা।'

জেন্টলম্যানের গলা দিয়ে ঘরঘর করে আওয়াজ বেরুল। মৃত্যুর আওয়াজ। আমি মুখোশটা পরিয়ে দিলাম মুখে।

অধ্যায় : ১১১

এরকম আনন্দময় দৃশ্যের কথা জীবনে ভুলব না আমি। বন্দি মেয়েদের পরিবার আর ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব সারারাত ধরে আসতে থাকল ডিউক মেডিকেল সেন্টারে। ভিড় জমাল ছাত্র এবং শহরের মানুষ।

স্যাম্পসন বেঁচে আছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কেটও। অনেককেই চিনি না, এসে আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে গেল। ক্যাসানোভার হারেমে থেকে মুক্তি পাওয়া একটি মেয়ের বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরে ভেঙে পড়ল আনন্দের কান্নায়। এতদিন পরে মনে হলো পুলিশের চাকরিটা নেহায়েত খারাপ নয়।

এলিভেটরে চেপে চারতলায় চলে এলাম কেটকে দেখতে। ওর সারা মুখ আর শরীর ব্যান্ডেজে বাঁধা। মমির মত লাগছে। ও বেঁচে যাবে তবে কোমার মধ্যে আছে এখনও।

কেটের হাত ধরলাম আমি। খবরটা দিলাম। 'বন্দি মেয়েরা এখন মুক্ত। স্যাম্পসনকে নিয়ে গিয়েছিলাম ওখানে। ওদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি। ওরা নিরাপদে আছে।'

কেটের কণ্ঠ শুনতে খুব ইচ্ছে করছে আমার। অন্তত: একবারের জন্য হলেও। কিন্তু ওর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটি শব্দও বেরুল না। চলে যাওয়ার আগে চুমু খেলাম ওকে।

'আই লাভ য়ু, কেট।' ব্যান্ডেজ বাঁধা গালের পাশে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললাম। তবে ও আমার কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না।

পাঁচতলায় আছে স্যাম্পসন। মানুষ পাহাড়টার অপারেশন ইতিমধ্যে শেষ। সুস্থ হয়ে উঠছে।

ওর ঘরে ঢুকে দেখলাম জেগে আছে। 'কেট আর অন্য মেয়েগুলো কেমন আছে?' আমাকে জিজ্ঞেস করল সে।

'কেটের জ্ঞান ফেরেনি এখনও। এই মাত্র এলাম ওর ঘরে থেকে।'

'ডাক্তারদের বলো আমি ভালো হয়ে গেছি। আমাকে যেন ছেড়ে দেয়। ক্যাসানোভা পালিয়েছে। ওকে পাকড়াও করতে হবে।' কাশতে লাগল স্যাম্পসন।

'ওকে আমরা পাকড়াও করব,' আশ্বস্ত করলাম ওকে। যদিও জানি কাজটা এবার একা করব।

রাত সাড়ে ন'টায় এলাম স্কুচির হাসপাতাল রুমে। সেথ স্যামুয়েল ওর সঙ্গে আছে। দু'জন দু'জনের দিকে ভালোবাসা নিয়ে তাকিয়ে আছে।

'স্কুচি আন্টি! স্কুচি আন্টি!'

পরিচিত কণ্ঠটা কানে যেতেই ঘুরলাম আমি। নানা, সিলা, ডেমন আর জেনি লাইন দিয়ে ঢুকছে ঘরে। ওয়াশিংটন থেকে উড়ে এসেছে ওরা। মেয়েকে দেখে কাঁদতে শুরু করল সিলা। নানা মামাকে দেখলাম ঘনঘন চোখ মুছছেন।

আমার বাচ্চারা হাঁ করে তাদের স্কুচি আন্টিকে দেখছে। ভয় এবং কী করবে বুঝে উঠতে না পারার দৃষ্টি তাদের চোখে। আমি ওদেরকে কোলে তুলে নিলাম। 'কেমন আছ তোমরা, সোনা?'

'তুমি স্কুচি আন্টিকে সত্যি নিয়ে এসেছ!' আমার কানে ফিসফিস করল জেনি। ছোট ছোট হাত-পা দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। আমার চেয়েও বেশী উত্তেজিত সে।

অধ্যায় : ১১২

আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি। দিন দুই পরে হাউজ অব হররস-এ আবার গেলাম। এবার সঙ্গে থাকল ডারহাম পুলিশ এবং কাইলি ক্রেগ। ওরা বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখল। পুলিশ এরপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল ক্যাসানোভা আর জেন্টলম্যানের হত্যার শিকার লাশ খোঁজার কাজে।

১৯৮১ সাল থেকে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী মেয়েদেরকে দক্ষিণের পুরো এলাকা থেকে অপহরণ করে এনে হত্যা করছিল দুই দানব। তের বছর ধরে আতঙ্কের রাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছে তারা। ক্যালিফোর্নিয়ায় এক ডাইরিতে রুডলফ লিখেছে প্রথমে আমি কোনও নারীর প্রেমে পড়ি। তারপর তাকে তুলে নিই। ভাবছি ক্যাসনোভা তার সঙ্গীকে কতটা মিস করছে। সে এই ক্ষতি কীভাবে পূরণ করবে? সে কী ইতিমধ্যে কোনও পরিকল্পনা করেছে?

আমার ধারণা ক্যাসানোভার সঙ্গে রুডলফের ১৯৮১ সালের কোনও এক সময় পরিচয়। তারা তাদের নিষিদ্ধ গোপনীয়তা শেয়ার করত তারা মেয়েদেরকে অপহরণ করে ধর্ষণ করত, কখনও নির্যাতন করে মেরে ফেলত। বিশেষ রূপবতী মেয়েদেরকে নিয়ে হারেম খোলার বুদ্ধিটা যেভাবেই হোক তাদের মাথায় এসেছিল তারা রিসার্চ ট্রায়াঙ্গল এলাকা এবং গোটা দক্ষিণপুব এলাকা থেকে হারেমের জন্য সুন্দরী মেয়েদেরকে ধরে নিয়ে গেছে। আমি টুইনিং-এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, এদের কর্মকান্ডের সঙ্গে তা সম্পূর্ণ মিলে যায়। তারা সুন্দরী মেয়েদের অপহরণ করার পরে বন্দি করে রাখার ব্যাপারটি উপভোগ করত। তারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতাও করত। উইল রুডলফ লস এঞ্জেলসে চলে যায়। সেখানে সে জেন্টলম্যান কলার হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে থাকে। আর ক্যাসানোভা তার অপকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে দক্ষিণে। তবে তাদের মধ্যে একটা পর্যায়ে যোগাযোগ হয়। তারা তাদের গল্প শেয়ার করে। নিজেদের গল্প শেয়ার করার প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল তাদের জন্য। তারা রোমাঞ্চ ভাগাভাগি করত নিজেদের মধ্যে। রুডলফ অবশেষে তার গল্প লস এঞ্জেলস টাইমস-এর এক সাংবাদিকের কাছে ছাপতে দেয়ার জন্য পাঠায়। খ্যাতির স্বাদ পেয়ে গিয়েছিল সে। এবং ব্যাপারটা সে পছন্দও করত। তবে ক্যাসানোভা নয়। ক্যাসানোভা নিভৃতচারী, নি:সঙ্গ। ওকে আমার জিনিয়াস মনে হয়।

ক্যাসানোভা হয়তো এখনও ডারহ্যাম আর চ্যাপেল হিল এলাকায় ঘুরঘুর করছে। ক্যাসানোভা ভাবত সে যা করছে সব নিখুঁত। তার কোনও ভুল হয় না। কিন্তু সে-ও একটা ভুল করে ফেলেছে। দুইদিন আগে। গোলাগুলি করতে গিয়ে, ছোট একটা ভুল। তবে আমার ধারণা এই ভুলের সূত্র ধরে হয়তো ক্যাসানোভাকে পাকড়াও করতে পারব। তবে আমার সন্দেহের কথা এফ বি আইকে জানাব না।

হরর অব হাউজ-এর আশপাশের মাটি খুঁড়ে মোট তেইশটি লাশ উদ্ধার হলো। সবগুলো তরুণী মেয়েদের।

অধ্যায় : ১১৩

আমি ডারহামের এজমন্ট সেকশনের একটি কাঠের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। অন্ধকার। গরমে ঘামছি। এ বাড়িতে গত সাত বছর ধরে বাস করছে ক্যাসানোভা।

আমি গত রাতে হেরাল্ড সান-এর পুরানো সংখ্যাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়েছি। খবরের কাগজে রো টিয়েরনি এবং টম হাচিনসনের অমীমাংসিত হত্যা রহস্য নিয়ে যা লেখা হয়েছে তার কোন কিছুই বাদ দিইনি। হেরাল্ড সান-এ একটা নাম দেখে আমার সন্দেহ এবং ভয় বদ্ধমূল হয়েছে। নামটি পেয়েছি ডারহাম খবরের কাগজের মাঝের একটি পৃষ্ঠায়।

পরিচিত নামটির দিকে তাকিয়ে থেকেছি অনেকক্ষণ। মনে পড়েছে চ্যাপেল হিল-এর গোলাগুলির ঘটনার কথা। ক্যাসানোভা একবার পিটপিট করেছিল চোখ। যে নামটা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে তার সঙ্গে উইল রুডলফ এবং ক্যাসানোভার সম্পর্ক রয়েছে। আমি বুঝতে পেরেছি কীভাবে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, কীভাবে তারা কথা বলেছে।

ক্যাসানোভা মোটেই উন্মাদ নয়। প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলে সে ঠান্ডা মাথায়। সে জানে সে কী করছে। সে বারবার মেয়েদের অপহরণ করে ধর্ষণ করেছে। সুন্দরী তরুণীদের প্রতি তার অবসেশন সাংঘাতিক। আমি এখন জেনে ফেলেছি তার পরিচয়। তাই চলে এসেছি ডারহামে, তার বাড়িতে। তার জন্য অপেক্ষা করছি বাড়ির বাইরে। বুকের ভেতরে যেন হাতুড়ি পিটছে আমার।

আমার কোনও পার্টনার নেই। নেই ব্যাকআপ।

আমি এবার শিকার করতে নেমেছি।

অধ্যায় : ১১৪

জোরে একটা শ্বাস নিলাম আমি। ওই যে সে!

বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে ক্যাসানোভা। তার মুখ দেখতে পাচ্ছি আমি, দেখতে পাচ্ছি নড়াচড়া। নিজের ওপর প্রবল আত্মবিশ্বাস তার।

রাত এগারটার পর ডিটেকটিভ ডেভি সাইকস একটি বছর দশেকের পুরানো টয়োটা ক্রেসিডায় উঠে পড়ল। গাড়িটি সে গ্যারেজে রাখে : সাইকসের পরনে জিন্স, কালো উইন্ড ব্রেকার। হাইটপ কালো স্নিকার্স।

ডেভি সাইকস পুলিশের অ্যালিবাই নিয়ে চমৎকার আছে। সে জানে তাকে কেউ ক্যাসানোভা বলে সন্দেহ করবে না। ও কী আজ আবার কোনও মেয়েকে অপহরণ করার তালে আছে? ও এখন কী ভাবছে?

ডেভি সাইকস টয়োটা নিয়ে ডারহাম শহরতলীর ড্রাইভওয়েতে চলে এল। সে কী রুডলফকে মিস করছে? সে কী খেলাটা চালিয়ে যাবে নাকি সমাপ্তি ঘোষণা করবে?

আমি দানবটাকে অনুসরণ শুরু করলাম। ডারহামের নির্জন রাস্তা দিয়ে চলছে ডেভির গাড়ি। আমি আমার গাড়ির বাতি নিভিয়ে দিয়ে ওর পিছু নিয়েছি।

১৯৮১ সালে কী ঘটেছিল আমি এখন তা অনুমান করতে পারি। উইল রুডলফ ছাত্রাবস্থায় রো এবং টমকে হত্যার পরিকল্পনা করে। সে রো কে ভালোবাসত। তবে রো টিয়েরনি পছন্দ ছিল ফুটবল তারকাদের। ডিটেকটিভ ডেভি সাইকস পুলিশি তদন্তের সময় রুডলফকে জেরা করে। এবং একটা পর্যায়ে এই প্রতিভাবান মেডিকেল ছাত্রটির সঙ্গে নিজের অন্ধকার, নিষিদ্ধ গোপনীয়তাগুলো শেয়ার করতে থাকে। তারা পরস্পরকে চিনতে ও বুঝতে শুরু করে। ওরা হয়ে ওঠে টুইনিং।

আমি এখন ডেভের একমাত্র বন্ধুটিকে মেরে ফেলেছি। ডেভি সাইকস কী এজন্য আমাকে হত্যা করতে চায়? ও এ মুহূর্তে কী ভাবছে? ওকে পাকড়াও করতে চাই না আমি, ওর চিন্তাভাবনাগুলোর কথা জানতে চাই।

ইন্টারস্টেট ৪০-এ মোড় ঘুরল ক্যাসনোভা। চলল দক্ষিণ অভিমুখে। এদিকে প্রচুর গাড়ি। তাই চার পাঁচটা গাড়ির আড়ালে থেকে সহজেই ওকে অনুসরণ করা গেল।

এক্সিট ৩৫ পার হলো ডেভি। আরও ত্রিশ মাইলের মত এগোল। রাত সাড়ে এগারটা বাজে। আজ রাতে ওকে পাকড়াও করব এতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে এবার একা।

অধ্যায় : ১১৫

ডেভি সাইকসের গাড়ি অনুসরণ করে চলেছি আমি। তার এবং আমার গাড়ির মাঝখানে একটা ফোর্ড পিকআপ ট্রাক। আমাকে আড়াল করে রেখেছে।

আমি এমনকী কাইলি ক্রেগকেও আমার সন্দেহের তালিকায় রেখেছিলাম। কারণ ক্যাসানোভা পুলিশের প্রতিটি মুভমেন্ট আগেভাগেই জেনে যেত। আমার সন্দেহ ছিল ক্যাসানোভা পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কেউ। চ্যাপেল হিল-এর গোলাগুলির সময় আমার সন্দেহ বদ্ধমূল হয়। আর রো এবং টমের হত্যাকান্ডের রিপোর্ট পড়তে গিয়ে আমি ক্যাসানোভার আসল পরিচয় জেনে ফেলি। ডেভি সাইকস মুল তদন্ত টিমে ছিল। সে উইল রুডলফ নামে এক মেডিকেল ছাত্রকে জেরা করেছিল। তবে উইলের কথা কখনোই সে আমাদেরকে বলেনি। বলেনি যে রুডলফের সঙ্গে ১৯৮১ সালে তার পরিচয় হয়েছিল।

স্পোর্টস পেজ পাব পার হলাম, মোড় নিলাম পরবর্তী বাঁকে। থামালাম গাড়ি। গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত পা বাড়ালাম বার-এর দিকে। ডেভি সাইকস এবার পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করেছে।

ক্যাসানোভা ট্রাউজারের পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে একটা সাইড রোড ধরে হাঁটছে। তার পকেটে কী স্টানগান আছে?

আমি পিছু নিলাম সাইকসের। দ্রুত হলো তার পদক্ষেপ। হয়তো এখানকার আবার কোনও মেয়ের জীবন বিপন্ন হতে চলেছে। আরেকজন স্কটি ক্রস। আরেকজন কেট ম্যাকটিয়েরনান। কেটের কথা মনে পড়ে গেল। ওর কলজের মধ্যে একটা গজাল ঢুকিয়ে দাও, অ্যালেক্স।

শোল্ডার হোলস্টার থেকে গ্লক নাইন মিলিমিটার হাতে চলে এল আমার। হালকা। দক্ষ। সেমি অটোমেটিক। বারোটা ভয়ংকর শট। এমন জোরে দাঁতে দাঁত ঘষলাম, ব্যথা হয়ে গেল মুখ। সেফটি ক্যাচ অফ করলাম। ডেভি সাইকসকে গুলি করার জন্য প্রস্তুত।

সামনে ইংরেজি 'A' অক্ষরের মত একটি বাড়ি। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত। দ্রুত কদম ফেলে এগোলাম আমি। নি:শব্দে।

ক্যাসানোভা দুলকি চালে এগিয়ে চলেছে বাড়িটির দিকে। বোঝাই যায় আগেও সে এসেছে এখানে। এসে নজর রেখেছে তার শিকারের ওপর।

বাড়িটির কাছে চলে এলাম আমি। হঠাৎ করেই হারিয়ে ফেললাম ওকে। বোধহয় বাড়ির ভেতরে চলে গেছে।

বাড়ির ভেতরে এক চিলতে আলো। আমার পাঁজরের গায়ে বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিন্ড। সেমি অটোম্যাটিকের ট্রিগারে আঙুল।

ওর কলজের মধ্যে একটা গজাল ঢুকিয়ে দাও, অ্যালেক্স।

অধ্যায় : ১১৬

অন্ধকারে ঢাকা পেছনের বারান্দার দিকে দৌড়ে গেলাম আমি। ঘরে এসি চলছে গুনগুন শব্দে। বারান্দার দরজায় একটা স্টিকার সাঁটানো। আধো আলোয় দেখতে পেলাম ওতে লেখা আই লিভ ফর গার্ল স্কাউট কুকিজ।
এখানে নিশ্চয় আরেকটি সুন্দরী মেয়ের সন্ধান পেয়েছে সে। তাকে আজ অপহরণের মতলব করেছে। জানোয়ারটা কিছুতেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।
'হ্যালো, ক্রস। বন্দুক ফেলে দাও। খুব আস্তে আস্তে।' অন্ধকারে আমার পেছন থেকে ভেসে এল গম্ভীর একটা কন্ঠ।
এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজলাম আমি। নিচু করলাম পিস্তল, লনের ঘাসের ওপর ফেলে দিলাম। নিজেকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন এলিভেটর কার-এর মত লাগছে। যেন পড়ে যাচ্ছি সা সা করে।
'এখন ঘোরো, শালা হারামী।'
ঘুরলাম। তাকালাম ক্যাসানোভার মুখের দিকে। অবশেষে তাকে পেয়েছি আমার, হাত বাড়ালেই ধরা যাবে। ওর হাতে একটা ব্রাউনিং সেমি অটোম্যাটিক। আমার বুকের দিকে তাক করা।
কিছু না ভেবেই, স্রেফ ইনসটিংক্টের তাড়নায় আমি আমার ডানপাটা ভাঁজ করলাম যেন হারিয়ে ফেলেছি ভারসাম্য। বিদ্যুৎগতিতে ঘুসিটা ছুটে গেল সাইকসের মাথা লক্ষ্য করে। হেভীওয়েট ক্যালিবারের শক্ত পাঞ্চ।
এক হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল সাইকসের, পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে সিধে হলো। ওর জ্যাকেট খামচে ধরলাম আমি, বাড়ির দেয়ালের দিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলাম। সাইকসের হাত বাড়ি খেল দেয়ালে, হাত থেকে ছুটে গেল হ্যান্ডগান।
'কাম অন, ফাকার,' চ্যালেঞ্জ করল আমাকে সাইকস।
'ডোন্ট ওরি,' বললাম আমি। 'আসছি।'
বাড়িতে জ্বলে উঠল আরেকটি আলো। 'কে ওখানে?' ভেসে এল একটি নারী কন্ঠ। 'ওখানে কে প্লীজ?'
মহিলার গলা শুনে একমুহূর্তের জন্য আমি মনোযোগ হারিয়ে ফেলেছিলাম। সে সুযোগটা কাজে লাগাল সাইকস। ঘুসি ছুড়ল। বেশ জোর গায়ে। কেটের কথা

মনে পড়ে গেল- ক্যাসানোভা সাংঘাতিক শক্তিশালি। এ খুনেটার সঙ্গে খুব বেশীক্ষণ শক্তির পরীক্ষা দেয়ার ইচ্ছে আমার নেই।

সাইকসের ঘুসিটা নিলাম আমি বাহুতে। জায়গাটা সাথে সাথে অসাড় হয়ে গেল। পরক্ষণে ওর পেটের নিচে ঝেড়ে দিলাম শক্ত আপারকাট। মনে পড়ে গেল কেটের বীভৎস চেহারার কথা। ওকে মেরে সুন্দর চেহারাটাকে বীভৎস করে তুলেছে এই ক্যাসানোভা। আমার মাথায় যেন আগুন ধরে গেল।

ডান হাতি আরেকটা ওজনদার ঘুসি বসিয়ে দিলাম ওর পেটে। গুঙিয়ে উঠল সাইকস। আমাকেও ঘুসি মেরে বসল। মাথার পাশে লাগল ঘুসিটা। চোখে রীতিমত সর্ষে ফুল দেখলাম।

ওর পেটের নিচে আবারও আঘাত করলাম। শরীরটাকে হত্যা করো, মস্তিষ্কের এমনিতেই মৃত্যু ঘটবে। সাইকসের নাক বরাবর বসিয়ে দিলাম আরেকটা ওজনদার ঘুসি। স্যাম্পসন দেখতে পেলে খুশি হতো।

'এটা স্যাম্পসনের তরফ থেকে,' দাঁতে দাঁত ঘষে বললাম আমি। 'তোমাকে হাতে হাতে পাওনা বুঝিয়ে দিতে বলেছে।'

গলায় আঘাত করলাম এরপর। ঘ্যাক করে উঠল সাইকস। আমি একের পর এক ঘুসি মেরেই চললাম। মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে আমার চেহারার শুধু মিলই নেই, যখন মারামারি করি তার মতই মারি।

'এটা কেটের জন্য,' নাকে আবার বিরাশি সিক্কার ঘুসি চালিয়ে দিলাম। তারপর বাম চোখের ওপর।

এত মার খাওয়ার পরও দমল না সাইকস। ষাঁড়ের মত ছুটে এল ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে; আমি চট করে সরে গেলাম একপাশে, বাড়ির দেয়ালের সঙ্গে প্রচন্ড বাড়ি খেল সাইকস। থরথর করে কেঁপে উঠল গোটা বাড়ি।

মাথার পাশে ভয়ানক জোরে একটা পাঞ্চ বসিয়ে দিলাম। মাথাটা এত জোরে ঠুকে গেল বাড়ির অ্যালুমিনিয়ামের সাইডিং-এ যে ওখানে খানিকটা অংশ ডেবে গেল। এখন কাঁপছে সাইকস, হাঁপানির মত শ্বাস টানছে। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল পুলিশের সাইরেনের আওয়াজ। বাড়ির মহিলা নিশ্চয় ফোন করেছে পুলিশে।

এমন সময় কে যেন পেছন থেকে জোরে আঘাত করল আমাকে। 'ওহ্, জেসাস, না!' গুঙিয়ে উঠলাম আমি।

কে আমাকে মারল? কেন? বুঝতে পারছি না আমি। বনবন করে ঘুরছে মাথা। তবু ফিরে তাকালাম।

সোনালি চুলের এক মহিলা, পরনে ঢোলা ফার্স্ট এইড টি-শার্ট, হাতে বেলচা। এটা দিয়েই সে আমাকে মেরেছে।

'আমার বয়ফ্রেন্ডকে ছেড়ে দাও!' চিৎকার করে উঠল সে আমার দিকে তাকিয়ে। রাগে গনগন করছে মুখ। 'ওকে ছেড়ে দাও! নইলে আবার মারব। আমার ডেভিকে ছেড়ে দাও!'

আমার ডেভি?... জেসাস! আমার মাথা চরকির মত ঘুরলেও ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। ডেভি সাইকস এসেছে তার গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সে কাউকে শিকার করছে না। কাউকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেও সে এখানে আসেনি। সে এই মহিলার বয়ফ্রেন্ড।

আমি ডেভি সাইকসের সামনে থেকে সরে গেলাম। একটা ভুল করে ফেলেছি। কিন্তু কেন ভুলটা হলো বুঝতে পারছি না .

ঘন্টাখানেক পর হাজির হলো কাইলি ক্রেগ। শান্ত গলায় আমাকে বলল, 'ডিটেকটিভ সাইকস এক বছরের বেশী সময় ধরে ওই মহিলার সঙ্গে প্রেম করছে। ব্যাপারটা আমরা জানি। ডিটেকটিভ সাইকস সাসপেক্ট নয়। সে ক্যাসানোভা নয়। বাড়ি যাও, অ্যালেক্স। এখন সোজা বাড়ি যাও। এখানকার কাজ খতম।'

অধ্যায় : ১১৭

বাড়ি গেলাম না আমি। গেলাম ডিউক ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারে কেটকে দেখতে। ওকে ভালো দেখাচ্ছে না। ম্লান, বিবর্ণ, বিধ্বস্ত। শুকিয়ে কাঠি। তবে জ্ঞান ফিরেছে।

'তুমি ওদের একটাকে খুন করেছ, অ্যালেক্স,' ফিসফিস করল কেট। আবছা হাসি মুখে।

'তুমি কী এটা স্বপ্নে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

'হুঁ,' আবার হাসল ও। মিষ্টি হাসি। খুব আস্তে কথা বলছে।

'আমি সত্যি স্বপ্নে দেখেছি।'

'তোমার জন্য একটা উপহার এনেছি,' বললাম ওকে। ডাক্তারের পোশাক পরা একটা টেডি বিয়ার দিলাম ওকে। হাসছে কেট। জাদুর হাসিটা যেন কিছুক্ষণের জন্য ফিরিয়ে আনল ওকে আগের চেহারায়।

আমি মাথা নিচু করলাম। ওর ফোলা মাথায় চুমু খেলাম।

'তোমাকে আমি সাংঘাতিক মিস করেছি,' ওর চুলে মুখ ডুবিয়ে বললাম।

'আবার বলো,' বলল কেট। হাসল আবার। আমিও।

দশদিন পরে চারঠ্যাংগা একটা মেটাল ওয়াকারে চড়ে হাঁটতে লাগল কেট। আরও চার হপ্তা লাগল ওয়াকার ছেড়ে নিজের পায়ে হাঁটতে।

ভয়ংকর মারের চোটে কেটের বামপাশের কপালে অর্ধচাঁদ আকৃতির একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্লাস্টিক সার্জারী করবে না কেট। বলেছে এটা তার জীবনের গল্পের একটা অংশ হয়ে থাকবে।

জুলাই'র প্রায় পুরোটা সময় আমি ওয়াশিংটনে, আমার পরিবারের সঙ্গে কাটালাম। বার দুই ডারহামে গেলাম কেটকে দেখতে।

আমি দুশ্চিন্তায় ছিলাম ভেবে ক্যাসানোভার প্রিয় বন্ধুকে হত্যা করেছি বলে সে নিশ্চয় আমার পিছু নেবে। কিন্তু আজতক তার কোনও সাড়া শব্দ নেই। উত্তর ক্যারোলিনা থেকে আর কোনও সুন্দরী মেয়ে অপহরণের কথা শোনা যায়নি। ডেভি সাইকস যে ক্যাসানোভা নয় তা প্রমাণ হয়ে গেছে। বহু এলাকায় তদন্ত চালিয়েছে পুলিশ; এর মধ্যে নিক রাসকিন, এমনকি চিফ হ্যাটফিল্ডও আছে। প্রতিটি পুলিশের অ্যালিবাই পরীক্ষা করা হয়েছে। সন্দেহজনক কিছু পাওয়া

যায়নি। তাহলে ক্যাসানোভা কে? সে কি তার মাটির নিচের বাড়ির মত অদৃশ্য হয়ে গেল?

জুলাই'র শেষের দিকে, রাত একটার দিকে একটা ফোন এল আমার কাছে। নানা এবং বাচ্চারা ঘুমাচ্ছে। আমি পিয়ানোয় সুর তুলছিলাম। পিয়ানো রেখে ফোন ধরলাম। কাইলি ক্রেগ।

'কী ব্যাপার, কাইলি?' ওর ফোনটাকে ঠাট্টা হিসেবে উড়িয়ে দিতে চাইলাম। 'তোমাকে না বললাম আমাকে আর ফোন করবে না।'

'ফোন করতে বাধ্য হয়েছি, অ্যালেক্স,' লাইনের ওপাশে হিসহিস শব্দ করল কাইলি। 'আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো।'

আধঘন্টার মত কথা বলল কাইলি। আমি এধরনের সংবাদ আশা করিনি।

কাইলির সঙ্গে কথা শেষ করে বারান্দায় গেলাম। বসে রইলাম অনেকক্ষণ। ভাবছি কী করা যায়। কিছু করার নেই আমার। 'এর সমাপ্তি নেই,' চার দেয়ালকে যেন বললাম আমি, 'আছে কী?'

ঘরে ঢুকে বের করলাম পিস্তল। বাড়ির সবগুলো দরজা-জানালা পরীক্ষা করে দেখলাম। তারপর শুতে গেলাম।

অন্ধকার বেডরুমে শুয়ে শুয়ে কাইলির কথাগুলো মনে করলাম।

'গ্যারি সোনেজি জেল ভেঙে পালিয়েছে, অ্যালেক্স,' বলেছে কাইলি।

'একটা চিঠি রেখে গেছে। বলেছে তোমাকে দেখে নেবে।'

গ্যারি সোনেজি আমাকে এখনও খুন করতে চায়। জেলে বসে নিশ্চয় পরিকল্পনা করেছে কখন, কীভাবে হত্যা করবে আমাকে।

আমি যখন ঘুমিয়ে পড়লাম, প্রায় সকাল হয়ে এসেছে। আরেকটা দিনের শুরু হতে চলেছে।

অধ্যায় : ১১৮

আগস্টের শেষ নাগাদ উত্তর ক্যারোলিনার আউটার ব্যাঙ্কসে হপ্তাখানেকের জন্য এলাম কেটকে নিয়ে। বেড়াতে। নাগস হেড নামে ছবির মত একটি শহরে থাকলাম।

কেট এখন আর মেটাল ওয়াকার পরে হাঁটে না। সে এখন বেশীরভাগ সময় কাটায় কারাতে প্রাকটিস করে। আবার আগের চেহারায় ফিরে আসছে কেট।

আমরা প্রতিদিন সকালে কাঠের লম্বা তক্তা দিয়ে বানানো বারান্দায় বসে নাস্তা খাই। তারপর সাগরতীর ধরে অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করি। তাজা মাছ ধরি। মাঝে মাঝে সাগরে ভেসে বেড়ানো ঝলমলে বোট দেখেই কেটে যায় সময়।

আমরা ক্যাসানোভার জন্য অপেক্ষা করছি। ওকে এখানে চলে আসতে প্রলুব্ধ করছি। এখনও তার দেখা নেই।

আগস্টের এক সকালে আমরা বাড়ির সামনে পরিষ্কার, গভীর নীল পানিতে জলকেলি করছি, কেট ওর নিতম্ব দিয়ে জোরে ধাক্কা দিল আমাকে, 'ছুটিতে এসেছ। অথচ সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় থাকো। দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে ভালো চিন্তা করো।'

'আমি ভালো চিন্তাই করতে চাই। কিন্তু পারি না।' বললাম আমি।

'চলো, একটা দৌড় দিই।' প্রস্তাব দিল কেট।

আমরা জগিং শুরু করলাম। চমৎকার দৌড়াল কেট। জগিং করতে করতে ভাবলাম আমি কোনভাবেই হারাতে চাই না কেটকে।

রোববারের এক উষ্ণ রাতে কেটকে নিয়ে শুয়ে আছি সাগর সৈকতে। নানা বিষয় নিয়ে গল্প করছি। সারারাত কম্বলের উপর শুয়ে গল্প করলাম আমরা। তারাজ্বলা আকাশের নিচে ঘুমালাম। আমার হঠাৎ কেন যেন ঘুম ভেঙে গেল। কেট আমার দিকে পাশ ফিরে শুলো। ঘুমের মধ্যে ফিসফিস করে বলল, 'অ্যালেক্স, ও আমাদের পিছু নিয়ে আসছে, তাই না?'

আমি জানি না সত্যি ক্যাসানোভা আসছে কিনা। কিন্তু ও যাতে এখানে আসে সেভাবেই পরিকল্পনা করা হয়েছে। এবারে শেষ বোঝাপড়া হবে।

অধ্যায় : ১১৯

কেট ম্যাকটিয়েরনান এখনও কামনার আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে তার বুকে। কেট এবং অ্যালেক্স ক্রস মিলে তার অসাধারণ সৃষ্টি ধ্বংস করার উন্মাদনায় মেতেছে। সে যা যা ভালবাসত সব এখন হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে। এবার ঘুরে দাঁড়ানোর সময় হয়েছে। ওদেরকে শেষ খেলাটা দেখানোর সময় উপস্থিত। সময় হয়েছে আসল চেহারা দেখানোর।

ক্যাসানোভা বুঝতে পারছে সে তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারিয়েছে। এ ঘটনা প্রমাণ করেছে সে উন্মাদ নয়, স্বাভাবিক মানুষ। সে ভালোবাসতে পারে, নানা জিনিস অনুভবের ক্ষমতা তার রয়েছে। অবিশ্বাস নিয়ে সে দেখেছে চ্যাপেল হিলের রাস্তায় কীভাবে উইল রুডলফকে কুকুরের মত গুলি করে হত্যা করেছে অ্যালেক্স ক্রস। দশটা অ্যালেক্স ক্রসকে দিয়েও একটা রুডলফকে কেনা সম্ভব নয়।

রুডলফ ছিল দুর্লভ একটি প্রতিভা। উইল রুডলফ ছিল জেকিল অ্যান্ড হাইড। তবে শুধু ক্যাসানোভাই তার এগুণের কথা জানত। একসঙ্গে কাটানো দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে ক্যাসানোভার। কিছুতেই ভুলতে পারছে না রুডলফের কথা। দু'জনেই জানত নিষিদ্ধ আনন্দের মজাই আলাদা। সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, প্রতিভাদীপ্ত মেয়েগুলো ধরে এনে শেষে হত্যা করার মধ্যে যে অদ্ভুত আনন্দ তারা পেয়েছে এর তুলনা হয় না।

কিন্তু রুডলফ এখন নেই। ক্যাসানোভা এখন একা। হঠাৎ ভয় লেগে উঠল তার। একা থাকার ভয়। যেন দু'টুকরো করে ফেলা হয়েছে তাকে। আবার সবকিছু নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে হবে তাকে। আর সে কাজটাই এখন করতে যাচ্ছে ক্যাসানোভা।

অ্যালেক্স ক্রসকে কিছুটা কৃতিত্ব দিতে চায় সে। ক্রস তার কাছে চলে এসেছে। কতটা কাছে? ক্রসকে ভূতে পেয়েছে। সে কখনোই ক্যাসানোভার পিছু ছাড়বে না যদি না তার মৃত্যু হয়।

ক্রস ন্যাগস হেড-এ ক্যাসানোভার জন্য এই ছোট্ট, লোভনীয় ফাঁদটা পেতেছে। ক্রস জানে ক্যাসানোভা তার এবং কেট ম্যাকটিয়েরনানের পিছু নেবে। সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতির মধ্যে ঘটনা ঘটাতে আপত্তি কী?

আউটার ব্যাঙ্কস-এ ক্যাসানোভা যখন পৌঁছাল, রাতের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠে গেছে। লম্বা ঘাসের আড়ালে দু'জন লোককে শুইয়ে ফেলা তার জন্য কোন ব্যাপারই না। দুই এফ বি আই এজেন্টকে পাঠানো হয়েছে ক্রস এবং কেটকে পাহারা দিয়ে রাখতে।

ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালল ক্যাসানোভা। ওরা ওকে দেখতে পাবে। হ্যাঁ, সে যে কোন জায়গায় নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে। এ তার প্রতিভার একটা অংশ মাত্র।

এজেন্টদের কাছাকাছি পৌঁছার পর তাদেরকে ডাক দিল সে, 'অ্যাই, আমি এসে পড়েছি।'

ফ্ল্যাশ লাইটটা তাক করল সে নিজের দিকে যাতে চেহারাটা দেখতে পায় এজেন্টরা। ওরা দেখুক সে কে।

অধ্যায় : ১২০

আজ সকালে আমার নাস্তা তৈরির পালা। কেটের পছন্দের স্টিকি বান বানাব আমি, সেই সঙ্গে থাকবে মন্টেরি জ্যাক চিজ এবং সটিড অনিয়ন ওমলেট।

ন্যাগস হেডের বেকারিতে যেতে হবে নাস্তা বানানোর উপকরণ কিনতে। এই ফাঁকে জগিংটাও হয়ে যাবে। জগিং-এর সময় আমার মাথাটা খুলে যায়, পরিষ্কার হয়ে আসে চিন্তাভাবনা।

কোমর সমান লম্বা ঘাসের আড়ালে আঁকাবাঁকা একটা রাস্তা। পথটা গিয়ে জলার ধারে শান বাঁধানো রাস্তায় মিশেছে। ওই রাস্তা ধরে এগুলে সোজা শহর।

আমি জগিং শুরু করে দিলাম। রিল্যাক্স বোধ করছি। আমার গার্ড মাটিতে পড়ে ছিল তাই ওকে প্রথমে দেখতেই পাইনি।

নেভী ব্লু উইন্ড ব্রেকার আর কাদামাখা খাকি শার্ট গায়ে সোনালি চুলের মানুষটা ঘাসের মধ্যে, রাস্তার ধারে পড়ে আছে। তার চাউনি দেখে মনে হলো ভেঙে দেয়া হয়েছে ঘাড়। বেশিক্ষণ হয়নি মারা গেছে। পালস পরীক্ষা করতে গিয়ে লক্ষ করলাম গা এখনও গরম।

মৃত মানুষটি এফ বি আই এজেন্ট। আমাকে আর কেটকে পাহারা দেয়ার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিল। ক্যাসানোভাকে ফাঁদে ফেলতে সাহায্য করবে সে, বলা হয়েছিল আমাদেরকে। পরিকল্পনাটা কাইলি ক্রেগের তবে কেট আর আমি অমত করতে পারি নি।

'ওহ গড ড্যামিট, নো!' গুঙিয়ে উঠলাম আমি। অস্ত্রটা হাতে চলে আমার, ছুটলাম বাড়ির দিকে। কেট নিশ্চয় মহা বিপদে আছে। আমাদের দু'জনেরই এখন মস্ত বিপদ।

ক্যাসানোভার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে ভাবার চেষ্টা করলাম আমি। ও কী কী করতে পারে। বাড়ির সুরক্ষা বেস্টনী ইতিমধ্যে ভেঙে গেছে।

ও কীভাবে করছে এসব? আসলে কে ও? আমি কার সঙ্গে লড়াই করছি?

আরেকটা লাশ দেখতে হবে মোটেই আশা করিনি আমি। আর তখুনি লাশটার গায়ে পা বেঁধে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। দ্বিতীয় এফ বি আই এজেন্টকে হত্যা করে ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে ক্যাসানোভা। এর পরনেও

নেভী ব্লু উইন্ড ব্রেকার। চিৎ হয়ে পড়ে আছে এজেন্ট, পরিপাটি করে আঁচড়ানো লাল চুল ধস্তাধস্তি করার কোনও চিহ্ন নেই। মরা, নিষ্প্রাণ চোখ চেয়ে আছে আকাশে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকা এক ঝাঁক সীগালের দিকে।

এবার ভয় পেলাম আমি। শোঁ শোঁ বাতাস আর লম্বা ঘাসের জঙ্গল মাড়িয়ে ছুটলাম সীচ হাউসের দিকে, চারদিকে নীরব, নিস্তব্ধ। একটু আগে এরকমই দেখে গেছি আমি।

আমি নিশ্চিত বাড়িতে ঢুকে পড়েছে ক্যাসানোভা। আমাদেরকে শিকার করতে এসেছে। আমি আমার গ্লক পিস্তল বাগিয়ে ধরে সামনের স্ক্রীণ ডোর দিয়ে সাবধানে ঢুকে পড়লাম ঘরে। লিভিংরুমে কোনও কিছুর সাড়া নেই। শুধু রান্নাঘর থেকে পুরানো আমলের ফ্রিজ থেকে গুনগুন শব্দ আসছে। যেন ঝিঁঝি ডাকছে। 'কেট!' গলা ফাটিয়ে চেঁচালাম আমি। 'ও এসে পড়েছে! কেট! ও এখানে চলে এসেছে। চলে এসেছে ক্যাসানোভা।'

লিভিংরুম দিয়ে একছুটে চলে এলাম দোতলার শোয়ার ঘরে। দড়াম করে খুললাম কপাট।

কেট নেই এখানে!

অথচ কিছুক্ষণ আগে কেট এখানেই ছিল। এই বেডরুমে ওকে রেখে গেছি আমি।

আবার হলওয়েতে ছুটে এলাম। হঠাৎ বন্ধ একটা দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এল একটা হাত। চেপে ধরল আমাকে।

পাঁই করে ঘুরলাম আমি।

কেট। ওর চোখ মুখ থেকে ঠিকরে পড়ছে ঘৃণা, চেহারায় দৃঢ় সংকল্পের ছাপ। চোখে ভীতির ছিটে ফোঁটা নেই। ঠোঁটে আঙুল রাখল কেট। 'শ্‌শ্‌শ।' ফিসফিস করল ও।

'আমি ঠিক আছি, অ্যালেক্স।'

'আমিও। অন্তত: এখন পর্যন্ত।'

এক সঙ্গে কিচেনের দিকে এগোলাম দু'জনে। ওখানে হাউজ ফোন। কেশ হ্যাটেরাস পুলিশকে ফোন করব। ওরা কাইলি এবং এফ বি আই'র সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

সরু হলওয়েটা অন্ধকার। ধাতব ঝলকানিটা আই দেখতে পেলাম না। আমার বাম বুকে লম্বা, খুদে একটা বর্শা ঢুকল। তীব্র ব্যথায় চোখে আঁধার দেখলাম। আমার হৃৎপিন্ড লক্ষ্য করে বর্শাটা ছোঁড়া হয়েছে। নিখুঁত লক্ষ্যভেদ। আমাকে টেনসর স্টান গান দিয়ে আঘাত করেছে ক্যাসানোভা।

ভয়াবহ একটা ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল গোটা শরীরে। দুলে উঠল পৃথিবী। চামড়ায় যেন আগুন ধরে গেছে।

জানি না কীভাবে করলাম কাজটা, তবে ওর দিকে ছুটে গেলাম আমি। স্টান গান নিয়ে এই একটা সমস্যা। আশি হাজার ভোল্ট টেনসরও বিশালদেহী পুরুষ মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে শুইয়ে দিতে পারে না। বিশেষ করে আমার মত মানুষ যার অন্তরে ধিকিধিকি জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন।

আমার গায়ে শক্তি নেই। অন্তত: ক্যাসানোভাকে ঠেকানোর মত শক্তি। ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন, শক্তিশালি খুনী সহজেই আমাকে পাশ কাটাল। ঘাড়ে প্রচন্ড জোরে বসিয়ে দিল কারাতে চপ। আবারও আঘাত করল সে। আমি হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলাম।

এবার সে মুখোশ পরেনি।

অবশেষে তার দিকে তাকালাম আমি। ওর মুখে হালকা দাড়ি, দ্য ফিউজিটিভ ছবিতে হ্যারিসন ফোর্ডের মত। বাদামী চুল আগের চেয়ে লম্বা, পেছন দিকে উল্টে আঁচড়ানো। চেহারার যত্ন নিচ্ছে না সে। ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর মৃত্যুতে শোক করছে?

কোনও মুখোশ নেই। আমাকে দেখাতে চায় সে কে। তার খেলা শেষ করে দেয়া হয়েছে।

অবশেষে ক্যাসানোভাকে দেখছি আমি।

ডেভি সাইকসকে খুব কাছ থেকে লক্ষ করেছি আমি। তখনই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম ডারহাম পুলিশ বাহিনীর কেউ হবে ক্যাসানোভা। যদিও সে তার সমস্ত চিহ্ন সতর্কতার সঙ্গে মুছে ফেলেছে। তার যে সমস্ত অ্যালিবাই ছিল তাতে তাকে খুনী হিসেবে সন্দেহ করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

সে প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করেছে নিখুঁতভাবে। সে একটা জিনিয়াস- এ কারণেই দীর্ঘ সময় ধরে অপরাধ চালিয়ে যেতে পেরেছে।

আমি তাকিয়ে আছি ভাবলেশহীন চেহারার ডিটেকটিভ নিক রাসকিনের দিকে। রাসকিন ক্যাসানোভা। রাসকিন সেই দানব। রাসকিন! রাসকিন! রাসকিন!

'আমি যা চাই তা-ই করতে পারি। ভুলে যেয়োনা, ক্রস,' রাসকিন বলল আমাকে। রাসকিন লোকাল স্টার, লোকাল হিরো। সকল সন্দেহের উর্ধ্বে। টেনসর বর্শার খোঁচা খেয়ে আমি মেঝেতে অসহায়ের মত পড়ে আছি, রাসকিন পা বাড়াল কেটের দিকে।

'আমি তোমাকে খুব মিস করেছি কেটি। তুমি আমাকে মিস করোনি?'

হেসে উঠল সে। তার চোখে উন্মাদনা। ওর 'টুইন' মারা গেছে এ কারণেই কী এমন হিংস্র দেখাচ্ছে ওকে? এখন কী করতে চায় ক্যাসানোভা?

জবাব দিল না কেট। উল্টো ছুটে গেল ওর দিকে। এ মুহূর্তটির জন্য বহুদিন ধরে অপেক্ষা করছে সে।

ক্যাসানোভার ডান কাঁধে ভয়াবহ এক লাথি লাগল, বাড়ানো হাত থেকে ছিটকে গেল স্টান গান। দারুণ একটা লাথি কষিয়েছে কেট। *ওকে আবার মারো। তারপর এখান থেকে পালিয়ে যাও।* চিৎকার করে বলতে চাইলাম কেটকে।
কিন্তু বলা গেল না। মুখই খুলতে পারলাম না। কোনওমতে একটা কনুইয়ে ভর দিয়ে সামান্য উঁচু করলাম শরীর।
সৈকতে কেটকে যেভাবে কারাতে প্রাকটিস করতে দেখেছি সেভাবে ও অ্যাকশনে নামল, ক্যাসানোভা বিশালদেহী, গায়ে অনেক শক্তি। তবে প্রচন্ড রাগে আসুরিক শক্তি ভর করেছে কেটের গায়ে।
ও দুর্দান্ত একজন ফাইটার। আমি যা ভেবেছিলাম তারচে'ও বেশি।
পরের পাঞ্চটা দেখতে পেলাম না। ক্যাসানোভার শরীর আড়াল করে রেখেছে কেটকে। শুধু দেখলাম নিক রাসকিনের মাথাটা কট করে ঘুরে গেল এক পাশে, চুল উড়তে লাগল বাতাসে। থরথর করে কেঁপে উঠল পা। কেট আঘাত করেছে ওকে।
কেট আবার মারল। বিদ্যুৎগতির পাঞ্চ কষাল ক্যাসানোভার মুখের বাম দিকে। হাততালি দিতে ইচ্ছে করল। তবে পাঞ্চে কাবু হলো না রাসকিন। মরিয়া হয়ে উঠল সে। কেটও তাই।
কেটের দিকে ছুটে গেল রাসকিন। আবার আঘাত হানল কেট। রাসকিনের বাম দিকের চোয়াল যেন ঝুলে পড়ল।
এবার নাক বরাবর সজোর ঘুসি মারল কেট। দড়াম করে পড়ে গেল রাসকিন। গুঙিয়ে উঠল। উঠতে পারছে না। জিতে গেছে কেট।
বুকের ভেতরে কলজেটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল দৃশ্যটা দেখে। রাসকিন পায়ের গোড়ালিতে বাঁধা হোলস্টারের দিকে হাত বাড়িয়েছে। ক্যাসানোভা কোনও নারীর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে রাজি না, কারও কাছেই না।
যেন ভোজবাজির মত অস্ত্রটা হাতে চলে এল রাসকিনের। এটা একটা সেমি অটোমেটিক। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন। লড়াইয়ের আইনের অবমাননা করছে সে।
'না-আ-আ!' কেট চেঁচিয়ে উঠল।
'অ্যাই, হারামজাদা,' কর্কশ, ফিসফিসে আওয়াজ বেরিয়ে এল আমার গলা থেকে। আমিও আইনের তোয়াক্কা করছি না।
ঘুরল ক্যাসানোভা। আমাকে দেখল। সেমি অটোমেটিক তাক করল আমার দিকে। আমি দু'হাতে ধরে আছি গ্লক পিস্তল। হাত কাঁপছে তবু কোনওমতে উঠে বসেছি। পিস্তলের প্রায় পুরো ক্লিপটা ওর উপর খরচা করলাম আমি। ঝাঁঝরা করে দিলাম বুক।
গুলির ধাক্কায় বাড়ির দেয়ালে ছিটকে গেল ক্যাসানোভা। বার কয়েক পা দাপড়াল। তারপর স্থির হয়ে গেল ওপরের দিকে তাকিয়ে। ওর চোখের সাদা অংশটা শুধু দেখতে পাচ্ছি।

সিধে হলাম আমি যেন রাবারের পায়ে ভর করে। ঘামে ভিজে গেছে শরীর। টলতে টলতে এগিয়ে গেলাম কেটের কাছে। অনেকক্ষণ দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে থাকলাম। ভয় এবং বিজয়ের আনন্দে কাঁপছি। আমরা বিজয়ী হয়েছি। পরাজিত করেছি ক্যাসানোভাকে।

'ওকে এত ঘৃণা করতাম আমি,' ফিসফিস করল কেট। 'আগে বুঝতে পারি নি।'

কেপ হ্যাটেরাস পুলিশকে ফোন করলাম। তারপর ফোন করলাম এফ বি আই এবং ওয়াশিংটনে আমার বাচ্চা এবং নানার কাছে। অবশেষে সবকিছুর সমাপ্তি ঘটেছে।

অধ্যায় : ১২১

ওয়াশিংটনে আমার বাড়ির বারান্দায় বসে আছি। স্যাম্পসনের সঙ্গে ঠান্ডা বিয়ার খাচ্ছি।

শীত আসার আগমনী বার্তা ঘোষণা করছে ঠান্ডা বাতাস। বাচ্চারা লিভিংরুমে। কাউচে বসে 'বিউটি অ্যান্ড দ্য বীস্ট' কার্টুন দেখছে।

'তুমি এখন কেমন আছ?' এটা সেটা নিয়ে গল্প করার পর প্রশ্ন করল স্যাম্পসন।

'ভালোই।'

'কেটকে খুব মিস করছ, না।'

'অবশ্যই। তবু ভালো আছি। ওর মত বন্ধু আমি পাইনি। তুমি পেয়েছ?'

'না।'

'ও ওর পরিবারকে কথা দিয়েছিল ভার্জিনিয়া যাবে। তাই ওখানে গেছে।'

সে রাতে আমি একা বসে আছি বারান্দায়। ভাবছি কেটের কথা। ওর মত শক্ত ধাতুর মেয়ে আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি। এজন্যই এত প্রতিকূলতা সয়েও টিকে গেছে। একমাত্র ও-ই পেরেছে ক্যাসানোভার বাড়ি থেকে পালিয়ে আসতে। ক্যাসানোভা মারা গেছে। তবে নিজেকে এখনও নিরাপদ মনে হচ্ছে না। বারান্দার জানালা দিয়ে অন্ধকারে তাকালাম। কেমন শিরশির করে উঠল গা। মনে হলো কেউ নজর রাখছে আমার ওপর।

আমি জানি ওরা ওখানে আছে।

ওরা জানে আমি কোথায় আছি।

অবশেষে বিছানায় গেলাম আমি। ঘুম এসেছে এমন সময় দরজায় একটা শব্দ শুনে চটকা ভেঙে গেল। জোরে জোরে কেউ দরজা ধাক্কাচ্ছে। ঝামেলা।

সার্ভিস রিভলভার হাতে নিয়ে দ্রুত নেমে এলাম নিচে। এখনও দরজায় কেউ ধাক্কা মেরে চলেছে। ঘড়ি দেখলাম। রাত সাড়ে তিনটা। নিশ্চয় ঝামেলা।

দেখলাম খিড়কির দরজা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে স্যাম্পসন।

'একটা খুন হয়েছে,' দরজা খোলার পরে বলল সে। 'একটা মেয়ে, অ্যালেক্স।'

সমাপ্ত